বাংলাদেশ
অর্থনৈতিক সমীক্ষা
২০০২

অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগ
অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

M. ZOBAYER ENAMUL KARIM
Senior Research Officer
Bangladesh Public Administration Training Centre
Savar, Dhaka, Bangladesh.

বাংলাদেশ
অর্থনৈতিক সমীক্ষা
২০০২

অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগ
অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জুন, ২০০২

ঊর্ধ্বতন গবেষণা
বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন

মুখবন্ধ

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা সরকারের একটি নিয়মিত বাৎসরিক প্রকাশনা। সেই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০০২ প্রকাশিত হলো। জাতীয় সংসদে বাজেট অধিবেশনে উপস্থাপনের নিমিত্তে দেশের অর্থনৈতিক গতিধারার প্রতিচ্ছবি স্বরূপ এ সমীক্ষাটি প্রণয়ন করা হয়ে থাকে।

২। বিগত কয়েক বছরের রাজস্ব খাতের অব্যবস্থাপনা, বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা ও ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১-এ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সংঘটিত সন্ত্রাসী হামলার বিরূপ প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত অর্থনীতি নিয়ে বর্তমান সরকার যাত্রা শুরু করে। ঐ সময়ে রপ্তানি আয় ও বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ আশংকাজনক পর্যায়ে নেমে আসে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের অর্থনীতিকে সুরক্ষা ও গতিশীল করার লক্ষ্যে সরকার সমষ্টিক অর্থনৈতিক ভারসাম্য পুনরুদ্ধারের জন্য কিছু তাৎক্ষণিক কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ফলে সাম্প্রতিককালে সমষ্টিক অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা অনেকাংশে ফিরে আসে। একইসাথে অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার কিছু সুদূরপ্রসারী সংস্কার কর্মসূচী হাতে নিয়েছে। মধ্যমেয়াদী জাতীয় দারিদ্র্য নিরসন কৌশল নির্ধারণের মাধ্যমে সেই লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে হবে। এটা সুবিদিত যে, এ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন এ দেশেরই জনগণের অংশীদারিত্বে, তাদেরই উদ্যোগে এবং তাদের নেতৃত্বে সূচিত হবে। এ জন্য শুধুমাত্র প্রয়োজন সর্বজনের সর্বক্ষেত্রে দৃঢ়তা ও অসীম প্রত্যয়।

৩। সমীক্ষাটিতে অর্থনীতির বিভিন্ন খাতের তথ্য পরিবেশন করা হয়। পরিবেশিত তথ্যাদি সামগ্রিক অর্থনীতির মূল প্রবণতাসমূহ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। সমষ্টিক অর্থনীতি, কৃষি, শিল্প, বিদ্যুৎ ও জ্বালানী, পরিবহন ও যোগাযোগ-এর মত গুরুত্বপূর্ণ খাত ভিত্তিক পর্যালোচনা ছাড়াও এ সমীক্ষায় কয়েকটি মৌলিক অর্থনৈতিক বিষয় যথা- মানব সম্পদ উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন ও বেসরকারী খাত উন্নয়ন সম্পর্কেও পর্যালোচনা করা হয়েছে।

৪। এ সমীক্ষা প্রণয়নে যে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা মূল্যবান উপাত্ত/তথ্য সরবরাহ করেছে তাঁদের নিকট আমরা আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। তথ্য সমৃদ্ধ 'বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা' দলিলটি দেশে ও বিদেশে সমাদৃত হলে আমাদের প্রচেষ্টা ও পরিশ্রম সার্থক হবে। একই সাথে সমীক্ষাটি প্রণয়নে অর্থ বিভাগের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দের অক্লান্ত পরিশ্রম প্রশংসার দাবী রাখে। বাজেট সংক্রান্ত দলিল হিসেবে ব্যবহৃত হওয়া ছাড়াও সমীক্ষাটি গবেষক, শিক্ষাবিদ, ছাত্র-ছাত্রী, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও উৎসাহী পাঠককুলের জন্য সহায়ক হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

মোঃ সাইফুর রহমান

(মোঃ সাইফুর রহমান)
মন্ত্রী
অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

প্রাসঙ্গিক কথা

'বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা' দেশের সমষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সংক্রান্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল। প্রতি বছরই এ দলিল বাজেটের সাথে জাতীয় সংসদে পেশ করা হয়। এর উদ্দেশ্য হলো বাজেটের পটভূমি হিসেবে দেশের সমষ্টিক অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসমূহ একত্রে উপস্থাপন করা। কোন কোন ক্ষেত্রে অতি সাম্প্রতিক তথ্যাদি প্রাপ্তির অভাবে সমীক্ষায় বর্তমান অর্থবছরের প্রথম ছয় বা নয় মাসের তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে সাময়িক/প্রাক্কলিত তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে। বাজেট বক্তৃতায় সর্বশেষ তথ্য পরিবেশনের কারণে কোন কোন ক্ষেত্রে সমীক্ষার তথ্যের সাথে কিছুটা অসামঞ্জস্যতা থাকতে পারে।

২। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০০২-এ মোট চৌদ্দটি পরিচ্ছেদ রয়েছে। প্রথম পরিচ্ছেদে সার্বিক অর্থনীতির একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র উপস্থাপন করার প্রয়াস নেয়া হয়েছে। দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত সমষ্টিক অর্থনীতির মৌল উপাদানসমূহ (যেমন- দেশজ উৎপাদন, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ, মূল্য ও কর্মসংস্থান, রাজস্ব নীতি ও ব্যবস্থাপনা, মুদ্রা নীতি ও ব্যবস্থাপনা এবং বৈদেশিক বাণিজ্য ও মুদ্রা বিনিময় ব্যবস্থাপনা) সম্পর্কে তথ্যাদি তুলে ধরা হয়েছে। সপ্তম থেকে দ্বাদশ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত অর্থনীতির প্রধান খাতসমূহ (যথা- কৃষি, শিল্প, বিদ্যুৎ ও জ্বালানী, পরিবহন ও যোগাযোগ এবং মানব সম্পদ) সম্পর্কিত পরিসংখ্যান সন্নিবেশ করা হয়েছে। তাছাড়া, ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ পরিচ্ছেদে যথাক্রমে দারিদ্র্য বিমোচন ও বেসরকারীখাত উন্নয়ন বিষয়ে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপের সংক্ষিপ্ত বিবরণ রয়েছে।

৩। অর্থ বিভাগের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগ 'বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা' প্রণয়নে মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। যথাসময়ে সমীক্ষা প্রণয়নে এ অনুবিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন। এ জন্যে আমি তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও সংস্থা সমীক্ষা প্রণয়নে তথ্য/উপাত্ত পরিবেশন করেছেন। তাঁদের প্রতিও রইল আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।

৪। নানা সীমাবদ্ধতার মধ্যে সমীক্ষাটি প্রণয়ন করায় এতে ভুল-ত্রুটি থাকা স্বাভাবিক। এ গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনাটি ভবিষ্যতে আরও সমৃদ্ধ এবং যুগোপযোগী করার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাসহ গবেষক/পাঠকের পরামর্শ কৃতজ্ঞতার সাথে গৃহীত হবে।

(জাকির আহমেদ খান)
সচিব
অর্থ বিভাগ

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট

সাধারণ

জনসংখ্যা (কোটি), ২০০১(শুমারী ভিত্তিক)	১২.৩১
(সমন্বয় ভিত্তিক)	১২.৯২
২০০২ (প্রাক্কলিত)	১৩.১২
জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার (শতকরা), ২০০১	১.৪৮
পুরুষ-মহিলা অনুপাত	১০৩.৮
আয়তন (বর্গ কিঃমিঃ)	১৪৭৫৭০
জনসংখ্যার ঘনত্ব/বর্গ কিলোমিটার, ২০০১	৮৩৪

জীবনসম্পৃক্ত পরিসংখ্যান

স্থুল জন্ম হার (প্রতি ১০০০ জনে), ২০০০	১৭.৯০
স্থুল মৃত্যু হার (প্রতি ১০০০ জনে), ২০০০	৩.৭০
শিশু মৃত্যু হার (প্রতি হাজার জীবিত জন্মে), ২০০০ (এক বছরের কম)	৫১.০০
মহিলা প্রতি মোট ফার্টিলিটি হার, ২০০০	২.৯০
গর্ভ নিরোধ ব্যবহারের হার (%), ২০০০	৫৩.৮০
প্রত্যাশিত গড় আয়ুকাল (জন্মলগ্নে),২০০০ পুরুষ	৬৮.০০
মহিলা	৬৯.০০

স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা

সরকারী হাসপাতালের শয্যা প্রতি জনসংখ্যা, ২০০১ (ডিসপেনসারী সহ)	৪০৩৬
রেজিস্টার্ড ডাক্তার প্রতি জনসংখ্যা, ২০০১	৩৯৭৭
প্রথম বিবাহে মহিলাদের গড় বয়স, ২০০০	২০.৬০
সুপেয় পানি গ্রহণকারী (%), ১৯৯৯	৯৭.৯০
স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা ব্যবহারকারী (%), ১৯৯৯	৪০.৩০
বয়স্ক শিক্ষার হার (১৫+) (%), ২০০১	৬৫.০০

কর্মসংস্থান ও শ্রমশক্তি

লেবার ফোর্স সার্ভে, ১৯৯৯/০০	
বেসামরিক শ্রমিকের সংখ্যা (কোটি)	৬.০৩
পুরুষ	৩.৭৫
মহিলা	২.২৮
মোট শ্রমশক্তির শতকরা হার হিসেবে	
কৃষি শ্রমিক	৬২.৩০
শিল্প শ্রমিক (ম্যানুফ্যাকচারিং, বিদ্যুৎ, গ্যাস)	৭.৬০
অন্যান্য শ্রমিক	৩০.১০

আয় বন্টন ও দারিদ্র্য, ২০০০

(জন প্রতি দৈনিক ২১২২ কিলো ক্যালরী এর কম গ্রহণ)	
জাতীয়	৪৪.৩০
শহর	৫২.৫০
পল্লী	৪২.৩০
(জন প্রতি দৈনিক ১৮০৫ কিলো ক্যালরী এর কম গ্রহণ)	
জাতীয়	২০.০০
শহর	২৫.০০
পল্লী	১৮.৭০

মোট দেশজ উৎপাদন, ২০০১/০২ (সাময়িক)

চলতি মূল্যে জিডিপি (কোটি টাকা)	২৭১১২৪
স্থির মূল্যে জিডিপি (১৯৯৫/৯৬=১০০) (কোটি টাকা)	২২৫৮৪৮
স্থির মূল্যে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার (শতকরা)	৪.৮০

সঞ্চয় ও বিনিয়োগ (জিডিপি'র শতকরা হার), ২০০১/০২

অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়	১৭.৯১
জাতীয় সঞ্চয়	২২.৪৩
মোট বিনিয়োগ	২৩.১৮
সরকারী	৭.১০
বেসরকারী	১৬.০৮

বাণিজ্যিক লেনদেন ভারসাম্য, ২০০১/০২ (সাময়িক)

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

রপ্তানি আয় (লক্ষ্যমাত্রা)	৭১৭০
আমদানী ব্যয় (লক্ষ্যমাত্রা)	----
রপ্তানি (জিডিপি'র শতকরা হার, লক্ষ্যমাত্রার হিসাবে)	১৫.১৫
আমদানী (জিডিপি'র শতকরা হার, লক্ষ্যমাত্রার হিসাবে)	----
রপ্তানি আয় (জুলাই'০১- মার্চ'০২)	৪৪৪৯
আমদানী ব্যয় (জুলাই'০১-ডিসেম্বর'০১)	৪২০০
বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ (৩০-০৪-২০০২)	১৪৭৮
প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থ (জুলাই'০১-মার্চ'০২)	১৮১১

সরকারী আয়/ব্যয় (জিডিপি'র শতকরা হার), ২০০১/০২

(সাময়িক)

মোট ব্যয়	১৪.২
মোট আয়	৯.৮
সার্বিক ঘাটতি (বৈদেশিক অনুদান ব্যতীত)	৪.৪

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, বাংলাদেশ ব্যাংক, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, ইউএমআইএস, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।

সূচী

		বিষয়	পৃষ্ঠা
১.	প্রথম পরিচ্ছেদঃ	অর্থনৈতিক পরিস্থিতি	১-১২
২.	দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ	দেশজ উৎপাদন, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ	১৩-১৭
৩.	তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ	মূল্য, মজুরী ও কর্মসংস্থান	১৮-২৩
৪.	চতুর্থ পরিচ্ছেদঃ	রাজস্বনীতি ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনা	২৪-২৯
৫.	পঞ্চম পরিচ্ছেদঃ	মুদ্রানীতি ও মুদ্রা ব্যবস্থাপনা	৩০-৩৬
৬.	ষষ্ঠ পরিচ্ছেদঃ	বৈদেশিক বাণিজ্য ও বিনিময় ব্যবস্থাপনা এবং বৈদেশিক খাত পরিস্থিতি	৩৭-৪৫
৭.	সপ্তম পরিচ্ছেদঃ	কৃষি	৪৬-৫৭
৮.	অষ্টম পরিচ্ছেদঃ	শিল্প	৫৮-৬৩
৯.	নবম পরিচ্ছেদঃ	রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সংস্থাসমূহ	৬৪-৬৬
১০.	দশম পরিচ্ছেদঃ	বিদ্যুৎ ও জ্বালানী	৬৭-৭৭
১১.	একাদশ পরিচ্ছেদঃ	পরিবহন ও যোগাযোগ	৭৮-১০২
১২.	দ্বাদশ পরিচ্ছেদঃ	মানব সম্পদ উন্নয়ন	১০৩-১১৬
১৩.	ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদঃ	দারিদ্র্য বিমোচন	১১৭-১৩৪
১৪.	চতুর্দশ পরিচ্ছেদঃ	বেসরকারী খাত উন্নয়ন	১৩৫-১৪৩
১৫.	পরিসংখ্যান পরিশিষ্ট		১৪৫-১৯১

প্রথম পরিচ্ছেদ
অর্থনৈতিক পরিস্থিতি

বিগত সরকার অনুসৃত সম্প্রসারণমূলক বাজেট নীতির ফলে আয়ের তুলনায় সরকারের ব্যয় বৃদ্ধি পায়। ফলশ্রুতিতে দেশের সমষ্টিক অর্থনীতির স্থিতি ব্যাহত হয়। বাজেটের অতিরিক্ত ব্যয় মিটাতে সরকারকে অধিকহারে ঋণ গ্রহণ করতে হয়। উপরন্তু ১১ সেপ্টেম্বর ২০০১-এ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সংঘটিত সন্ত্রাসী হামলার প্রেক্ষিতে বিশ্ব অর্থনীতিতে সৃষ্ট মন্দা আরও গভীর হয় এবং এর বিরূপ প্রভাব আমাদের বহির্বাণিজ্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। ফলে সামগ্রিকভাবে বৈদেশিক মুদ্রার উপর চাপ বেড়ে যায় এবং বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভও আশংকাজনকভাবে কমে যায়।

বর্তমান সরকারের একটি মুখ্য উদ্দেশ্য হলো অর্থনৈতিক উন্নয়নের চাকাকে সচল রেখে সমষ্টিক অর্থনীতির স্থিতিশীলতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা। উদ্ভূত পরিস্থিতি কাটিয়ে রাজস্ব ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা আনয়ন ও সমষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জন এবং সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার ১০০ দিনের বিশেষ কর্মসূচী গ্রহণ করে। বিশ্ব অর্থনীতির নেতিবাচক প্রভাব ন্যূনতম পর্যায়ে রেখে জাতীয় অর্থনীতিতে গতি সঞ্চার এবং আর্থিক খাতে দ্রুত অগ্রগতি লাভের জন্য বর্তমান সরকার গত অক্টোবরে ক্ষমতা গ্রহণের পরপরই বেশ কিছু বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করে। বিনিয়োগ বৃদ্ধি, অধিক উৎপাদন, রপ্তানি বৃদ্ধি ও শেয়ার বাজারে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের সুদের হার (ব্যাংক রেট) ৭ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৬ শতাংশে নির্ধারণ, রপ্তানি ঋণের সুদের হার ৮-১০ শতাংশ থেকে ৭ শতাংশে হ্রাস এবং বিভিন্ন ধরণের সঞ্চয়পত্রের সুদের হার ১.২৮ শতাংশ থেকে সর্বোচ্চ ২.০ শতাংশ পর্যন্ত হ্রাস করা হয়। বাজেট ঘাটতি হ্রাস করার উদ্দেশ্যে ঢাকায় অনুষ্ঠেয় ন্যাম (NAM) শীর্ষ সম্মেলন বাতিল করা হয় এবং বেশ কিছু অননুমোদিত প্রকল্প স্থগিতসহ অন্যান্য অপ্রয়োজনীয় ব্যয় হ্রাস করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। ইতোমধ্যেই বর্তমান সরকারের এইসব সংস্কারমূলক পদক্ষেপ সুফল দিতে শুরু করেছে।

গত সরকার রাজস্বনীতি ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনাকে ব্যাংক ব্যবস্থাপনা হতে গৃহীত ঋণের আবর্তে আবদ্ধ করে ফেলেছিল। সেই অব্যবস্থা হতে রাজস্ব ব্যবস্থাপনা মুক্ত হতে চলেছে। ব্যাংক ব্যবস্থাপনা হতে গৃহীত ঋণের পরিমাণ কমে এসে মে,২০০২ এর প্রথমার্ধে ১০৯০ (একহাজার নব্বই) কোটি টাকাতে দাঁড়িয়েছে, যা গত বছরের একই সময়ের ১৭৫৬ (এক হাজার সাতশত ছাপান্ন) কোটি টাকা হতে ৬৬৬ কোটি টাকা কম। ১৯৯৫-৯৬ অর্থ বছরে ব্যাংকিং খাত হতে নেয়া সরকারের ঋণের স্থিতি ছিল ৬ (ছয়) হাজার কোটি টাকা। ২০০০-২০০১ অর্থ বছরে তা ৩ (তিন) গুণ বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ১৮ (আঠারো) হাজার কোটি টাকায় পৌঁছে। একই ভাবে ১৯৯৫-৯৬ অর্থ বছরে যেখানে অভ্যন্তরীণ ঋণের পরিমাণ ছিল ১৪ (চৌদ্দ) হাজার কোটি টাকা, ২০০০-২০০১ অর্থ বছরে তা ২.৮ গুণ বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ৩৮ (আটত্রিশ) হাজার কোটি টাকায় পৌঁছে।

সুষ্ঠু রাজস্ব ব্যবস্থাপনার ফলে রাজস্ব আদায়ের (প্রাথমিক আশংকাজনক পরিস্থিতি থেকে) উত্তরণ ঘটছে এবং আশা করা হচ্ছে -চলতি অর্থ বছরে কর রাজস্ব আয়ের লক্ষ্য মাত্রা অর্জন করা সম্ভব হবে। অনুৎপাদনশীল ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে গৃহীত প্রকল্পসমূহ পরিহার করার ফলে সরকারী ব্যয় ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা ফিরে এসেছে যার ফলশ্রুতিতে অনেকেরই আশংকাকে অমূলক প্রমাণ করে চলতি অর্থ বছরে বাজেট ঘাটতি জাতীয় আয়ের প্রায় ৪.৫ শতাংশের কাছাকাছি থাকবে বলে অনুমিত হচ্ছে। গত সরকারের রাজস্ব অব্যবস্থাপনার ফলে শুধুমাত্র সরকারী খাতে বাজেট ঘাটতি জাতীয় আয়ের সর্বোচ্চ ৬.১ পর্যন্ত পৌঁছেছিল।

বিশ্ব অর্থনীতির মন্দা ও যুক্তরাষ্ট্রে ১১ সেপ্টেম্বরে সংঘঠিত ঘটনাবলীজনিত নেতিবাচক প্রভাব থেকে রপ্তানি খাত ধীরে ধীরে মুক্ত হচ্ছে এবং রপ্তানি আয়ের সাম্প্রতিক প্রবণতায় আস্তে আস্তে তা পরিস্ফুটিত হয়ে উঠছে। রপ্তানি আয়ের নিম্নগামিতার গতি শ্লথ হয়ে এসেছে। এক পর্যায়ে এই আয় গত বছরের তুলনায় ১২ (বার) শতাংশ পর্যন্ত কমে গিয়েছিল। মার্চ, ২০০২ -এ তা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ৬.৮ শতাংশ কমে ৪,৪৪৯ (চার হাজার চার শত উনপঞ্চাশ মি) মার্কিন ডলারে এসে দাঁড়িয়েছে। রপ্তানি ঋণের পরিধি বাড়ানো এবং নতুন বাজার সৃষ্টিতে বর্তমান সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের ফলে এই সাফল্য অর্জন করা সম্ভব হয়েছে।

বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের পরিমাণও ক্রমাগত কমে যাওয়ার প্রবণতা থেকে মুক্ত হয়েছে এবং বিগত কয়েক মাসে তা ক্রমাগত বাড়ছে। এপ্রিলের শেষার্ধে এর পরিমাণ প্রায় ১৪৮ (একশত আটচল্লিশ) কোটি মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে। মার্চ ১৯৯৬-এ বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের স্থিতি ছিল প্রায় ২২৪ (দুই শত চব্বিশ) কোটি মার্কিন ডলার। কিন্তু, অক্টোবর, ২০০১-এ এই রিজার্ভের স্থিতি নেমে দাঁড়ায় ১০৯ (এক শত নয়) কোটি মার্কিন ডলার। এপ্রিল, ২০০২ এ প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ গত বছরের একই সময়ের তুলনায় প্রায় ৩৬ (ছত্রিশ) শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২০৪ (দুইশত চার) কোটি মার্কিন ডলারে এসে দাঁড়িয়েছে। আশা করা হচ্ছে - এই অর্থ বছরের শেষ নাগাদ প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ এসে দাঁড়াবে ২৪০ (দুই শত চল্লিশ) কোটি মার্কিন ডলারে। বিদেশে বিভিন্ন জায়গায় এক্সচেঞ্জ হাউজ খোলা, বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে রেমিটেন্স সেল খোলা, মানি লন্ডারিং এ্যাক্ট (Money Laundering Act) প্রণয়ন করার মাধ্যমে প্রবাসীদের অর্থ প্রেরণ পদ্ধতি সহজতর করা হয়েছে।

রাষ্ট্রায়ত্ত খাতে ২০০০-২০০১ অর্থবছরে লোকসানের পরিমাণ দ্বিগুন বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ২,৬৫৯ (দুই হাজার ছয়শত ঊনষাট) কোটি টাকায়। রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের লোকসান কমিয়ে আনার লক্ষ্যে নানামুখী পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। নতুন বেসরকারীকরণ নীতিমালা প্রনয়ণ করা হয়েছে। এ অর্থ বছরে রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের লোকসান গত বছরের তুলনায় উলেখযোগ্য ভাবে কমে যাবে বলে আশা করা যায়। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকিং খাতকেও বিভিন্ন সংস্কারমূলক কর্মসূচীর মাধ্যমে বাজার অর্থনীতির প্রতিযোগিতায় টিকে থাকবার জন্য দক্ষ ও উপযুক্ত করে তোলা হয়েছে। শ্রেণী-বিন্যাসকৃত ঋণের বোঝা থেকে এ খাতকে উদ্ধারের জন্য প্রয়োজনীয় প্রণোদনা ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। অলাভজনক কর্মকাণ্ড পরিহার করে এ খাতে নতুন উদ্দীপনা সৃষ্টি করা হয়েছে। সম্প্রতি প্যারিসে অনুষ্ঠিত 'বাংলাদেশ উন্নয়ন ফোরাম' ও মেক্সিকো সিটিতে অনুষ্ঠিত 'মিলেনিয়াম সামিটে' জোট সরকারের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন এবং সামাজিক খাত উন্নয়ন সংক্রান্ত কর্মসূচী বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়েছে। বাংলাদেশ নিজস্ব উদ্যোগে তিন বছর মেয়াদী 'অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং দারিদ্র্য নিরসনের উদ্দেশ্যে জাতীয় পরিকল্পনা' (National Strategy for Economic Growth and Poverty Reduction) প্রণয়ন করছে এবং এই পরিকল্পনার ভিত্তিতে প্রণয়ন করা হবে তিন বছর মেয়াদী 'ক্রম আবর্তিত বিনিয়োগ কর্মসূচী' (Rolling Investment Programme) যা হবে বর্তমান সরকারের ভবিষ্যৎ উন্নয়ন কৌশলের ভিত্তি।

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি

সাময়িক হিসাব অনুযায়ী চলতি বাজার মূল্যে ২০০১/০২ অর্থবছরে প্রাক্কলিত জিডিপি প্রায় ২,৭১,১২৪ কোটি টাকায় দাঁড়াবে। ২০০০/০১ অর্থবছরে চলতি বাজার মূল্যে জিডিপি ছিল প্রায় ২,৩৩,২৫৫ কোটি টাকা। চলতি বাজার মূল্যে ২০০১/০২ অর্থবছরে জিডিপি'র প্রবৃদ্ধির হার দাঁড়াবে প্রায় ৭.০৬% যা ২০০০/০১ অর্থবছরে ছিল ৬.৮১%। ২০০০/০১ অর্থবছরে মাথাপিছু জিডিপি ছিল ১৯,৫৯৫ টাকা এবং চলতি অর্থবছরে দাঁড়াবে প্রায় ২০,৬৭৩ টাকা। স্থির মূল্যে (১৯৯৫/৯৬) ২০০১/০২ অর্থবছরে জিডিপির প্রবৃদ্ধির হার দাঁড়াবে ৪.৮০% যা ২০০০/০১ অর্থবছরে ছিল ৫.১৬%। ১৯৯৯/০০ অর্থবছরে জিডিপি'র প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৫.৯৪%। ২০০১/০২ অর্থবছরে কৃষিখাতে প্রবৃদ্ধি দাঁড়াবে ৩.০৪%। ২০০০/০১ ও ১৯৯৯/০০ অর্থবছরে ছিল যথাক্রমে ৫.৫৩% ও ৬.৬২%। বিদ্যুৎ ও গ্যাস শিক্ষা খাত ব্যতিত ২০০১/০২ অর্থবছরে প্রায় সকলখাতের প্রবৃদ্ধির হার ২০০০/০১ অর্থবছরের তুলনায় হ্রাস পেয়েছে। ২০০১/০২ অর্থবছরে বৃহদায়তন ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পখাতের প্রবৃদ্ধির হার যথাক্রমে ৪.০০% ও ৭.৫০% যা ২০০০/০১ অর্থবছরে ছিল যথাক্রমে ৬.০০% ও ৭.০২%। ১১ই সেপ্টেম্বর ও তার পরবর্তীকালে বিশ্বের ঘটনা প্রবাহ চলতি অর্থবছরের প্রথমার্ধে রপ্তানিখাতসহ অকৃষিখাতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

সঞ্চয় ও বিনিয়োগ

১৯৯০/৯১ অর্থবছরে দেশজ সঞ্চয় ও জাতীয় সঞ্চয় ছিল যথাক্রমে জিডিপির ১৪.৫৭% ও ১৯.৬৬%। ২০০০/০১ অর্থবছর পর্যন্ত দেশজ সঞ্চয় ও জাতীয় সঞ্চয়ের হার ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় যথাক্রমে জিডিপি'র ১৭.৯০% ও ২২.৩২%। ২০০১/০২ অর্থবছরে দেশজ সঞ্চয় ও জাতীয় সঞ্চয়ের হার যথাক্রমে ১৭.৯১% ও ২২.৪৩%-এ দাঁড়াবে বলে আশা করা যাচ্ছে। ১৯৯০/৯১ অর্থবছরে জাতীয় বিনিয়োগের হার ছিল জিডিপির ১৬.৯০%। এর মধ্যে সরকারী ও বেসরকারীখাতের বিনিয়োগের হার ছিল যথাক্রমে ৬.৬৩% ও ১০.২৭%। জাতীয় বিনিয়োগ হার ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেয়ে ২০০০/০১ অর্থবছর পর্যন্ত ২৩.১১% -এ উন্নীত হয়। এর মধ্যে সরকারী ও বেসরকারীখাতের অবদান ছিল যথাক্রমে ৭.২৬% ও ১৫.৮৬%। সরকারের বেসরকারীখাত উন্নয়ন নীতির জন্য জাতীয় অর্থনীতিতে সরকারীখাতের ভূমিকা সঙ্কুচিত এবং বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগসহ স্থানীয় বেসরকারীখাতে বিনিয়োগ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। সাময়িক হিসাবে ২০০১/০২ অর্থবছরে জাতীয় বিনিয়োগের হার ২৩.১৮% দাঁড়াবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে। এর মধ্যে সরকারী ও বেসরকারী খাতে অবদান যথাক্রমে ৭.১০% ও ১৬.০৮% ।

মূল্যস্ফীতি

মূল্যস্ফীতির সাথে দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। ১৯৮৫/৮৬ অর্থবছরকে ভিত্তি বছর ধরে ১৯৯৯/০০ অর্থবছরে মূল্যস্ফীতির হার ছিল ৩.৯০% এবং ২০০০/০১ অর্থবছরে এ হার দাঁড়িয়েছে ১.৫৯% । প্রধানতঃ খাদ্যশস্যসহ কৃষি খাতে ভাল উৎপাদন হওয়ায় খাদ্য ও খাদ্য বর্হিভূত দ্রব্য মূল্যের নিম্ন গতি ও জনগণের আয় থেকে আর্থিক সঞ্চয় ক্রমবৃদ্ধির কারণে মূল্যস্ফীতির হার সন্তোষজনক পর্যায়ে রয়েছে। বর্তমান অর্থবছরের (২০০১/০২) ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত ৮ মাসের গড় ভিত্তিতে মূল্যস্ফীতির হার ২.১১% -এ দাঁড়িয়েছে। পূর্ববর্তী বছরের অনুরূপ মাসের প্রতিতুলনায় (Point to point) জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী ২০০২-এ মূল্যস্ফীতির হার যথাক্রমে ৩.৮১% ও ২.৯৪% ।

রাজস্ব নীতি ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনা

রাজস্ব ব্যবস্থাপনা হল সরকারের আয় ও ব্যয়ের সমন্বয় সাধন ও তৎসংশ্লিষ্ট ব্যবস্থাপনা। সুষ্ঠু রাজস্বনীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সরকারের কাছে একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এছাড়া সরকারের আয়ের তুলনায় ব্যয় বেশী হলে অর্থাৎ রাজস্ব ঘাটতি বেশী হলে অর্থনীতির উপর এর বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে যা নিয়ন্ত্রণে রাখাও সরকারের কাছে গুরুত্বপূর্ণ।

বর্তমান সরকার কর্তৃক রাজস্বখাতে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে গৃহীত বাস্তবমুখী পদক্ষেপের ফলশ্রুতিতে বর্তমান অর্থবছরে এই ঘাটতি ৪.৫ শতাংশে নেমে আসবে বলে অনুমিত হচ্ছে। ২০০১/০২ অর্থবছরে মূল বাজেটে রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ২৭,২৩৯ কোটি টাকা, যার মধ্যে কর রাজস্বের পরিমাণ ২২,০২৩ কোটি টাকা এবং কর বহির্ভূত রাজস্বের পরিমাণ ৫,২১৬ কোটি টাকা। চলতি অর্থবছরের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত রাজস্ব আদায় লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ২.৩৫% কম এবং গত বছরের একই সময়ের চেয়ে ৮.৩৭% বেশী। দারিদ্র দূরীকরণ, কৃষিখাতকে অধিকতর গতিশীল করা, বাস্তবমুখী শিল্পের প্রসার ও রপ্তানি বৃদ্ধি, দেশজ শিল্পের বিকাশ, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন ইত্যাদি বিষয়কে লক্ষ্য রেখে ২০০১-২০০২ অর্থ বছরে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের ক্ষেত্রে নানাবিধ প্রশাসনিক পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। কৃষি বীজ উৎপাদন ও স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত বীজ বিপণন এবং চিংড়ি ও মাছের খাবার উৎপাদনকে ৩০শে জুন ২০০৫ পর্যন্ত কর অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। কর ফাঁকি রোধের লক্ষ্যে স্ব-নির্ধারণী পদ্ধতিতে কর ফাঁকি রোধ সংক্রান্ত বিধান সংযোজন করা হয়েছে। কর ভিত্তি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে স্পট এসেসমেন্টের আয়কর হার যৌক্তিকীকরণ করা হয়েছে। কোম্পানীসমূহের কর নির্ধারণে আয়কর রির্টান দাখিল বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। শুল্ক প্রশাসনের আধুনিকায়ন এবং পদ্ধতি সহজতর করার জন্য অত্যাধুনিক কম্পিউটার শুল্কায়ন পদ্ধতি চালুর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। বিদেশী সিগারেটের চোরাচালান হ্রাস এবং বর্ধিত পরিমাণে রাজস্ব প্রাপ্তির লক্ষ্যে সেপ্টেম্বর, ২০০১ থেকে ষ্ট্যাম্প ও জানুয়ারী ২০০২ থেকে ব্যান্ডরোল ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে। গত সরকারের সময় ট্যারিফ ধাপ কমিয়ে আনলেও প্রতিটি ধাপে অসংখ্য সম্পূরক কর হার ধরা হয় যা কর ব্যবস্থাপনাকে জঞ্জালে পরিণত করে। বর্তমান সরকার এসব জঞ্জাল সাফ করে কর ব্যবস্থাপনাকে স্বচ্ছ ও গতিশীল করার পদক্ষেপ নিয়েছে। ২০০১/০২ অর্থবছরে সরকারী ব্যয় (রাজস্ব, উন্নয়ন ও অন্যান্য) ৩৮,৪৭০ কোটি টাকা ধরা হয় যা

১৯৯১/৯২ অর্থবছরে ছিল ১৫,৫৫০ কোটি টাকা । সরকারী ব্যয় গড়ে প্রতি বছর ১০ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। সরকারী ব্যয়ে আর্থ-সামাজিক খাত ও ভৌত অবকাঠামো খাত উভয় ক্ষেত্রেই অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে। ১৯৯১/৯২ অর্থবছরে সামাজিক খাতসমূহে ব্যয় মোট ব্যয়ের ৮.২ শতাংশ ছিল। ২০০১/০২ অর্থবছরে এ অনুপাত ২৩.৮ শতাংশে দাঁড়াবে বলে অনুমান করা যায় ।

মুদ্রা, ঋণ ও মূলধন বাজার

বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার প্রভাব কাটিয়ে উঠা এবং বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ পরিস্থিতি বিবেচনায় রেখে আলোচ্য অর্থবছরের প্রথমার্ধে মুদ্রা ব্যবস্থাপনায় প্রয়োজনীয় পরিবর্তন, সংশোধন ও সামঞ্জস্য বিধান করা হয় । সমষ্টিক অর্থনীতির চলকসমূহের নিয়মিত ও সতর্ক পর্যবেক্ষণ, অর্থনৈতিক গতিধারা এবং ভবিষ্যৎ প্রয়োজনীয়তার আলোকে মুদ্রানীতি ও মুদ্রা ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় । জাতীয় অর্থনীতিতে গতি সঞ্চার, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি, বৈদেশিক বাণিজ্যের ভারসাম্য বজায় রাখা, মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ, সহনীয় ও উন্নয়নের অনুকূলে রাখা এবং সর্বোপরি কৃষি, শিল্প ও রপ্তানি খাতে অগ্রাধিকারসহ সার্বিক বেসরকারী খাতের কর্মকাণ্ড সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গৃহীত হয় । একই সাথে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে ঋণ প্রবাহ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে আলোচ্য অর্থবছরের ২৪ অক্টোবর, ২০০১ তারিখে ব্যাংক রেট শতকরা ৭.০০ ভাগ থেকে কমিয়ে শতকরা ৬.০০ ভাগ করা হয় । তাছাড়া দেশের রপ্তানি বাণিজ্যের নিম্নগতি কাটিয়ে অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার লক্ষ্যে তৈরী পোশাক, হিমায়িত খাদ্য এবং কৃষিভিত্তিক শিল্পদ্রব্য ঋণের সুদের হারের পরিসীমা শতকরা ৮-১০ ভাগ থেকে কমিয়ে শতকরা ৭.০০ ভাগ নির্ধারণ করা হয়েছে।

২০০১/০২ অর্থ বছরের প্রথম নয় মাসে (মার্চ, ২০০২ পর্যন্ত) ব্যাপক মুদ্রা সরবরাহ (এম-২) ৬২২৪.০০ কোটি টাকা বা শতকরা ৭.১৪ ভাগ বৃদ্ধি পায়, যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে ৭৭০৯.২০ কোটি টাকা বা শতকরা ১০.৩১ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছিল। বার্ষিক ভিত্তিতে ২০০২ সালের মার্চ পর্যন্ত (এপ্রিল '০১-মার্চ '০২) ব্যাপক মুদ্রা সরবরাহ বৃদ্ধির হার দাঁড়ায় শতকরা ১৩.২৫ ভাগ, যা পূর্ববর্তী বছরে ছিল শতকরা ১৫.৩৮ ভাগ। টাকার অংকে ব্যাপক মুদ্রা সরবরাহ জুন, ২০০১ শেষের ৮৭১৭৪.১০ কোটি টাকা হতে ৬২২৪.০০ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে মার্চ, ২০০২ শেষে ৯৩৩৯৮.১০ কোটি টাকায় দাঁড়ায় ।

ব্যাপক মুদ্রা সরবরাহের উপাদান-ভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ২০০১/০২ অর্থ বছরের জুলাই-মার্চ সময়কালে মেয়াদী আমানত ৫১৩৮.৭০ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ৬৯৯৬৫.৫০ কোটি টাকায়, জনসাধারণের হাতে থাকা কারেন্সী নোট ও মুদ্রা ১৪৯২.১০ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ১২৯৭০.৪০ কোটি টাকায় দাঁড়ায় । অপরপক্ষে, তলবী আমানত ৪০৬.৮০ কোটি টাকা হ্রাস পেয়ে ১০৪৬২.২০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়।

রিজার্ভ মুদ্রা জুন, ২০০১ শেষের ১৮৯২৭.৪০ কোটি টাকা থেকে ৩২৮৮.৭০ কোটি টাকা বা শতকরা ১৭.৩৮ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে মার্চ, ২০০২ শেষে ২২২১৬.১০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে রিজার্ভ মুদ্রা ৯১৭.৩০ কোটি টাকা বা শতকরা ৫.৩৮ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছিল। আলোচ্য সময়ে মূলতঃ বাংলাদেশ ব্যাংকের নীট্ অভ্যন্তরীণ সম্পদ ১৯০৩.৮০ কোটি টাকা এবং নীট্ বৈদেশিক সম্পদ ১৩৮৪.৯০ কোটি টাকা বৃদ্ধি রিজার্ভ মুদ্রা বৃদ্ধিতে প্রভাব ফেলে। ব্যাপক মুদ্রা যোগানের গুণক যা জুন, ২০০১ শেষে ছিল ৪.৬১ তা হ্রাস পেয়ে মার্চ, ২০০২ শেষে দাঁড়ায় ৪.২০-এ। এ সময়কালে মুদ্রা/আমানত অনুপাত ০.১৫২ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ০.১৬১-এ দাঁড়ায় এবং রিজার্ভ/আমানত অনুপাত ০.০৯৮ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ০.১১৫-এ দাঁড়ায় ।

পুঁজি বাজারের যথাযথ বিকাশ, বিনিয়োগকারীদের আস্থা অর্জন এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গতিকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে ডিপজিটরি রুলস, ২০০০ এর আওতায় এসইসি সেন্ট্রাল ডিপজিটরি বাংলাদেশ লিঃ-কে শর্তসাপেক্ষে নিবন্ধনকরণ, শেয়ার বাজারে তিন কোটি টাকা ও তদূর্ধ্ব মূলধনের পাবলিক লিমিটেড কোম্পানীকে সরাসরি তালিকাভুক্তকরণসহ মূলধন বাজারের উন্নয়নের জন্য বেশ কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপ গৃহীত হয়। ফলে ২০০০/০১ অর্থবছরের তুলনায় ২০০১/০২ সনে পুঁজি বাজারে দৈনিক গড় লেনদেন ও সার্বিক শেয়ার মুল্য সূচক উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায় যা দেশের পুঁজি বাজারের উর্ধ্বমুখি প্রবণতা, স্থিতিশীলতা, অন্তর্নিহিত শক্তি ও গভীরতা বৃদ্ধির পরিচয় বহন করে।

বৈদেশিক খাত পরিস্থিতি

বাণিজ্যনীতিঃ বিশ্ববাজার অর্থনীতির গতিধারা, উরুগুয়ে রাউণ্ড ও বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সাথে সঙ্গতি রেখে বাংলাদেশ উদারমুখী বাণিজ্যনীতি অনুসরণ করে আসছে। এ লক্ষ্যে সরকার শুল্ক কাঠামো হ্রাস, আমদানী-রপ্তানি নীতির অধিকতর উদারমুখী সংস্কার, যথাসম্ভব সীমিত সংরক্ষণ নীতি এবং সময়োপযোগীকরণের নীতি ও কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। ১৯৯৮ সালে ৫ বছর মেয়াদী (১৯৯৭-২০০২) আমদানী ও রপ্তানি নীতি কার্যকর করা হয়। ১৯৯৯/০০ অর্থবছর পর্যন্ত সর্বোচ্চ ট্যারিফ ৩৭.৫%-এ হ্রাস করা হয়েছে এবং ট্যারিফ ধাপও ৫টিতে হ্রাস করা হয়েছে যা ২০০০/০১ ও ২০০১/০২ অর্থবছরে অব্যাহত রাখা হয়েছে।

আমদানী ও রপ্তানি বাণিজ্য পরিস্থিতিঃ ২০০০/০১ অর্থবছরে আমদানী ব্যয় ও রপ্তানি আয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৯৩৬৩ ও ৬৪৭৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। কিন্তু ১১ই সেপ্টেম্বর, ২০০১-এ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সংঘঠিত সন্ত্রাসী হামলা ও পরবর্তী বিশ্বের ঘটনা প্রবাহে ২০০১/০২ অর্থবছরের প্রথমার্ধে রপ্তানি আয় অভাবনীয়ভাবে হ্রাস পায়। সরকারের গৃহীত বাস্তবমুখী মুদ্রা, রাজস্ব ও বাণিজ্য নীতির জন্য রপ্তানি পরিস্থিতির উন্নতি হতে থাকে। আমদানী ব্যয়ও সীমিত হয়। ২০০১/০২ অর্থবছরের প্রথম ৬ মাসে আমদানী ব্যয় পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের আমদানী ব্যয় থেকে ৬.৪৪% হ্রাস পেয়ে ৪২০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। পাশাপাশি ২০০১/০২ অর্থবছরে প্রথম ৬ মাসে রপ্তানি আয় দাঁড়ায় ২৯৯৯ মিলিয়ন ডলার যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে রপ্তানি আয় থেকে ১১.৪৮% কম। সরকারের গৃহীত নীতির জন্য জানুয়ারী, ২০০২ থেকে রপ্তানি পরিস্থিতির উন্নতি হয়। ফলে প্রথম ৯ মাসে (জুলাই-মার্চ) রপ্তানি আয় দাঁড়ায় ৪৪৪৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের ৪৭৮১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে ৬.৯৬% কম। জুন, ২০০২ পর্যন্ত রপ্তানি আয়ের পরিস্থিতি আরও উন্নতি হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

মুদ্রা বিনিময় হার, রেমিটেন্স ও বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতিঃ বিগত শতাব্দীর নব্বই দশকের গোড়া থেকেই বাংলাদেশে নমনীয় মুদ্রা বিনিময় ব্যবস্থা অনুসরণ করা হচ্ছে। জুন, ২০০১-এ ১ মার্কিন ডলারের বিনিময় হার ছিল ৫৭.০০ টাকা। অতঃপর জানুয়ারী, ২০০২-এ এ বিনিময় হার পুনরায় ৫৮.০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়। ১৯৯৯/০০ অর্থবছরে প্রবাসী বাংলাদেশীদের মোট প্রেরিত অর্থের পরিমাণ ছিল ১৯৪৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০০০/০১ অর্থবছরে তা ৩.৪৪% হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ১৮৮২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০০১/০২ অর্থবছরের মার্চ, ২০০২ পর্যন্ত বিগত অর্থবছরের একই সময়ের থেকে প্রায় ৩৩% বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১৮১৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ৩০শে জুন, ২০০১ বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতি ছিল ১৩০৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। চলতি অর্থবছরে রপ্তানিখাত ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় ডিসেম্বর, ২০০১ পর্যন্ত বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতি হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ১১৭১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। জানুয়ারী, ২০০২ থেকে বৈদেশিকখাত পরিস্থিতি উন্নতি হওয়ায় ৬ই মে, ২০০২-এ বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতি ১৫১১ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নতি হয়। জুন, ২০০২ পর্যন্ত পরিস্থিতি আরও উন্নতি হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্যঃ ১৯৯৯/০০ অর্থবছরে বাণিজ্য ঘাটতি দাঁড়ায় ২৬৪১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। রেমিটেন্সের অর্থসহ চলতি হস্তান্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় চলতি হিসেবে উদ্বৃত্ত হয় ২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ১৯৯৮/৯৯ অর্থবছরে এ ঘাটতি ছিল ৩৯৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার । ২০০০/০১ অর্থবছরে বাণিজ্য ঘাটতি ও চলতি হিসাবের ঘাটতি দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ২৮৮৭ ও ৮১৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০০১/০২ অর্থবছরের ডিসেম্বর, ২০০১ পর্যন্ত রপ্তানিখাত ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় বাণিজ্য ঘাটতি ও চলতি হিসাবের ঘাটতি বৃদ্ধি পায়। সরকারের গৃহীত বাস্তবমুখী নীতির জন্য জানুয়ারী, ২০০২ থেকে রপ্তানি আয়সহ রেমিটেন্স অর্থও বৃদ্ধি পাচ্ছে। জুন, ২০০২ পর্যন্ত পরিস্থিতি আরও উন্নতি হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

অর্থনৈতিক খাত
কৃষি

কৃষি বাংলাদেশের অর্থনীতিতে একক বৃহত্তম খাত। মোট দেশজ উৎপাদন কৃষির বিভিন্ন উপখাতের সমন্বিত অবদান শতকরা প্রায় ১৯.২১ ভাগ। ২০০১/০২ অর্থ বছরে কৃষি খাতে প্রাক্কলিত প্রবৃদ্ধির হার দাঁড়ায় ৩.০% যা গত বছর ছিল ৫.৫%। এ বছর শস্য উপখাতে প্রবৃদ্ধির হার দাঁড়ায় ২.৮% যা গত বছর ছিল ৬.২%। চলতি অর্থবছরে পশুসম্পদ এবং বনসম্পদ উপখাতে প্রবৃদ্ধির হার যথাক্রমে ২.৯% ও ৪.৯%। একই অর্থবছরে মৎস্যসম্পদ খাতের প্রবৃদ্ধির হার ২.১%।

বাংলাদেশের কৃষিকে জীবন ধারণ পর্যায় থেকে বাণিজ্যিক পর্যায়ে উন্নীত করার লক্ষ্যকে সামনে রেখে ১৯৯৯ সালে ''জাতীয় কৃষি নীতি'' প্রণীত হয়েছে। এ নীতির আলোকে দেশে কৃষি উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালিত হচ্ছে। এ নীতির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে দানাদার খাদ্য উৎপাদনসহ সকল ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে জাতিকে খাদ্যে স্বনির্ভর করে তোলা এবং সবার জন্য একটি নির্ভরযোগ্য খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। এ লক্ষ্যে কৃষি সম্প্রসারণ নীতিকে ঢেলে সাজানো হয়েছে। নতুন কৃষি সম্প্রসারণ নীতির আলোকে কৃষি সম্প্রসারণ কাজে বেসরকারী উদ্যোক্তা, এনজিও এবং কৃষকদেরকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে।

উন্নত বীজ, সার, সেচ প্রভৃতি কৃষি উপকরণাদির যথাযথ সরবরাহ ও প্রাপ্যতা সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার দেশে বীজ, সার সংগ্রহ, আমদানী, মজুদ, মূল্য, বিতরণ ও বিপণন পরিস্থিতি নিয়মিত পরিবীক্ষণ করছে।

২০০০/০১ অর্থবছরে ২৬৭.৫৭ লক্ষ মেঃ টন খাদ্য শস্য (ভুট্টা বাদে) উৎপাদিত হয়। নীট খাদ্যশস্য উৎপাদন দাঁড়ায় ২৪০.৮১ লক্ষ মে. টন। ঐ অর্থবছরে দেশে খাদ্য চাহিদা ছিল ২১৬.৮৯ লক্ষ মেঃ টন। ফলে উক্ত বছরে উদ্বৃত্তের পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় ২৩.৯২ লক্ষ মেঃ টন। তা সত্ত্বেও এ অর্থবছরে ৩৮০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমপরিমাণ খাদ্য শস্য আমদানী করা হয়। ২০০১/০২ অর্থবছরে খাদ্যশস্যের উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ২৭৯.৩০ লক্ষ মে. টন। এ বছর বোরো ও গম আবাদ পরিস্থিতি ও ফসলের অনুকূল অবস্থার প্রেক্ষিতে মোট খাদ্যশস্যের উৎপাদন দাঁড়াবে প্রায় ২৭০.৬৪ লক্ষ মেঃ টন যা গতবছরের প্রকৃত উৎপাদনের চেয়ে ১.১৫% বেশী।

খোলা বাজারে খাদ্যশস্যের মূল্য স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে সরকারী খাদ্যশস্য বিতরণের পরিমাণ বৃদ্ধি, ন্যায্য মূল্যে বিক্রয় এবং স্থানীয়ভাবে সংগ্রহ অভিযান জোরদার করা হয়েছে। সরকারী মজুদ গড়ার লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণভাবে এ বছর প্রায় ৭ লক্ষ মেঃ টন চাল ও ৩.৫ লক্ষ মেঃ টন গম সংগ্রহ করা হবে।

মৎস্য সম্পদঃ দেশে আমিষের চাহিদা পূরণ, আত্মকর্মসংস্থান, দারিদ্র্য বিমোচন ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে মৎস্যখাতের অবদান উল্লেখযোগ্য। জাতীয় আয়ের শতকরা ৫.৩% এবং রপ্তানি আয়ের শতকরা ৬% আসে এ খাত থেকে। ১৯৯৯/০০ অর্থবছরে ৩৪১৩৪ মেঃ টন মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি করে ১৭৮১.৩২ কোটি টাকা আয় হয়েছে। ২০০০/০১ অর্থবছরে ৩৮৯৮৮ মেঃ টন মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি করে ২০৩২.৭৫ কোটি টাকা আয় হয়েছে। সরকারী খাতে মৎস্য উৎপাদনের ভৌত সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধিসহ মৎস্য গবেষণা ও সম্প্রসারণ কাজ অব্যাহত রয়েছে। এছাড়া, সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে মৎস্য হ্যাচারী স্থাপিত হচ্ছে এবং মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৯৯ সালের হিসাব অনুযায়ী দেশে সরকারী পর্যায়ে ১৪১টি এবং বেসরকারী পর্যায়ে ৬৪০টিসহ সর্বমোট ৭৮১টি হ্যাচারী ও খামার রয়েছে। ২০০০/০১ অর্থবছরে দেশে মোট মৎস্য উৎপাদিত হয় ১৭.৪৪ লক্ষ মেঃ টন। চলতি অর্থবছরে মৎস্য উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ১৮.৫১ লক্ষ মেঃ টনে দাঁড়াবে বলে আশা করা যায়।

পশু সম্পদঃ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান, দারিদ্র্য বিমোচন ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে পশু সম্পদের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। জিডিপি-তে এ উপখাতের অবদান ২.৯৫% এবং কৃষিখাতে ১৫.১০%। দেশে শতকরা প্রায় ২৫ ভাগ জনগোষ্ঠী সরাসরি এবং শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ আংশিকভাবে পশু সম্পদের উপর নির্ভরশীল। সরকারী উন্নয়ন কর্মসূচীর পাশাপাশি বেসরকারী পর্যায়ে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ব্যক্তিগত উদ্যোগ এবং সরকারী ঋণ সুবিধার মাধ্যমে এর উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৯১/৯২ অর্থবছরে মাংস ও দুগ্ধ উৎপাদন যথাক্রমে ৪.৬ লক্ষ মেঃ টন ও ১৩.৫২ লক্ষ মেঃ টন হতে ২০০০/০১ অর্থবছরে এ উৎপাদন দাঁড়ায় যথাক্রমে ৭.৩০ লক্ষ মেঃ টন ও ১৭.৪০ লক্ষ মেঃ টন। ২০০০/০১ অর্থবছরে দেশে মোট প্রায় ৪ শত ২ কোটি হাঁস-মুরগীর ডিম উৎপাদিত হয়।

বন সম্পদ ও পরিবেশ উন্নয়নঃ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে পরিবেশ সংরক্ষণ এবং প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব অপরিসীম । মোট দেশজ উৎপাদনে ও কৃষিখাতে বন সম্পদের অবদান যথাক্রমে ১.৮৭% ও ৯.৭৩%। বন সম্পদ উপখাতে প্রবৃদ্ধির হার ৪.৯১%। দেশের মোট বনভূমির পরিমাণ মাত্র ২৫ লক্ষ হেক্টর। ইহা দেশের মোট ভূখণ্ডের প্রায় ১৭%। মোট বনাঞ্চলের মধ্যে মাত্র ৪৫% এলাকায় গাছপালার আচ্ছাদন রয়েছে। দেশে সরকারী ও ব্যক্তিমালিকানাধীন ভূমিতে বনায়ন কর্মসূচীর বাস্তবায়নে অগ্রগতি অব্যাহত রয়েছে। বন সম্পদের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রণীত ২০ বছরব্যাপী বন মহাপরিকল্পনার আওতায় ২০০১/০২ অর্থবছরে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। পরিবেশ উন্নয়নেও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে। তন্মধ্যে জাতীয় পরিবেশ নীতি, বন মহাপরিকল্পনা ও জাতীয় পরিবেশ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম, বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণ, পলিথিন ব্যাগ উৎপাদন ও ব্যবহার রোধকল্পে গৃহীত কার্যক্রম, বুড়ীগঙ্গা বাঁচাও কর্মসূচী ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। পরিবেশ উন্নয়নে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশ প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করছে। বাংলাদেশ এ পর্যন্ত পরিবেশ সম্পর্কিত ২৮টি আন্তর্জাতিক চুক্তি/সমঝোতা/ প্রচেষ্টা স্বাক্ষর করেছে। স্বাক্ষরিত চুক্তির আওতায়, বর্তমানে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। দেশে পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক ''পরিবেশ সংরক্ষণ (সংশোধন) আইন, ২০০২'', পরিবেশ দূষণ রোধে ''পরিবেশ আদালত আইন, ২০০০'', এবং ইটের ভাটায় কাঠ পোড়ানো নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত 'ইট পোড়ানো নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) আইন, ২০০১' প্রণীত হয়েছে। ইতোমধ্যে এগুলোর যথাযথ প্রয়োগ শুরু হয়েছে।

শিল্প

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিল্প (ম্যানুফ্যাকচারিং) খাতের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। মোট দেশজ উৎপাদনে এ খাতের অবদান হল ১৫.৫৮% (২০০১/০২-এ প্রাক্কলিত) । জাতীয় নিরাপত্তার সাথে সম্পর্কযুক্ত কতিপয় শিল্প (যথা- অস্ত্র ও প্রতিরক্ষা যন্ত্রপাতি, পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন, টাকশাল ও কারেন্সী নোট মুদ্রণ, সংরক্ষিত বনাঞ্চল বনায়ন ও যান্ত্রিক আহরণ) ব্যতীত প্রায় সকল শিল্পই দেশী ও বিদেশী বেসরকারী বিনিয়োগকারীদের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয়েছে। বিদ্যমান শিল্প নীতি, ১৯৯৯-এর আওতায় সরকার কতিপয় শিল্পকে বেসরকারীকরণের কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। ১৯৯৩ সালে প্রাভেটাইজেশন বোর্ড গঠনের পর হতে ফেব্রুয়ারী, ২০০২ পর্যন্ত সময়ে রাষ্ট্রীয় মালিকানার ৪১টি শিল্প প্রতিষ্ঠান ব্যক্তি মালিকানায় হস্তান্তর করা হয়েছে । তন্মধ্যে ২৬টি প্রতিষ্ঠান সরাসরি বিক্রয়ের মাধ্যমে এবং ১৫টি প্রতিষ্ঠান শেয়ার বিক্রয়ের মাধ্যমে বেসরকারীকরণ করা হয়েছে। আরো ৭টি প্রতিষ্ঠানের বিক্রয় কার্যক্রম চূড়ান্তকরণের পর বেসরকারী মালিকানায় হস্তান্তরের উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট ক্রেতাদের অনুকূলে ইচ্ছা পত্র (Letter of Intent) জারী করা হয়েছে, এর মধ্যে ৪টি প্রতিষ্ঠান শীঘ্রই বেসরকারী মালিকানায় হস্তান্তর করা সম্ভব হবে। এ ছাড়া সরকারের বেসরকারীকরণ কার্যক্রম আরো গতিশীল করার লক্ষ্যে ৫১টি সরকারী মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান বেসরকারীকণের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

দেশের ছয়টি রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল (ঢাকা, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, মংলা, উত্তরা ও ঈশ্বরদী ইপিজেড) রয়েছে। ফেব্রুয়ারী, ২০০২ পর্যন্ত ছয়টি অঞ্চলে মোট ১৭০টি শিল্প প্রতিষ্ঠান চালু ছিল। এসব শিল্প প্রতিষ্ঠানের মোট বিনিয়োগ ব্যয় ৫১৪.২০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার । এসব শিল্পে মোট ১,১৫,৭০১ জন স্থানীয় জনবল কর্মরত আছে। এছাড়া চট্টগ্রাম ইপিজেড-এ ৯টি, ঢাকা ইপিজেড-এ ৫টি ও ঈশ্বরদী ইপিজেড-এ ১টিসহ মোট ১৫টি শিল্প প্রতিষ্ঠান বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। উক্ত শিল্প কারখানা চালু হলে আরো ৪,০০০ জনের কর্মসংস্থানের সুযোগ হবে। বাংলাদশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক) দেশে ক্ষুদ্র, কুটির ও গ্রামীণ শিল্প বিকাশের মাধ্যম অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন ও নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। এই শিল্পের আওতায় ২০০১ সালের জুলাই থেকে ডিসম্বর পর্যন্ত মোট ৩২,১৪০ জনের কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে।

১৯৯৫/৯৬ অর্থবছরের স্থিরমূল্য ১৯৯৭/৯৮ অর্থবছরের ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্প প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৮.৫% থাকলেও এ হার কমে ১৯৯৮/৯৯ অর্থবছরে দাঁড়ায় ৩.২% ও ১৯৯৯/০০ অর্থবছরে ৪.৮%। ২০০০/০১ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধির হার ৬.৩% এবং ২০০১/০২ অর্থবছরে তা ৫.০% এ দাঁড়ায়। ১৯৮৮/৮৯ অর্থবছরের ভিত্তিতে (১৯৮৮/৮৯=১০০) মাঝারী থেকে বৃহৎ শিল্পের উৎপাদন সূচক (Quantum Index) ১৯৯৪/৯৫ অর্থবছরের ১৬৩.৩৩ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৮/৯৯ অর্থবছরে হয় ২০৪.১৭। ২০০০/০১ অর্থবছরের এ সূচকের গড় ২২৮.৪। ২০০১/০২ অর্থবছরের জুলাই-ডিসেম্বর, ২০০১ সময়ে এ সূচকের গড় দাঁড়ায় ২৩৫.৬।

২০০০/০১ অর্থবছরে (সাময়িক হিসাব অনুযায়ী) ৪০টি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের নীট লোকসান ছিল ২৬৫৯.৪ কোটি টাকা। ২০০১/০২ অর্থবছরে নীট লোকসান প্রাক্কলন করা হয়েছে ১৭৯৯.৪২ কোটি টাকা। ২০০০/০১ অর্থবছরের তুলনায় ২০০১/০২ অর্থবছরের প্রাক্কলনে যে সকল রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার নীট মুনাফা বৃদ্ধি অথবা লোকসান হ্রাস পাবে সেগুলোর মধ্যে অন্যতম হ'লঃ বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (নীট লোকসান ১৫৪৩.৯৪ কোটি টাকা হতে হ্রাস পেয়ে ২০০১/০২ অর্থবছরে ৫৬১.৮৮ কোটি টাকা), ঢাকা ওয়াসা (নীট মুনাফা ১.৭৫ কোটি টাকা হতে বৃদ্ধি পেয়ে ২০০১/০২ অর্থবছরে নীট মুনাফা ১৪.২৪ কোটি টাকা), বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্পোরেশন (নীট মুনাফা ২.৯৪ কোটি টাকা হতে বৃদ্ধি পেয়ে ২০০১/০২ অর্থবছরে হবে ১১.০৫ কোটি টাকা), বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন (নীট লোকসান ১২.৪৬ কোটি টাকা হতে হ্রাস পেয়ে ২০০১/০২ অর্থবছরে নীট মুনাফা অর্জিত হবে ৫.০১ কোটি টাকা), ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (নীট মুনাফা ৭.২৯ কোটি টাকা হতে বৃদ্ধি পেয়ে ২০০১/০২ অর্থবছরে ১৯.৭৩ কোটি টাকা) এবং চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (নীট মুনাফা ৬.৪৫ কোটি টাকা হতে হ্রাস পেয়ে ২০০১/০২ অর্থবছরে নীট ৪.৯৪ কোটি টাকা হবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে)। সকল রাষ্ট্রীয় সংস্থা ২০০০/০১ অর্থবছরে লভ্যাংশ হিসাবে ১৩২.৮১ কোটি টাকা সরকারী কোষাগারে প্রদান করে। ২০০১/০২ অর্থবছরে এর পরিমাণ ২৩৯.১৫ কোটি টাকা প্রাক্কলন করা হয়েছে।

বিদ্যুৎ ও জ্বালানী

১৯৯৫/৯৬ অর্থবছরে স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা ছিল ২৯০৮ মেগাওয়াট যা বর্তমান ২০০১/০২ অর্থবছরে (ফেব্রুয়ারী,০২) দাঁড়ায় ৪২৩০ মেগাওয়াট (৪৫.৪৬% বেশী)। ঐ একই সময়ে নির্ভরযোগ্য উৎপাদন ক্ষমতা ছিল যথাক্রমে ২১০৫ মেগাওয়াট ও ৪০৫৫ মেগাওয়াট (৯২.৬৩% বেশী)। দেশে চাহিদার তুলনায় বিদ্যুৎ উৎপাদন ঘাটতি রয়েছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহ পরিস্থিতি উন্নতির লক্ষ্যে ব্যাপক কর্মসূচী হাতে নেয়া হয়েছে। এ কর্মসূচীর আওতায় বিদ্যুৎ উৎপাদনে বেসরকারী খাতকে উৎসাহিত করার জন্য সরকার "প্রাইভেট সেক্টর পাওয়ার জেনারেশন পলিসি অব বাংলাদেশ" নামক বিদ্যুৎ উৎপাদন নীতি গ্রহণ করেছে। এ নীতির আওতায় বেসরকারী কোম্পানীসমূহের জন্য অন্যান্য সুবিধার মধ্যে আমদানী কর রহিত করা ছাড়াও ১৫ বৎসরের জন্য কর্পোরেট আয়কর মওকুফ করা হয়েছে।

দেশ ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ চাহিদার প্রেক্ষিত বৈদ্যুতিক ব্যবস্থার মহাপরিকল্পণায় ২০০৫ ও ২০০৭ সাল নাগাদ বিদ্যুতের চাহিদা ৫১৭১ মেগাওয়াট ও ৬০৭১ মেগাওয়াট নিরূপণ করা হয়েছে। ২০০০/০১ অর্থবছরে সর্বমোট ১৬২৫৪ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়েছে। ২০০০/০১ অর্থবছরে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড ও ঢাকা বিদ্যুৎ বিতরণ কর্তৃপক্ষের সামগ্রিক বিদ্যুৎ ব্যবস্থায় মোট ১৪,১৩৬ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার বিদ্যুৎ ব্যবহৃত হয়। ১৯৯৮/৯৯ অর্থবছরে দেশে মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদন ছিল ১১০ কিলোওয়াট আওয়ার, যা ২০০০/০১ অর্থবছরে ১২৯ কিলোওয়াট আওয়ার উন্নীত হয়েছে। ১৯৯৭/৯৮ অর্থবছরে সর্বোচ্চ ২২০০ মেগাওয়াট, ১৯৯৮/৯৯ অর্থবছরে সর্বোচ্চ ২৪৪৯ মেগাওয়াট, ২০০০/০১ অর্থবছরে সর্বোচ্চ ৩৩০৩ মেগাওয়াট এবং চলতি অর্থবছরে জুলাই ০৭, ২০০১ তারিখে সর্বোচ্চ ৩০৮৪ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়েছে।

বিদ্যুৎ খাতে উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থায় সংস্কারমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। পাওয়ার গ্রীড কোম্পানী অব বাংলাদেশ লিমিটেড (পিজিসিবি) প্রাথমিক পর্যায়ে মেঘনা ঘাট বিদ্যুৎ কেন্দ্রে উৎপাদিতব্য বিদ্যুৎ সঞ্চালনের জন্য সংশ্লিষ্ট লাইন নির্মাণ ও ২৩০ কেভি ঢাকা রিং-এর সংশ্লিষ্ট সঞ্চালন লাইন নির্মাণ ও ন্যাশনাল লোড ডেচপ্যাচ সেন্টার স্থাপনের কার্যক্রম শুরু করেছে। ঢাকা মেট্রোপলিটন শহরের মিরপুর এলাকার বিদ্যুৎ বিতরণ সিস্টেম ব্যবস্থাপনার জন্য ঢাকা বিদ্যুৎ বিতরণ কোম্পানী (ডেস্কো) ইতোমধ্যে কাজ শুরু করেছে। বিতরণ ব্যবস্থা উন্নয়নকল্পে আধুনিক ব্যবস্থাপনা প্রবর্তনসহ বিতরণ সার্কেল সমূহের স্ট্র্যাটেজিক বিজনেস ইউনিট (SBU) পুনর্গঠনের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে শেরপুর ও জামালপুরে SBU গঠন করা হয়েছে। হরিপুর বিদ্যুৎ কেন্দ্রকে SBU-এ রূপান্তরিত করা হয়েছে। বাঘাবাড়ী বিদ্যুৎ কেন্দ্রকে SBU-তে রূপান্তরের কাজ হাতে নেয়া হয়েছে। বর্তমানে বেসরকারী খাতে ৮১০ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন বিদ্যুৎ কেন্দ্র চালু রয়েছে। মেঘনাঘাট এইএস

কর্তৃক ৪৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণাধীন রয়েছে। এ পর্যন্ত ৭টি বেরসকারী বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী সংস্থার সাথে বিদ্যুৎ উৎপাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। আগামী ২০০২/৩ অর্থবছরে বেসরকারী খাতে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ১২৯০ মেগাওয়াটে দাঁড়াবে।

দেশে এযাবৎ আবিস্কৃত গ্যাস ক্ষেত্রের সংখ্যা ২২টি। ২২টি গ্যাস ক্ষেত্রের মোট প্রাক্কলিত গ্যাস মজুদের পরিমাণ ২৪.২৪৫ ট্রিলিয়ন ঘনফুট এবং উত্তোলনযোগ্য মজুদের পরিমাণ ১৫.১০৭ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। জুন, ২০০১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত প্রকৃত গ্যাস উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ৪.২৭ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। ফলে বর্তমান নীট উত্তোলনযোগ্য মজুদ গ্যাসের পরিমাণ ১০.৮৩ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। গ্যাস সম্পদের অনুসন্ধান ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সারাদেশকে ২৩টি ব্লকে বিভক্ত করা হয়েছে। বর্তমানে ১২টি ক্ষেত্রের ৫১টি কূপ হতে গ্যাস উৎপাদিত হচ্ছে। প্রথম ও দ্বিতীয় পিএসসি বিডিং-এর আওতায় এ পর্যন্ত ১২টি ব্লকের জন্য উৎপাদন বন্টন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এ সকল কোম্পানীর মধ্যে একটি কোম্পানী বঙ্গোপসাগরে একটি গ্যাস ক্ষেত্র (সাঙ্গু) এবং অন্য একটি কোম্পানী নতুন ২টি স্থান (বিবিয়ানা ও মৌলভীবাজার) গ্যাস ক্ষেত্র আবিস্কার করতে সক্ষম হয়েছে। জ্বালানী ব্যবহারের ক্ষেত্রে বৈচিত্র আনয়ন, পরিবেশ সংরক্ষণ ও পরিবেশকে দূষণ মুক্ত রাখার জন্য যানবাহনসমূহকে কমপ্রেসড ন্যাচারাল গ্যাস (সিএনজি)-এ রূপান্তর করা হচ্ছে। ডিসেম্বর, ২০০১ পর্যন্ত ২৬০০ যানবাহনকে সিএনজিতে রূপান্তর করা হয়েছে। ২০০৩/০৪ অর্থবছর নাগাদ বড় পুকুরিয়া কয়লা খনি হতে বাৎসরিক ১ মিলিয়ন টন কয়লা এবং ২০০৪/০৫ অর্থবছর নাগাদ মধ্য পাড়া কঠিন শিলা প্রকল্প হতে প্রতি বৎসর ১.৬৫ মিলিয়ন টন কঠিন শিলা উত্তোলন সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

পরিবহন ও যোগাযাগ

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সড়ক, রেল, নৌ ও আকাশ পথের সমন্বয়ে বাংলাদেশ পরিবহন নেটওয়ার্ক গড়ে উঠেছে। জুন, ২০০১ পর্যন্ত সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন শ্রেণীর প্রায় ২০৭৯৯ কিলোমিটার সড়ক আছে। দেশে মোট যাত্রী পরিবহনের ৭৩% ও পণ্য পরিবহণের ৬৬% সড়ক পথে সম্পাদিত হয়। বাংলাদেশ রেলওয়ে দেশের অন্যতম প্রধান স্থল পরিবহন । বর্তমান রেলপথের দৈর্ঘ্য ২৭৩৩.৫১ কিলোমিটার। যমুনা বহুমুখী সেতুতে রেলপথ স্থাপন করায় পূর্বাঞ্চল ও পশ্চিমাঞ্চলের সাথে রেলওয়ে সংযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্পোরেশন একটি সরকারী বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠান জনকল্যাণমূলক সার্ভিস হিসেবে উপকূলীয় ও অভ্যন্তরীণ রুটে পণ্য, যাত্রী ও গাড়ী পরিবহনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বর্তমানে এ সংস্থার ২১৭টি জলযান রয়েছে। বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন সমুদ্র বাণিজ্যে দক্ষ সেবা প্রদানসহ দেশের বহিঃবাণিজ্যের যাবতীয় কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সমাধা করে থাকে। ২০০৫ সাল নাগাদ এ সংস্থার ২৪টি জাহাজের একটি মিশ্র বহর গড়ার পরিকল্পনা রয়েছে। দেশের বহিঃবাণিজ্যে পণ্য পরিবহনে চট্টগ্রাম বন্দর ও মংলা বন্দর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে স্থলপথে বাংলাদেশের বাণিজ্যিক লেনদেন ইতোমধ্যে বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমান অবস্থা এবং ভবিষ্যতে এর সম্ভাব্য সম্প্রসারণের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ ল্যান্ড কাস্টমস স্টেশনকে স্থলবন্দরের সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ আইন, ২০০১ করা হয়েছে। এ আইনের বলে নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ১৯৯৪ সাল থেকে বেনাপোল ল্যান্ড কাস্টমসকে মংলাবন্দর কর্তৃপক্ষের অধীনে একটি ইউনিট হিসেবে গণ্য করে স্থল বন্দরের সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা বিদ্যমান রয়েছে। দেশের রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণসহ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স জাতীয় অর্থনীতিতে বিশেষ অবদান রাখছে। সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর একটি সরকারী রেগুলেটরী সংস্থা। এ সংস্থা অভ্যন্তরীণ, উপকূলীয় মৎস্যশিকারী এবং বাংলাদেশ বন্দরে আগমনকারী বিদেশী জাহাজের দুর্ঘটনামুক্ত চলাচল নিশ্চিতসহ বাংলাদেশ জাহাজের বাণিজ্যিক স্বার্থ সংরক্ষণে প্রয়োজনীয় বিধি বিধান প্রণয়ন ও প্রয়োগ করে থাকে। টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা উৎপাদনশীল ও লাভজনক শিল্প হিসেবে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রত্যেক্ষ ও পরোক্ষ ভূমিকা পালন করছে। বাংলাদেশ তাঁর ও টেলিফোন বোর্ড বর্তমানে প্রায় ৭(সাত) লক্ষ গ্রাহক লাইনের স্থিরীকৃত টেলিফোন সার্ভিস প্রদান করেছে। ১৯৯১/৯২ সালে টেলিফোনের সংখ্যা,

এনডব্লিউডি সার্কিট, বৈদেশিক সার্কিট ছিল যথাক্রমে ২৫৩,৮৬৩টি, ৯৭৫টি ও ৩৯৯টি। ২০০১/০২ সালের ফেব্রুয়ারীতে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৭,০৩,৮৭৯টি, ২২,৭৭০টি ও ৩১১৪টিতে। টেলিফোন বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর সুবিধার্থে সারাদেশে ১,৫২৯টি কার্ড ফোন স্থাপন করা হয়েছে। ডাটা কমিউনিকেশন প্রবর্তনের লক্ষ্যে ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, বরিশাল, সিলেট, বগুড়া ও ময়মনসিংহে প্যাকেজ সুইচিং এক্সচেঞ্জ স্থাপন করা হয়েছে। অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ডাটা যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য ডাটা নেটওয়ার্ক স্থাপন করা হয়েছে। টেলিযোগাযোগ খাতে বেসরকারী বিনিয়োগের সুযোগ বৃদ্ধি করা হয়েছে। থানা পর্যায়ে ডিজিটাল এক্সচেঞ্জ স্থাপন, সেলুলার মোবাইল ফোন, নৌ-টেলিযোগাযোগ, পল্লী টেলিযোগাযোগ এবং পেজিং ট্রাংকিং সার্ভিস ইতোমধ্যে বেসরকারী খাতে দেয়া হয়েছে। মূল্য সংযোজিত সেবা হিসেবে ইন্টারনেট, ই-মেইল সেবাও বেসরকারী খাতে প্রদান করা হয়েছে। সফটওয়ার শিল্পের বিকাশের জন্য ভি-স্যাট সার্ভিসকে বেসরকারী খাতে ন্যস্ত করা হয়েছে। ডাক বিভাগ সরকারের একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান। বর্তমানে দেশে মোট ৯৬৯৭টি ডাকঘর রয়েছে। গ্রাহক চাহিদা পূরণের জন্য ডাক বিভাগ গ্যারান্টেড এক্সপ্রেস পোষ্ট সার্ভিস, ফ্যাক্স সার্ভিস, আন্তর্জাতিক এক্সপ্রেস মেইল সার্ভিস ও ইনটেলপোষ্ট সার্ভিস চালু করেছে। যোগাযোগের ক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তি বিশ্বব্যাপী বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে। একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সরকার উন্নয়নের সকল ক্ষেত্রে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সফল প্রয়োগ ও সম্প্রসারণে বদ্ধ পরিকর। এ উদ্দেশ্য বাংলাদেশেও তথ্য প্রযুক্তি শিল্প ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং এ সংক্রান্ত পণ্য ও সেবা দেশের বাইরে রপ্তানির জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে বেশ কিছু কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যেই তথ্য প্রযুক্তি নীতিমালা ও আইটি এ্যাক্ট প্রণয়নের কাজ হাতে নেয়া হয়েছে। দেশে আইটি সেক্টর বিদেশী বিনিয়োগ এবং স্থানীয় আইটি উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করার জন্য গাজীপুরের কালিয়াকৈর-এ হাই-টেক পার্ক স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। উন্নত দেশেসমূহের ক্রমবর্ধমান আইটি বাজার কাজে লাগাতেও বেশ কিছু যৌথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

মানব সম্পদ উন্নয়ন

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত, টেকসই ও দীর্ঘমেয়াদী করার ক্ষেত্রে দক্ষ মানব সম্পদের ভূমিকা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। সুস্বাস্থ্যের অধিকারী, যথাযথভাবে প্রশিক্ষিত ও শিক্ষিত জনগোষ্ঠী দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত ও দীর্ঘ স্থায়ী করার ক্ষেত্রে একটি অপরিহার্য পূর্বশর্ত। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মূল লক্ষ্য হচ্ছে জনগণের সার্বিক জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন। উচ্চ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন সত্ত্বেও যদি জনগণকে অপুষ্টি, নিরক্ষরতা ও স্বাস্থ্যহীনতার অভিশাপমুক্ত করা না যায়, তাহলে সে প্রবৃদ্ধি অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়। তাই, শুধু অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের তাগিদেই নয়, মানব সম্পদ উন্নয়ন পৃথকভাবেই সরকারের একটি ঈপ্সিত লক্ষ্য । মানব সম্পদ উন্নয়নের হাতিয়ার হিসাবে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্য ও সমাজ কল্যাণমূলক কার্যক্রমের গুরুত্ব অপরিসীম। ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নও মানব সম্পদ উন্নয়নে উলেখযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম।

শিক্ষার গুরুত্ব অনুধাবন করে সরকার ১৯৯০ সাল থেকে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করেছে। ফলে ছাত্র/ছাত্রী ভর্তি সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৯০ সালে মোট ছাত্র/ছাত্রী সংখ্যা ছিল ১২০.৫ লক্ষ। ২০০১ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১৭৬.৬ লক্ষতে। শিক্ষার মানসম্মত পরিবেশ সৃষ্টি এবং দেশের প্রতিটি নাগরিকের জন্য শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার বাস্তব পরিবেশ সৃষ্টি, ভৌত সুযোগ সুবিধার সম্প্রসারণ, শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি, শ্রেণীকক্ষে উন্নত পাঠদান, শিক্ষাক্রম পরিমার্জন, শিক্ষা উপকরণ-এর উন্নয়ন, পরিদর্শন ব্যবস্থা জোরদারকরণ, উদ্ভাবনীমূলক কর্মসূচী ইত্যাদি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ১৯৯৩/৯৪ অর্থবছরে দেশের ৪৬০টি উপজেলার অর্থনৈতিক ও শিক্ষা ক্ষেত্রে পশ্চাদপদ ৪৬০টি ইউনিয়নে 'শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী' প্রবর্তন করা হয়। ২০০১/০২ অর্থবছরে দেশের ১,২৫৫ টি ইউনিয়নের ১৮,২৬২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৩.১৩ লক্ষ গরীব পরিবারের ২১.১৩ লক্ষ শিক্ষার্থী এ কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী বহির্ভূত এলাকায় সুযোগের বৈষম্য সৃষ্টি হওয়ায় অবশিষ্ট ৩,২০৮টি ইউনিয়নের দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদান কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের অধীনে ৪০% দরিদ্র শিক্ষার্থীদের মাসিক ২৫ টাকা হারে উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। প্রায় ১১২.৬

কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত এ প্রকল্পের অধীনে চলতি অর্থবছরে ৩২ লক্ষের অধিক ছাত্র-ছাত্রীকে উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে । ২০০১/০২ অর্থবছরে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা খাতে ২৬টি প্রকল্পের আওতায় ১,৪৩৪.৯০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এর মধ্যে জানুয়ারী, ২০০২ পর্যন্ত ৪৮৪.৮৬ কোটি টাকা (৩৩.৭৯%) ব্যয় হয়েছে। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ক্ষেত্রে ২০০১/০২ অর্থবছরে ১টি কারিগরী প্রকল্পসহ মোট ৮টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এর আওতায় বর্তমান বছরে ২৬.১০ লক্ষ নিরক্ষরকে সাক্ষরতা প্রদান করা হয়েছে। এসব উদ্যোগের ফলে দেশে বয়স্ক শিক্ষার হার বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৫ বছর ও তদূর্ধ্ব বয়সী শিক্ষার হার বর্তমানে ৬৫ শতাংশে এসে দাঁড়িয়েছে।

গত এক দশকে দেশের স্বাস্থ্য সেক্টরে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। শিশু মৃত্যু হার হ্রাসে সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচী (ইপিআই), ডায়রিয়া রোগ নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচী (সিডিডি), আর্সেনিক ও ডেঙ্গু প্রতিরোধ কার্যক্রম এবং শ্বাসতন্ত্রের মারাত্মক সংক্রামণ (এআরই) প্রতিরোধ কর্মসূচীসমূহ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। জনগণকে মান সম্পন্ন সেবা প্রদান করার জন্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ খাতে কাঠামোগত সংস্কারের লক্ষ্যে ১৯৯৮-২০০৩ সাল পর্যন্ত ৫ বৎসর মেয়াদকালে বাস্তবায়নের জন্য 'স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা সেক্টর কর্মসূচী' (এইচপিএসপি) প্রণয়ন করা হয়েছে। এই কর্মসূচীর মুখ্য উদ্দেশ্য হলো ইউনিয়ন, জেলা ও জাতীয় পর্যায়ে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়ন। এ কর্মসূচীটি ১৯৯৮ সালে প্রণয়ন করে ঐ বছরের জুলাই হতে বাস্তবায়ন করা শুরু হয়। ফলে এ কর্মসূচীর পাইলটিং (Piloting) করার সুযোগ হয়ে ওঠেনি। এতে করে এই সংস্কারমূলক কর্মসূচীর কোন কোন ক্ষেত্রে কাংখিত অগ্রগতি লাভ করা সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি।

সরকার লিংগ ভিত্তিক বৈষম্য দূরীকরণের জন্য কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। এ লক্ষ্যে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর ও জাতীয় মহিলা সংস্থার মাধ্যমে বিভিন্ন উদ্ভাবনমূলক/উন্নয়নমূলক কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এছাড়া, উন্নয়নে যুবশক্তির সার্বিক ব্যবহার/বিকাশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দেশব্যাপী বেকার যুবকদের দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ, ঋণ সহায়তা প্রদান, উদ্বুদ্ধকরণ ও যুব অনুদানের মাধ্যমে যুব সমাজকে মানব সম্পদে পরিণত করার ব্যাপক কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। দেশের ভূমিহীন, দুঃস্থ, ভবঘুরে, এতিম, প্রতিবন্ধী ও অন্যান্য অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচনে ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিভিন্ন কার্যক্রম ও উন্নয়ন প্রকল্প অনুসৃত হচ্ছে।

দারিদ্র্য বিমোচন

দারিদ্র্য একটি বহুমাত্রিক, জটিল ও বিরাট চ্যালেঞ্জের বিষয়। তাই সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে দারিদ্র্য বিমোচনকে উন্নয়ন পরিকল্পনায় সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে এবং বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়িত হচ্ছে। ফলশ্রুতিতে দারিদ্র্য পরিস্থিতি যদিও ক্রমহ্রাসমান, তথাপি এখনও তা ব্যাপক ও বিস্তৃত। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) -এর খানা আয় ও ব্যয় জরীপ, ২০০০ (প্রাথমিক প্রতিবেদন) অনুসারে দৈনিক ক্যালরী গ্রহণ পরিমাপে (দৈনিক মাথাপিছু ২১২২ কিলো ক্যালরীর কম গ্রহণ অনুসারে) ২০০০ সালে পল্লী ও শহর অঞ্চলে যথাক্রমে ৪২.৩% ও ৫২.৫% জনগোষ্ঠী দরিদ্র। অপরদিকে একই সময়ে চরম দরিদ্র জনগোষ্ঠী (মাথাপিছু দৈনিক ১৮০৫ কিলো ক্যালরীর কম গ্রহণ অনুসারে) পল্লী ও শহর অঞ্চলে যথাক্রমে ১৮.৭% ও ২৫.০%। বিআইডিএস-এর এক স্টাডী (১৯৯৪) অনুসারে পল্লী অঞ্চলে দরিদ্র জনগোষ্ঠী প্রায় ৫১.৭%, এর মধ্যে চরম দারিদ্র্য প্রায় ২২.৫%। প্রতিবেদনে অবশ্য পল্লী অঞ্চলে এ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নয়ন সাধিত হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অপরদিকে, বিবিএস-এর 'দারিদ্র্য পরিস্থিতির নিয়মিত ও ধারাবাহিক পরিবীক্ষণ' প্রকল্পের তথ্য অনুযায়ী ১৯৯৯ সালে শহর ও পল্লী অঞ্চলে দারিদ্র্যের পরিমাণ যথাক্রমে ৪৩.৩% ও ৪৪.৯%। ১৯৮৯/৯০ অর্থবছরে মাথাপিছু প্রকৃত পণ্য ও সেবা বাবদ ব্যয় ১০,৮০০ টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০০১/০২ অর্থবছরে দাঁড়ায় ১১,৫৪১ টাকায়। মাথাপিছু প্রকৃত ভোগ্যপণ্য ও সেবা বাবদ প্রবৃদ্ধির হার ০.৬%।

টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নে বর্তমান সরকার দারিদ্র্য বিমোচনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর ঘোষিত সরকারের "১০০ দিনের কর্মসূচী"-তে দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রম জোরদার করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়। এ লক্ষ্যে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির উচ্চ হার বৃদ্ধিসহ সামগ্রিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে বিভিন্ন উদ্ভাবনীমূলক কর্মসূচী নেয়া হয়েছে ও হচ্ছে। এ সকল কর্মসূচী গ্রহণের ফলে মাথাপিছু আয় ও ভোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে। অকৃষিখাতে কর্মকাণ্ডের বিস্তৃতি ঘটছে ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর ফলে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বিনিময় স্বত্ব (entitlement) বৃদ্ধির সাথে তাদের ক্ষমতায়ন ও সচেতনায়নের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা, বিশেষ করে মহিলাদেরকে স্থানীয় উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দুতে আনয়নের লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার কাঠামো পরিবর্তন করা হয়েছে। দারিদ্র্য বিমোচনে অবদান রাখার লক্ষ্যে সরকার উন্নয়ন বাজেটের মাধ্যমে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতায় উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এছাড়াও রাজস্ব বাজেটের মাধ্যমে গৃহীত কাবিখা, জিআর, টিআর, ভিজিডি ইত্যাদি কর্মসূচী সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা হিসাবে কাজ করছে। শিক্ষা সম্প্রসারণ কর্মসূচী যেমন- শিক্ষার জন্য খাদ্য, বিশেষ বৃত্তি ও আর্থিক সাহায্য, অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার সরাসরি ব্যয়ভার লাঘব করে দারিদ্র্য বিমোচনে অবদান রাখছে। বর্তমান সরকার ইতিপূর্বে গৃহীত কয়েকটি সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী চলতি অর্থবছরেও অব্যাহত রেখেছে। এ কর্মসূচীগুলো হলোঃ (১) বয়স্ক দরিদ্রদের জন্য বয়স্ক ভাতা, (২) গৃহহীন দরিদ্রদের ঋণ ও অনুদান প্রদানের জন্য গৃহায়ণ তহবিল, (৩) দেশের বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে কর্মসংস্থান ব্যাংক, (৪) দুঃস্থ মহিলা ভাতা, (৫) দরিদ্র বৃদ্ধ/বৃদ্ধাদের জন্য গৃহায়ন কর্মসূচী ও (৬) আশ্রয়ণ প্রকল্প। এগুলো ছাড়াও বর্তমান সরকার বিশেষ কিছু কর্মসূচী যেমন, (ক) আবাসন ও (খ) দারিদ্র্য বিমোচন ও ছাগল উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প হাতে নিচ্ছে যা দারিদ্র্য বিমোচনে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে।

বেসরকারী খাত উন্নয়ন

দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে বেসরকারীখাতের ভূমিকা আজ সর্ব মহলে স্বীকৃত। তাই, এই খাতের তৎপরতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বর্তমান সরকার মুক্ত বাজার অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি হিসেবে সার্বিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে বেসরকারী খাতের সম্পৃক্ততা এবং কার্যকর অংশগ্রহণের অনুকূল তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণে অঙ্গীকারাবদ্ধ । বাজার অর্থনীতির কাঠামো জোরদার ও দক্ষ বেসরকারী খাতের বিকাশের লক্ষ্যে সংস্কার ও উদারীকরণ কর্মসূচী গভীর ও নিবিড়তর করা হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে সরকার নিয়ন্ত্রণমূলক ভূমিকা পরিহার করে উত্তরোত্তর একটি সহায়ক ভূমিকা গ্রহণ করছে। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সরকারী মালিকানাধীন সংস্থাকে বিরাষ্ট্রীয়করণ করা হচ্ছে। প্রচলিত উৎপাদন খাত ছাড়াও বিদ্যুৎ, জ্বালানী, খনিজ সম্পদ, টেলিযোগাযোগ, বন্দর উন্নয়ন, রেল যোগাযোগ ও বিভিন্ন সেবাধর্মী কর্মকাণ্ডে বেসরকারী খাতের অংশগ্রহণ ক্রমাগত বৃদ্ধি করা হচ্ছে। শিল্প নীতিকে সংশোধন করে আরও সহজতর, গতিশীল ও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে বর্তমানে এটি পর্যালোচনাধীন রয়েছে।

টেলিযোগাযোগ খাতে ব্যাপক সংস্কারের মাধ্যমে বেসরকারীখাতকে টেলিযোগাযোগ সংক্রান্ত সেবা প্রদানে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। থানা পর্যায়ে ডিজিটাল এক্সচেঞ্জ স্থাপন, সেলুলার মোবাইল সার্ভিস, নৌ-টেলিযোগাযোগ, পল্লী টেলিযোগাযোগ, পেজিং ও রেডিও ট্রাংকিং সার্ভিস এবং পার্সোনাল হ্যান্ডিফোন সার্ভিস ইতোমধ্যেই বেসরকারীখাতে দেয়া হয়েছে। এই খাতকে আরো শক্তিশালী ও যগোপযোগী করার জন্য "বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন রেগুলেটরী কমিশন" গঠন করা হয়েছে। যাত্রী সাধারণকে প্রদত্ত সেবার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন রুটে চলাচলকারী ট্রেনের বাণিজ্যিক কার্যক্রম বেসরকারী খাতে দেয়া হয়েছে। বিমান চলাচল খাতেও বেসরকারী কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। দেশের অভ্যন্তরীণ রুটে বাণিজ্যিক ফ্লাইট পরিচালনার জন্য এ পর্যন্ত ৩টি বেসরকারী বিমান সংস্থাকে অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া আরো ২টি সংস্থাকে বেসরকারী কার্গো সার্ভিস প্রদান ও অন্য ২টি সংস্থাকে বেসরকারী হেলিকপ্টার সার্ভিস পরিচালনার অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। বিদ্যুৎ, খনিজ সম্পদ ও জ্বালানী খাতে বেসরকারী বিনিয়োগ ও ব্যবহার উৎসাহিত করার লক্ষ্যে একটি পাওয়ার সেল গঠন করা হয়। ইলেকট্রিসিটি এ্যাক্ট প্রণয়ন, ইলেকট্রিসিটি রেগুলটরী অথরিটি গঠন, ভবিষ্যৎ দিক নির্দশনা (Vision Statement) ও নীতি নির্দশনা (Policy Statement) প্রণয়ন প্রভৃতি কাজ পাওয়ার সেলের মাধ্যমে হয়ে থাকে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
দেশজ উৎপাদন, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ

১৯৯৯/২০০০ অর্থবছরের জিডিপি (স্থূল দেশজ উৎপাদন) প্রবৃদ্ধির হার ৫.৯৪% এবং জাতীয় সঞ্চয় ও বিনিয়োগের হার ছিল যথাক্রমে জিডিপি'র ২৩.১০% ও ২৩.০২%। ২০০০/০১ অর্থবছরে জিডিপির প্রবৃদ্ধির হার দাঁড়ায় ৫.১৬% এবং জাতীয় সঞ্চয় ও বিনিয়োগের হার দাঁড়ায় যথাক্রমে জিডিপি'র ২২.৩২% ও ২৩.১১%। ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সংঘটিত সন্ত্রাসী হামলা ও পরবর্তী বিশ্বের ঘটনা প্রবাহে ২০০১/০২ অর্থবছরের শুরুতেই বাংলাদেশের রপ্তানিখাত অভাবনীয়ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পাশাপাশি প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে কৃষিখাতে উৎপাদনও হ্রাস পায়। ফলে ২০০১/০২ অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ৪.৮০% এবং জাতীয় সঞ্চয় ও বিনিয়োগ হার যথাক্রমে জিডিপি'র ২২.৪৩% ও ২৩.১৮% দাঁড়াবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে। সারণী ২.১-এ ১৯৯৭/৯৮ থেকে ২০০১/০২ অর্থবছর পর্যন্ত চলতি বাজার মূল্যে মোট ও জন প্রতি জিডিপি, জিএনআই (স্থূল জাতীয় আয়) ও এনএনআই (নীট জাতীয় আয়) টাকায় ও মার্কিন ডলারে এবং জাতীয় সঞ্চয় ও বিনিয়োগ হার শতকরা হিসাবে পরিবেশন করা হয়েছে।

সারণী ২.১ঃ জনপ্রতি জিডিপি, জিএনআই ও এনএনআই এবং জাতীয় সঞ্চয় ও বিনিয়োগ (চলতি বাজার মূল্যে)

বিষয়	১৯৯৭/৯৮	১৯৯৮/৯৯	১৯৯৯/০০	২০০০/০১	২০০১/০২
জিডিপি (কোটি টাকায়)	২০০১৭৭	২১৯৬৯৭	২৩৭০৮৬	২৫৩২৫৫	২৭১১২৪
জিএনআই (কোটি টাকায়)	২০৬৬৭৪	২২৭২৫০	২৪৫৭৯৯	২৬২৭৯০	২৮১২৯৩
এনএনআই (কোটি টাকায়)	১৯০৭০৩	২০৯৭২০	২২৭০২১	২৪২৬৩১	২৫৯৮৪৪
জনসংখ্যা (কোটিতে)	১২.৬৫	১২.৮১	১২.৯৮	১২.৯০	১৩.১২
জনপ্রতি জিডিপি (টাকায়)	১৫,৮২৪	১৭,১৫০	১৮,২৭০	১৯৫৯৫	২০,৬৭৩
জনপ্রতি জিএনআই (টাকায়)	১৬,৩৩৮	১৭,৭৪০	১৮,৯৪৪	২০,৩৩২	২১,৪৪৮
জনপ্রতি এনএনআই (টাকায়)	১৫,০৭৫	১৬,৩৭২	১৭,৪৯৫	১৮,৮০৯	১৯,৮০৫
বিনিময় হার (১ মার্কিন ডলার প্রতি টাকা)	৪৫.৪৬	৪৮.০৬	৫০.৩১	৫৩.৯৬	৫৭.১৩
জনপ্রতি জিডিপি (মার্কিন ডলারে)	৩৪৮	৩৫৭	৩৬৩	৩৬৩	৩৬২
জনপ্রতি জিএনআই (মার্কিন ডলারে)	৩৫৯	৩৬৯	৩৭৭	৩৭৭	৩৭৫
জনপ্রতি এনএনআই (মার্কিন ডলারে)	৩৩২	৩৪১	৩৪৮	৩৪৯	৩৪৭
জাতীয় সঞ্চয়ের হার	২১.৭৭	২২.৩১	২৩.১০	২২.৩২	২২.৪৩
জাতীয় বিনিয়োগের হার	২১.৬৩	২২.১৯	২৩.০২	২৩.১১	২৩.১৮

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। ২০০১/০২ অর্থবছরের পরিসংখ্যান সাময়িক।

দেশজ উৎপাদনঃ প্রবৃদ্ধি ও গঠন

১৯৯৭/৯৮ থেকে ২০০১/০২ অর্থবছর পর্যন্ত চলতি বাজার মূল্যে স্থূল দেশজ উৎপাদন, প্রবৃদ্ধির হার ও খাতওয়ারী অবদান সারণী ২.২-এ প্রদর্শিত হয়েছে। সাময়িক হিসাব অনুযায়ী চলতি বাজার মূল্যে ২০০১/০২ অর্থবছরে প্রাক্কলিত জিডিপি দাঁড়াবে প্রায় ২,৭১,১২৪ কোটি টাকা (প্রায় ৪৭.৪৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার)। ২০০০/০১ ও ১৯৯৯/০০ অর্থবছরে চলতি বাজার মূল্যে জিডিপি ছিল যথাক্রমে প্রায় ২,৫৩,২৫৫ কোটি ও ২,৩৭,০৮৬ কোটি টাকা। চলতি বাজার মূল্যে ২০০১/০২ অর্থবছরে জিডিপির প্রবৃদ্ধির হার দাঁড়াবে প্রায় ৭.০৬% যা ২০০০/০১ ও ১৯৯৯/০০ অর্থবছরে ছিল যথাক্রমে ৬.৮২% ও ৭.৯১%। ২০০০/০১ অর্থবছরে মাথাপিঁছু জিডিপি ছিল ১৯,৫৯৫ টাকা (প্রায় ৩৬৩ মার্কিন ডলার)। এ অর্থবছরে দাঁড়াবে প্রায় ২০,৬৭৩ টাকা (প্রায় ৩৬২ মার্কিন ডলার)। চলতি বাজার মূল্যে ২০০১/০২ অর্থবছরে মাথাপিছু জিডিপির প্রবৃদ্ধির হার দাঁড়াবে ৫.৫০% যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে ছিল ৭.২৫%। টাকার অবমূল্যায়নের কারণে মার্কিন ডলারে মোট জিডিপি ও জনপ্রতি জিডিপি হ্রাস পেয়েছে। ১৯৯১/৯২ হতে ২০০১/০২ অর্থবছর পর্যন্ত চলতি বাজারমূল্যে জিডিপির খাতওয়ারী অবদান পরিশিষ্ট সারণী ২-এ সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

সারণী ২.২ঃ চলতি বাজার মূল্যে স্থূল দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) ও খাতওয়ারী অবদান

(কোটি টাকায়)

খাত/উপখাত	১৯৯৭/৯৮	১৯৯৮/৯৯	১৯৯৯/০০	২০০০/০১	২০০১/০২
১। কৃষি ও বনজ	৩৮১৩৬	৪২৯৯০	৪৪৬৯২	৪৫৬৩১	৪৭৩৬৮
ক) শস্য ও শাকসজি	২৮৪২৪	৩২৩৯৫	৩৩৪১৮	৩৪০৬৪	৩৫৪৪১
খ) পশু সম্পদ	৬০৫০	৬৪৪৩	৬৮৫৮	৬৮৯৩	৬৯৭৯
গ) বনজ সম্পদ	৩৬৬২	৪১৫২	৪৪১৭	৪৬৭৪	৪৯৪৮
২। মৎস্য সম্পদ	১০৮৭৪	১২৪৮৫	১৩৬৭৪	১৩৪০৬	১৩৭৪৯
৩। খনিজ ও খনন	১৯৫২	২০৬৬	২৩১১	২৬৪০	২৯২৫
ক) প্রাকৃতিক গ্যাস ও অপরিশোধিত তৈল	১০৪২	১০৮০	১২৭৭	১৫০২	১৭৩৬
খ) অন্যান্য খনিজ সম্পদ ও খনন	৯১০	৯৮৬	১০৩৪	১১৩৮	১১৮৯
৪। শিল্প (ম্যানুঃ)	৩১২৬৯	৩২৭৮৩	৩৪৮৩৭	৩৭৯৪৩	৪১০৯৩
ক) বৃহৎ ও মাঝারী শিল্প	২২১৭৫	২৩৫২৭	২৪৯৩৯	২৭০৪৯	২৮৯৭৪
খ) ক্ষুদ্রায়তন শিল্প	৯০৯৪	৯২৫৬	৯৮৯৮	১০৮৯৪	১২১১৯
৫। বিদ্যুৎ, গ্যাস, ও পানি সম্পদ	২৬৪৩	২৮৩৮	৩০৭২	৩৩৪৬	৩৬৫৩
ক) বিদ্যুৎ	২২১৩	২৩৮৮	২৫৭৯	২৮০৪	৩০৫৩
খ) গ্যাস	৩১০	৩১৮	৩৪৩	৩৭৫	৪১২
গ) পানি	১২০	১৩২	১৫০	১৬৭	১৮৮
৬। নির্মাণ	১৩৮৫৯	১৫৬২৫	১৭৬২২	১৯৩৩৪	২১০১১
৭। পাইকারী ও খুচরা বিপণন	২৪৮৪৪	২৭২৩২	২৯২০৪	৩২৪৭৯	৩৫৩৮৯
৮। হোটেল ও রেঁস্তোরা	১১৫৬	১৩১৭	১৪৬৩	১৫৯০	১৭৩০
৯। পরিবহণ, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ	১৬৭৪১	১৮০৪১	১৯৭৪৩	২২১২৯	২৪১৪১
ক) স্থল পথ পরিবহন	১২০২৪	১৩০৮৩	১৪৪৬৩	১৬০৯৯	১৭৬৯৪
খ) পানি পথ পরিবহন	২৩২৬	২৪০৪	২৪৯০	২৬১৬	২৭০৪
গ) আকাশ পথ পরিবহন	২৮০	৩২০	৩৭৩	৩৯৩	৪১৩
ঘ) সহযোগী পরিবহন সেবা ও সংরক্ষণ	৬৪১	৬৭৬	৭৭২	৯৩৪	১০২০
ঙ) ডাক ও তার যোগাযোগ	১৪৭০	১৫৫৮	১৬৪৫	২০৮৮	২৩১০
১০। আর্থিক প্রতিষ্ঠানিক সেবা	২৯৯২	৩৩৫১	৩৬৪৮	৩৯১১	৪১৮৯
ক) ব্যাংক	২৩৯১	২৬৩৯	২৮২৮	২৯৮৮	৩১৪৯
খ) বীমা	৪৭১	৫৬৫	৬৬০	৭৬০	৮৭৪
গ) অন্যান্য	১৩০	১৪৭	১৬০	১৬২	১৬৬
১১। রিয়েল এষ্টেট, ভাড়া ও অন্যান্য ব্যবসা	১৭৬২৯	১৯৫৮৪	২১১৩৯	২২৩৬৫	২৩৯৯৫
১২। লোক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা	৪৯৬০	৫৫৫২	৬২৩৪	৬৬৯৫	৭২২৯
১৩। শিক্ষা	৪১৩৭	৪৭১৮	৪৩৮৬	৫৮৫২	৬৩৪৮
১৪। স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা	৪৩৭১	৪৮৪২	৪৩৭৬	৫৭২২	৬০৬১
১৫। কমিউনিটি, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সেবা	১৭০২৯	১৮৪৯৭	২০৩৬০	২১৬৬৫	২৩০৪৮
আমদানী শুল্ক	৭৫৮৫	৭৭৭৬	৮৩২৫	৮৫৪৭	৯১৯৫
চলতি বাজার মূল্যে জিডিপি	২০০১৭৭	২১৯৩৯৭	২৩৭০৮৬	২৫৩২৫৫	২৭১১২৪
চলতি বাজার মূল্যে প্রবৃদ্ধি হার	১০.৭৮	৯.৭৫	৭.৯১	৬.৮২	৭.০৬

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। ২০০১/০২ অর্থবছরের পরিসংখ্যান সাময়িক।

স্থিরমূল্যে (১৯৯৫/৯৬ অর্থবছরের ভিত্তিতে) জিডিপি খাতওয়ারী প্রবৃদ্ধি হার সারণী ২.৩-এ পরিবেশিত হয়েছে। স্থিরমূল্যে (১৯৯৫/৯৬ অর্থবছরের ভিত্তিতে) ২০০১/০২ অর্থবছরে জিডিপির প্রবৃদ্ধির হার দাঁড়াবে ৪.৮০% যা ২০০০/০১ অর্থবছরে ছিল ৫.১৬%। ২০০১/০২ অর্থবছরে কৃষিখাতের প্রবৃদ্ধি ৩.০৪% প্রাক্কলন করা হয়েছে। পূর্ববর্তী ২০০০/০১ ও ১৯৯৯/০০ অর্থবছরে এ প্রবৃদ্ধির হার ছিল যথাক্রমে ৫.৫৩% ও ৬.৯২%। পূর্ববর্তী বছর গুলোর মত প্রাকৃতিক পরিবেশ অনুকূলে না থাকায় ২০০১/০২ অর্থবছরের আমন ফসলের উৎপাদন আশানুরূপ হয়নি। তবে আউশের ন্যায় বোরো মৌসুমের ফসল আশানুরূপ হবে বলে অনুমিত হচ্ছে। ২০০১/০২ অর্থবছরে শস্যখাতে প্রবৃদ্ধির হার ২.৮৪% হবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে। ২০০০/০১-এর তুলনায় ২০০১/০২ অর্থবছরে বনজসম্পদ ও পশুসম্পদ উপখাতসমূহেরও প্রবৃদ্ধির হার কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা হ'চ্ছে।

সারণী ২.৩ঃ ১৯৯৫/৯৬ সালের ভিত্তি মূল্যে জিডিপির খাতওয়ারী প্রবৃদ্ধির হার

খাত/উপখাত	১৯৯৭/৯৮	১৯৯৮/৯৯	১৯৯৯/০০	২০০০/০১	২০০১/০২
১। কৃষি ও বনজ	১.৬৩	৩.২৪	৬.৯২	৫.৫৩	৩.০৪
ক) শস্য ও শাকসব্জি	১.০৫	৩.১১	৮.১০	৬.১৮	২.৮৪
খ) পশু সম্পদ	২.৬৪	২.৬৯	২.৭৪	২.৮১	২.৮৮
গ) বনজ সম্পদ	৪.৫১	৫.১৬	৪.৯৪	৪.৮৫	৪.৯১
২। মৎস্য সম্পদ	৮.৯৮	৯.৯৬	৮.৮৭	(-)৪.৫৩	২.০৯
৩। খনিজ ও খনন	৫.৭৬	১.৩২	৯.৪৮	৯.৭৫	৭.২২
ক) প্রাকৃতিক গ্যাস ও অপরিশোধিত তৈল	৮.৮০	(-)২.৪৬	১৪.৫৫	১৩.৯৯	৯.৯৮
খ) অন্যান্য খনিজ সম্পদ ও খনন	৭.০২	৬.১৮	৩.৪৭	৪.১৯	৩.২৬
৪। শিল্প (ম্যানুঃ)	৮.৫৪	৩.১৯	৪.৭৬	৬.২৯	৫.০০
(ক) বৃহৎ ও মাঝারী শিল্প	৯.২৮	৪.১৯	৪.৩৫	৬.০০	৪.০০
(খ) ক্ষুদ্রায়তন শিল্প	৬.৭৭	০.৭৫	৫.৮০	৭.০২	৭.৫০
৫। বিদ্যুৎ, গ্যাস, ও পানি সম্পদ	২.০১	৬.০০	৬.৭৮	৭.৪০	৭.৬৮
ক) বিদ্যুৎ	১.৩০	৬.৭৫	৬.৮৭	৭.৬০	৭.৭৮
খ) গ্যাস	৫.৩০	০.৬৩	৫.৬১	৬.০৫	৭.০০
গ) পানি	৭.২০	৬.৪৪	৮.০৬	৭.০৫	৭.৫২
৬। নির্মাণ	৯.৪৮	৮.৯২	৮.৪৮	৮.৬৫	৭.৯০
৭। পাইকারী ও খুচরা বিপণন	৫.৯৮	৬.৫১	৭.৩০	৬.০১	৫৬৩
৮। হোটেল ও রেঁস্তোরা	৬.৫০	৬.৬৫	৬.৯৪	৭.০০	৬.৫০
৯। পরিবহন, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ	৫.৬১	৫.৯০	৬.০৮	৭.৯২	৬.০৩
ক) স্থল পথ পরিবহন	৬.৭৫	৬.৬২	৬.৩২	৬.৩৭	৬.৩০
খ) পানি পথ পরিবহন	(-)০.৯২	১.৬০	১.৭৮	০.৫৭	(-)০.২২
গ) আকাশ পথ পরিবহন	১৬.৮৯	১৪.৪৬	১৬.৮০	৪.৬২	৪.৫৪
ঘ) সহযোগী পরিবহন সেবা ও সংরক্ষণ	৩.৩৬	৪.২৪	১৩.১৫	১৮.১০	৮.০৩
ঙ) ডাক ও তার যোগাযোগ	৭.৪২	৫.৯৬	৫.৫৭	২৬.৯২	১০.৬৪
১০। আর্থিক প্রতিষ্ঠানিক সেবা	৫.২৭	৫.৪০	৫.৫০	৫.৫৪	৫.২২
ক) ব্যাংক	৩.৪৯	৩.৮৫	৩.৮৭	৪.০১	৩.৫১
খ) বীমা	১৪.৯৫	১৩.০৫	১৩.৫৯	১৩.৪৬	১২.৯৫
গ) অন্যান্য	৬.৫০	৬.২০	৫.৫৪	-০.০৩	০.৫০
১১। রিয়েল এষ্টেট, ভাড়া ও অন্যান্য ব্যবসা	৩.৮০	৩.০২	৩.৮৩	৩.৪১	৩.৪২
১২। লোক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা	৫.৯০	৫.৭০	৫.৯৭	৫.৮৮	৭.০২
১৩। শিক্ষা	৮.১০	৭.৭০	৭.৭৪	৭.১১	৭.৫৩
১৪। স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা	৪.৫৯	৪.৬০	৪.৮০	৪.৯২	৪.৯৯
১৫। কমিউনিটি, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সেবা	২.৮৫	২.৯৫	৩.০৬	৩.১৫	৩.২৪
আমদানী শুল্ক	২.৫৭	১.৯৭	১.৫৫	১.৮৫	৫.৩০
স্থির মূল্যে জিডিপি'র প্রবৃদ্ধির হার (%)	৫.২৩	৪.৮৭	৫.৯৪	৫.১৬	৪.৮০

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। ২০০১/০২ অর্থবছরের পরিসংখ্যান সাময়িক।

মৎস্যখাতে ২০০১/০২ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধির হার ২.০৯%-এ দাঁড়াবে বলে অনুমিত হচ্ছে যা ২০০০/০১ ও ১৯৯৯/০০ অর্থবছরে ছিল যথাক্রমে (-) ৪.৫৩ % ও ৮.৮৭%। ১১ই সেপ্টেম্বর ও তার পরবর্তীকালের ঘটনা প্রবাহ অকৃষিখাতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। রপ্তানি পণ্য উৎপাদন ও বাণিজ্য সর্বাপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যার প্রভাব পড়ে অর্থনীতির সার্বিক ক্ষেত্রে। বিদ্যুৎ ও গ্যাসখাত ব্যতীত ২০০১/০২ অর্থবছরে অন্যান্য প্রায় সকল খাতের প্রবৃদ্ধির হার ২০০০/০১ অর্থবছরের তুলনায় হ্রাস পেয়েছে। ২০০১/০২ অর্থবছরে শিল্পখাতের বৃহদায়তন ও ক্ষুদ্রায়তন উপখাতের প্রবৃদ্ধির হার যথাক্রমে ৪.০০% ও ৭.৫০% দাঁড়াবে বলে অনুমিত হচ্ছে যা ২০০০/০১ অর্থবছরে ছিল যথাক্রমে ৬.০০% ও ৭.০২%। সার্বিকভাবে শিল্পখাতে ২০০০/০১ অর্থবছরে এ প্রবৃদ্ধি হার দাঁড়াবে ৫.০০% যা ২০০০/০১ অর্থবছরে ছিল ৬.২৯% । ১৯৯১/৯২ থেকে ২০০১/০২ অর্থবছর পর্যন্ত স্থিরমূল্যে জিডিপি'র খাতওয়ারী অবদান ও প্রবৃদ্ধির হার পরিশিষ্ট সারণী ৩ ও ৪-এ সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

সারণী ২.৪ঃ ১৯৯৫/৯৬ সালের ভিত্তি মূল্যে জিডিপির খাতওয়ারী অবদানের হার (%)

খাত/উপখাত	১৯৯৭/৯৮	১৯৯৮/৯৯	১৯৯৯/০০	২০০০/০১	২০০১/০২
১। কৃষি ও বনজ	১৯.৬৭	১৯.৩৫	১৯.৪৯	১৯.৫৩	১৯.২১
ক) শস্য ও শাকসব্জি	১৪.৫৯	১৪.৩৩	১৪.৫৯	১৪.৭২	১৪.৪৪
খ) পশু সম্পদ	৩.১৯	৩.১২	৩.০২	২.৯৫	২.৯০
গ) বনজ সম্পদ	১.৮৯	১.৯০	১.৮৮	১.৮৭	১.৮৭
২। মৎস্য সম্পদ	৫.৬৭	৫.৯৩	৬.০৯	৫.৫২	৫.৩৮
৩। খনিজ ও খনন	১.০৩	১.০০	১.০৩	১.০৭	১.১০
ক) প্রাকৃতিক গ্যাস ও অপরিশোধিত তৈল	০.৫৮	০.৫৪	০.৫৮	০.৬৩	০.৬৬
খ) অন্যান্য খনিজ সম্পদ ও খনন	০.৪৫	০.৪৬	০.৪৫	০.৪৪	০.৪৩
৪। শিল্প (ম্যানুঃ)	১৫.৮৮	১৫.৬০	১৫.৪০	১৫.৫৫	১৫.৫৮
ক) বৃহৎ ও মাঝারী শিল্প	১১.২৯	১১.২০	১১.০১	১১.০৮	১১.০০
খ) ক্ষুদ্রায়তন শিল্প	৪.৫৯	৪.৪০	৪.৩৯	৪.৪৬	৪.৫৮
৫। বিদ্যুৎ, গ্যাস, ও পানি সম্পদ	১.৪১	১.৪২	১.৪৩	১.৪৬	১.৫০
ক) বিদ্যুৎ	১.১৮	১.২০	১.২১	১.২৩	১.২৭
খ) গ্যাস	০.১৭	০.১৬	০.১৬	০.১৬	০.১৭
গ) পানি	০.০৬	০.০৬	০.০৬	০.০৭	০.০৭
৬। নির্মাণ	৭.৩৯	৭.৬৭	৭.৮৪	৮.০৯	৮.৩৩
৭। পাইকারী ও খুচরা বিপণন	১৩.০২	১৩.২১	১৩.৩৫	১৩.৪৫	১৩.৫৫
৮। হোটেল ও রেঁস্তোরা	০.৬২	০.৬৩	০.৬৩	০.৬৪	০.৬৫
৯। পরিবহণ, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ	৯.১৩	৯.২১	৯.২০	৯.৪৩	৯.৫৪
স্থল পথ পরিবহন	৬.৫৪	৬.৬৪	৬.৬৫	৬.৭২	৬.৮২
ক) পানি পথ পরিবহন	১.২৭	১.২৩	১.১৮	১.১২	১.০৭
খ) আকাশ পথ পরিবহন	০.১৫	০.১৬	০.১৮	০.১৮	০.১৮
গ) সহযোগী পরিবহন সেবা ও সংরক্ষণ	০.৩৪	০.৩৪	০.৩৬	০.৪১	০.৪২
ঘ) ডাক ও তার যোগাযোগ	০.৮৩	০.৮৪	০.৮৩	১.০১	১.০৬
১০। আর্থিক প্রতিষ্ঠানিক সেবা	১.৫৭	১.৫৮	১.৫৭	১.৫৮	১.৫৮
ক) ব্যাংক	১.২৬	১.২৪	১.২২	১.২০	১.১৯
খ) বীমা	০.২৫	০.২৭	০.২৮	০.৩১	০.৩৩
গ) অন্যান্য	০.০৭	০.০৭	০.০৭	০.০৭	০.০৬
১১। রিয়েল এষ্টেট, ভাড়া ও অন্যান্য ব্যবসা	৯.১৮	৯.০৭	৮.৮৮	৮.৭২	৮.৬০
১২। লোক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা	২.৫৪	২.৫৫	২.৫৫	২.৫৬	২.৬২
১৩। শিক্ষা	২.১২	২.১৭	২.২০	২.২৪	২.৩০
১৪। স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা	২.২৩	২.২৩	২.২০	২.১৯	২.২০
১৫। কমিউনিটি, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সেবা	৮.৫৪	৮.৩৭	৮.১৩	৭.৯৭	৭.৮৫
জিডিপি	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। ২০০১/০২ অর্থবছরের পরিসংখ্যান সাময়িক।

সারণী ২.৪-এ জিডিপিতে খাতওয়ারী শতকরা অবদান পরিবেশিত হয়েছে। কৃষি থেকে অকৃষিখাতে খাতওয়ারী অবদানের কাঠামোগত বিবর্তনের ধারা অব্যাহত আছে। ২০০১/০২ অর্থবছরে কৃষি খাতের অবদান দাঁড়িয়েছে ১৯.২১% যা পূর্ববর্তী ২০০০/০১ ও ১৯৯৯/০০ অর্থবছরে ছিল যথাক্রমে ১৯.৫৩% ও ১৯.৪৯%। পাইকারী ও খুচরা বাণিজ্য খাতে ২০০১/০২ অর্থবছরে অবদান দাঁড়ায় ১৩.৫৫% যা ২০০০/০১ ও ১৯৯৯/০০ অর্থবছরে ছিল যথাক্রমে ১৩.৪৫% ও ১৩.৩৫%। পরিবহন ও যোগাযোগ খাতেরও অবদান ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে ১৯৯৮ সালের বন্যা এবং ১১ই সেপ্টম্বর পরবর্তীকালের ঘটনা প্রবাহের কারণে শিল্প উৎপাদন খাতের অবদান ১৯৯৭/৯৮ উত্তর হ্রাস পায়। কিন্তু ২০০০/০১ অর্থবছরে এ খাতের অবদান বৃদ্ধি পায় এবং ২০০১/০২ অর্থবছরে তা ১৫.৮৪% দাঁড়াবে বলে অনুমিত হচ্ছে। ১৯৯১/৯২ থেকে ২০০১/০২ অর্থবছর পর্যন্ত স্থিরমূল্যে জিডিপি'র খাতওয়ারী অবদানের শতকরা হার পরিশিষ্ট সারণী ৫-এ সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

সঞ্চয়

১৯৯০/৯১ অর্থবছরে দেশজ সঞ্চয় ও জাতীয় সঞ্চয় ছিল যথাক্রমে ১৪.৫৭% ও ১৯.৬৬%। ২০০০/০১ অর্থবছর পর্যন্ত দেশজ সঞ্চয় ও জাতীয় সঞ্চয় ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় যথাক্রমে জিডিপি'র ১৭.৯০% ও ২২.৩২%। সাময়িক প্রাক্কলনের হিসাবে দেখা যায় যে, ২০০১/০২ অর্থবছরে দেশজ সঞ্চয় ও জাতীয় সঞ্চয়ের হার যথাক্রমে জিডিপি'র ১৭.৯১% ও ২২.৪৩%-এ দাঁড়াবে। ১৯৯৮ সালের বন্যা এবং ১১ই সেপ্টেম্বর, ২০০১ ও পরবর্তী ঘটনা প্রবাহের জন্য খাদ্য-শস্য আমদানীতে অতিরিক্ত ব্যয়, সরকারের রাজস্ব আয় প্রাক্কলন অনুযায়ী অর্জিত না হওয়ায় এবং বন্যা পুনর্বাসন ব্যয়ের জন্য সরকারী ও বেসরকারীখাতে সঞ্চয়ের হার ১৯৯৭/৯৮ পরবর্তী অর্থবছরসমূহে আশানুরূপ বৃদ্ধি পায়নি। সারণী ২.৫-এ ১৯৯০/৯১ থেকে ২০০১/০২ অর্থবছর পর্যন্ত বছরওয়ারী দেশজ ও জাতীয় সঞ্চয়ের পরিস্থিতি তুলে ধরা হয়েছে।

সারণী ২.৫ঃ স্থুল দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) সঞ্চয়ের শতকরা হার।

বছর	দেশজ সঞ্চয় জিডিপি'র শতকরা হার	জাতীয় সঞ্চয় জিডিপি'র শতকরা হার
১৯৯০/৯১	১৪.৫৭	১৯.৬৬
১৯৯১/৯২	১৩.৮৬	১৯.৩০
১৯৯২/৯৩	১২.৩০	১৭.৯৬
১৯৯৩/৯৪	১৩.১০	১৮.৭৯
১৯৯৪/৯৫	১৩.১৩	১৯.১২
১৯৯৫/৯৬	১৪.৯০	২০.১৭
১৯৯৬/৯৭	১৫.৯০	২১.৫৮
১৯৯৭/৯৮	১৭.৪১	২১.৭৭
১৯৯৮/৯৯	১৭.৭১	২২.৩১
১৯৯৯/০০	১৭.৮৮	২৩.১০
২০০০/০১	১৭.৯০	২২.৩২
২০০১/০২	১৭.৯১	২২.৪৩

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। ২০০১/০২ অর্থবছরের সঞ্চয় হিসাব সাময়িক।

বিনিয়োগ

১৯৯০/৯১ অর্থবছরে মোট বিনিয়োগের হার ছিল জিডিপি'র ১৬.৯০%। এর মধ্যে সরকারী ও বেসরকারীখাতের বিনিয়োগের হার ছিল যথাক্রমে ৬.৬৩% ও ১০.২৭%। ১৯৯০/৯১ অর্থবছর হতে জাতীয় বিনিয়োগ হার ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেয়ে ২০০০/০১ অর্থবছরে জিডিপি'র ২৩.১১%-এ উন্নীত হয়। এর মধ্যে সরকারী ও বেসরকারীখাতের অবদান ছিল যথাক্রমে ৭.২৬% ও ১৫.৮৬%। জাতীয় অর্থনীতির বেসরকারীমুখী সংস্কার হওয়াতে বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগসহ স্থানীয় অর্থায়ন বৃদ্ধি পাওয়ায় বেসরকারীখাতে বিনিয়োগ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১১ই সেপ্টেম্বর ও তৎপরবর্তীকালের ঘটনা প্রবাহের নেতিবাচক প্রভাব ২০০১/০২ অর্থবছরে সরকারী ও বেসরকারীখাতের বিনিয়োগের উপরেও পড়ে। সাময়িক প্রাক্কলনের হিসেবে ২০০১/০২ অর্থবছরে জাতীয় বিনিয়োগ হার কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পেয়ে ২৩.১৮% এবং এর সরকারী ও বেসরকারীখাতের অবদান যথাক্রমে ৭.১০% ও ১৬.০৮% হবে বলে অনুমিত হচ্ছে। ১৯৯০/৯১ থেকে ২০০১/০২ পর্যন্ত মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) বিনিয়োগের শতকরা হার (সরকারী, বেসরকারী ও মোট) সারণী ২.৬-এ প্রদর্শিত হয়েছে।

সারণী ২.৬ঃ স্থুল দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) বিনিয়োগের শতকরা হার।

বছর	মোট বিনিয়োগ (জিডিপি'র %)	সরকারী বিনিয়োগ (জিডিপি'র %)	বেসরকারী বিনিয়োগ (জিডিপি'র %)
১৯৯০/৯১	১৬.৯০	৬.৬৩	১০.২৭
১৯৯১/৯২	১৭.৩১	৬.৯৭	১০.৩৩
১৯৯২/৯৩	১৭.৯৫	৬.৪৮	১১.৪৭
১৯৯৩/৯৪	১৮.৪০	৬.৬৫	১১.৭৬
১৯৯৪/৯৫	১৯.১২	৬.৭৪	১২.৩৮
১৯৯৫/৯৬	১৯.৯৯	৬.৪২	১৩.৫৮
১৯৯৬/৯৭	২০.৭২	৭.০৩	১৩.৭০
১৯৯৭/৯৮	২১.৬৩	৬.৩৭	১৪.২৬
১৯৯৮/৯৯	২২.১৯	৬.৭২	১৫.৪৭
১৯৯৯/০০	২৩.০২	৭.৪১	১৫.৬১
২০০০/০১	২৩.১১	৭.২৬	১৫.৮৬
২০০১/০২	২৩.১৮	৭.১০	১৬.০৮

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। ২০০১/০২ অর্থবছরের বিনিয়োগ হিসাব সাময়িক।

৩—

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
মূল্য, মজুরী ও কর্মসংস্থান

মূল্যস্ফীতি

ভোক্তার দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় ব্যবহৃত খাদ্য ও খাদ্য বহির্ভূত অধিক সংখ্যক পণ্য ও সেবা সামগ্রীকে অন্তর্ভুক্ত করে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) ১৯৮৫/৮৬ সালকে ভিত্তি বছর ধরে জাতীয় ভোক্তা মূল্যসূচক (CPI) প্রণয়ন করছে। । ১৯৮৫/৮৬ ভিত্তি বছরের মূল্যসূচক নির্ণয়ের জন্য ১৯৮৫/৮৬ সালে পরিচালিত খানা ব্যয় জরিপে (Household Expenditure Survey, 1985/86) প্রাপ্ত গ্রামীণ অধিবাসীদের ভোগ্য পণ্যের তালিকা ও নগর এলাকার অধিবাসীদের ভোগ্য পণ্যের তালিকা ব্যবহৃত হয়। এ দু'টি তালিকা ব্যবহার করে যথাক্রমে সকল গ্রামীণ (All Rural) মূল্যসূচক এবং সকল নগর (All Urban) মূল্যসূচক নির্ণীত হয়। অতঃপর এ দু'টির সমষ্টিকরণের মাধ্যমে নির্ণীত হয় জাতীয় পর্যায়ের মূল্যসূচক।

বর্তমানে প্রণীত এ ভোক্তা মূল্যসূচক অনুসারে ২০০০/০১ অর্থবছরে জাতীয় পর্যায়ে মূল্যস্ফীতির হার দাঁড়ায় ১.৫৯ শতাংশ। এ হার ১৯৯৯/০০ অর্থবছরে ছিল ৩.৯০ শতাংশ। ১৯৯৩/৯৪ অর্থবছর থেকে ১৯৯৯/০০ অর্থবছর পর্যন্ত এ পদ্ধতি অনুসরণে নির্ণীত মূল্যস্ফীতি সারণী ৩.১-এ দেয়া হ'ল।

সারণী ৩.১ঃ জাতীয় (National) ভোক্তা মূল্যসূচক ও মূল্যস্ফীতি
(ভিত্তি বছর ১৯৮৫/৮৬= ১০০)

	১৯৯৩/৯৪	১৯৯৪/৯৫	১৯৯৫/৯৬	১৯৯৬/৯৭	১৯৯৭/৯৮	১৯৯৮/৯৯	১৯৯৯/০০	২০০০/০১
সাধারণ (শতকরা পরিবর্তন)	১৬৩.৮৭ (৩.২৮)	১৭৮.৪০ (৮.৮৭)	১৯০.২৭ (৬.৬৫)	১৯৫.০৭ (২.৫২)	২০৮.৭০ (৬.৯৯)	২২৭.২৯ (৮.৯১)	২৩৬.১৬ (৩.৯০)	২৩৯.৯১ (১.৫৯)
খাদ্য (শতকরা পরিবর্তন)	১৬১.৮০ (২.৯৫)	১৭৬.৭৭ (৯.২৫)	১৮৯.১৩ (৬.৯৯)	১৯১.৮৫ (১.৮৪)	২০৫.৫৫ (৭.১৪)	২২৯.৭২ (১১.৭৬)	২৩৯.১৩ (৪.১০)	২৪১.৪০ (০.৯৫)
খাদ্য বহির্ভূত (শতকরা পরিবর্তন)	১৬৭.৬৯ (৩.৯১)	১৮১.৩৮ (৮.১৬)	১৯১.৮৬ (৫.৭৮)	২০০.৯৯ (৪.৭৬)	২১৪.৪৬ (৬.৭০)	২২৩.১০ (৪.০৩)	২৩০.৭৭ (৩.৪৪)	২৩৭.২০ (২.৭৯)

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

লেখচিত্র ৩.১ঃ জাতীয় (National) পর্যায়ে মূল্যস্ফীতি (শতকরা হার)
(ভিত্তি বছর ১৯৮৫/৮৬= ১০০)

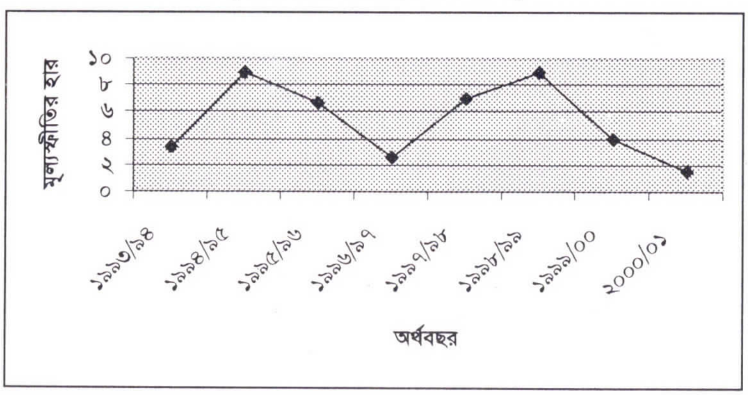

১৯৯৮/৯৯ সালে বার্ষিক গড় মূল্যস্ফীতির হার ছিল ৮.৯১%, যা বিগত একদশকের মধ্যে সর্বাধিক। বস্তুত এই অর্থবছরের প্রারম্ভে স্মরণকালের দীর্ঘস্থায়ী বন্যার কারণে খাদ্য ও খাদ্য বহির্ভূত নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং টাকার অবমূল্যায়নের ফলে মূল্যস্ফীতির হার বৃদ্ধি পায়। অতঃপর মূল্যস্ফীতির হার ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। ১৯৯৯/০০

অর্থবছরে মূল্যস্ফীতির হার ছিল ৩.৯০% এবং ২০০০/০১ অর্থবছরে এ হার দাঁড়িয়েছে ১.৫৯% । প্রধানতঃ খাদ্যশস্যসহ কৃষি খাতে ভাল উৎপাদন হওয়ায় খাদ্য ও খাদ্য বহির্ভূত দ্রব্য মূল্যের নিম্ন গতি ও জনগণের আয় থেকে আর্থিক সঞ্চয় ক্রমবৃদ্ধির কারণে মূল্যস্ফীতির হার সন্তোষজনক পর্যায়ে রয়েছে। বর্তমান অর্থবছরের (২০০১/০২) মার্চ মাস পর্যন্ত ৯ মাসের গড় ভিত্তিতে মূল্যস্ফীতির হার ২.২০% -এ দাঁড়িয়েছে। পূর্ববর্তী বছরের অনুরূপ মাসের প্রতিতুলনায় (Point to point) জানুয়ারী ,ফেব্রুয়ারী ও মার্চ ২০০২-এ মূল্যস্ফীতির হার যথাক্রমে ৩.৮১%, ২.৯৪% ও ২.৯৬%। অনুরূপ মাসের প্রতিতুলনার (Point to point) ভিত্তিতে ২০০১/০২ অর্থবছরের মাসওয়ারী মূল্যস্ফীতির হার সারণী ৩.২-এ দেয়া হল।

সারণী ৩.২ঃ পূর্ববর্তী বছরের অনুরূপ মাসের প্রতিতুলনার (Point to point) ভিত্তিতে সমগ্র দেশের মুল্যস্ফীতি
(ভিত্তি বছর ১৯৮৫/৮৬=১০০)

		২০০০/০১	২০০১/০২									গড় মূল্যস্ফীতি (জুলাই' ০১-মার্চ '০২)
			জুলাই'০১	আগষ্ট'০১	সেপ্টে০১	অক্টো.'০১	নভে.'০১	ডিসে.'০১	জানু.'০২	ফেব্রু '০২	মার্চ '০২	
জাতীয়	সাধারণ	১.৫৯	১.৭০	১.৭৩	১.৭১	১.৭১	১.২৪	২.০০	৩.৮১	২.৯৪	২.৯৬	২.২০
	খাদ্য	০.৯৫	০.৮৫	০.৯৩	১.১৬	১.১৪	০.৩৯	০.৮৭	২.৯০	১.৩৪	১.৩৩	১.২৪
	খাদ্য বর্হিভূত	২.৭৯	৩.৩১	৩.২৪	২.৭২	২.৭৭	২.৮৩	৪.১১	৫.৪৯	৫.৮৩	৫.৯১	৪.০২
শহর	সাধারণ	১.৭৫	২.২৪	২.২৬	২.১৭	১.৮৮	১.৭৫	২.২৪	৩.৮৭	৩.৩৩	৩.৩৫	২.৫৬
	খাদ্য	১.০৯	১.৪৯	১.৫২	১.৬৬	১.২২	০.৮৯	১.১১	৩.০২	১.৮৩	১.৭৮	১.৬১
	খাদ্য বর্হিভূত	২.৭৬	৩.৩৯	৩.৩৮	২.৯৫	২.৮৯	৩.০৮	৩.৯৫	৫.১৩	৫.৫৭	৫.৬৯	৪.০২
গ্রাম	সাধারণ	১.৫২	১.৪৯	১.৫৪	১.৫৩	১.৬৩	১.০২	১.৮৭	৩.৭৪	২.৭৬	২.৭৮	২.০৪
	খাদ্য	০.৯০	০.৬৩	০.৭২	১.০০	১.১১	০.২২	০.৭৯	২.৮৫	১.১৮	১.১৮	১.০৭
	খাদ্য বর্হিভূত	২.৮০	৩.২৬	৩.১৭	২.৬০	২.৬৭	২.৬৭	৪.০৭	৫.৫২	৫.৮৯	৫.৯৭	৩.৯৮

উৎসঃ বিবিএস

লেখচিত্র ৩.২ঃ পূর্ববর্তী বছরের অনুরূপ মাসের প্রতিতুলনার ভিত্তিতে জাতীয় মূল্যস্ফীতি

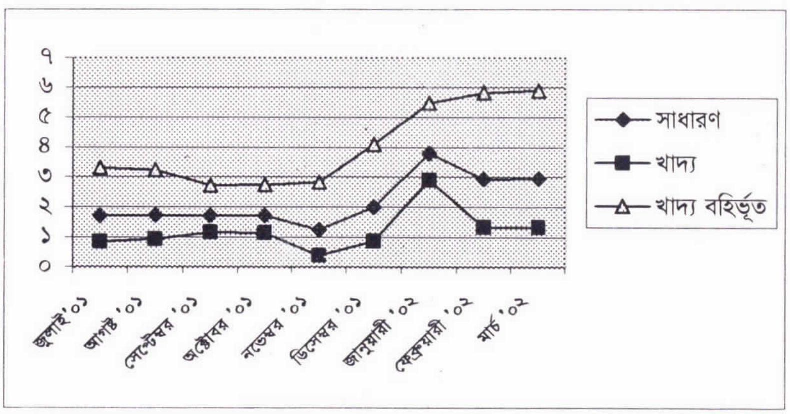

মজুরী

১৯৯০/৯১ অর্থবছর হতে ২০০১/০২ অর্থবছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত মজুরী সূচক (Nominal) নিম্নে সারণী ৩.৩-এ দেয়া হ'ল। পূর্ববর্তী বছরগুলোর সূচক পরিশিষ্ট সারণী ১২-তে দেখানো হয়েছে। মজুরী বৃদ্ধির হার ১৯৮৯/৯০ অর্থবছরে শতকরা ১০.৭ ভাগ থেকে (পরিশিষ্ট সারণী ১২ দ্রষ্টব্য) হ্রাস পেয়ে ১৯৯০/৯১ অর্থবছরে শতকরা ৩.৯ ভাগে এসে দাঁড়ায়। পরবর্তী বছরগুলোতে তা আবার বৃদ্ধি পেতে থাকে, যদিও মাঝে-মধ্যে কিছুটা হ্রাস/বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায়। ১৯৯৯/০০ অর্থবছরের সূচকের তুলনায় ২০০০/০১ অর্থবছরের সূচক ৪.১% বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৯৯/০০ অর্থবছরে প্রকৃত (Real) মজুরীর হার সূচক ছিল ১২১। ২০০০/০১ অর্থবছরে এ সূচক বৃদ্ধি পেয়ে ১২৫-এ দাঁড়িয়েছে।

সারণী ৩.৩ঃ মজুরীর হার বৃদ্ধি
(ভিত্তি বছর ১৯৬৯/৭০=১০০)

বছর	মজুরীর হার সূচক	শতকরা পরিবর্তন	শিল্প শ্রমিকের ভোক্তা মূল্যসূচক (জাতীয়)	মজুরীর হার সূচক (প্রকৃত)
১৯৯০/৯১	১৪৮২	৩.৯	১৩৮৬	১০৭
১৯৯১/৯২	১৫৫৩	৪.৮	১৪৪৮	১০৭
১৯৯২/৯৩	১৬৩৮	৫.৫	১৪৪৯	১১৩
১৯৯৩/৯৪	১৭০৯	৪.৩	১৫০৬	১১৪
১৯৯৪/৯৫	১৭৮৬	৪.৫	১৬১০	১১১
১৯৯৫/৯৬	১৯০০	৬.৪	১৬৭৪	১১৪
১৯৯৬/৯৭	১৯৯০	৪.৭	১৬৬৩	১২০
১৯৯৭/৯৮	২১৪১	৭.৬	১৭৪৮	১২২
১৯৯৮/৯৯	২২৫৯	৫.৫	১৯২১	১১৮
১৯৯৯/০০	২৩৯০	৫.৮	১৯৭৩	১২১
২০০০/০১	২৪৮৯	৪.১	১৯৯৯	১২৫
২০০১/০২ (ডিসেম্বর পর্যন্ত)	২৬০৩	৪.৬*	২০২৪	১২৯

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

* শতকরা পরিবর্তন পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায়

লেখচিত্র ৩.৩ঃ প্রকৃত মজুরীর হার সূচক

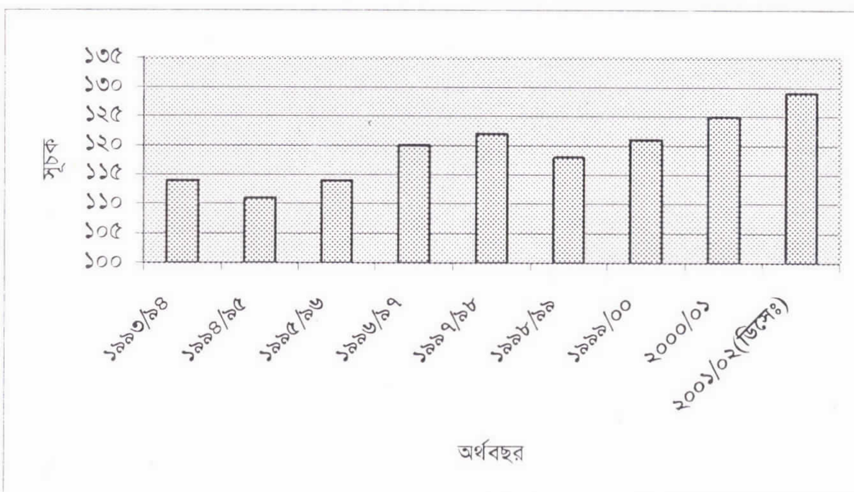

শ্রমশক্তি ও কর্মসংস্থান

১৯৯৯/০০ অর্থবছরের শ্রমশক্তি জরীপ (Labour Force Survey) অনুযায়ী মোট ৬.০৩ কোটি শ্রমশক্তি (পুরুষ ৩.৭৫ কোটি এবং মহিলা ২.২৮ কোটি) বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত রয়েছে। কৃষিতে এখনও সর্বাধিক সংখ্যক শ্রমিক নিয়োজিত (৬২.৩%)। শ্রম বাজারে অনানুষ্ঠানিক (নন-ফরমাল) শ্রমের আধিক্য বেশী। উল্লেখ্য, ১৯৯৫/৯৬ অর্থবছরের শ্রমশক্তি জরীপ (Labour Force Survey) অনুযায়ী মোট ৫.৬ কোটি শ্রমশক্তি (পুরুষ ৩.৫ কোটি এবং মহিলা ২.১ কোটি) বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত ছিল, যার মধ্যে সর্বাধিক সংখ্যক শ্রমিক নিয়োজিত ছিল কৃষিখাতে (৬৩.২%)। ১৯৯৫/৯৬ অর্থবছরের শ্রমশক্তি জরীপ (Labour Force Survey) অনুযায়ী শ্রম শ্রেণীবিন্যাসে দেখা যায় যে, ৪০.১% শ্রমশক্তি পারিবারিক শ্রমে ও ২৯.৬% স্বকর্মে নিয়োজিত ছিল। দিন-মজুর ও নিয়মিত নিয়োগকৃত কর্মী ছিল যথাক্রমে ১৭.৯% ও ১২.৪% । অন্যদিকে ১৯৯৯/০০ অর্থবছরের শ্রমশক্তি জরীপ অনুযায়ী মোট শ্রমশক্তির ৩৬.৭% পারিবারিক শ্রমে ও ৩২.৪% স্বকর্মে নিয়োজিত। অবশিষ্ট ১৭.৬% দিন-মজুর, ১৩.৩% নিয়মিত নিয়োগকৃত কর্মী। শ্রমশক্তির এক বৃহৎ অংশ সংগঠিত শ্রমবাজার এবং এর নিয়ন্ত্রিত মজুরী ব্যবস্থার বাহিরে থেকে যায়। তবে শ্রমিকদের শ্রমবাজারে প্রবেশ সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। ১৯৯৫/৯৬ ও ১৯৯৯/০০ অর্থবছরে পরিচালিত শ্রমশক্তি জরীপ অনুযায়ী বিভিন্ন খাত ওয়ারী শ্রমিকের অংশ সারণী ৩.৪-এ দেয়া হল।

সারণী ৩.৪ঃ শিল্প ভিত্তিক খাতওয়ারী শ্রমিকের অংশ

খাত	১৯৯৫/৯৬	১৯৯৯/০০
কৃষি, বনজ ও মৎস্য	৬৩.২	৬২.৩
খনিজ ও খনন	-	০.৭
ম্যানুফ্যাকচারিং	৭.৫	৭.৪
বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি	০.২	০.২
নির্মাণ	১.৮	২.১
বাণিজ্য, হোটেল ও রেষ্টুরেন্ট	১১.২	১২.০
পরিবহন, সংরক্ষণ যোগাযোগ	৪.২	৪.৬
অর্থ, ব্যবসা ও সেবাসমূহ	০.৪	০.৭
পণ্য ও ব্যক্তিগত সেবাসমূহ	৯.৩	১০.০
অন্যান্য	২.২	--
মোট	১০০.০	১০০.০

উৎসঃ বিবিএস, লেবার ফোর্স সার্ভে, ১৯৯৯/০০।

বিদেশে কর্মসংস্থান

প্রফেশনাল, দক্ষ, স্বল্প দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমশক্তির একটি উল্লেখযোগ্য অংশ বিদেশে চাকুরী করছে। তাদের প্রেরিত অর্থ বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের ক্ষেত্রেও এক বিরাট ভূমিকা পালন করে আসছে। সামান্য ব্যতিক্রম ছাড়া প্রতি বছর বিদেশে শ্রমশক্তি রপ্তানীর হার সমধারায় প্রবাহমান। ২০০০-২০০১ অর্থবছরে ২ লাখ ১৩ হাজার বাংলাদেশী নাগরিক জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর ছাড়পত্র নিয়ে বৈদেশিক কর্মসংস্থানের নিমিত্তে বিদেশে গমণ করেছে। যা পূর্ববর্তী অর্থ বছরের তুলনায় ১৪.১১% কম। ২০০০-২০০১ অর্থবছরে প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ ছিল ১০২৬৬.০০ কোটি টাকা যা পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ৪.৪৮% বেশী। বর্তমান সরকার প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিদেশে বিভিন্ন জায়গায় এক্সচেঞ্জ হাউজ ও বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে রেমিটেন্স সেল খোলার মাধ্যমে এবং মানি লন্ডারিং এ্যাক্ট (Money Laundering Act) প্রণয়ন করে প্রবাসীদের অর্থ প্রেরণ পদ্ধতি সহজতর করেছে। ফলে চলতি অর্থবছরে মার্চ পর্যন্ত প্রেরিত অর্থের পরিমাণ দাঁড়ায় ১০৩৮০.৬৩ কোটি টাকা যা' গত বছরের একই সময়ের তুলনায় (৭৩১৯.৪৩ কোটি টাকা) ৪১.৮২ শতাংশ বেশী। বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশীর সংখ্যা ও প্রেরিত অর্থের পরিমাণ সারণী ৩.৫-এ দেখানো হল।

সারণী ৩.৫ঃ প্রবাসী বাংলাদেশী কর্মজীবির সংখ্যা এবং প্রেরিত অর্থের পরিমাণ

অর্থবছর	বিদেশে কর্মজীবির সংখ্যা ('০০০')	প্রেরিত অর্থের পরিমাণ	
		মিলিয়ন ডলার হিসেবে	কোটি টাকা হিসেবে
১৯৮৯/৯০	১১০	৭৬০.৫৩	২৪৯৬.১
১৯৯০/৯১	৯৭	৭৬৪.০০	২৭২৫.৬
১৯৯১/৯২	১৮৫	৮৪৮.০০	৩২৪১.৫
১৯৯২/৯৩	২৩৮	৯৪৪.০০	৩৬৯৮.৪
১৯৯৩/৯৪	১৯২	১০৮৮.৮০	৪৩৫৪.৮
১৯৯৪/৯৫	২০০	১১৯৭.৬৩	৪৮১৪.৩
১৯৯৫/৯৬	১৮১	১২১৭.০৬	৪৯৭৭.৮
১৯৯৬/৯৭	২২৮	১৪৭৫.৪০	৬৩০৪.৩
১৯৯৭/৯৮	২৪৩	১৫২৫.৪২	৬৯৫১.২
১৯৯৮/৯৯	২৭০	১৭০৫.৭৪	৮২১৩.০
১৯৯৯/০০	২৪৮	১৯৪৯.৩২	৯৮২৫.৪
২০০০/০১	২১৩	১৮৮২.১০	১০২৬৬.০০
২০০১/০২ (মার্চ পর্যন্ত)	১৩৯	১৮১১.০০	১০৩৮০.৬৩

উৎসঃ জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো ও বাংলাদেশ ব্যাংক।

প্রবাসী বাংলাদেশীর সংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি এর গুণগত পরিবর্তনও লক্ষণীয়। ১৯৯৮ সালে দক্ষ, আধা-দক্ষ ও পেশাগত কাজে নিয়োজিত ছিল মোট শ্রম রপ্তানির ৫০.৭৬%। এই হার ১৯৯৯, ২০০০ ও ২০০১ সালে দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৫৬.৪৬%, ৬১.৪০%, ও ৪২.০১%-এ। ১৯৯০ সাল হতে বছরওয়ারী শ্রেণী ভিত্তিক প্রবাসী বাংলাদেশীর সংখ্যা সারণী ৩.৬-এ দেয়া হল।

সারণী ৩.৬ঃ শ্রেণী ভিত্তিক প্রবাসী বাংলাদেশীর সংখ্যা

সাল	পেশাগত	দক্ষ	আধা-দক্ষ	অদক্ষ	মোট
১৯৯০	৬০০৪	৩৫৬১৩	২০৭৯২	৪১৪০৫	১০৩৮১৪
১৯৯১	৯০২৪	৪৬৮৮৭	৩২৬০৫	৫৮৬১৫	১৪৭১৩১
১৯৯২	১১৩৭৫	৫০৬৮৯	৩০৯৭৭	৯৫০৮৩	১৮৮১২৪
১৯৯৩	১১১১২	৭১৬৬২	৬৬১৬৮	৯৫৫৬৬	২৪৪৫০৮
১৯৯৪	৮৩৯০	৬১০৪০	৪৬৫১৯	৭০৩৭৭	১৮৬৩২৬
১৯৯৫	৬৩৫২	৫৯৯০৭	৩২০৫৫	৮৯২২৯	১৮৭৫৪৩
১৯৯৬	৩১৮৮	৬৪৩০১	৩৪৬৮৯	১০৯৫৩৬	২১১৭১৪
১৯৯৭	৩৭৯৭	৬৫২১১	১৯৩৫৫৮	১১৮৫১১	৩৮১০৭৭
১৯৯৮	৯৫৭৪	৭৪৭১৮	৫১৫৯০	১৩১৭৮৫	২৬৭৬৬৭
১৯৯৯	৮০৪৫	৯৮৪৪৯	৪৪৯৪৭	১১৬৭৪১	২৬৮১৮২
২০০০	১০৬৬৯	৯৯৬০৬	২৬৪৬১	৮৫৯৫০	২২২৬৮৬
২০০১	৬৯৪০	৪২৭৪২	৩০৭০২	১০৯৫৮১	১৮৮৯৬৫
২০০২ (মার্চ পর্যন্ত)	২০৯৮	৮৮১০	৬৪৮৮	২৫২৭৬	৪২৬৭২

উৎসঃ জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো।

নোটঃ ১৯৯৭ সালে মালয়েশিয়াতে ১৫০০০০ বাংলাদেশী শ্রমিককে বৈধতা দেয়া হয়।

উল্লেখ্য যে, প্রবাসী জনশক্তির অধিকাংশই সৌদি আরব, আরব আমিরাত, কুয়েত,ওমান, মালয়েশিয়া ও সিংগাপুরে কর্মরত। এছাড়া লিবিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া,ব্রুনাই, মরিসাস, ইতালী, সাইপান, লেবাননসহ অন্যান্য দেশেও বাংলাদেশী কর্মীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ হচ্ছে। সারণী ৩.৭-এ দেশওয়ারী প্রবাসী বাংলাদেশীর সংখ্যা দেখানো হলো।

সারণী ৩.৭ঃ দেশওয়ারী প্রবাসী বাংলাদেশীর সংখ্যা

সাল	সৌদি আরব	কুয়েত	ইউ.এ.ই.	বাহরাইন	ওমান	মালয়েশিয়া	সিংগাপুর	অন্যান্য	মোট
১৯৯০	৫৭৪৮৬	৫৯৫৭	৮৩০৩	৪৫৬৩	১৩৯৮০	১৩৮৫	৭৭৬	১১৩৬৪	১০৩৮১৪
১৯৯১	৭৫৬৫৬	২৮৫৭৪	৮৫৮৩	৩৪৮০	২৩০৮৭	১৬২৮	৬৪২	৫৪৮১	১৪৭১৩১
১৯৯২	৯৩১৩২	৩৪৩৭৭	১২৯৭৫	৫৮০৪	২৫৮২৫	১০৫৩৭	৩১৩	৫১৬১	১৮৮১২৪
১৯৯৩	১০৬৩৮৭	২৬৪০৭	১৫৮১০	৫৩৯৬	১৫৮৬৬	৬৭৯৩৮	১৭৩৯	৪৯৬৫	২৪৪৫০৮
১৯৯৪	৯১৩৮৫	১৪৯১২	১৫০৫১	৪২৩৩	৬৪৭০	৪৭৮২৬	৩৯১	৬০৫৮	১৮৬৩২৬
১৯৯৫	৮৪০০৯	১৭৪৯২	১৪৬৮৬	৩০০৪	২০৯৪৯	৩৫১৭৪	৩৭৬২	৮৪৬৭	১৮৭৫৪৩
১৯৯৬	৭২৭৩৪	২১০৪২	২৩৮১২	৩৭৫৯	৮৬৯১	৬৬৬৩১	৫৩০৪	৯৭৪১	২১১৭১৪
১৯৯৭	১০৬৫৩৪	২১১২৬	৫৪৭১৯	৫০১০	৫৯৮৫	১৫২৮৪৪	২৭৪০১	৭৪৫৮	৩৮১০৭৭
১৯৯৮	১৫৮৭১৫	২৫৪৪৪	৩৮৭৯৬	.৭০১৪	৪৭৭৯	৫৫১	২১৭২৮	১০৬৪০	২৬৭৬৬৭
১৯৯৯	১৮৫৭৩৯	২২৪০০	৩২৩৪৪	৪৬৩৯	৪০৪৫	-	৯৫৯৬	৯৪১৯	২৬৮১৮২
২০০০	১৪৪৬১৮	৫৯৪	৩৪০৩৪	৪৬৩৭	৫২৫৮	১৭২৩৭	১১০৯৫	৫২১৩	২২২৬৮৬
২০০১	১৩৭২৪৮	৫৩৪১	১৬২৫২	৪৩৭১	৪৫৬১	৪৯২১	৯৬১৫	৬৬৫৬	১৮৮৯৬৫
২০০২ (মার্চ পর্যন্ত)	৩১৩৬৮	২৮৩৩	৩৯৯৮	৮৮৮	৮৯৫	০৯	১৮৪৮	৮৩৩	৪২৬৭২

উৎসঃ জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো।

নোটঃ ১৯৯৭ সালে মালয়েশিয়াতে ১৫০০০০ বাংলাদেশী শ্রমিককে বৈধতা দেয়া হয়।

১৯৯০ সালে উপসাগরীয় যুদ্ধের সময়ে কুয়েত ও ইরাক হতে ৬৩৩০৩ জন বাংলাদেশী শ্রমিক ফেরৎ আসে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

রাজস্বনীতি ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনা

রাজস্বনীতি সরকারের আয় ও ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। বাংলাদেশে রাজস্ব ব্যবস্থাপনার মূল লক্ষ্য হল সরকারের আয় ও ব্যয়ের সমন্বয় সাধন ও তৎসংশ্লিষ্ট ব্যবস্থাপনা। প্রশাসনিক, জনকল্যাণমূলক ও উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সরকারের অর্থের প্রয়োজন। পৃথিবীর সকল দেশেই সমষ্টিক সেবা প্রদানের দায়িত্ব সরকারের উপরই বর্তায়; কারণ বেসরকারী খাত এ ধরনের দায়িত্ব পালনে সক্ষম নয়। সরকারের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের যোগান কর ও কর বহির্ভূত উৎস হতে আসে। দেশের অর্থনীতির উপর সরকারের আয় ও ব্যয় কার্যক্রমের ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় ধরনের প্রভাব থাকায় সুষ্ঠু রাজস্বনীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সরকারের কাছে অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। এছাড়া, আয়ের তুলনায় ব্যয়ের আধিক্য বা বাজেট ঘাটতি বেশী হলে এরও বিরূপ প্রভাব অর্থনীতির উপর পড়তে পারে। তাই, সামগ্রিকভাবে সরকারের সার্বিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় সুষ্ঠু রাজস্ব ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব অপরিসীম।

১৯৯১/৯২ হতে ১৯৯৮/৯৯ পর্যন্ত সার্বিক বাজেট ঘাটতি (বৈদেশিক অনুদান ব্যতীত) মোটামুটিভাবে প্রায় ৪.৪% -এ সীমিত ছিল। সাম্প্রতিক বছরসমূহে সম্প্রসারণমূলক রাজস্বনীতি অনুসৃত হওয়ায় সরকারের বাজেট ঘাটতি বৃদ্ধি পায়। ১৯৯৯/০০ অর্থবছরে তা জাতীয় উৎপাদনের প্রায় ৬.১ শতাংশে উন্নীত হয়। ২০০০/০১ অর্থবছরে শুধুমাত্র সরকারের বাজেট ঘাটতি জাতীয় উৎপাদনের ৫.৫ শতাংশে উন্নীত হলেও বর্তমান সরকার কর্তৃক রাজস্বখাতে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে গৃহীত বাস্তবমুখী পদক্ষেপের ফলশ্রুতিতে বর্তমান অর্থবছরে এই ঘাটতি ৪.৫ শতাংশে নেমে আসবে বলে অনুমিত হচ্ছে। বিগত দশকের অর্থবছর সমূহের সার্বিক বাজেট ঘাটতি (নতুন সিরিজের জাতীয় আয়ের অনুপাত হিসেবে) ও তার অর্থায়নের উৎস সারণী ৪.১-এ দেখানো হল[১]।

সারণী ৪.১ঃ সার্বিক বাজেট ঘাটতি

(জাতীয় আয়ের %)

	১৯৯১/৯২	১৯৯২/৯৩	১৯৯৩/৯৪	১৯৯৪/৯৫	১৯৯৫/৯৬	১৯৯৬/৯৭	১৯৯৭/৯৮	১৯৯৮/৯৯	১৯৯৯/০০	২০০০/০১	২০০১/০২
সার্বিক বাজেট ঘাটতি (বৈদেশিক অনুদান ব্যতীত)	-৪.৭	-৩.৮	-৫.৮	-৪.৬	-৪.৭	-৩.৭	-৩.৪	-৪.৬	-৬.১	-৫.৫	-৪.৫
সার্বিক বাজেট ঘাটতি[২] (বৈদেশিক অনুদান সহ)	-২.১	-১.৩	-৩.৭	-২.২	-৩.০	-২.০	-২.১	-৩.২	-৪.৫	-৪.৪	-৩.১
নীট বৈদেশিক অর্থায়ন[৩]	৪.৫	৪.৫	৩.৮	৩.৮	২.৮	২.৮	২.৩	২.৫	২.৫	২.০	২.৩
নীট অভ্যন্তরীণ অর্থায়ন[৪]	১.৯	১.২	১.৮	০.৭	১.৮	১.৫	১.৬	১.৯	২.৮	২.৮	২.২

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়; বিবিএস ও বাংলাদেশ ব্যাংক।

সরকারী আয়

সরকারের মোট আয়ের ৮০ শতাংশই কর রাজস্ব হতে প্রাপ্ত। বিগত দশকের অর্থবছর সমূহের কর ও কর বহির্ভূত রাজস্ব এবং রাজস্ব- জাতীয় আয়ের (নতুন সিরিজের) অনুপাত নিম্নের সারণী ৪.২-এ দেখানো হল।

সারণী ৪.২ঃ রাজস্ব প্রাপ্তি

(কোটি টাকায়)

	১৯৯১/৯২	১৯৯২/৯৩	১৯৯৩/৯৪	১৯৯৪/৯৫	১৯৯৫/৯৬	১৯৯৬/৯৭	১৯৯৭/৯৮	১৯৯৮/৯৯	১৯৯৯/০০	২০০০/০১	২০০১/০২
মোট রাজস্ব	৯৮৭৯	১১৪৪৯	১২৪৮৯	১৫০০৮	১৫৩৩৩	১৭৩৮৫	১৯০২০	১৯৭৬৭	২০০৭৪	২৩৫০১	২৬৬৪৭
কর রাজস্ব	৭৮২৩	৯০৯৯	৯৫৮০	১২০৫৪	১২১২৪	১৪২৬১	১৫৩৯০	১৬১৬৭	১৬০৭৯	১৯৭৬৬	২১৯৩০
কর বহির্ভূত রাজস্ব	২০৫৫	২৩৫০	২৯০৯	২৯৫৪	৩২০৯	৩১২৪	৩৬৩০	৩৬০০	৩৯৯৫	৩৭৩৫	৪৭১৭
জাতীয় আয় (জিডিপি) এর শতকরা হার হিসাবে											
মোট রাজস্ব	৮.২৬	৯.১৩	৯.২২	৯.৮৪	৯.২২	৯.৬২	৯.৫০	৯.০০	৮.৪৭	৯.২৮	৯.৮৩
কর রাজস্ব	৬.৫৪	৭.২৬	৭.০৭	৭.৯০	৭.২৯	৭.৮৯	৭.৬৯	৭.৩৬	৬.৭৮	৭.৮০	৮.০৯
কর বহির্ভূত রাজস্ব	১.৭২	১.৮৭	২.১৫	১.৯৪	১.৯৩	১.৭৩	১.৮১	১.৬৪	১.৬৯	১.৪৭	১.৭৪

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও বিবিএস।

---

[১] ২০০১/০২ অর্থবছরের তথ্য প্রাক্কলিত। অন্যান্য বছরের তথ্য প্রকৃত। শুধুমাত্র রাজস্ব ব্যয় ও অন্যান্য ব্যয় সংশোধিত বাজেট ভিত্তিক।
[২] আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (IMF) অনুসৃত রীতি অনুযায়ী বৈদেশিক অনুদান সরকারের প্রাপ্তি হিসেবে পরিগণিত। কেননা, এই অনুদান ফেরতের দায়মুক্ত।
[৩] নীট বৈদেশিক অর্থায়ন = (বৈদেশিক ঋণ+অনুদান) - বৈদেশিক ঋণের আসল পরিশোধ।
[৪] নীট অভ্যন্তরীণ অর্থায়ন = নীট জনগণ হতে গৃহীত ঋণ + ব্যাংকিং খাত হতে গৃহীত ঋণ। {যেখানে,নীট জনগণ হতে গৃহীত ঋণ = মোট সঞ্চয়পত্রের বিক্রয় - সঞ্চয়পত্র বাবদ আসল পরিশোধ}। এক আর্থিক বছরের খরচ পরবর্তী বছরে পরিশোধ (চেক ফ্লোট/Check Float) ও অন্যান্য ভুল-ভ্রান্তি (Errors & Omission) জনিত কারণে বাজেট ঘাটতি ও অর্থায়নের মধ্যে পার্থক্য থাকে।

রাজস্ব আদায় পরিস্থিতি পর্যালোচনায় দেখা যায়, ১৯৯৭/৯৮ অর্থবছরে রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১৯,৬২৪ কোটি টাকা। এর বিপরীতে আদায় হয় ১৯,০২০ কোটি টাকা, যা লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় ৩.০৮% কম। ১৯৯৮/৯৯ অর্থবছরে রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ২০,৭৭৬ কোটি টাকার বিপরীতে আদায়ের পরিমাণ ছিল ১৯,৭৬৭ কোটি টাকা, যা লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় ৪.৮৬% কম। অপরদিকে ১৯৯৯/০০ অর্থবছরে রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২৪,১৫১ কোটি টাকা। এর বিপরীতে আদায় হয় ২০,০৭৪ কোটি টাকা যা লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় ১৬.৮৮% কম। ২০০০/০১ অর্থবছরে রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ২৪,১৯৮ কোটি টাকার বিপরীতে আদায়ের পরিমাণ ছিল ২৩,৫০১ কোটি টাকা, যা লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় ২.৮৮% কম। কিন্তু চলতি ২০০১/০২ অর্থবছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত কর রাজস্ব আদায়ের হার লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ২% কম এবং গত বছরের একই সময়ের চেয়ে ৮.৭% বেশী।

কর ব্যবস্থাপনা

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের উপর বাংলাদেশের করনীতি নির্ধারণ ও বাস্তবায়নের দায়িত্ব ন্যস্ত। দারিদ্র্য দূরীকরণ, কৃষিখাতকে অধিকতর গতিশীল করা, বাস্তবমুখী শিল্পের প্রসার ও রপ্তানি বৃদ্ধি, দেশজ শিল্পের বিকাশ, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন ইত্যাদি বিষয়কে লক্ষ্য রেখে ২০০১-২০০২ অর্থ বছরে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের ক্ষেত্রে নানাবিধ প্রশাসনিক পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।

প্রতক্ষ্য কর ব্যবস্থায় গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহ:

- কৃষি খাতকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বীজ উৎপাদন ও স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত বীজ বিপণন থেকে উদ্ভূত আয়কে ৩০শে জুন ২০০৫ পর্যন্ত কর অব্যাহতি দেয়া হয়েছে।
- পর্যটন শিল্পকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে "amusement and theme park, holiday home, tourist resort, family fun and games " ইত্যাদিকে কর অবকাশের আওতায় আনা হয়েছে।
- চিংড়ি ও মৎস্য চাষকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে চিংড়ি ও মাছের খাবার উৎপাদনকে ৩০ শে জুন ২০০৫ পর্যন্ত আয়কর অব্যাহতি দেয়া হয়েছে।
- কর ভিত্তি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে স্পট এসেসমেন্টের আয়কর হার যৌক্তিকীকরণ করা হয়েছে।
- কোম্পানীসমূহের কর নির্ধারণে শৃঙ্খলা আনয়নের লক্ষ্যে আয়কর রির্টান দাখিল বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।
- কর ফাঁকি রোধের লক্ষ্যে স্ব-নির্ধারণী পদ্ধতিতে কর ফাঁকি রোধ সংক্রান্ত বিধান সংযোজন করা হয়েছে।
- বিদেশে অর্জিত আয় ব্যাংকিং চ্যানেলে দেশে আনা ও ব্যাংক ঋণ পরিশোধ উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বিদেশে অর্জিত আয় ব্যাংক ঋণ পরিশোধে ব্যয় করা হলে তাকে কর অব্যাহতি দেয়া হয়েছে।
- ঠিকাদার/সরবরাহকারীদের বিল প্রদানের ক্ষেত্রে উৎসে আয়কর কর্তনের হার পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে।
- জনসেবা প্রদানে নিয়োজিত স্থানীয় কর্তৃপক্ষের করপোরেট কর হার ৪০% থেকে কমিয়ে ২৫% করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ ত্যাগের পূর্বে বিদেশী নাগরিকদের বেলায় আয়কর ছাড়পত্র দাখিলের বিধান চালু করা হয়েছে।
- কর ভিত্তি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সকল বহুতল বাণিজ্যিক ভবনের জরীপ কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে।
- রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে তিনটি নতুন কর কমিশনারেট চালু করা হয়েছে।

পরোক্ষ কর ব্যবস্থায় গৃহীত পদক্ষেপসমূহ

- কর প্রশাসনের আধুনিকায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার একদিকে আমদানী শুল্কের উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে আনছে, অন্য দিকে ভোগ কর হিসেবে মূল্য সংযোজন কর এবং প্রত্যক্ষ কর হিসেবে আয়করের উপর গুরুত্ব আরোপ করছে। সে লক্ষ্যে ২০০১-২০০২ অর্থবছরে বাজেটে ৬৬টি ক্যাটাগরীর পণ্যের শুল্ক হার হ্রাস করা হয়েছে। উদ্দেশ্য ছিল শুল্ক হার কমিয়ে আনা, শুল্ক কাঠামো যৌক্তিকীকরণ এবং রাজস্ব প্রক্রিয়াকে সরল, স্বচ্ছ ও হয়রানিমুক্ত করা।

- শুল্ক প্রশাসনের আধুনিকায়ন এবং পদ্ধতি সহজতর করার জন্য গৃহীত Customs Administration Modernization Project এর তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন শুল্ক ভবন এবং ষ্টেশনে ASYCUDA++ নামীয় অত্যাধুনিক কম্পিউটার শুল্কায়ন পদ্ধতি চালুর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে আইসিডি, কমলাপুর-এ উক্ত পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। এছাড়াও, নতুন বিল অব এন্ট্রি ও বিল অব এক্সপোর্ট পদ্ধতিও চালু করা হয়েছে।

- দেশে উৎপাদিত পণ্য ও সেবা হতে অভ্যন্তরীণ রাজস্ব আদায় বৃদ্ধিকল্পে মূল্য সংযোজন কর আইনের আওতায় করের নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ করা হয়েছে। পাশাপাশি কর আরোপ ও নিরূপণের ভিত্তি এবং পদ্ধতি অনেক ক্ষেত্রে করদাতা সহায়ক ও সহজীকরণ করা হয়েছে। অধিকন্তু, মনিটরিং ও অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকেও জোরদার করা হয়েছে।

- অভ্যন্তরীণ পরোক্ষ করের একটি প্রধান খাত হচ্ছে সিগারেট। এ খাত হতে বর্ধিত পরিমাণে রাজস্ব প্রাপ্তির লক্ষ্যে সেপ্টেম্বর, ২০০১ থেকে ষ্ট্যাম্প ও জানুয়ারী, ২০০২ থেকে ব্যান্ডরোল ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে। এ ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে একদিকে যেমন বিদেশী সিগারেটের চোরাচালান বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে, অন্যদিকে তেমনি স্থানীয় উৎপাদনে রাজস্ব আদায় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিগত অর্থবছরে জুলাই থেকে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত এ খাতে আদায় হয়েছিল ৯৪৫.৫০ কোটি টাকা। অথচ স্ট্যাম্প/ব্যান্ডরোল প্রবর্তনের ফলে বর্তমান অর্থ বছরে একই সময়ে রাজস্ব পাওয়া গেছে ১১৫৩.০০ কোটি টাকা যা পূর্বের তুলনায় ২১.৯৪ শতাংশ বেশী।

- পাইকারী ও খুচরা ব্যবসায়ীদের থেকে ব্যবসায়ী সহায়কভাবে কর আদায়ের উদ্দেশ্যে করের ভিত্তি যৌক্তিকভাবে নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে এবং পদ্ধতি সহজীকরণ করা হয়েছে।

- কর প্রশাসনের দক্ষতা বৃদ্ধি ও কর প্রদানে কর দাতাদের আগ্রহ সৃষ্টি এবং কর পদ্ধতি বিষয়ে তাদের শিক্ষিত করে তোলার উদ্দেশ্যে বৈদেশিক সহায়তায় একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

রাজস্ব আদায় কার্যক্রম

২০০০-২০০১ অর্থ বছরের জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আওতাধীন মোট কর রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ ছিল ১৮,৭৭৫ কোটি টাকা। পূর্ববর্তী অর্থ বছরের তুলনায় এ আদায় ৩,৬৫২ কোটি টাকা বা ২৪.১৫ শতাংশ বেশী। ২০০১-২০০২ অর্থ বছরে প্রথম ৮ (আট) মাসে (জুলাই-ফেব্রুয়ারী,২০০২) আদায় হয়েছে ১২,০৩৯ কোটি টাকা যা গত বছরের (২০০১-২০০২) একই সময়ের তুলনায় ৯৭৫ কোটি টাকা বা ৮.৮১ শতাংশ বেশী।

সরকারী ব্যয়

সরকারী ব্যয়ের মধ্যে মূলতঃ রাজস্ব ব্যয় ও উন্নয়ন ব্যয় অন্তর্ভুক্ত। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ, মানব সম্পদ উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে সরকার বিপুল অর্থ ব্যয় করে থাকে। এছাড়া, সরকারকে প্রশাসনিক, জনকল্যাণমূলক ও অন্যান্য সেবাধর্মী কর্মকাণ্ডেও ব্যয় নির্বাহ করতে হয়। সরকারী ব্যয় ব্যবস্থাপনায় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হ'ল উৎপাদনশীল খাতে ব্যয় বৃদ্ধি করা এবং অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয় নিয়ন্ত্রণে রাখা। বিগত দশকের অর্থ বছরসমূহের সরকারের রাজস্ব ও উন্নয়ন ব্যয় এবং জিডিপি'র (নতুন সিরিজের) শতকরা হিসাবে তাদের অনুপাত নিম্নের সারণী ৪.৩-এ দেখানো হ'ল।

সারণী ৪.৩ঃ সরকারী ব্যয়

(কোটি টাকায়)

	১৯৯১/৯২	১৯৯২/৯৩	১৯৯৩/৯৪	১৯৯৪/৯৫	১৯৯৫/৯৬	১৯৯৬/৯৭	১৯৯৭/৯৮	১৯৯৮/৯৯	১৯৯৯/০০	২০০০/০১	২০০১/০২
সরকারী ব্যয় (ক+খ+গ)	১৫৫৫০	১৬২৪৬	২০৩৬৮	২২০১৩	২৩১৬৫	২৪০৮২	২৫৮৫৯	২৯৭৭৯	৩৪৪৬৪	৩৭৩৯৯	৩৮৪৭০
(ক) রাজস্ব ব্যয়	৭৯৪৭	৮৪৬৯	৯১০৬	১০১৪৫	১১৭১২	১২৩০৫	১৪২৩২	১৬৫৬২	১৮১৯৫	২০৫৩৬	২১৪৫৩
(খ) উন্নয়ন ব্যয়[৫]	৫৬৬২	৬২৯০	৮৭৮৭	১০১২১	৯৮৬৬	১০৮৮৬	১০৮৬৭	১২৩২৫	১৫২২১	১৫৯০১	১৫৮৫০
(গ) অন্যান্য ব্যয়[৬]	১৯৪১	১৪৮৭	২৪৭৫	১৭৪৭	১৫৮৭	৮৯১	৭৬০	৮৯২	১০৪৮	৯৬২	১১৬৭
জিডিপি'র শতকরা হার হিসাবে											
সরকারী ব্যয় (ক+খ+গ)	১৩.০১	১২.৯৬	১৫.০৪	১৪.৪৩	১৩.৯৩	১৩.৩৩	১২.৯২	১৩.৫৫	১৪.৫৪	১৪.৭৭	১৪.১৯
(ক) রাজস্ব ব্যয়	৬.৬৫	৬.৭৬	৬.৭২	৬.৬৫	৭.০৪	৬.৮১	৭.১১	৭.৫৪	৭.৬৭	৮.১১	৭.৯১
(খ) উন্নয়ন ব্যয়	৪.৭৪	৫.০২	৬.৪৯	৬.৬৪	৫.৯৩	৬.০২	৫.৪৩	৫.৬১	৬.৪২	৬.২৮	৫.৮৫
(গ) অন্যান্য ব্যয়	১.৬২	১.১৯	১.৮৩	১.১৫	০.৯৫	০.৪৯	০.৩৮	০.৪১	০.৪৪	০.৩৮	০.৪৩

উৎসঃ আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় এবং অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়। রাজস্ব ব্যয় সংশোধিত বাজেট ভিত্তিক।

উপরের সারণীতে দেখা যায় যে, ১৯৯১/৯২ অর্থবছরে মোট সরকারী ব্যয় ও জিডিপি'র অনুপাত ছিল ১৩ শতাংশ। ২০০১/০২ অর্থবছরে তা ১৪.১৯ শতাংশে দাঁড়াতে পারে।

রাজস্ব ব্যয়ের গঠন

পরিশিষ্ট সারণী-১৫ বিশ্লেষণে দেখা যায়, ১৯৯০/৯১ অর্থবছরে বেতন-ভাতা খাতে ব্যয় ছিল মোট রাজস্ব ব্যয়ের ৩২ শতাংশ। ১৯৯৬/৯৭ অর্থবছরে তা বৃদ্ধি পেয়ে ৩৫ শতাংশে দাঁড়ায়। ১৯৯৮/৯৯ অর্থবছরে তা ছিল ৩০ শতাংশ, ১৯৯৯/০০ অর্থবছরে ৩১ শতাংশ এবং ২০০০/০১ অর্থবছরে ২৯ শতাংশ । ২০০১/০২ অর্থবছরে এ অনুপাত ২৮ শতাংশ হবে বলে অনুমান করা হচ্ছে । ১৯৯০/৯১ অর্থবছরে ভর্তুকি ও অন্যান্য চলতি হস্তান্তর খাতে ব্যয় ছিল মোট রাজস্ব ব্যয়ের ৩০ শতাংশ। ১৯৯৯/০০ অর্থবছরে এই অনুপাত ছিল ২৬ শতাংশ এবং ২০০০/০১ অর্থবছরে তা ছিল ২৮ শতাংশ। ২০০১/০২ অর্থবছরে তা হ্রাস পেয়ে ২৫ শতাংশে দাঁড়াতে পারে। ১৯৯০/৯১ অর্থবছরে মোট রাজস্ব ব্যয়ে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ঋণের উপর সুদের অংশ ছিল ১২ শতাংশ। এ অনুপাত ১৯৯৭/৯৮ অর্থবছরে ১৬ শতাংশ, ১৯৯৮/৯৯ অর্থবছরে ১৭.৬ শতাংশ, ১৯৯৯/০০ অর্থবছরে ১৯.৩ শতাংশ এবং ২০০০/০১ অর্থবছরে ২০ শতাংশ ছিল। ২০০১/০২ অর্থবছরে এ অনুপাত ২০.৭ শতাংশ হতে পারে। রাজস্ব ব্যয়ে সামাজিক খাতসমূহ উত্তরোত্তর অধিকতর গুরুত্ব পাচ্ছে। বিগত দশকের অর্থবছরসমূহের সামাজিক খাতে রাজস্ব ব্যয়ের পরিমাণ সারণী ৪.৪-এ দেখানো হ'ল।

সারণী ৪.৪ঃ সামাজিক খাতসমূহে রাজস্ব ব্যয়

(কোটি টাকায়)

	১৯৯১/৯২	১৯৯২/৯৩	১৯৯৩/৯৪	১৯৯৪/৯৫	১৯৯৫/৯৬	১৯৯৬/৯৭	১৯৯৭/৯৮	১৯৯৮/৯৯	১৯৯৯/০০	২০০০/০১	২০০১/০২
শিক্ষা ও ধর্ম	১৩৯৩	১৬৮৮	১৭৭০	২০২৩	২১৬৯	২৩১০	২৭০৬	২৯৮৮	৩২৭৯	৩৬১৪	৩৬৬০
স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা	৪৩১	৫১৬	৬০৭	৬৮৫	৭৩০	৭৬৯	৮১৩	৮৮৭	৯৭২	১০৯৯	১২৫২
যুব, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি বিষয়ক	২৩	৩৮	৪৩	৩৮	৪২	৪১	৬৪	৫৫	৭৩	৬৭	৬২
শ্রম ও জনশক্তি	১৫	১৯	১৯	২১	২২	২২	২৭	২৮	৩১	৩৫	৩৫
সমাজসেবা ও মহিলা কল্যাণ বিষয়ক	৫১	৫৪	৬১	৭৩	৭৯	৮৯	৯৯	১৪১	১৭৭	২০৩	২২২
মোট	১৯১৩	২৩১৫	২৫০০	২৮৪০	৩০৪২	৩২৪২	৩৭০৯	৪০৯৯	৪৫৩২	৫০১৮	৫২৩১

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়। সংশোধিত বাজেট ভিত্তিক। ২০০১/০২ মূল বাজেট ভিত্তিক।

[৫] 'নিজস্ব অর্থায়ন' ব্যতীত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি) এর 'প্রকৃত' ব্যয়।

[৬] 'অন্যান্য ব্যয়' -এ মূলধন ব্যয়, খাদ্য ব্যয়, নীট ঋণ প্রদান (Net Lending) এবং অন্যান্য উন্নয়ন ব্যয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। IMF -এর রীতি অনুযায়ী 'বৈদেশিক ঋণের আসল পরিশোধ' মোট বৈদেশিক সাহায্য হতে বিয়োজন করে প্রাপ্ত 'নীট বৈদেশিক সাহায্য'-কে অর্থায়নের সূত্র হিসাবে দেখানো হয়েছে।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি) ব্যয়ের গঠন

১৯৯১/৯২ অর্থবছরে এডিপি'র প্রকৃত ব্যয় সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার ৮৪.৩ শতাংশ ছিল (সারণী ৪.৫)। ২০০০/০১ অর্থবছরে তা ৮৮.৭ শতাংশে দাঁড়ায়। ২০০১/০২ অর্থবছরে এ অনুপাত অনুরূপ উচ্চ পর্যায়ে থাকবে বলে ধারণা করা যায়।

সারণী ৪.৫ঃ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি) এর বাস্তবায়ন

(কোটি টাকায়)

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী				
বছর	মূল লক্ষ্যমাত্রা	সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত ব্যয়	সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার শতকরা হিসাবে ব্যয়
১৯৯১/৯২	৭৫০০	৭১৫০	৬০২৪	৮৪.৩
১৯৯২/৯৩	৮৬৫০	৮১২১	৬৫৫০	৮০.৭
১৯৯৩/৯৪	৯৭৫০	৯৬০০	৮৯৮৩	৯৩.৬
১৯৯৪/৯৫	১১০০০	১১১৫০	১০৩০৩	৯২.৪
১৯৯৫/৯৬	১২১০০	১০৪৪৭	১০০১৬	৯৬.০
১৯৯৬/৯৭	১২৫০০	১১৭০০	১১০৪১	৯৪.০
১৯৯৭/৯৮	১২৮০০	১২২০০	১১০৩৭	৯০.৫
১৯৯৮/৯৯	১৩৬০০	১৪০০০	১২৫০৯	৮৯.৪
১৯৯৯/০০	১৫৫০০	১৬৫০০	১৫৪৭১	৯৩.৮
২০০০/০১	১৭৫০০	১৮২০০	১৬১৫১	৮৮.৭
২০০১/০২	১৯০০০	১৬০০০	-	-

উৎসঃ আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়।

আর্থ-সামাজিক ও ভৌত অবকাঠামো খাতে এডিপি বরাদ্দ ও ব্যয় ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৯১/৯২ অর্থবছরে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা খাতে ব্যয় মোট এডিপি ব্যয়ের ১১.৮ শতাংশ ছিল। ১৯৯৯/০০ অর্থবছরে তা ২৪.৪ শতাংশ এবং ২০০০/০১ অর্থবছরে ২০.৬ শতাংশে দাঁড়ায়। ২০০১/০২ অর্থবছরে এই অনুপাত ২২ শতাংশে দাঁড়াতে পারে। ১৯৯১/৯২ অর্থবছরে শক্তি, পরিবহন ও যোগাযোগ এবং প্রাকৃতিক সম্পদ খাতে ব্যয় মোট এডিপি'র ৩৪.৩ শতাংশ ছিল। ২০০০/০১ অর্থবছরে এই অনুপাত ছিল ৩৮ শতাংশ। ২০০১/০২ অর্থবছরে তা প্রায় ৩৭.৩ শতাংশে দাঁড়াবে বলে আশা করা যায় (সারণী ৪.৬)।

সারণী ৪.৬ঃ এডিপি ব্যয় (প্রকৃত) এর খাতওয়ারী গঠন বিন্যাস, প্রধান খাতসমূহ (%)

	১৯৯১/৯২	১৯৯২/৯৩	১৯৯৩/৯৪	১৯৯৪/৯৫	১৯৯৫/৯৬	১৯৯৬/৯৭	১৯৯৭/৯৮	১৯৯৮/৯৯	১৯৯৯/০০	২০০০/০১	২০০১/০২
কৃষি	৭.০	৫.৭	৫.৮	৫.৩	৪.৫	৫.০	৪.৫	৪.৯	৪.৭	৪.৫	৪.৯
পল্লী উন্নয়ন	৫.৩	৫.৬	৫.৩	৬.৬	৬.৮	৮.৪	৮.২	১০.১	১২.২	১২.২	৮.৭
পানি সম্পদ	৮.৯	৯.৪	৬.৩	৬.৩	৫.৬	৮.২	৮.১	৭.০	৬.৯	৬.১	৪.৭
শিল্প	২.০	১.১	১.৭	১.৩	১.৫	১.৪	০.৮	০.৮	১.৭	৩.৩	২.০
শক্তি	১২.২	১৫.৪	১৩.৫	১৪.৮	১৩.৭	১৩.৫	১০.৯	১২.০	১২.৯	১২.২	১১.৮
গ্যাস, তৈল, প্রাকৃতিক সম্পদ	৫.৪	৭.৩	৩.৬	২.৩	৪.১	৪.৪	৪.৯	৪.৭	৪.৩	২.৫	৩.৮
পরিবহন	১৩.৮	১৪.৮	১৭.২	১৮.৯	২০.১	২২.৪	১৯.৭	১৭.৯	১৭.৪	২০.৪	১৮.২
যোগাযোগ	২.৭	২.২	৬.০	৪.৪	২.৯	১.৯	১.৬	২.৮	৩.১	২.৮	৩.৫
ভৌত পরিকল্পনা গৃহ	৫.২	৩.৬	৩.৫	৪.৭	৪.৬	৫.৪	৫.১	৫.৪	৭.০	৭.৫	৭.৭
শিক্ষা ও ধর্ম	৪.৯	৮.১	১০.২	১৪.২	১৩.০	১৩.২	১২.৯	১৩.৫	১২.৮	১৩.৩	১২.৮
স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা	৬.৭	৭.৫	৭.৭	৮.২	৬.৯	৭.৯	৯.১	৮.২	৮.১	৭.৩	৯.১
অন্যান্য	২৫.৮	১৯.৪	১৯.১	১৩.০	১৬.৪	৮.১	১৪.১	১২.৮	৯.১	৭.৮	১২.৭
মোট এডিপি	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০

উৎসঃ আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়। ২০০১/০২ মূল বাজেট ভিত্তিক।

১৯৯১/৯২ অর্থবছরে সামাজিক খাতসমূহে ব্যয় মোট ব্যয়ের ৮.২ শতাংশ ছিল। ২০০০/০১ অর্থবছরে এ অনুপাত ছিল ২২.৫ শতাংশ। ২০০১/০২ অর্থবছরে এ অনুপাত ২৩.৮ শতাংশে দাঁড়াবে বলে অনুমান করা যায় (সারণী ৪.৭)।

সারণী ৪.৭ঃ সামাজিক খাতসমূহের জন্য বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি) এর ব্যয়

(কোটি টাকায়)

	১৯৯১/৯২	১৯৯২/৯৩	১৯৯৩/৯৪	১৯৯৪/৯৫	১৯৯৫/৯৬	১৯৯৬/৯৭	১৯৯৭/৯৮	১৯৯৮/৯৯	১৯৯৯/০০	২০০০/০১	২০০১/০২
শিক্ষা ও ধর্ম	২৯৯	৫২৮	৯২০	১৪৬৫	১৩০৩	১৪৫৭	১৪২১	১৬৯৩	১৯৮০	২১৪৮	২৪৩৪
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ	১৩৭	২০৬	২৮১	৩৭০	৬৮৮	৮৭২	১০০৫	১০২১	১২৪৬	১১৭৮	১৭৩৪
সামাজিক কল্যাণ, মহিলা ও যুব উন্নয়ন	২৯	৩১	৪২	১০০	৯৫	১৫২	১৪১	১৬৬	১৭৩	১৮২	২১৫
ক্রীড়া ও সংস্কৃতি	২০	৩৭	৫৫	৭০	২৮	৫৩	৬৫	৪৬	৮৪	১১০	১১২
শ্রম ও জনশক্তি	১১	৯	১৪	১৫	৬	৮	৬	৯	১২	১৬	১৮
সামাজিক খাতে মোট ব্যয়	৪৯৬	৮১১	১৩১২	২০২০	২১১৯	২৫৪৩	২৬৩৮	২৯৩৫	৩৪৯৫	৩৬৩৫	৪৫১৩
এডিপি এর অংশ হিসাবে সামাজিক খাতসমূহ (%)	৮.২	১২.৪	১৪.৬	১৯.৬	২১.২	২৩.০	২৩.৯	২৩.৫	২২.৬	২২.৫	২৩.৮

উৎসঃ আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়। ২০০১/০২ এর ব্যয় মূল বাজেট ভিত্তিক।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর জন্য অভ্যন্তরীণ সম্পদ

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আকার এবং এর অর্থায়নে অভ্যন্তরীণ সম্পদের অবদান ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে দেশের ভয়াবহ বন্যা পরবর্তী পুনর্বাসনের কারণে ১৯৯৮/৯৯ অর্থবছরে এডিপি অর্থায়নে অভ্যন্তরীণ সম্পদের অবদান হ্রাস পায় (সারণী ৪.৮)।

সারণী ৪.৮ঃ এডিপি অর্থায়নে অভ্যন্তরীণ সম্পদের পরিমাণ (সংশোধিত বরাদ্দ অনুযায়ী)

(কোটি টাকায়)

	১৯৯২/৯৩	১৯৯৩/৯৪	১৯৯৪/৯৫	১৯৯৫/৯৬	১৯৯৬/৯৭	১৯৯৭/৯৮	১৯৯৮/৯৯	১৯৯৯/০০	২০০০/০১	২০০১/০২
এডিপি	৮১২১	৯৬০০	১১১৫০	১০৪৪৭	১১৭০০	১২২০০	১৪০০০	১৬৫০০	১৮২০০	১৯০০০
অভ্যন্তরীণ সম্পদ	২১৩০	৩৪৪০	৪৭৯৮	৪৪১৪	৫৭২৫	৫৫২১	৪৩৪৭	৮২২৬	৯৫৩০	৯২৫১
এডিপি'র শতকরা হিসাবে অভ্যন্তরীণ সম্পদ	২৬.২৩	৩৫.৮৩	৪৩.০৩	৪২.২৫	৪৮.৯৩	৪৫.২৫	৩১.০৫	৪৯.৮৫	৫২.৩৬	৪৮.৬৯

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় ও পরিকল্পনা কমিশন। সংখ্যাসমুহ সংশোধিত বাজেট ভিত্তিক। ২০০১/০২-এর বরাদ্দ মূল বাজেট ভিত্তিক।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ
মুদ্রানীতি ও মুদ্রা ব্যবস্থাপনা

দেশের সার্বিক অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা আনয়ন, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে গতিশীলতা বৃদ্ধি এবং সামগ্রিক অর্থনৈতিক বাস্তবতার আলোকে ২০০১/০২ অর্থবছরে মুদ্রানীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।

বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার প্রভাব কাটিয়ে উঠা এবং বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ পরিস্থিতি বিবেচনায় রেখে আলোচ্য অর্থবছরের প্রথমার্ধে মুদ্রা ব্যবস্থাপনায় প্রয়োজনীয় পরিবর্তন, সংশোধন ও সামঞ্জস্য বিধান করা হয়। সমষ্টিক অর্থনীতির চলক সমূহের নিয়মিত ও সতর্ক পর্যবেক্ষণ, অর্থনৈতিক গতিধারা এবং ভবিষ্যৎ প্রয়োজনীয়তার আলোকে মুদ্রানীতি ও মুদ্রা ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। জাতীয় অর্থনীতিতে গতি সঞ্চার, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি, বৈদেশিক বাণিজ্যের ভারসাম্য বজায় রাখা, মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ, সহনীয় ও উন্নয়নের অনুকূলে রাখা এবং সর্বোপরি কৃষি, শিল্প ও রপ্তানি খাতে অগ্রাধিকারসহ সার্বিক বেসরকারী খাতের কর্মকাণ্ড সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গৃহীত হয়। একই সাথে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে ঋণ প্রবাহ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে আলোচ্য অর্থবছরের ২৪ অক্টোবর, ২০০১ তারিখে ব্যাংক রেট শতকরা ৭.০০ ভাগ থেকে কমিয়ে শতকরা ৬.০০ ভাগ করা হয়। তাছাড়া দেশের রপ্তানি বাণিজ্যের নিম্নগতি কাটিয়ে অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার লক্ষ্যে তৈরী পোশাক, হিমায়িত খাদ্য এবং কৃষিভিত্তিক শিল্পদ্রব্য ঋণের সুদের হারের পরিসীমা শতকরা ৮-১০ ভাগ থেকে কমিয়ে শতকরা ৭.০০ ভাগ নির্ধারণ করা হয়েছে।

মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি

২০০১/০২ অর্থ বছরের প্রথম নয় মাসে (মার্চ, ২০০২ পর্যন্ত) ব্যাপক মুদ্রা যোগান (এম-২) ৬২২৪.০০ কোটি টাকা বা শতকরা ৭.১৪ ভাগ বৃদ্ধি পায়, যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে ৭৭০৯.২০ কোটি টাকা বা শতকরা ১০.৩১ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছিল। বার্ষিক ভিত্তিতে ২০০২ সালের মার্চ পর্যন্ত (এপ্রিল '০১-মার্চ '০২) ব্যাপক মুদ্রা যোগান বৃদ্ধির হার দাঁড়ায় শতকরা ১৩.২৫ ভাগ, যা পূর্ববর্তী বছরে ছিল শতকরা ১৫.৩৮ ভাগ। টাকার অংকে ব্যাপক মুদ্রা যোগান জুন, ২০০১ শেষে ৮৭১৭৪.১০ কোটি টাকা হতে ৬২২৪.০০ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে মার্চ, ২০০২ শেষে ৯৩৩৯৮.১০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়।

ব্যাপক মুদ্রা যোগানের উপাদান-ভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ২০০১/০২ অর্থ বছরের জুলাই-মার্চ সময়কালে মেয়াদী আমানত ৫১৩৮.৭০ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ৬৯৯৬৫.৫০ কোটি টাকায়, জনসাধারণের হাতে থাকা কারেন্সী নোট ও মুদ্রা ১৪৯২.১০ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ১২৯৭০.৪০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। অপরপক্ষে, তলবী আমানত ৪০৬.৮০ কোটি টাকা হ্রাস পেয়ে ১০৪৬২.২০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। সারণী ৫.১-এ ব্যাপক মুদ্রা যোগান (এম-২) এবং এর কারণসূচক উপাদানসমূহের তুলনামূলক অবস্থা দেয়া হল।

সারণী ৫.১ ঃ ব্যাপক মুদ্রা যোগান (এম-২) ও তার কারণসূচক উপাদান

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	জুন ২০০১	মার্চ ২০০২	পরিবর্তন (জুলাই '০১ - মার্চ '০২)	পরিবর্তন (জুলাই '০০ - মার্চ '০১)	বাৎসরিক পরিবর্তন (এপ্রিল '০১ - মার্চ '০২)	বাৎসরিক পরিবর্তন (এপ্রিল '০০- মার্চ '০১)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১) ব্যাপক মুদ্রা যোগান (এম-২)	৮৭১৭৪.১০	৯৩৩৯৮.১০	৬২২৪.০০	৭৭০৯.২০	১০৯২৬.৫০	১০৯৯৪.০০
(ক+খ+গ)			(+৭.১৪)	(+১০.৩১)	(+১৩.২৫)	(+১৫.৩৮)
ক) জনসাধারণের হাতে থাকা কারেন্সী নোট ও মুদ্রা	১১৪৭৮.৩০	১২৯৭০.৪০	১৪৯২.১০	১৮৪৫.২০	৯৪৯.২০	১১২৫.১০
			(+১৩.০০)	(+১৮.১৩)	(+৭.৯০)	(+১০.৩৩)
খ) তলবী আমানত	১০৮৬৯.০০	১০৪৬২.২০	-৪০৬.৮০	১০৩.৪০	৬৫৩.৫০	৮৭১.৩০
			(-৩.৭৪)	(+১.০৭)	(+৬.৬৬)	(+৯.৭৫)
গ) মেয়াদী আমানত	৬৪৮২৬.৮০	৬৯৯৬৫.৫০	৫১৩৮.৭০	৫৭৬০.৬০	৯৩২৩.৮০	৮৯৯৭.৬০
			(+৭.৯৩)	(+১০.৫০)	(+১৫.৩৮)	(+১৭.৪২)
২) ব্যাপক মুদ্রা যোগান (এম-২) পরিবর্তনের কারণসূচক উপাদান	৮৭১৭৪.১০	৯৩৩৯৮.১০	৬২২৪.০০	৭৭০৯.২০	১০৯২৬.৫০	১০৯৯৪.০০
			(+৭.১৪)	(+১০.৩১)	(+১৩.২৫)	(+১৫.৩৮)
ক) ব্যাংক ব্যবস্থায় নীট বৈদেশিক সম্পদ	৭৪৮৫.৩০	৮১৫০.৮০	৬৬৫.৫০	-৫৬৫.১০	১১৭.৯০	-২.০০
			(+৮.৮৯)	(-৬.৫৭)	(+১.৪৭)	(-০.০২)
খ) ব্যাংক ব্যবস্থায় নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ ((১)+(২))	৭৯৬৮৮.৮০	৮৫২৪৭.৩০	৫৫৫৮.৫০	৮২৭৪.৩০	১০৮০৮.৬০	১০৯৯৬.০০
			(+৬.৯৮)	(+১২.৫১)	(+১৪.৫২)	(+১৭.৩৩)
(১) ব্যাংক ব্যবস্থায় মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ (ক+খ+গ)	৮৪১০৭.৭০	৯১৩৬৮.০০	৭২৬০.৩০	৭৯৯৬.৩০	১১৮৮২.৭০	৯৪৪০.৩০
			(+৮.৬৩)	(+১১.১৯)	(+১৪.৯৫)	(+১৩.৪৮)
ক) সরকারী খাত (নীট)	১৭৬৭৭.৩০	১৮৯১৯.৯০	১২৪২.৬০	২২০৬.২০	১৯৪০.৮০	১২৯৬.৭০
			(+৭.০৩)	(+১৪.৯৩)	(+১১.৪৩)	(+৮.২৭)
খ) রাষ্ট্রায়ত্ত খাত	৭৩৫৯.৫০	৬৯৩৭.৩০	-৪২২.২০	৪১৪.৮০	৩৫০.৭০	৪৯৭.৯০
			(-৫.৭৪)	(+৬.৭২)	(+৫.৩২)	(+৮.১৮)
গ) বেসরকারী খাত	৫৯০৭০.৯০	৬৫৫১০.৮০	৬৪৩৯.৯০	৫৩৭৫.৩০	৯৫৯১.২০	৭৬৪৫.৭০
			(+১০.৯০)	(+১০.৬৩)	(+১৭.১৫)	(+১৫.৮৪)
(২) অন্যান্য সম্পদ (নীট)	-৪৪১৮.৯০	-৬১২০.৭০	-১৭০১.৮০	২৭৮.০০	-১০৭৪.১০	১৫৫৫.৭০

*বন্ধনীর উপাত্তসমূহ শতকরা পরিবর্তন নির্দেশক।

উৎস : বাংলাদেশ ব্যাংক ।

২০০১/০২ অর্থ বছরের প্রথম নয় মাসে মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ ৭২৬০.৩০ কোটি টাকা বা শতকরা ৮.৬৩ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৯১৩৬৮.০০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়, যা পূর্ববর্তী বছরের অনুরূপ সময়কালে ৭৯৯৬.৩০ কোটি টাকা বা শতকরা ১১.১৯ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছিল। বাৎসরিক ভিত্তিতে ২০০২ সালের মার্চ পর্যন্ত (এপ্রিল '০১-মার্চ '০২) অভ্যন্তরীণ ঋণ বৃদ্ধির হার দাঁড়ায় শতকরা ১৪.৯৫ ভাগ, যা পূর্ববর্তী বছরে শতকরা ১৩.৪৮ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছিল। খাত ভিত্তিক বিভাজন হতে দেখা যায় যে, ২০০১/০২ অর্থ বছরের প্রথম নয় মাসে সরকারী খাতে ঋণ বৃদ্ধি পায় ১২৪২.৬০ কোটি টাকা বা শতকরা ৭.০৩ ভাগ, যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে বৃদ্ধি পেয়েছিল শতকরা ১৪.৯৩ ভাগ। আলোচ্য বছরে অনুন্নয়ন ব্যয় এবং স্থানীয় সরকারের ব্যয়সহ সরকারের চলতি ব্যয় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেলেও তা সংকুলানের জন্য দেশীয় এবং বৈদেশিক সম্পদ আহরণের পরিমাণ বৃদ্ধি না পাওয়ায়, বিশেষ করে লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় রাজস্ব আদায় কম হওয়ার প্রেক্ষিতে ব্যাংকিং ব্যবস্থা থেকে সরকারী অর্থায়ন বৃদ্ধি পায়। এ সময়ে বেসরকারী খাতে ঋণের পরিমাণ ৬৪৩৯.৯০ কোটি টাকা বা শতকরা ১০.৯০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৬৫৫১০.৮০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়, যা পূর্ববর্তী অর্থ বছরের অনুরূপ সময়ে শতকরা ১০.৬৩ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছিল। অপরদিকে, আলোচ্য সময়ে রাষ্ট্রায়ত্ত খাতে ঋণ হ্রাস পায় ৪২২.২০ কোটি টাকা বা শতকরা ৫.৭৪ ভাগ, যা পূর্ববর্তী অর্থ বছরের একই সময়ে বৃদ্ধি পেয়েছিল ৪১৪.৮০ কোটি টাকা বা শতকরা ৬.৭২ ভাগ।

ব্যাংকিং খাতের মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ এবং অন্যান্য নীট সম্পদের সমন্বয়ে গঠিত নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ জুন, ২০০১ শেষে ৭৯৬৮৮.৮০ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে মার্চ, ২০০২ শেষে দাঁড়ায় ৮৫২৪৭.৩০ কোটি টাকায় এবং ব্যাংকিং খাতের নীট বৈদেশিক সম্পদের পরিমাণ ৭৪৮৫.৩০ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৮১৫০.৮০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। উল্লেখ্য যে, নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ ৫৫৫৮.৫০ কোটি টাকা এবং নীট বৈদেশিক সম্পদ ৬৬৫.৫০ কোটি টাকা বৃদ্ধির প্রভাবেই আলোচ্য সময়ে ব্যাপক মুদ্রা যোগান (এম-২) ৬২২৪.০০ কোটি টাকা বৃদ্ধি পায়।

রিজার্ভ মুদ্রা

রিজার্ভ মুদ্রা জুন, ২০০১ শেষের ১৮৯২৭.৪০ কোটি টাকা থেকে ৩২৮৮.৭০ কোটি টাকা বা শতকরা ১৭.৩৮ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে মার্চ, ২০০২ শেষে ২২২১৬.১০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে রিজার্ভ মুদ্রা ৯১৭.৩০ কোটি টাকা বা শতকরা ৫.৩৮ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছিল। আলোচ্য সময়ে মূলতঃ বাংলাদেশ ব্যাংকের নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ ১৯০৩.৮০ কোটি টাকা এবং নীট বৈদেশিক সম্পদ ১৩৮৪.৯০ কোটি টাকা বৃদ্ধি রিজার্ভ মুদ্রা বৃদ্ধিতে প্রভাব ফেলে। ব্যাপক মুদ্রা যোগানের গুণক যা জুন, ২০০১ শেষে ছিল ৪.৬১ তা হ্রাস পেয়ে মার্চ, ২০০২ শেষে দাঁড়ায় ৪.২০-এ। এ সময়কালে মুদ্রা/আমানত অনুপাত ০.১৫২ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ০.১৬১-এ দাঁড়ায় এবং রিজার্ভ/আমানত অনুপাত ০.০৯৮ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ০.১১৫-এ দাঁড়ায় । রিজার্ভ মুদ্রা ও তার পরিবর্তনের কারণসূচক উপাদানসমূহের গতিধারা সারণী -৫.২ এ দেয়া হল।

সারণী ৫.২ ঃ রিজার্ভ মুদ্রা ও তার পরিবর্তনের কারণসূচক উপাদানসমূহ

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	জুন ২০০১	মার্চ ২০০২	পরিবর্তন		বাৎসরিক পরিবর্তন	
			(জুলাই '০১-মার্চ '০২)	(জুলাই '০০-মার্চ '০১)	এপ্রিল '০১-মার্চ '০২)	এপ্রিল '০০-মার্চ '০১)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১) রিজার্ভ মুদ্রা (ক+খ)	**১৮৯২৭.৪০**	**২২২১৬.১০**	**৩২৮৮.৭০** (+১৭.৩৮)	**৯১৭.৩০** (+৫.৩৮)	**৪২৩৪.৩০** (+২৩.৫৫)	**১১৭৫.৬০** (+৭.০০)
ক)ইস্যুকৃত মুদ্রা	১২৮৩২.৮০	১৪০৭৭.৩০	১২৪৪.৫০ (+৯.৭০)	১৮৯৪.২০ (+১৬.৮২)	৯১৮.৭০ (+৬.৯৮)	১৩৪৮.৪০ (+১১.৪২)
খ)বাংলাদেশ ব্যাংকে গচ্ছিত তফসিলী ব্যাংকসমূহের রিজার্ভ	৬০৯৪.৬০	৮১৩৮.৮০	২০৪৪.২০ (+৩৩.৫৪)	-৯৭৬.৯০ (-১৬.৮৪)	৩৩১৫.৬০ (+৬৮.৭৪)	-১৭২.৮০ (-৩.৪৬)
২) রিজার্ভ মুদ্রা পরিবর্তনের কারণসূচক উপাদান	**১৮৯২৭.৪০**	**২২২১৬.১০**	**৩২৮৮.৭০** (+১৭.৩৮)	**৯১৭.৩০** (+৫.৩৮)	**৪২৩৪.৩০** (+২৩.৫৫)	**১১৭৫.৬০** (+৭.০০)
ক) বাংলাদেশ ব্যাংকের নীট বৈদেশিক সম্পদ	৫১৪৪.০০	৬৫২৮.৯০	১৩৮৪.৯০ (+২৬.৯২)	-২৩৯.০০ (-৩.৯৯)	৭৭২.৬০ (+১৩.৪২)	-২৮০.৮০ (-৪.৬৫)
খ)বাংলাদেশ ব্যাংকের নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ ((১)+(২))	১৩৭৮৩.৪০	১৫৬৮৭.২০	১৯০৩.৮০ (+১৩.৮১)	১১৫৬.৩০ (+১০.৪৫)	৩৪৬১.৭০ (+২৮.৩২)	১৪৫৬.৪০ (+১৩.৫২)
(১) অভ্যন্তরীণ ঋণ (ক+খ+গ)	**১৫৭৮১.০০**	**১৭২৬১.০০**	**১৪৮০.০০** (+৯.৩৮)	**-৭১.১০** (-০.৫২)	**৩৬২৪.২০** (+২৬.৫৮)	**-৫৪৬.৬০** (-৩.৮৫)
ক) সরকারী খাত (নীট)	১০১০৭.৩০	১১১১৯.৯০	১০১২.৬০ (+১০.০২)	-২৬৮.০০ (-৩.৩১)	৩২৮৯.৯০ (+৪২.০২)	-৯০৭.১০ (-১০.৩৮)
খ) রাষ্ট্রায়ত্ত খাত	১৩০৫.১০	১২৭০.১০	-৩৫.০০ (-২.৬৮)	-২৬.৩০ (-১.৯৯)	-২৪.৩০ (-১.৮৮)	-৩১.০০ (-২.৩৪)
গ) তফসিলী ব্যাংকসমূহের কাছে বাংলাদেশ ব্যাংকের পাওনা	৪৩৬৮.৬০	৪৮৭১.০০	৫০২.৪০ (+১১.৫০)	২২৩.২০ (+৫.২০)	৩৫৮.৬০ (+৭.৯৫)	৩৯১.৫০ (+৯.৫০)
(২) অন্যান্য সম্পদ(নীট)	**-১৯৯৭.৬০**	**-১৫৭৩.৮০**	**৪২৩.৮০**	**১২২৭.৪০**	**-১৬২.৫০**	**২০০৩.০০**

উৎস : বাংলাদেশ ব্যাংক ।

*বন্ধনীর উপাত্তসমূহ শতকরা পরিবর্তন নির্দেশক।

ব্যাংকিং, মুদ্রা ও ঋণ নীতির ক্ষেত্রে গৃহীত কতিপয় পদক্ষেপ

২০০১/০২ অর্থ বছরে ব্যাংকিং, মুদ্রা ও ঋণ নীতির ক্ষেত্রে গৃহীত কতিপয় পদক্ষেপ নিম্নে দেয়া হল ঃ

(১) ঋণ শ্রেণীবিন্যাস ও প্রভিশনিং সংক্রান্ত সংশোধিত নীতিমালা মোতাবেক চলমান এবং তলবী বকেয়া ঋণ আদায়ের বিষয়টি বিবেচনায় এনে উক্ত ঋণ পরিশোধে নির্ধারিত সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার পর 'নিম্নমান' এবং 'সন্দেহজনক' হিসাবে শ্রেণীবিন্যাস করার জন্য পূর্বের তুলনায় ৩ মাস সময় বর্ধিত করা হয়েছে।

(২) খেলাপী ঋণ গ্রহীতার বিদ্যমান সংজ্ঞায় ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ সংশোধনের মাধ্যমে কিছু পরিবর্তন এনে চলমান, তলবী, মেয়াদী (৫ বছর পর্যন্ত) ঋণের ক্ষেত্রে ঋণ/কিস্তি পরিশোধের জন্য নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে পরিশোধিত না হলে নির্ধারিত দিনের পরদিন থেকে মেয়াদোত্তীর্ণ বলে গণ্য হবে। সকল ক্ষেত্রে মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়ার ছয় মাস পর সংশ্লিষ্ট ঋণ গ্রহীতা "খেলাপী ঋণ গ্রহীতা" হিসাবে বিবেচিত হবে।

(৩) ব্যাংকসমূহ কর্তৃক প্রদত্ত ঋণের সুদের হার কমানোর লক্ষ্যে ২৪ অক্টোবর, ২০০১ তারিখ হতে ব্যাংক রেট বার্ষিক শতকরা ৭ ভাগ হতে কমিয়ে শতকরা ৬ ভাগ এ নির্ধারণ করা হয়েছে।

(৪) বিভিন্ন ঋণের মধ্যকার তুলনামূলক ঝুঁকি বিবেচনায় সুদ হারে অনধিক শতকরা ২ ভাগ মাত্রায় প্রভেদ করার নির্দেশটি পুনঃবিবেচনার পর অনধিক শতকরা ৩ ভাগ নির্ধারণ করা হয়েছে।

(৫) বিশ্বব্যাপী মন্দা ও দেশের রপ্তানি বাণিজ্যে নিম্নগতি কাটিয়ে অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক তৈরি পোশাক, হিমায়িত খাদ্য এবং কৃষিভিত্তিক শিল্প দ্রব্য রপ্তানির ক্ষেত্রে রপ্তানি ঋণের সুদের হারের পরিসীমা শতকরা ৮-১০ ভাগ থেকে সংশোধনপূর্বক শতকরা ৭ ভাগ এ নির্ধারণ করা হয়েছে ; এ নির্দেশ ২৪ অক্টোবর, ২০০১ হতে কার্যকর হয়েছে। এ সকল রপ্তানি ঋণের বিপরীতে ১ নভেম্বর, ২০০১ হতে ব্যাংকগুলো প্রকৃত বিতরণকৃত রপ্তানি ঋণের বিপরীতে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে ব্যাংক রেটে পুনঃঅর্থায়নের আবেদন করতে পারবে। এ সুবিধা ৩০ এপ্রিল, ২০০২ পর্যন্ত বলবৎ রাখা হয়।

(৬) পরিচালক/পরিচালকদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নামে প্রদত্ত ঋণের উপর সুদ মওকুফের বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বানুমতির আবশ্যকতা ভূতপূর্ব পরিচালকদের বেলায়ও প্রযোজ্য করা হয়েছে।

(৭) ব্যাংকসমূহের নগদ জমা সংরক্ষণের ক্ষেত্রে Foreign Currency Clearing Account এর তহবিলকে Cash Reserve Requirement বাবদ রক্ষিত স্থিতি হিসাবে গণ্য করা হবে না মর্মে ব্যাংকসমূহকে ১০ ফেব্রুয়ারী, ২০০২ তারিখ থেকে কার্যকর করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

(৮) রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে নির্বাহী সিদ্ধান্ত গ্রহণ কার্যক্রমে পরিচালনা পর্ষদের সংশ্লিষ্টতা হ্রাস এবং পর্ষদ ও নির্বাহী কর্তৃপক্ষের জবাবদিহিতা স্পষ্টতর করার লক্ষ্যে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ ও প্রধান নির্বাহীর দায়িত্ব ও ক্ষমতা পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে।

কৃষি ঋণ

কৃষি খাতের প্রবৃদ্ধির হার অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে ২০০১/০২ অর্থ বছরে অংশগ্রহণকারী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রাথমিকভাবে ৩৩২৬.৬৪ কোটি টাকা কৃষি ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে। এর মধ্যে সাময়িক হিসাব অনুযায়ী মার্চ, ২০০২ পর্যন্ত সময়ে মোট ২০৬৩.৩৪ কোটি টাকার কৃষিঋণ বিতরণ করা হয়।

উল্লেখ্য, ২০০০/০১ অর্থবছরে অংশগ্রহণকারী ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক প্রাথমিকভাবে ৩২১৬.৯২ কোটি টাকা ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল। পরবর্তীতে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে বন্যাজনিত কারণে ঐ সব এলাকায় কৃষি ঋণের লক্ষ্যমাত্রা দ্বিগুণ করা হয়। ফলে, লক্ষ্যমাত্রা ৪৯.০০ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ৩২৬৫.৯২ কোটি টাকায় নির্ধারিত হয়। ২০০০/০১ সালে কৃষি ঋণ বিতরণের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩০১৯.৬৭ কোটি টাকা যা লক্ষ্যমাত্রার শতকরা ৯২.৪৬ ভাগ।

৫—

নিয়মিতভাবে ঋণ পরিশোধকারী কৃষি ঋণ গ্রহিতাদের ক্ষেত্রে ২% হারে সুদ রেয়াত প্রদান

অর্থমন্ত্রণালয়ের নির্দেশ মোতাবেক ১ জুলাই, ১৯৯৫ হতে কৃষি খাতে ঋণ বিতরণে জড়িত দু'টি বিশেষায়িত (বিকেবি ও রাকাব) ও ৩ টি রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক (সোনালী, জনতা ও অগ্রণী) নিয়মিতভাবে ঋণ পরিশোধকারী কৃষিঋণ গ্রহীতাদের সাধারণভাবে আরোপিত সুদের উপর ২% হারে সুদ রেয়াত প্রদান করে থাকে। বিকেবি ও রাকাব কর্তৃক প্রদত্ত সুদ রেয়াতের ৫০% বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক বার্ষিক এক কিস্তিতে অর্থবছর শেষে পুনর্ভরণ করা হয়। অবশিষ্ট ৫০% সংশ্লিষ্ট ব্যাংক দুটি বহন করে। রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকসমুহ উল্লেখিত সুদ রেয়াতের সম্পূর্ণ অর্থ নিজেরাই বহন করে।

বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হার

বিগত এক দশকের উর্ধ্বে বাংলাদেশ নমনীয় মুদ্রা বিনিময় ব্যবস্থা অনুসরণ করে আসছে। বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারকে প্রতিযোগিতামূলক পর্যায়ে রাখার জন্য অন্যান্য দেশের মুদ্রাস্ফীতির হারের গতিবিধি এবং বাণিজ্য অংশিদারিত্বের ভারিত বিবেচনায় রেখে টাকার বিনিময় হার পরিবর্তন করা হচ্ছে। এ লক্ষ্যে বিশেষ করে আন্তর্জাতিক বাজারে দেশীয় রপ্তানিযোগ্য পণ্যের প্রতিযোগিতা বজায় রাখতে ২০০০/০১ অর্থবছরে ডলারের বিপরীতে বাংলাদেশী টাকা দুই বারে ১০.৫ ভাগ অবমূল্যায়ন করা হয়। ফলে জুন, ২০০১ শেষে টাকা-ডলার বিনিময় হার দাঁড়ায় ১ ডলার = ৫৭.০০ টাকা (মধ্যমান)। ২০০১/০২ অর্থবছরের মার্চ, ২০০২ পর্যন্ত সময়ে ডলারের বিপরীতে টাকার এক বার অবমূল্যায়ন করা হয়। ৬ই জানুয়ারী, ২০০২ তারিখে ডলারের বিপরীতে টাকার ১.৫৫ ভাগ অবমূল্যায়ন করা হয়।

মূলধন বাজারের উন্নয়ন ঃ

পুঁজি বাজারের যথাযথ বিকাশ, বিনিয়োগকারীদের আস্থা অর্জন এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গতিকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে ২০০১/০২ অর্থবছরের প্রথমার্ধে মূলধন বাজারের উন্নয়নের জন্য বেশ কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপ গৃহীত হয়। ফলে ২০০০/০১ অর্থবছরের তুলনায় ২০০১/০২ অর্থবছরে পুঁজি বাজারে দৈনিক গড় লেনদেন ও সার্বিক শেয়ার মুল্যসূচক উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায় যা দেশের পুঁজি বাজারের উর্ধ্বমুখী প্রবণতা, স্থিতিশীলতা, অন্তর্নিহিত শক্তি ও গভীরতা বৃদ্ধির পরিচয় বহন করে। নিম্নে আলোচ্য সময়কালে পুঁজিবাজার উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত পদক্ষেপ সমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হ'ল।

ক) অর্থবছর ২০০১-২০০২ ঃ

- ডিপজিটরি রুলস, ২০০০ এর আওতায় এসইসি সেন্ট্রাল ডিপজিটরি বাংলাদেশ লিঃ-কে শর্তসাপেক্ষে নিবন্ধন প্রদান করে।
- শেয়ার বাজারে তিন কোটি টাকা ও তদূর্ধ্ব মূলধনের পাবলিক লিমিটেড কোম্পানীকে সরাসরি তালিকাভুক্ত হওয়ার সুযোগ প্রদান করা হয়।
- এসইসি ওভার দ্যা কাউন্টার (ওটিসি) মার্কেট বিধিমালা প্রবর্তন করে । ওটিসি মার্কেটে ষ্টক এক্সচেঞ্জ হতে তালিকাচ্যুত এবং অ-তালিকাভুক্ত ন্যূনতম ১ কোটি টাকা মূলধনের পাবলিক লিমিটেড কোম্পানীর শেয়ার কেনাবেচার সুযোগ থাকবে।
- বাংলাদেশের পুঁজিবাজারের কোম্পানীগুলো তথা পুঁজি বাজারে সিকিউরিটিজ রেটিং করার জন্য ক্রেডিট রেটিং ইনফরমেশন এন্ড সার্ভিসেস লিমিটেড-কে (সিআরআইএসএল) এসইসি শর্তসাপেক্ষে অনুমোদন দিয়েছে। কোম্পনীগুলোর সার্বিক বিষয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর রেটিং ঘোষণা করা হবে। এর ফলে বিনিয়োগকারীদের পক্ষে যাচাই বাছাই করে তালিকাভূক্ত কোম্পানীতে বিনিয়োগ করা সম্ভব হবে।

- উভয় স্টক এক্সচেঞ্জ কর্তৃক সার্বিক মূল্যসূচক থেকে 'জেড' গ্রুপভূক্ত কোম্পানীসমূহের শেয়ার বাদ দিয়ে ২৪ নভেম্বর, ২০০১ তারিখ হতে সার্বিক মূল্যসূচক গণনা করা হচ্ছে। নতুন নিয়মে কেবলমাত্র 'এ' ও 'বি' ক্যাটাগরির কোম্পানীগুলোর লেনদেন হওয়া শেয়ারের মূল্যমান বিবেচনায় এনে মূল্যসূচক প্রণয়ন করা হয়। মূল্য কারসাজিকে নিরৎসাহিত করতে এবং বিনিয়োগকারীদেরকে উপযুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করার জন্য ঐ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

- শেয়ারবাজারের তালিকাভুক্ত কোম্পানীগুলোর পরিচালনা পর্ষদের যে সভায় প্রতিষ্ঠানের নিরীক্ষিত আর্থিক বিরবণী অনুমোদন করা হবে সে সভাতেই কোম্পানীর বার্ষিক সাধারণ সভার তারিখ নির্ধারণসহ লভ্যাংশ ঘোষণা সংক্রান্ত তথা কোন শেয়ারহোল্ডারগণ এ লভ্যাংশ প্রাপ্য হবেন তা নির্ধারণ ও তার প্রাপ্যতা সম্পর্কিত গৃহীত সিদ্ধান্ত বার্ষিক সাধারণ সভায় জানানো বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

- ফেব্রুয়ারী, ২০০২ সময়কাল পর্যন্ত আইপিও'র মাধ্যমে নতুন বিনিয়োগ ৩৫.৫৯ মিলিয়ন টাকা যার মধ্যে বিদেশী বিনিয়োগ হচ্ছে ৪.০০ মিলিয়ন টাকা।

ঢাকা ষ্টক এক্সচেঞ্জ

ঢাকা ষ্টক এক্সচেঞ্জের তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যা ২০০১ সালের মার্চ মাসের ২৪৪টি থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০০২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ২৫২টিতে দাঁড়ায়। ফেব্রুয়ারী, ২০০১ শেষে সকল সিকিউরিটিজের ইস্যুকৃত মূলধন ও ডিবেঞ্চারের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৪০৬.৮৬ কোটি টাকা, যা মার্চ, ২০০১ এর ৩১৫০.৩০ কোটি টাকার তুলনায় শতকরা ৮.১৪% বেশী। ফেব্রুয়ারী, ২০০২ পর্যন্ত ঢাকা ষ্টক এক্সচেঞ্জের সকল সিকিউরিটিজের মোট মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের পরিমাণ দাঁড়ায় ৬২১৮.৯৭ কোটি টাকা, যা মার্চ, ২০০১ শেষের ৬১৫৪.০০ কোটি টাকার তুলনায় শতকরা ১.০৬% বেশী। ঢাকা ষ্টক এক্সচেঞ্জের সার্বিক শেয়ার মূল্যসূচক ২০০১ সালের মার্চ শেষে ৬২৫.৯৯ ছিল যা ফেব্রুয়ারী, ২০০১-এ ৮১৮.২৮ -এ দাঁড়ায়। ঢাকা ষ্টক এক্সচেঞ্জের সিকিউরিটিজ লেনদেনের সংক্ষিপ্ত বিবরণী নিম্নে সারণী ৫.৩-এ দেয়া হলো ঃ

সারণী ৫.৩ ঢাকা ষ্টক এক্সচেঞ্জের সিকিউরিটিজ লেনদেনের সংক্ষিপ্ত বিবরণী ।

পঞ্জিকা বছর/ মাস শেষে	তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যা (মিউচ্যুয়াল ফাণ্ড এবং ডিবেঞ্চারসহ)	ইস্যুকৃত মূলধন এবং ডিবেঞ্চার (কোটি টাকায়)	মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন (কোটি টাকায়)	টার্ণ ওভার (কোটি টাকায়) (বছর/মাস ব্যাপি)	সার্বিক শেয়ার মূল্যসূচক
১৯৯৪	১৭০	১১৬৭.৩৮	৪১৭৭.৮৭	৪২৯.০০	৮৪৬
১৯৯৫	২১০	১৯৮৩.৯৮	৫৬৫১.৮১	৬৩৮.০০	৮৩৫
১৯৯৬	২০৫	২৩০৫.২৪	১৬৮১০.৬২	৩০১৩.৩০	২৩০০.১৫
১৯৯৭	২২২	২৮২০.৭৮	৭১৩০.১৬	১৭৪০.৩৪	৭৫৬.৭৮
১৯৯৮	২২৮	২৮৬২.৫৭	৫০২৫.৪০	৩৪৩৬.৮৪	৫৪০.২২
১৯৯৯	২৩২	২৮৭৭.৪৬	৪৪৭৮.১২	৩৮৯৬.৪৪	৪৮৭.৭৭
২০০০	২৪১	৩১১৯.২০	৬২৯২.৪০	৪০৩৬.৪৮	৬৪২.৬৮
২০০১	২৪৯	৩৩৪৫.৪৩	৬৫২২.২৮	৩৯৮৬.৯৩	৮১৭.৭৯
২০০২					
জানুয়ারী	২৫২	৩৪০৭.১৮	৬০৫৮.০৩	২৯৭.৩৬	৮১৭.৮৬
ফেব্রুয়ারী	২৫২	৩৪০৬.৮৬	৬২১৮.৯৭	১৯০.০২	৮১৮.২৮

উৎস ঃ ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ

* ২৪শে নভেম্বর,২০০১ তারিখ হতে সার্বিক শেয়ার মূল্যসূচক ওয়েটেড এভারেজ পদ্ধতিতে গণনা করা হচ্ছে। পূর্বে ডিএসইতে সূচকের ভিত্তি ছিল ১০০।

চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ

চট্টগ্রাম ষ্টক এক্সচেঞ্জের তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যা মার্চ ২০০১ মাসের ১৬৭টি থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ফেব্রুয়ারী, ২০০২ এ ১৭৯টিতে দাঁড়ায়। উক্ত এক্সচেঞ্জের তালিকাভুক্ত সকল সিকিউরিটিজের ইস্যুকৃত মূলধন ও ডিবেঞ্চারের পরিমাণ মার্চ, ২০০১ এ শেষের ২৭৯৩.৩০ কোটি থেকে ৭.৭০% বৃদ্ধি পেয়ে ২০০২ সালের ফেব্রুয়ারী শেষে ৩০০৮.৩২ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। চট্টগ্রাম ষ্টক এক্সচেঞ্জের সকল সিকিউরিটজের মোট মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের পরিমাণ মার্চ, ২০০১ এর ৫৬৮৫.০০ কোটি টাকা থেকে শতকরা ৫.৩৪% ভাগ হ্রাস পেয়ে ফেব্রুয়ারী, ২০০২-এ দাঁড়ায় মোট ৫৩৮১.৪০ কোটি টাকায়। চট্টগ্রাম ষ্টক এক্সচেঞ্জের সার্বিক শেয়ার মূল্যসূচক ফেব্রেুয়ারী, ২০০২ শেষে ১৮৩৭.২৯-এ দাঁড়ায় যা মার্চ, ২০০১ শেষে ১৩৭৮.৭৭ ছিল। উল্লেখ্য যে চট্টগ্রাম ষ্টক এক্সচেঞ্জে ১লা জানুয়ারী, ২০০০ থেকে ১০০০-কে ভিত্তি ধরে নতুন সার্বিক শেয়ার সূচক চালু করা হয়েছে। চট্টগ্রাম ষ্টক এক্সচেঞ্জের সিকিউরিটিজ লেনদেনের সংক্ষিপ্ত বিবরণী নিম্নে দেয়া হলো ঃ

সারণী ৫.৪ চট্টগ্রাম ষ্টক এক্সচেঞ্জের সিকিউরিটিজ লেনদেনের সংক্ষিপ্ত বিবরণী ।

পঞ্জিকা বছর/ মাস শেষে	তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যা (মিউচ্যুয়াল ফাণ্ড এবং ডিবেঞ্চারসহ)	ইস্যুকৃত মূলধন এবং ডিবেঞ্চার (কোটি টাকায়)	মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন (কোটি টাকায়)	টার্ণ ওভার (কোটি টাকায়) (বছর/মাস ব্যাপি)	সার্বিক শেয়ার মূল্যসূচক
১৯৯৫	৬১	১০৩৬.৮০	২৪১৩.৯০	১.৯৭	৪০৯.৪৩
১৯৯৬	১১৭	১৮৭২.৬০	১৪৭০৪.৩০	৬০৮.৯০	১১৫৭.৯০
১৯৯৭	১৪১	২২৭৬.১৪	৫৫৮৩.২৩	৮৫৪.৫১	৩৩২.৯৮
১৯৯৮	১৫০	২৪১৮.০৩	৪১৩৮.২৫	১৪০৩.৬০	২৩২.৮০
১৯৯৯	১৫৯	২৫০৮.০৯	৩৬৫৪.২৪	১১৫৩.৭৯	১৯৭.৮৩
২০০০	১৬৫	২৭২৬.৬০	৫৭৭৬.৫৫	১২৯৩.৩৮	১৪১২.২৫
২০০১	১৭৭	২৯৬৫.২৭	৫৬৩৬.৩৫	১৪৭৯.৬২	১৮৩৬.৮৭
২০০২					
জানুয়ারী	১৭৯	৩০১০.৪৬	৫২৮৭.৩৭	১০৩	১৮৩৬.৬৪
ফেব্রুয়ারী	১৭৯	৩০০৮.৩২	৫৩৮১.৪০	৮৭	১৮৩৭.২৯

উৎস ঃ ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ

* ২৪শে নভেম্বর,২০০১ তারিখ হতে সার্বিক শেয়ার মূল্যসূচক ওয়েটেড এভারেজ পদ্ধতিতে গণনা করা হচ্ছে। ২০০০ সাল থেকে সিএসইতে সূচকের ভিত্তি ১০০০। পূর্বে সিএসইতে সূচকের ভিত্তি ছিল ১০০।

পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট ধারাবাহিক বিভিন্ন সংস্কার কর্মসূচীর বাস্তবায়ন বিশেষত মৌলভিত্তি সম্পন্ন লাভজনক কোম্পানীকে লিষ্টিং এর আওতাভুক্ত করার উদ্যোগ, কর্পোরেট গভর্ন্যান্স উন্নয়নের মাধ্যমে পুঁজি বাজারের প্রতি বিনিয়োগকারীদের আস্থা বৃদ্ধি এবং পাবলিকলি ট্রেডেট কোম্পানী ও এ জাতীয় কোম্পানীতে বিনিয়োগকারীদের অধিক কর সুবিধা/রেয়াত দেশের মূলধন বাজারকে আরও গতিশীল করবে। ব্যাংক ঋণ ভিত্তিক শিল্পদ্যোগকে নিরুৎসাহিত করে জনসাধারণের অংশ গ্রহণে ইক্যুইটি ও ঋণ উত্তোলনের মাধ্যমে পুঁজির গঠনকে উৎসাহিত করাই পুঁজি বাজারের আগামী দিনের প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ
বৈদেশিক বাণিজ্য, বিনিময় ব্যবস্থাপনা এবং বৈদেশিক খাত পরিস্থিতি

বাংলাদেশ বিগত এক দশক যাবৎ বিশ্ববাজার অর্থনীতির গতিধারা, উরুগুয়ে রাউন্ড ও বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সাথে চুক্তি অনুযায়ী বাণিজ্য উদারীকরণের নীতি অনুসরণ করে আসছে। ১৯৯৪/৯৫ অর্থবছরের বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতি ৩০৭০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ছিল। অনুকূল বাণিজ্য ভারসাম্যসহ বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতি পরিস্থিতির ক্রমান্বয়ে উন্নতির লক্ষ্যে ১৯৯৭/৯৮ অর্থবছরের শেষভাগে ৫ বছর মেয়াদী অধিকতর উদারমুখী আমদানী নীতির পাশাপাশি ৫ বছর মেয়াদী রপ্তানি নীতিও ঘোষণা করা হয়।

১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সংঘটিত সন্ত্রাসী হামলা ও পরবর্তী বিশ্বের ঘটনা প্রবাহে ২০০১/০২ অর্থবছরের শুরুতেই বাংলাদেশের রপ্তানিখাত অভাবনীয়ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এসময়ে প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলেও রপ্তানি হ্রাস পাওয়ায় সরকারের বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতি হ্রাস পেতে থাকে। এই প্রতিকূল পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠার জন্য সরকার কর্তৃক রাজস্ব ও মুদ্রানীতিসহ সমকালীন চাহিদাভিত্তিক বাস্তবমুখী রপ্তানি ও আমদানী নীতি এবং কৌশলাদি অবলম্বন করা হয়। ফলে জানুয়ারী, ২০০২ থেকে সার্বিক পরিস্থিতির ক্রমশঃ উন্নতি হতে থাকে। জুন, ২০০২-এ পরিস্থিতির আরও উন্নতি হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

বাণিজ্য নীতি ও সংস্কার কর্মসূচী

উদার বাণিজ্যনীতির জন্য জনস্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও ধর্মীয় বিধিবিধানের আলোকে সরকার যথাসম্ভব সীমিত সংরক্ষণনীতি অনুসরণ করে আসছে। পাশাপাশি আমদানী-রপ্তানি নীতির অধিকতর উদারমুখী সংস্কার ও শুল্ক কাঠামো হ্রাস এবং সময়োপযোগীকরণের নীতি ও কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। আশি'র দশকে একবছর এবং নব্বই'র দশকের প্রথমার্ধে দু'বছর মেয়াদী আমদানী ও রপ্তানি নীতি অনুসরণ করা হয়েছে। বর্তমানে ৫ বছর মেয়াদী বাণিজ্য নীতি প্রণয়ন ও কার্যকর করা হয়েছে। এই নীতিতে একদিকে উরুগুয়ে রাউন্ড চুক্তি, বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার সাথে সম্পাদিত চুক্তি এবং বাজার অর্থনীতির আদর্শ ও উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতি বিধান করা হয়েছে। অন্যদিকে দেশের আমদানী-রপ্তানির মধ্যে অনুকূল ভারসাম্যের ধারাবাহিকতা, পণ্য ও সেবার আন্তর্জাতিক চলাচলের উপর আরোপিত প্রতিবন্ধকতা যথাসম্ভব দূর করা, ন্যায্যমূল্যে উন্নতমানের পণ্য ও সেবা সরবরাহ, রপ্তানি শিল্প ক্ষেত্রের প্রসার, সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগসহ বিনিয়োগ ক্ষেত্রে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি, দেশীয় শিল্পের প্রসার ও সংরক্ষণ, ইত্যাদির মাধ্যমে অর্থনীতিকে আরো গতিশীল ও সুসংহত করার পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। এই নীতি প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় বাস্তব পরিস্থিতিকে যথাযথ গুরুত্ব প্রদানে ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রিস (এফবিসিসিআই)-এর প্রতিনিধিসহ বেসরকারীখাতের সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিদের সম্পৃক্ত করা হয়েছে।

আমদানী নীতি ও সংস্কার কর্মসূচী

১৪ই জুন, ১৯৯৮ সালে ৫ বছর মেয়াদী (১৯৯৭-২০০২) আমদানী নীতি কার্যকর করা হয়। এ আমদানী নীতিতে বেপজা, বিসিক, বিনিয়োগ বোর্ডকে সংশ্লিষ্ট শিল্পের পৃষ্ঠপোষক এবং ফলে শিল্প নীতির সাথে আমদানী নীতির সমন্বয় সাধন করা হয়েছে। ফলে শিল্পায়ন ও বাণিজ্যিক ব্যবস্থায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের পূর্ব অনুমোদন গ্রহণের প্রশাসনিক জটিলতা হ্রাস পেয়েছে। নূতন আমদানী নীতিতে আমদানী দ্রব্যের গুণাগুণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি শক্তিশালী হয়েছে। যে সমস্ত রপ্তানিমুখী প্রতিষ্ঠান বণ্ডেড ওয়্যার হাউজ পদ্ধতির সুবিধা ভোগ করে, সে সমস্ত শিল্পের কাঁচামাল আমদানীর ক্ষেত্রে কান্ট্রি অব অরিজিনের বাধ্যবাধকতা প্রত্যাহার করা হয়েছে। ফলে ১০০% রপ্তানিমুখী শিল্পের কাঁচামাল আমদানী আরও সহজ হয়েছে যা রপ্তানি শিল্পের আরও প্রসারে সহায়ক হয়েছে। স্বর্ণ ও রৌপ্য আমদানীর ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রণীত একচেঞ্জ কন্ট্রোল রুলসের সঙ্গে সঙ্গতি রাখা হয়েছে। নূতন আমদানী নীতিতে প্রবাসী বাংলাদেশী যে কোন পরিমাণে এবং বিদেশী বিনিয়োগকারী তার ইকুইটি শেয়ারের অংশ হিসাবে কষ্ট ইনসুরেন্স এন্ড ফ্রেইট (সিআইএফ) ভিত্তিতে এদেশে ক্যাপিটাল মেশিনারী ও কাঁচামাল আনতে পারছে। আমদানী কার্যক্রমে এলসি নীতির সঙ্গে বাংলাদেশের বীমা কোম্পানী হতে কভার বাধ্যতামূলক করা হয়েছে এবং ব্যক্তিগত ক্ষেত্র ছাড়া সকল আমদানীকারককে ট্যাক্স

আইডেন্টিফিকেশন নম্বর (টিআইএন) প্রদানের বিধান করা হয়েছে যা বাণিজ্য ও রাজস্ব প্রশাসনকে স্বচ্ছ ও সহজীকরণ করেছে। পরিবেশ দূষণ রক্ষার্থে ক্রমান্বয়ে ২/৩ স্ট্রোকের ইঞ্জিনভিত্তিক যানবাহন আমদানী নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে। এছাড়া, বাণিজ্য গতিশীলতা ও কাংখিত উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে সার, গ্রে কাপড়, ডেট্রামিথিন সিমেন্টের মান নির্ধারণ, ইথাইলিন গ্যাস, ১০০% রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানের কাঁচামাল আমদানী সহজ ও ক্ষেত্র বিশেষে এলসি খোলার বাধ্যবাধকতা বাতিলসহ ১৯৯৫/৯৬ অর্থবছরের কতিপয় আমদানী নীতি ৫ বছর মেয়াদী বাণিজ্য নীতিতে অব্যাহত রাখা হয়েছে।

উরুগুয়ে রাউন্ড, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সাথে চুক্তি ও বিশ্বায়ন অর্থনীতির সামঞ্জস্যে ২০০১/০২ অর্থবছরেও শুল্ক হ্রাস/সংস্কার কার্যক্রম অব্যাহত রাখা হয়েছে। ১৯৯২/৯৩ অর্থবছরের সর্বোচ্চ আমদানী শুল্কের হার ১৫০% থেকে ১৯৯৩/৯৪ অর্থবছরে ৭৫% এ হ্রাস করা হয়। অতঃপর পরবর্তী অর্থবছর গুলোতে এ হার ক্রমান্বয়ে হ্রাস করতঃ ১৯৯৯/০০ অর্থবছরে সর্বোচ্চ আমদানী শুল্কের হার ৩৭.৫% এ হ্রাস করা হয়। ট্যারিফ ধাপও পূর্ববর্তী অর্থবছরের ৯টি হতে ক্রমান্বয়ে ১৯৯৯/০০ অর্থবছরে ৫টিতে হ্রাস ও সমন্বয় করা হয়। এছাড়া, নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য স্বাভাবিক ও স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে পূর্ববর্তী অর্থবছরে আমদানী শুল্ক প্রত্যাহার/হ্রাসসহ বিভিন্ন পণ্য ও উপকরণের শুল্কহার যৌক্তিককরণের পদক্ষেপ নেয়া হয়। এ সকল পদক্ষেপ গ্রহণের প্রেক্ষিতে ১৯৯৯/০০ অর্থবছরে আমদানী শুল্কের অভারিত ও ভারিত (Nominal) হার ক্রমশঃ হ্রাস পেয়ে যথাক্রমে ১৯.৫% ও ১৩.৮%-এ দাঁড়ায়। দেশজ শিল্পের সংরক্ষণ ও উন্নয়নের স্বার্থে ২০০০/০১ অর্থবছরে আমদানী শুল্ক হার বা ট্যারিফের ধাপ ৫টিতে অব্যাহত রাখা হয়। তবে প্রয়োজনানুযায়ী কতিপয় পণ্যের ক্ষেত্রে আমদানী শুল্কের হার পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় হ্রাস-বৃদ্ধি করা হয়েছে। । মার্চ, ২০০২ পর্যন্ত আমদানী শুল্কের অভারিত ও ভারিত গড় হার সারণী ৬.১ ও ৬.২-এ পরিবেশিত হয়েছে।

সারণী ৬.১ঃ গড় আমদানী শুল্ক হারের উপর শুল্ক সংস্কারের প্রভাব

অর্থবছর	অভারিত গড় (%)	আমদানী ভারিত গড় (%)
১৯৯২/৯৩	৪৭.৪	২৩.৬
১৯৯৩/৯৪	৩৬.০	২৪.১
১৯৯৪/৯৫	২৫.৯	২০.৮
১৯৯৫/৯৬	২২.৩	১৭.০
১৯৯৬/৯৭	২১.৫	১৮.০
১৯৯৭/৯৮	২০.৭	১৬.০
১৯৯৮/৯৯	২০.৩	১৪.১
১৯৯৯/০০	১৯.৫	১৩.৮
২০০০/০১	১৮.৬	১৫.১
২০০১/০২ (জুলাই-মার্চ)	১৮.০	১৪.০

উৎসঃ ইটাক ডাটা বেসঃ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড।

সারণী ৬.২ঃ পণ্যের ধরণের ভিত্তিতে গড় আমদানী শুল্কের উপর শুল্ক সংস্কারের প্রভাব

অর্থবছর/	১৯৯৬/৯৭		১৯৯৭/৯৮		১৯৯৮/৯৯		১৯৯৯/০০		২০০০/০১		২০০১/০২ (জুলাই-মার্চ)	
আমদানীর ধরণ	অভারিত গড়	ভারিত গড়	অভারিত গড়	ভারিত গড়	অভারিত গড়	ভারিত গড়	অভারিত গড়	ভারিত গড়	অভারিত গড়	ভারিত গড়	অভারিত গড়	ভারিত গড়
প্রাথমিক পণ্য	২২.৩	১৬.৩	২১.৯	১৩.৬	২১.৪	৯.৫	১৫.৬	১৩.৬	১৫.৭	১৪.৯	১৫.৩	১৩.২
মধ্যবর্তী পণ্য	১৯.৬	২২.২	১৯.২	২১.৩	১৯.০	২১.৩	১৭.১	১৫.১	১৭.৭	১৫.০	১৭.৬	১৪.১
মূলধনী পণ্য	১২.৫	১০.৪	১২.১	৮.২	১২.৩	৮.১	১৬.১	৯.৯	১১.৩	১০.৪	১১.০	৮.৬
চূড়ান্ত ভোগ্য পণ্য	৩২.৩	২৩.১	৩০.৬	২০.১	২৯.২	১৭.৬	৩১.০	১৬.৫	২৯.৬	২০.৩	৩০.৫	২০.০

উৎসঃ ইটাক ডাটা বেসঃ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড।

আঞ্চলিক বাণিজ্য ও সাপ্টা চুক্তি

আঞ্চলিক বাণিজ্য ক্ষেত্রে দক্ষিণ এশিয়া অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি (SAPTA) ৭ই ডিসেম্বর, ১৯৯৫ তারিখে কার্যকর হয়। উক্ত চুক্তির আওতায় স্বাক্ষরকারী দেশগুলোর পূর্ব নির্ধারিত রুলস্ অব অরিজিন শিথিল করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ৬ ডিজিট হারমোনাইজড সিষ্টেম (এইচ.এস.) কোড ভিত্তিক প্রায় ২,১০০টি পণ্যখাতে ৭.৫% থেকে ১০০% হারে শুল্ক রেয়াত আদান-প্রদানও করা হয়েছে। এছাড়া ১৮০টি পণ্য সামগ্রীর উপর থেকে নন-ট্যারিফ প্রতিবন্ধকতা প্রত্যাহার করা হয় এবং স্বল্প উন্নত দেশসমূহের রপ্তানি পণ্যের ক্ষেত্রে কমপক্ষে ৪০% স্থানীয় মূল্য সংযোজন এর পরিবর্তে ৩০% মূল্য সংযোজনের হার পুনঃনির্ধারিত হয়েছে। সার্ক অঞ্চলের দেশসমূহের মধ্যে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে ''এগ্রিমেন্ট অন দি প্রমোশন এন্ড প্রটেকশন অফ ইনভেষ্টমেন্ট'' স্বাক্ষরের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। দক্ষিণ এশিয়া অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি (SAPTA) থেকে দক্ষিণ এশিয়া মুক্ত বাণিজ্য এলাকায় (SAFTA) উত্তরণের লক্ষ্যে সাকর্ভুক্ত দেশসমূহের বিশেষজ্ঞগণ কাজ করে যাচ্ছেন। দক্ষিণ এশিয়া মুক্ত বাণিজ্য এলাকা গঠনই এ ফোরামের মূল উদ্দেশ্য। সার্ক সচিবালয় কর্তৃক প্রণীত খসড়া SAFTA চুক্তিতে এর উদ্দেশ্য ও পরিস্থিতির বিভিন্ন পার্থক্যমূলক ট্যারিফ ও নন-ট্যারিফ এবং অব্যাহতির নীতিমালাসহ স্বল্পোন্নত ও ক্ষুদ্র দেশসমূহের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য বিশেষ ব্যবস্থাদিসহ মূল্য সংযোজন কৌশলাদি সন্নিবেশিত হয়েছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ সার্ক দেশওয়ারী ১০০% হারে রেয়াত আদান প্রদানের জন্য একটি পণ্য তালিকা চূড়ান্ত করেছে এবং তা বাস্তবায়নের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

রপ্তানি নীতি ও গৃহীত কার্যক্রম

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সঙ্গে চুক্তি ও বিশ্বায়ন অর্থনীতি একদিকে রপ্তানি বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রভূত সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করেছে, অন্যদিকে বাংলাদেশের মত অনুন্নত প্রযুক্তি ও স্বল্প পুঁজি নির্ভর দরিদ্র দেশকে বিরাট চ্যালেঞ্জের মুখোমুখী করে দিয়েছে। আমদানীর ক্ষেত্রে শুল্ক কাঠামোর হারের ক্রমহ্রাসের ফলে আমদানী বিকল্প দেশীয় শিল্প সংস্থাকে ক্রমশঃ অধিকতর প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। অন্যদিকে বিশ্বের অন্যান্য দেশের সংগে প্রতিযোগিতা করে রপ্তানি শিল্পকে টিকে থাকতে ও প্রসার ঘটাতে হচ্ছে। এ সব প্রতিকূল পরিস্থিতির প্রতি লক্ষ্য রেখে ৫ বছর মেয়াদী (১৯৯৭-২০০২) রপ্তানি নীতি প্রণয়ন করা হয়েছে। এ নীতি ১৯৯৭/৯৮ অর্থবছরের শেষভাগে কার্যকর করা হয়। রপ্তানি নীতির প্রধান লক্ষ্যসমূহ হচ্ছেঃ

- আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বাজারে রপ্তানি বৃদ্ধির মাধ্যমে সর্বোচ্চ জাতীয় প্রবৃদ্ধি অর্জন;
- রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের মাধ্যমে রপ্তানি আয় ও আমদানী ব্যয়ের মধ্যে ব্যবধান ক্রমান্বয়ে সংকোচন;
- বিদ্যমান বাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে রপ্তানি পণ্য উৎপাদনের সময়োপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণ;
- উরুগুয়ে রাউন্ড পরবর্তী উদারীকৃত এবং বিশ্বায়িত আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশের সুযোগসমূহ গ্রহণের সর্বাধিক প্রচেষ্টা গ্রহণ;
- পণ্য বহুমুখীকরণ ও পণ্যের গুণগতমান উন্নয়নের মাধ্যমে রপ্তানিকে অধিকতর বাজার উপযোগীকরণ;
- পশ্চাৎ সংযোগ শিল্প ও সেবা খাতের সম্প্রসারণের মাধ্যমে অধিক মূল্য সংযোজনকারীর পণ্য রপ্তানিকরণ;
- রপ্তানি প্রক্রিয়া সহজীকরণ এবং রপ্তানি সুযোগ-সুবিধা যৌক্তিকীকরণ ও সুসংহতকরণ;
- রপ্তানি বাণিজ্য অবকাঠামো উন্নয়ন;
- রপ্তানিখাতে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত জনসম্পদ সৃষ্টি;
- রপ্তানি পণ্যের মান এবং গ্রেডিং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত স্তরে উন্নীতকরণ।

উপর্যুক্ত লক্ষ্যসমূহ অর্জনের জন্য রপ্তানি নীতিতে নিম্নোক্ত কলা-কৌশলসমূহ ও সুযোগ-সুবিধা প্রদানের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছেঃ

- আর্থিক সুযোগ-সুবিধার মধ্যে এক্সপোর্ট ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কীমকে সহজীকরণ ও সুবিধাজনকভাবে পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে। এছাড়া রপ্তানির মাধ্যমে আয়কৃত টাকা আমদানীর ক্ষেত্রে বৈদেশিক মুদ্রার রূপান্তরের সুবিধা প্রদান এবং নিজস্ব হিসাবে জমা রাখার সুবিধা ২০% থেকে ৪০% এ উন্নীত করা হয়েছে। পণ্য উৎপাদনের জন্য ঋণ পদ্ধতি সহজীকরণ ও স্বল্প সুদ প্রদানের ব্যবস্থাসহ ঋণের মেয়াদ ১৮০ দিন থেকে ২৭০ দিন করা হয়েছে।

- রাজস্ব সংক্রান্ত উল্লেখযোগ্য সুযোগ-সুবিধাসমূহ হচ্ছেঃ রপ্তানিমুখী চামড়া শিল্পে ব্যবহারের জন্য ওয়েট ব্লু ও পিকলড চমড়া আমদানীর কাষ্টমস ডিউটি ও আমদানী লাইসেন্স ফি মওকুফ করা হয়েছে। কর ব্যবস্থা সহজীকরণসহ উৎসকর হ্রাস করা হয়েছে এবং ডিউটি-ড্র-ব্যাক সুবিধা সহজীকরণ করা হয়েছে। সকল রপ্তানি শিল্পের বন্ডেড ওয়ার হাউজ সুবিধা সহজতর করা হয়েছে এবং ১০০% রপ্তানিমুখী শিল্প হিসাবে বিবেচিত সকল ক্ষেত্রে উক্ত সুবিধা নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। ইপিজেড বহির্ভূত এলাকার জন্য ইপিজেড-এর ন্যায় ১০০% রপ্তানিমুখী শিল্পকে শুল্কমুক্ত আমদানীর সুবিধা দেয়া হয়েছে।

- অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার মধ্যে ন্যূনতম ৮০% রপ্তানিমুখী শিল্পকে ১০০% রপ্তানিমুখী শিল্পের সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। আকাশ পথে ফলমূল-শাক-শব্জিসহ ক্যাশ প্রোগ্রামভুক্ত সকল রপ্তানির ক্ষেত্রে হ্রাসকৃত হারে বিমান ভাড়ার সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। ক্ষেত্র বিশেষে এগুলো ছাড়া রপ্তানি এবং রপ্তানিমুখী শিল্পের মূলধন ও কাঁচামাল আমদানীর সুযোগ প্রদান করা হয়েছে। ১০০% রপ্তানিমুখী শিল্পের মূলধন ও কাঁচামাল আমদানীর ক্ষেত্রে এলসির বিধি নিষেধ ও কান্ট্রি অব অরিজিনের বাধ্যবাধকতা বিলুপ্ত করা হয়েছে।

- তৈরী পোষাক ও নিটিং শিল্প ক্ষেত্রে ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণপত্রের সুবিধা এবং মুদ্রা রূপান্তর ব্যবস্থা সহজীকরণ ও সুবিধাজনক করা হয়েছে। এছাড়া নমুনা ও গ্রে কাপড় আমদানীর ক্ষেত্রে মূল্য সংযোজন কর যৌক্তিকীকরণ করা হয়েছে।

- চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্য শিল্প, উচ্চমূল্যের নতুন ও অধিক মূল্য সংযোজিত এগ্রো-প্রসেসিং খাতকে থ্রাষ্ট সেক্টর হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এ সকল খাতের জন্য অধিকতর হারে আর্থিক, রাজস্ব, বাণিজ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থার সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১ তারিখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ও বিশ্বের ঘটনা প্রবাহে ২০০১/০২ অর্থবছরে বাংলাদেশের রপ্তানিখাত অভাবনীয়ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এসময়ে প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থ হার বৃদ্ধি পেলেও রপ্তানি হ্রাস পাওয়ায় সরকারের বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতি হ্রাস পেতে থাকে। এ পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠা ও বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতি কাংখিত পর্যায়ে উন্নীত করার জন্য বাস্তবমুখী রাজস্ব ও মুদ্রানীতির পাশাপাশি বাণিজ্য নীতি ও কৌশলাদি অবলম্বন করা হয়। ফলে জানুয়ারী, ২০০২ থেকে রপ্তানি ও বৈদেশিক পরিস্থিতির ক্রমশঃ উন্নত হতে থাকে।

বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হার ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশ বিগত এক দশকের উর্দ্ধে নমনীয় মুদ্রা বিনিময় ব্যবস্থা অনুসরণ করে আসছে। বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারকে প্রতিযোগিতামূলক পর্যায়ে রাখার জন্য অন্যান্য দেশের মুদ্রাস্ফীতির হার, মুদ্রার বিনিময় হারের গতিবিধি এবং বাণিজ্যে অংশীদারিত্ব বিবেচনায় রেখে টাকার বিনিময় হার পরিবর্তন করা হচ্ছে। জুন, ২০০১-এর শেষে ১ মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার বিনিময় হার ৫৭.০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়। অতঃপর জানুয়ারী, ২০০২-এ এ বিনিময় হার ১.৫৫% অবমূল্যায়ন করতঃ পুনরায় ৫৮.০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। সারণী ৬.৩-এ ১৯৯১/৯২ থেকে ২০০১/০২ অর্থবছর (জুলাই-ফেব্রুয়ারী) পর্যন্ত ১ মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার গড় বিনিময় হার পরিবেশন করা হয়েছে।

সারণী ৬.৩ঃ ১ মার্কিন ডলারের সংগে টাকার গড় বিনিময় হার

অর্থবছর	গড় বিনিময় হার
১৯৯১/৯২	৩৮.১৫
১৯৯২/৯৩	৩৯.১৪
১৯৯৩/৯৪	৪০.০০
১৯৯৪/৯৫	৪০.২০
১৯৯৫/৯৬	৪০.৮৪
১৯৯৬/৯৭	৪২.৭০
১৯৯৭/৯৮	৪৫.৪৬
১৯৯৮/৯৯	৪৮.০৬
১৯৯৯/০০	৫০.৩১
২০০০/০১	৫৩.৯৬
২০০১/০২ (জুলাই-মার্চ)	৫৭.২৮

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক।

বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতি (Reserve)

সারণী ৬.৪-এ জুন, ১৯৯২ থেকে মে, ২০০২ পর্যন্ত বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতির পরিমাণ পরিবেশন করা হয়েছে। ৩০শে জুন, ১৯৯৮ এ বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতি ছিল ১৭৩৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। জুলাই, ১৯৯৯ ও নভেম্বর, ১৯৯৯-এ টাকার মুদ্রামানের প্রয়োজনীয় অবমূল্যায়নের জন্য আমদানী ও রপ্তানির মধ্যে অনুকূল ভারসাম্য বৃদ্ধি পায়। এ অর্থবছরে রেমিটেন্সের অর্থও পূর্ববর্তী অর্থবছর থেকে বৃদ্ধি পায়। ফলে বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতি পরিস্থিতি উন্নতি হতে থাকে। জুন, ২০০০-এ বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতি ১৬০২ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়। ২০০০/০১ অর্থবছরে রপ্তানির তুলনায় আমদানী প্রবৃদ্ধির হার কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পাওয়ায় জুন, ২০০১-এ বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতি দাঁড়ায় ১৩০৭ মার্কিন ডলার। ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১ তারিখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ও পরবর্তীকালের বিশ্বের ঘটনা প্রবাহে ২০০১/০২ অর্থবছরের শুরুতেই বাংলাদেশের রপ্তানিখাত ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলে বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতি হ্রাস পেতে থাকে। সরকারের গতিশীল ও বাস্তবমুখী নীতির ফলে পরিস্থিতি ক্রমশঃ উন্নীত হতে থাকে। ফলে ৬ মে, ২০০২-এ বৈদেশিক স্থিতি দাঁড়ায় ১৫১১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। জুন, ২০০২ নাগাদ পরিস্থিতির উন্নতি হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

সারণী ৬.৪ঃ বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতি

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

অর্থবছর	বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতি
৩০.০৬.১৯৯২	১৬০৮
৩০.০৬.১৯৯৩	২১২১
৩০.০৬.১৯৯৪	২৭৬৫
৩০.০৬.১৯৯৫	৩০৭০
৩০.০৬.১৯৯৬	২০৩৯
৩০.০৬.১৯৯৭	১৭১৯
৩০.০৬.১৯৯৮	১৭৩৯
৩০.০৬.১৯৯৯	১৫২৩
৩০.০৬.২০০০	১৬০২
৩০.০৬.২০০১	১৩০৭
০৬.০৫.২০০২	১৫১১

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক।

৬—

আমদানী পরিস্থিতি

১৯৯৮/৯৯ ও ১৯৯৯/০০ অর্থবছরে মোট আমদানী ব্যয় ছিল যথাক্রমে ৮০১৮ ও ৮৪০৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০০০/০১ অর্থবছরে আমদানী খাতে ব্যয় ১১.৪% বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৯৩৬৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০০১/০২ অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসের (জুলাই-ডিসেম্বর) মোট আমদানী ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ৪২০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়কালে আমদানী ব্যয় ৪৪৮৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে ৬.৪২% কম। পণ্যের শ্রেণীবিন্যাস অনুযায়ী দেখা যায় জুলাই-ডিসেম্বর, ২০০১-এ চাল ও গম খাদ্য উপ-খাতে আমদানী ব্যয় দাঁড়ায় ১০৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। অর্থবছরে একই সময়কালে চাল ও গম খাদ্য উপ-খাতে আমদানী ব্যয় ছিল ১৩৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০০০/০১ অর্থবছরে ফসলখাতে উৎপাদন সন্তোষজনক হওয়ায় চাল উপ-খাতে ২৩.৫% আমদানী ব্যয় হ্রাস পায়। আমদাণী পরিস্থিতি সারণী ৬.৫-এ তুলে ধরা হয়েছে। ২০০১/০২ অর্থ বছরে তৈলবীজ ও ষ্টেপল ফাইবার দ্রব্যের আমদানী ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া অন্যান্য সকল খাতেই আমদানী ব্যয় কম-বেশী হ্রাস পেয়েছে।

সারণী ৬.৫ঃ আমদানী প্রবৃদ্ধি ও আমদানীর শ্রেণীবিন্যাস

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

দ্রব্যসমূহ	১৯৯৮/৯৯	১৯৯৯/০০	২০০০/০১	২০০০/০১ (জুলাই-ডিসেম্বর)	২০০১/০২ (জুলাই-ডিসেম্বর)	শতকরা পরিবর্তন (জুলাই-ডিসেম্বর)
ক) প্রধান প্রাথমিক পণ্যসমূহঃ	**১৪৪৮.০০**	**৯৮০.০০**	**১০৯৮.০০**	৫১০.০	৪৫৪.০	(১০.৯৮)
চাল	৬৮০.০০	১১৫.০০	১৮০.০০	৭৯.০	৫.০	(৯৩.৭)
গম	৩১৭.০০	২৬৬.০০	২০০.০০	৫৭.০	৯৯.০	৭৩.৭
তৈল বীজ	১০০.০০	৯০.০০	৭০.০০	২৬.০	৩২.০	২৩.১
অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম	১১৮.০০	২৩২.০০	২৭৩.০০	১৭১.০	১৫৮.০	(৭.৬)
তূলা	২৩৩.০০	২৭৭.০০	৩৭৫.০০	১৭৭.০	১৬০.০	(৯.৬)
খ) প্রধান শিল্পজাত পণ্যসমূহঃ	**১১০৪.০০**	**১২২৫.০০**	**১৪৩৬.০০**	৬৪১.০	৫৭৬.০	(১০.১৪)
ভোজ্য তৈল	২৮৭.০০	২৫৬.০০	২৩০.০০	১০২.০	১২২.০	১৯.৬
পেট্রোলিয়াম শিল্প সামগ্রী	২৭০.০০	৪০৬.০০	৫৭৫.০০	২৪২.০	২০৫.০	(১৫.৩)
সার	১২০.০০	১৪০.০০	১৩২.০০	৮১.০	৬৩.০	(২২.২)
সিমেন্ট	১০৫.০০	৮০.০০	১৩২.০০	১৯.০	৪.০	(৭৮.৯)
ষ্টেপল ফাইবার	৩৯.০০	৪৩.০০	৪২.০০	২০.০	২২.০	১০.০
সূতা	২৮৩.০০	৩০০.০০	৩২৫.০০	১৭৭.০	১৬০.০	(৯.৬)
গ) মূলধনী দ্রব্যসমূহ	**১৯৬৯.০০**	**২১৩৩.০০**	২৪০০.০০	১১৫৫.০	১১৫৯.০	০.৩
ঘ) অন্যান্য পণ্য (ইপিজেডসহ)	**৩৪৯৭.০০**	**৪০৬৫.০০**	৪৪২৯.০০	২১৮২.০	২০১১.০	(৭.৮৪)
সর্বমোট	**৮০১৮.০০**	**৮৪০৩.০০**	**৯৩৬৩.০০**	**৪৪৮৮.০**	**৪২০০.০**	**(৬.৪২)**
খাদ্যশস্য(চাল ও গম) ব্যতীত	৭০২১.০০	৮০২২.০০	৮৯৮৩.০০	৪৩৫২.০	৪০৯৬.০	(৫.৮৮)

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক। বন্ধনীর মধ্যে সূচক ঋণাত্মক। ২০০১/০২ অর্থবছরের পরিসংখ্যান সাময়িক।

রপ্তানি পরিস্থিতি

৫ বছর মেয়াদী নতুন রপ্তানি নীতি বাস্তবায়নে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে রপ্তানি ক্ষেত্রে গতি সঞ্চারিত হয়। ১৯৯৭/৯৮ অর্থবছরে মোট রপ্তানি আয় দাঁড়ায় ৫১৭২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং প্রবৃদ্ধির হার দাঁড়ায় ১৬.৮%। কিন্তু বন্যার কারণে উৎপাদন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত ও ব্যহত হওয়ায় ১৯৯৮/৯৯ অর্থবছরে ১২.১% বৃদ্ধি লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ২.৯৪% বৃদ্ধি পেয়ে রপ্তানি আয় দাঁড়ায় ৫৩২৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ১৯৯৯/০০ অর্থবছরে পরিস্থিতির উন্নতি হয় এবং রপ্তানি আয় দাঁড়ায় ৫৭৬২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০০০/০১ অর্থবছরে ৬৩১৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে রপ্তানি আয় দাঁড়ায় ৬৪৬৭.৩০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০০১/০২ অর্থবছরে রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা ৭১৭০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু বিশ্বের ঘটনা প্রবাহে ২০০১/০২ অর্থবছরের শুরুতেই বাংলাদেশের রপ্তানিখাত অভাবনীয়ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সরকারের গতিশীল ও বাস্তবমুখী নীতির ফলে পরিস্থিতি ক্রমশঃ উন্নীত হতে থাকে। চলতি বছরে ৯ মাসে (জুলাই-মার্চ, ২০০২) রপ্তানি আয় দাঁড়িয়েছে ৪৪৪৮.৭৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৬.৯৬% কম। পরবর্তী ৩ মাসে রপ্তানি আয়ের পরিস্থিতি ক্রমশঃ আরও উন্নতি হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

রপ্তানি পণ্য শ্রেণীবিন্যাস ভিত্তিক পর্যালোচনা করা হলে দেখা যায়, ২০০১/০২ অর্থবছরের প্রথম নয় মাসে (জুলাই-মার্চ) পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় কেবলমাত্র শাক্-সব্জিখাতে ১৫.৪১%, পাটজাত পণ্যখাতে ৭.৭৯% এবং টেরি টাওয়েল ও স্পেশালাইজড টেক্সটাইল খাতে ৪.৭৪% রপ্তানি আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু তৈরী পোষাক ও নীটওয়ারসহ প্রায় সকল প্রধানখাতের রপ্তানি আয় হ্রাস পায়। সরকারের গৃহীত পদক্ষেপের জন্য রপ্তানির পরিস্থিতি আরও উন্নতি হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। রপ্তানি বাণিজ্যের নীতিমালা ও কলা-কৌশল এবং প্রতিবন্ধকতা তাৎক্ষণিকভাবে দূরীকরণের লক্ষ্যে গঠিত কমিটি/কাউন্সিল/টাস্ক-ফোর্স নিরলস কাজ করে যাচ্ছে।

সারণী ৬.৬ঃ রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ও রপ্তানি পণ্য শ্রেণীর গঠন

বছর	মোট রপ্তানি (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)				মোট রপ্তানির অংশ			প্রবৃদ্ধি		
পণ্য গ্রুপ	৯৯/০০	০০/০১	২০০০/০১ (জুলাই-মার্চ))	২০০১/০২ (জুলাই-মার্চ))	৯৯/০০	২০০০/০১	২০০১/০২ (জুলাই-মার্চ)	৯৯/০০	২০০০/০১	২০০১/০২ (জুলাই-মার্চ))
১। প্রাথমিক পণ্য	**৪৬৯.১৪**	**৪৮৪.৪৫**	**৩৭৮.৪৬**	**২৯০.৩৫**	**৮.১৪**	**৭.৫০**	**৬.৫৩**	**১১.০৮**	**৩.২৬**	**(২৩.২৮)**
তন্মধ্যেঃ										
ক) হিমায়িত খাদ্য	৩৪৩.৮২	৩৬৩.২৩	২৮৩.৫২	২০১.৮০	৫.৯৭	৫.৬২	৪.৫৪	২৫.৩৪	৫.৬৫	(২৮.৮২)
খ) চা	১৭.৬৯	২১.৫৮	২০.৫০	১৫.৮৬	০.৩১	০.৩৩	০.৩৬	(৫৪.১২)	২১.৯৯	(২১.৬৩)
গ) শাকসব্জি	১৪.০০	১২.৭৯	১৩.৬৯	১৫.৮০	০.২৪	০.২০	০.৩৫	(২০.৮১)	(৮.৬৪)	১৫.৪১
ঘ) কাঁচা পাট	৭১.৬২	৬৭.১৮	৪৯.৬৭	৪৬.৮১	১.২৪	১.০৩	১.০৫	(০.১৮)	(৬.২০)	(৬.১৪)
ঙ) অন্যান্য	২২.০১	১৯.৬৭	১১.০৮	১০.০৮	০.৩৮	০.৩০	০.২৩	(২৬.৪৯)	(১০.৬৩)	(৯.০৩)
২। শিল্পজাত পণ্য	**৫২৯২.৮৬**	**৫৯৮২.৮৫**	**৪৪০২.৮৮**	**৪১৫৮.৩৮**	**৯১.৮৬**	**৯২.৫০**	**৯৩.৪৭**	**৭.৯৮**	**১৩.২৫**	**(৫.৫৫)**
তন্মধ্যেঃ										
ক) তৈরী পোষাক	৩০৮২.৫৬	৩৩৬৩.৮৯	২৫১১.৬৫	২৩৭১.১৫	৫৩.৫০	৫২.০১	৫৩.৩০	৩.২৭	৯.১৩	(৫.৬০)
খ) নীটওয়্যার	১২৬৯.২৩	১৪৯৬.২৩	১০৮০.২২	১০৫১.৬৭	২২.০৪	২৩.১৪	২৩.৬৪	২২.৬৪	১৭.৮৩	(২.৬৪)
গ) চামড়া	১৯৫.০৫	২৫৩.৯৩	১৭০.৯৬	১৫২.১৭	৩.৩৯	৩.৯৩	৩.৪২	১৫.৯৩	৩০.১৯	(১৩.৫২)
ঘ) পাটজাত পণ্য	২৬৫.৮৫	২৩০.৩৬	১৬৭.২৪	১৮০.২৫	৪.৬১	৩.৫৬	৪.০৫	(১২.৫১)	(১৩.৩৫)	৭.৭৯
ঙ) সার ও রাসায়নিক দ্রব্য	৯৩.৫৩	৯৭.১৮	৭১.০৬	৪২.৬১	১.৬২	১.৫০	০.৯৫	১৮.০২	৩.৯০	(৪০.০৪)
চ) টেরি টাওয়েল ও স্পেশালাইজড টেক্স	৯৬.০৯	১১৬.৫৭	৮৭.৭১	৯১.৮৭	১.৬৭	১.৮০	২.০৬	২৫.৯০	২১.৩১	৪.৭৪
ছ) জুতা	৫১.৩০	৪৮.১৭	৩৮.১৫	৩৬.৩১	০.৮৯	০.৭৪	০.৮২	১.২৪	(৬.১০)	(৪.৮২)
জ) সিরামিক সামগ্রী	৯.৪৬	১৯.০৭	১৫.৫৭	১৩.০০	০.১৬	০.২৯	০.২৯	(৫.৪০)	১০১.৫৯	(১৬.৫১)
ঝ) প্রকৌশল দ্রব্যাদি	৭.৬৩	২.৮৪	২.৬৭	০.৮১	০.১৩	০.০৪	০.০২	(২৯.৮১)	(৬২.৮৭)	(৬৯.৬৬)
ঞ) পেট্রোলিয়াম উপজাত	১১.৪২	১০.১৬	৭.৭০	৭.৩৫	০.২০	০.১৫	০.১৭	১১৭.৫২	(১১.০৩)	(৪.৫৫)
ট) অন্যান্য	২১০.০৮	৩৪৪.৫	২৪৯.৯৫	২১১.১৯	৩.৬৫	৫.৩৩	৪.৭৫	৪৩.৩৪	(৭১.৯৩)	(১৫.৫১)
মোট রপ্তানি	৫৭৬২.০০	৬৪৬৭.৩০	৪৭৮১.৩৪	৪৪৪৮.৭৩	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	৮.২৩	১২.৪৩	(৬.৯৬)

উৎসঃ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় । বন্ধনীর মধ্যে সূচক ঋণাত্মক। ২০০১/০২ অর্থবছরের পরিসংখ্যান সাময়িক।

অন্যান্য খাত

প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থঃ সারণী ৬.৭-এ ১৯৯১/৯২ থেকে ২০০১/০২ অর্থবছরের মার্চ, ২০০২ পর্যন্ত প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ পরিবেশন করা হয়েছে। ১৯৯১/৯২ অর্থবছরে মোট প্রায় অর্থের পরিমাণ ছিল ৮৪৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ১৯৯৫/৯৬ অর্থবছর পর্যন্ত প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ ৪৩.৫% বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১২১৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ১৯৯৯/০০ অর্থবছর পর্যন্ত প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ ৬০.১% বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১৯৪৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০০০/০১ অর্থবছরে ৬.৮% হ্রাস পেয়ে এর পরিমাণ দাঁড়ায় ১৮৮২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০০১/০২ অর্থবছরে এপ্রিল, ২০০২ পর্যন্ত মোট প্রেরিত অর্থের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২০৪৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। চলতি অর্থবছরে মোট প্রেরিত অর্থের পরিমাণ গত অর্থবছরের তুলনায় ৩০% -এর বেশী হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

সারণী ৬.৭ঃ বছরওয়ারী প্রেরিত অর্থের পরিমাণ

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

অর্থবছর	প্রেরিত অর্থের পরিমাণ
১৯৯১/৯২	৮৪৮
১৯৯২/৯৩	৯৪৪
১৯৯৩/৯৪	১০৮৯
১৯৯৪/৯৫	১১৯৮
১৯৯৫/৯৬	১২১৭
১৯৯৬/৯৭	১৪৭৫
১৯৯৭/৯৮	১৫২৫
১৯৯৮/৯৯	১৭০৬
১৯৯৯/০০	১৯৪৯
২০০০/০১	১৮৮২
২০০১/০২ (এপ্রিল, ২০০২ পর্যন্ত)	২০৪৩

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক।

বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্যঃ সারণী ৬.৮-এ ১৯৯৮/৯৯ থেকে ডিসেম্বর, ২০০১ পর্যন্ত বৈদেশিক লেনদেনের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। ১৯৯৯/০০ অর্থবছরে বাণিজ্য ঘাটতি দাঁড়ায় ২৬৪১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা পূর্ববর্তী অর্থবছর তুলনায় ৫৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার কম। ২০০০/০১ অর্থবছরে বাণিজ্য ঘাটতি দাঁড়ায় ২৮৮৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা পূর্ববর্তী অর্থবছর থেকে ২৪৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বেশী। ১৯৯৮/৯৯ অর্থবছরে চলতি হিসাবের ঘাটতি ছিল ৩৯৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ১৯৯৯/০০ অর্থবছরে ঘাটতির স্থলে উদ্বৃত্ত হয় ২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০০০/০১ অর্থবছরে চলতি হিসাবের ঘাটতি দাঁড়ায় ৮১৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০০১/০২ অর্থবছরের জুলাই-ডিসেম্বর এবং পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের লেন-দেন ভারসাম্যের তুলনা করলে দেখা যায় যে, বর্তমান অর্থবছরের প্রথম ৬ মাসে বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়ায় ১২৭৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০০০/০১ অর্থবছরে এ ঘাটতির পরিমাণ ছিল ১১০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। পক্ষান্তরে, চলতি হিসাবে পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে ১০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঘাটতির তুলনায় বর্তমান অর্থবছরের একই সময়ে ৩৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে উদ্বৃত্ত দাঁড়িয়েছে। ডিসেম্বর, ২০০১ পর্যন্ত রপ্তানি আয়ের প্রবৃদ্ধি ছিল (-) ১১.৪৭% যা মার্চ, ২০০২ পর্যন্ত উন্নীত হয়ে দাঁড়ায় (-) ৬.৯৬%। পরবর্তী ৩ মাস (এপ্রিল-জুন) এ পরিস্থিতি হার আরও উন্নত হবে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। ২০০১/০২ অর্থবছরে প্রবাসী বাংলাদেশীদের মোট প্রেরিত অর্থের পরিমাণ পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় বৃদ্ধি পাবে এবং সামগ্রিক লেন-দেন ভারসাম্য পরিস্থিতির আরও উন্নতি ঘটবে বলে আশা করা হচ্ছে।

সারণী ৬.৮ঃ বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্য

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

উৎস	১৯৯৮/৯৯	১৯৯৯/০০	২০০০/০১	২০০১/০১ (জুলাই-ডিসেঃ)	২০০১/০২ (জুলাই-ডিসেঃ)
বাণিজ্য ভারসাম্য	-২৬৯৪	-২৬৪১	-২৮৮৭	-১১০০	-১২৭৬
রপ্তানী, এফ ও বি (ইপিজেড সহ)[১]	৫৩২৪	৫৭৬২	৬৪৭৬	৩৩৮৮	২৯৯৯
আমদানী, সিআইএফ (ইপিজেড সহ)[২]	-৮০১৮	-৮৪০৩	-৯৩৬৩	-৪৪৮৮	-৪২৭৫
সেবা (নীট)	১৯৮	১৯৪	১৯	১৫	১২১
গ্রহণ	৭০৭	৮৪৯	৭৫৯	৪০৯	৩৮৮
প্রদান	-৫০৯	-৬৫৭	-৭৪০	-৩৯৪	-২৬৭
আয় (নীট)	-১৩৫	-২২১	-২৬৪	-১২০	-১৫০
গ্রহণ	৯১	৯৭	৯৭	৪৮	২৬
প্রদান	-২২৬	-৩১৮	-৩৬১	-১৬৮	-১৭৬
চলতি হস্তান্তর	২২৩৭	২৬৭২	২৩১৬	১১০৫	১৩৪৪
সরকারী[৩]	২৬২	৪৪৩	২১৭	৬৭	১০৩
বেসরকারী	১৯৭৫	২২২৯	২০৯৯	১০৩৮	১২৪১
এর মধ্যে ওয়ার্কার্স প্রেরিত অর্থ	১৭০৬	১৯৪৯	১৮৮২	৯২৮	১১১৭
চলতি হিসাবে ভারসাম্য	-৩৯৪	২	-৮১৬	-১০০	৩৯
মূলধনী হিসাব (নীট)	৩৪৮	২৮৩	২৮৭	১১১	৯
মূলধন হস্তান্তর	৩৪৮	২৮৩	২৮৭	১১১	৯
আর্থিক হিসাব	৪৬৯	৭৬০	৫০৬	২৪১	১০৯
সরাসরি বিনিয়োগ[৪]	১৯৮	১৯৪	১৭৪	১৩০	৩৬
পোর্টফলিও বিনিয়োগ	-৬	০	০	২	-৪
অন্যান্য বিনিয়োগ	২৭৭	৫৬৬	৩৩২	১০৯	৭৭
এমএলটি ঋণ	৮৬৭	৮৪৯	৮৬৫	৪০৩	৫০০
এমএলটি এমোরটাইজেশন পেমেন্ট	-৩৪১	-৩৪৬	-৪১৬	-২১৯	-২১৯
অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদী ঋণ (নীট)	-৩০	১০৪	০	১৪	-১৯
অন্যান্য স্বল্পমেয়াদী ঋণ	-২১৯	৯	-১১৭	-৮৯	-১৮৫
সমন্বয় হিসাব[৫]	-৫৯৪	-৭২০	-৩০৩	-১৬৪	-১১১
সার্বিক ভারসাম্য	-১৭১	৩২৫	-৩২৬	৮৮	৪৬
অর্থায়ন বিষয়াদি	১৭১	-৩২৫	৩২৬	-৮৮	-৪৬
বাংলাদেশ ব্যাংক[৬]	২১৮	-১৬৪	২২৬	৩৬	৪৮
পরিসম্পদ	২০৫	-৭৯	৩০২	৮৬	১
দায়	১৩	-৮৫	-৭৬	-৫০	৪৯
যার মধ্যে তহবিল ক্রয়	১৩৪	০	০	০	০
তহবিল পুনঃক্রয়	-১১১	-৮৫	-৮৬	-৪৫	-২৬
বাণিজ্যিক ব্যাংক (পরিসম্পদ)	-৪৭	-১৬১	১০০	-১২৪	২

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক।

নোট ঃ

১। ইপিবি'র তথ্য অনুযায়ী মোট রপ্তানী পণ্য বাবদ আয় এর সংগে বন্দরে বিদেশী যানবাহন কর্তৃক আহরিত পণ্য ও মেরামত কাজের জন্য ব্যবহৃত পণ্য বাবদ আয় যোগ করা হয়েছে। একইভাবে আমদানী পণ্য ও সেবা বাবদ আমদানী ব্যয় এর সংগে বিদেশী বন্দরে যানবাহন কর্তৃক আহরিত পণ্য ও মেরামত কাজের জন্য ব্যবহৃত পণ্য বাবদ ব্যয় যোগ করা হয়েছে;

২। কারিগরী সাহায্যসহ খাদ্য ও পণ্য অনুদান;

৩। শুধুমাত্র ব্যাংকিং খাত থেকে প্রাপ্ত;

৪। রপ্তানী খাত হতে প্রকৃত প্রাপ্তির অতিরিক্ত জাহাজীকরণের পরিমাণ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে;

৫। এনএফসিডি হিসাবসহ, আর্থিক জরিপ তথ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

কৃষি

বাংলাদেশের অর্থনীতি মূলতঃ কৃষি নির্ভর। কৃষি কার্যক্রমকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে উঠেছে। কৃষি দেশের অর্থনীতিতে একক ভাবে সবচেয়ে বড় খাত। ২০০১/০২ অর্থবছরে জাতীয় দেশজ উৎপাদন বা জিডিপিতে কৃষির বিভিন্ন উপখাতের (ফসল, পশুসম্পদ ও বন) সমন্বিত অবদান শতকরা প্রায় ১৯.২১ ভাগ এবং মৎস্য খাতের অবদান শতকরা প্রায় ৫.৩৮ ভাগ (সারণী ৭.২)। এককভাবে ফসল উপখাতের অবদান জিডিপি'র শতকরা প্রায় ১৪.৪৪ ভাগ। দেশের মোট শ্রমশক্তির শতকরা ৬২.৩ ভাগ কৃষিখাতে নিয়োজিত (বিবিএস লেবার ফোর্স সার্ভে, ১৯৯৯/০০)। দেশের মোট রপ্তানিতে কৃষিজাত পণ্যের (কাঁচা পাট, পাটজাত দ্রব্য ও চা) অবদান শতকরা ৪.৯ ভাগ[৭] (২০০০/০১)। গুরুত্বের দিক দিয়ে নীটওয়্যার ও তৈরী পোশাক (RMG) রপ্তানির পরেই কৃষির অবদান। গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়ন, খাদ্য নিরাপত্তা তথা খাদ্যশস্য উৎপাদনে স্বনির্ভরতা অর্জন, দারিদ্র্য দূরীকরণ ইত্যাদির মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক ও টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নে কৃষি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

জাতীয় কৃষি নীতি

বাংলাদেশের কৃষিকে জীবনধারন পর্যায় থেকে বাণিজ্যিক পর্যায়ে উন্নীত করার লক্ষ্যকে সামনে রেখে ১৯৯৯ সালে 'জাতীয় কৃষিনীতি' প্রণীত হয়। কৃষি উন্নয়নে সার্বিক কার্যাবলী কৃষিনীতির আলোকে বাস্তবায়িত হচ্ছে। কৃষিনীতিতে যে সব বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, তন্মধ্যে ফসল উৎপাদন নীতি, বীজ, সার, ক্ষুদ্র সেচ, সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা, কৃষি যান্ত্রিকীকরণ, কৃষি গবেষণা, কৃষি সম্প্রসারণ, কৃষি বিপণন, ভূমি ব্যবহার, কৃষি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, কৃষি ঋণ, কৃষি উৎপাদনে সরকারী সহায়তা ও আপৎকালীন পরিকল্পনা, খাদ্য পুষ্টি উন্নয়ন, কৃষি ও পরিবেশ সংরক্ষণ, কৃষিতে নারীদের সম্পৃক্তকরণ, সরকারী, এনজিও এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সমন্বয় এবং নির্ভরযোগ্য ডাটা বেইজ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। কৃষিনীতির সফল বাস্তবায়নের জন্য সুষ্ঠু কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ বর্তমানে চূড়ান্ত পর্যায়ে আছে।

কৃষিখাতের প্রবৃদ্ধি

২০০০/০১ অর্থবছরে কৃষিখাতে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৫.৫% (ভিত্তি বছর ১৯৯৫/৯৬=১০০)। এর মধ্যে শস্য উপখাতে প্রবৃদ্ধি ৬.২%, বনসম্পদ উপখাতে প্রবৃদ্ধি ৩.৯% ও পশুসম্পদ উপখাতে প্রবৃদ্ধির হার ২.৮%। উক্ত অর্থবছরে মৎস্যখাতে প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৪.৫%। প্রাক্কলিত সাময়িক হিসাব অনুযায়ী বর্তমান অর্থবছরে (২০০১/০২) কৃষি ও মৎস্য খাতে প্রবৃদ্ধির হার দাঁড়াবে যথাক্রমে ৩.০% ও ২.১%। বিগত বছরগুলোতে কৃষি ও মৎস্য খাতদ্বয়ের প্রবৃদ্ধি সারণী ৭.১-এ দেখানো হল।

সারণী ৭.১ঃ মৎস্য, কৃষি ও কৃষি উপখাতের প্রবৃদ্ধির হার
(ভিত্তি বছর ১৯৯৫/৯৬)

(শতকরা হারে)

খাত/উপ-খাত	৯১/৯২	৯২/৯৩	৯৩/৯৪	৯৪/৯৫	৯৫/৯৬	৯৬/৯৭	৯৭/৯৮	৯৮/৯৯	৯৯/০০	০০/০১	০১/০২ (সাময়িক)
জিডিপি প্রবৃদ্ধি	৫.০৪	৪.৫৭	৪.০৮	৪.৯৩	৪.৬২	৫.৩৯	৫.২৩	৪.৮৭	৫.৯৪	৫.১৬	৪.৮০
১। কৃষি	১.৪	১.৪	- ০.৭	- ১.৯	২.০	৫.৬	১.৬	৩.২	৬.৯	৫.৫	৩.০
(ক) শস্য	১.১	১.০	- ১.৭	- ৩.৪	১.৭	৬.৪	১.১	৩.১	৮.১	৬.২	২.৮
(খ) পশুসম্পদ	২.৩	২.৪	২.৪	২.৫	২.৫	২.৬	২.৬	২.৭	২.৭	২.৮	২.৯
(গ) বনসম্পদ	২.৩	৩.০	২.৮	২.৮	৩.৫	৪.০	৪.৫	৫.২	৪.৯	৪.৯	৪.৯
২। মৎস্যসম্পদ	৮.২	৮.৫	৭.৯	৬.৮	৭.৪	৭.৬	৯.০	১০.০	৮.৯	৪.৫	২.১

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

---

৭ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর পরিসংখ্যান অনুযায়ী।

সারণী ৭.২ঃ জিডিপি-তে কৃষি ও মৎস্য খাতের অবদান
(ভিত্তি বছর ১৯৯৫/৯৬)

(শতকরা হারে)

খাত/উপখাত	৯১/৯২	৯২/৯৩	৯৩/৯৪	৯৪/৯৫	৯৫/৯৬	৯৬/৯৭	৯৭/৯৮	৯৮/৯৯	৯৯/০০	০০/০১	০১/০২ (সাময়িক)
কৃষি	২৩.৯৬	২৩.২৮	২২.২০	২০.৮১	২০.৩২	২০.৩৯	১৯.৬৭	১৯.৩৫	১৯.৪৯	১৯.৫৩	১৯.২১
শস্য	১৮.৩০	১৭.৭১	১৬.৭২	১৫.৪৩	১৫.০৩	১৫.২১	১৪.৫৯	১৪.৩৩	১৪.৫৯	১৪.৭২	১৪.৪৪
	(৭৬.৩৮)	(৭৬.০৯)	(৭৫.৩১)	(৭৪.১৭)	(৭৩.৯৬)	(৭৪.৫৭)	(৭৪.১৫)	(৭৪.০৬)	(৭৪.৮৭)	(৭৫.৩৭)	(৭৫.১৭)
পশুসম্পদ	৩.৬২	৩.৫৬	৩.৪৯	৩.৪২	৩.৩৬	৩.২৭	৩.১৯	৩.১২	৩.০২	২.৯৫	২.৯০
	(১৫.১২)	(১৫.২৭)	(১৫.৭৫)	(১৬.৪৫)	(১৬.৫৩)	(১৬.০৬)	(১৬.২২)	(১৬.১৩)	(১৫.৫০)	(১৫.১০)	(১৫.১০)
বনসম্পদ	২.০৪	২.০১	১.৯৮	১.৯৫	১.৯৩	১.৯১	১.৮৯	১.৯০	১.৮৮	১.৮৬	১.৮৭
	(৮.৫০)	(৮.৬৪)	(৮.৯৪)	(৯.৩৮)	(৯.৫১)	(৯.৩৭)	(৯.৬৩)	(৯.৮১)	(৯.৬৩)	(৯.৫৩)	(৯.৭৩)
মৎস্যসম্পদ	৪.৭৪	৪.৯৩	৫.১০	৫.২১	৫.৩৬	৫.৪৮	৫.৬৭	৫.৯৩	৬.০৯	৫.৫২	৫.৩৮

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

নোটঃ বন্ধনীর ভিতরের সংখ্যা কৃষি খাতে উপ-খাতসমূহের অবদান (%) নির্দেশ করে।

খাদ্যশস্য উৎপাদন

বিগত কয়েক বছরের খাদ্যশস্য উৎপাদন পরিস্হিতি বিশ্লেষণ করলে উৎপাদন ব্যবস্হায় একটি ঊর্ধ্বমুখী ধারা পরিলক্ষিত হয়। নব্বই দশকের প্রারম্ভে অর্থাৎ ১৯৯১-৯২ অর্থ বছরে যেখানে খাদ্যশস্যের (চাল ও গম) উৎপাদন ছিল প্রায় ১৯৩.২ লক্ষ মেঃ টন তা ১৯৯৯-০০ অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়ে ২৪৯.০৭ লক্ষ মেঃ টনে দাঁড়ায়। এ উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ১১.১৯% বেশী। উক্ত বছরে খাদ্য শস্য উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২২৪ লক্ষ মেঃ টন। ২০০০-২০০১ অর্থবছরে খাদ্যশস্য উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয় ২৫৭.০০ লক্ষ (ভূট্টাবাদে) মেঃ টন। তন্মধ্যে আউশ, আমন, বোরো ও গমের উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ছিল যথাক্রমে ২০.০০ লক্ষ মেঃ টন, ১০৫.০০ লক্ষ মেঃ টন, ১১২.০০ লক্ষ মেঃ টন ও ২০.০০ লক্ষ মেঃ টন। চূড়ান্ত হিসাব মোতাবেক ঐ বছর খাদ্যশস্যের মোট উৎপাদন (ভূট্টাবাদে) দাঁড়ায় ২৬৭.৫৭ লক্ষ মেঃ টন। এর মধ্যে আউশ ১৯.১৬ লক্ষ মেঃ টন, আমন ১১২.৫০ লক্ষ মেঃ টন, বোরো ১১৯.২১ লক্ষ মেঃ টন ও গম ১৬.৭০ লক্ষ মেঃ টন (সারণী-৭.৩)। এ উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ৪.১১% এবং পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত উৎপাদনের চেয়ে ৭.৪৩% বেশী। খাদ্যশস্য উৎপাদনে এ সাফল্যের পিছনে অন্যান্যের মধ্যে উন্নত কৃষি ব্যবস্হাপনা, অনুকূল আবহাওয়া, সেচের আওতাধীন এলাকা বৃদ্ধি, জমি তৈরীতে পাওয়ার টিলারের ব্যবহার বৃদ্ধি, পুরাতন উচ্চ ফলনশীল জাত (HYV) এর পরিবর্তে সর্বাধুনিক জাত (Hybrid) ব্যবহার, পোকা মাকড়ের কম আক্রমণ ইত্যাদির অবদান উল্লেখযোগ্য।

চলতি ২০০১-০২ অর্থবছরে খাদ্যশস্যের উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ২৭৯.৩০ লক্ষ মেঃ টন। এর মধ্যে আউশ ১৮.৪০ লক্ষ মেঃ টন, আমন ১১৫.৫০ লক্ষ মেঃ টন, বোরো ১২৬.৯০ লক্ষ মেঃ টন ও গম ১৮.৫০ লক্ষ মেঃ টন। এছাড়াও ভূট্টার উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয় ১.৫০ লক্ষ মেঃ টন। আউশ ও আমন মৌসুম ইতোমধ্যে উত্তীর্ণ হয়েছে। চূড়ান্ত হিসাব মোতাবেক আউশ ও আমনের উৎপাদন হয়েছে যথাক্রমে ১৮.০৮ লক্ষ মেঃ টন ও ১০৭.২৬ লক্ষ মেঃ টন। গম ফসলের আবাদ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে এবং বোরো ফসলের আবাদ প্রায় শেষ পর্যায়ে। এ বছর রোপা আমন কর্তনে বিলম্ব ঘটায় এবং গম আবাদের সময় জমিতে আর্দ্রতা বেশী থাকায় যথাসময়ে বীজ বপন সম্ভব হয়নি। বিলম্বে বীজ বপনের ফলে আমন ফসলের আবাদ কম হয়েছে। তবে, বোরো ফসলের আবাদ বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বোরো আবাদের ধারা ও ফসলের বর্তমান স্বাভাবিক অবস্হা বিরাজমান থাকলে আশা করা যায় এ বছর বোরো ফসলের উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে। এ বছর মোট খাদ্যশস্যের উৎপাদন (ভূট্টা ব্যতীত) দাঁড়াবে প্রায় ২৭০.৬৪ লক্ষ মেঃ টন (সারণী-৭.৩)।

সারণী ৭.৩ঃ খাদ্যশস্য উৎপাদন
(১৯৯১-৯২ থেকে ২০০১-০২ পর্যন্ত)

(লক্ষ মেট্রিক টন)

খাদ্য শস্য	৯১/৯২	৯২/৯৩	৯৩/৯৪	৯৪/৯৫	৯৫/৯৬	৯৬/৯৭	৯৭/৯৮	৯৮/৯৯	৯৯/০০	০০/০১	০১/০২ (প্রাক্কলন)
আউশ	২১.৮	২০.৭	১৮.৫	১৭.৯	১৬.৮	১৮.৭১	১৮.৭৫	১৬.১৭	১৭.৩৪	১৯.১৬	১৮.০৮*
আমন	৯২.৭	৯৬.৮	৯৪.২	৮৫.০	৮৭.৯	৯৫.৫২	৮৮.৫০	৭৭.৩৬	১০৩.০৬	১১২.৫০	১০৭.২৬*
বোরো	৬৮.০	৬৫.৯	৬৭.৭	৬৫.৪	৭২.২০	৭৪.৬০	৮১.৩৭	১০৫.৫২	১১০.২৭	১১৯.২১	১২৬.৮০
মোট চা'ল	**১৮২.৫**	**১৮৩.৪**	**১৮০.৪**	**১৬৮.৩**	**১৭৬.৯**	**১৮৮.৮৩**	**১৮৮.৬২**	**১৯৯.০৫**	**২৩০.৬৭**	**২৫০.৮৭**	২৫২.১৪
গম	১০.৭	১১.৮	১১.৩	১২.৫	১৩.৭	১৪.৫৪	১৮.০২	১৯.০৮	১৮.৪০	১৬.৭০	১৮.৫০
ভূট্টা	-	-	-	-	-	-	-	-	-	১.৪৯	১.৫০
মোট (ভূট্টাসহ)	**১৯৩.২**	**১৯৫.২**	**১৯১.৭**	**১৮০.৮**	**১৯০.৬**	**২০৩.৩৭**	**২০৬.৬৪**	**২১৮.১৩**	**২৪৯.০৭**	**২৬৯.০৬**	**২৭২.১৪**
মোট (ভূট্টাবাদে)	**১৯৩.২**	**১৯৫.২**	**১৯১.৭**	**১৮০.৮**	**১৯০.৬**	**২০৩.৩৭**	**২০৬.৬৪**	**২১৮.১৩**	**২৪৯.০৭**	**২৬৭.৫৭**	**২৭০.৬৪**
(%) পরিবর্তন	(২.৪)	(১.০)	(-১.৮)	(-৫.৭)	(৫.৪)	(৬.৭)	(১.৬)	(৫.৬)	(১৪.২)	(৭.৪)	(১.১)

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

* প্রকৃত উৎপাদন

১৯৯৯ সনে বন্যায় দেশের ১২টি জেলার ১.২৭ লক্ষ হেক্টর জমির ফসল বিনষ্ট হয় যার মধ্যে ১.০৭ লক্ষ হেক্টর জমির আমন ধান অন্তর্ভুক্ত। উৎপাদন আকারে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়ায় ২.৮৮ লক্ষ মেঃ টন-এর মধ্যে ১.০৮ লক্ষ মেঃ টন চাল রয়েছে। অপরদিকে ২০০০ সনে বন্যায় দেশের ১৬টি জেলার ১১৫ টি উপজেলার মধ্যে ৯২ টি উপজেলার ১.৮৪ লক্ষ হেক্টর জমির ফসল বিনষ্ট হয়। উৎপাদন আকারে এ ক্ষতির পরিমাণ ৫.২৯ লক্ষ মেঃ টন , যার মধ্যে ২.৯২ লক্ষ মেঃ টন চাল রয়েছে। ২০০১ সালের বন্যায় দেশের ১৬টি জেলায় ১৩১ টি উপজেলার মধ্যে ৭৯ টি উপজেলার ৪২ হাজার হেক্টর জমির ফসল বিনষ্ট হয়। এর মধ্যে ৫৮ হাজার মেঃ টন চাল রয়েছে (সারণী-৭.৪)।

১৯৯৯ সনের বন্যার ক্ষয়ক্ষতি পুষিয়ে নেয়ার জন্য সরকার কৃষি পুনর্বাসন কর্মসূচীর আওতায় ২ কোটি ৪২ লক্ষ ৪৯ হাজার টাকা অনুদান হিসেবে মঞ্জুরী প্রদান করে। উক্ত পুনর্বাসন কর্মসূচীর বাস্তবায়ন যথাসময়ে শেষ হয়েছে। ২০০০ সালে সংঘটিত বন্যায় ফসলের সার্বিক ক্ষয়ক্ষতি পুষিয়ে নেয়া এবং ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক ভূমিহীন কৃষকের ফসল আবাদে সহায়তার লক্ষ্যে বন্যা পরবর্তী কৃষি পুনর্বাসন কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়নের নিমিত্ত সরকার মোট ২৩ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা অনুদান হিসেবে মঞ্জুরী প্রদান করে। এর মধ্যে রাজস্ব খাত হতে ১১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা এবং উন্নয়ন খাত হতে ১২ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয়। উক্ত কর্মসূচীর বাস্তবায়ন যথাসময়ে শেষ হয়েছে। ২০০১ সালে প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কম হওয়ায় মাত্র ৪১৮০০ হেক্টর জমির ফসল বিনষ্ট হয়েছে।

সারণী -৭.৪ ঃ বন্যায় খাদ্য-শস্যের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ

ক্ষতিগ্রস্ত ফসলের নাম	১৯৯৯			২০০০			২০০১		
	ক্ষতিগ্রস্ত ফসলী জমির পরিমাণ (লক্ষ হেক্টর)	উৎপাদনের ক্ষতির পরিমাণ (লক্ষ মেঃ টন)	ক্ষতির পরিমাণ (কোটি টাকা)	ক্ষতিগ্রস্ত ফসলী জমির পরিমাণ (লক্ষ হেক্টর)	উৎপাদনের ক্ষতির পরিমাণ (লক্ষ মেঃ টন)	ক্ষতির পরিমাণ (কোটি টাকা)	ক্ষতিগ্রস্ত ফসলী জমির পরিমাণ (লক্ষ হেক্টর)	উৎপাদনের ক্ষতির পরিমাণ (লক্ষ মেঃ টন)	ক্ষতির পরিমাণ (কোটি টাকা)
আউশ	০	০.০১	০	০	০	০	০.১০	০.১৫	২০.৪৯
আউশ বীজ তলা	০	০	০	০	০	০	০.০০২	০	০.৪০
বোনা আমন	০.০১	০.০১	১.৫৯	০.০৮	০.০৭	১০.৪৯	০.০৫	০.০৫	৭০.০৫
রোপা আমন	১.০৫	১.৭৯	২৬৯.১৬	১.৪২	২.৮৫	৩৯৮.৮৫	০.১৮	০.৩৮	৫২.৪৭
রোপা আমন বীজতলা	০.০১	০	০.৭৭	০	০	০	০	০	০
মোট ধান (চাল)	১.০৭	১.০৮	২৭১.৫২	১.৫০	২.৯২	৪০৯.৩৪	০.৩৩	০.৫৮	৮০.৪১
পাট, শাকসব্জি, গাছ-গাছরা প্রভৃতি	০.২০	১.০৮	১১২.৯০	০.৩৪	২.৩৬	১৬৫.৪২	০.০৯	০.৪১	৩৯.৪৩
সর্বমোট	১.২৭	২.৮৮	৩৮৪.৪২	১.৮৪	৫.২৯	৫৭৪.৭৬	০.৪২	০.৯৯	১১৯.৮৪

উৎস ঃ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কৃষি মন্ত্রণালয়

খোলাবাজারে খাদ্যশস্যের মূল্য বর্তমানে স্থিতিশীল রয়েছে। চলতি অর্থবছরের প্রথমার্ধে খাদ্যশস্যের বেসরকারী আমদানী বেশ কিছুটা কম হলেও ফেব্রুয়ারী পরবর্তী সময়ে বেসরকারী খাতে আমদানী বৃদ্ধি পেয়েছে। গত অর্থ বছরে বেসরকারীভাবে খাদ্য শস্যের আমদানীর পরিমাণ ছিল ১০.৬৩ লক্ষ মেঃ টন। চলতি অর্থবছরের মার্চ, ২০০২ পর্যন্ত বেসরকারী খাতে খাদ্যশস্যের আমদানীর পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৬.৮০ লক্ষ মেঃ টন (চাল ০.২৬ লক্ষ মেঃ টন ও গম ৬.৫৪ লক্ষ মেঃ টন)।

খাদ্য বাজেট

২০০১/০২ অর্থবছরের খাদ্যশস্য (চাল ও গম) উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ২৭৯.৩০ লক্ষ মেট্রিক টন নির্ধারণ করা হয় যা নীট খাদ্যশস্য উৎপাদন হিসেবে দাঁড়ায় ২৫১.৩৭ লক্ষ মেট্রিক টনে (বীজ, পশুখাদ্য ও অপচয় বাবদ ১০% বাদ দিয়ে)। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী চলতি অর্থবছরে দেশের খাদ্য চাহিদা ২২০.২০ লক্ষ মেট্রিক টন প্রাক্কলন করা হয়। ফলে উক্ত চাহিদার বিপরীতে দেশে খাদ্য উদ্বৃত্তের পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় ৩১.১৭ লক্ষ মেট্রিক টন। ২০০০/০১ অর্থবছরে সরকারী অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহের পরিমাণ ছিল ১০.৮৭ লক্ষ মেঃ টন (চাল ৮.২৩ লক্ষ মেঃ টন ও গম ২.৬৪ লক্ষ মেঃ টন)। চলতি ২০০১/০২ অর্থ বছরে ১০.৫০ লক্ষ মেঃ টন (চাল ৭.০০ লক্ষ মেঃ টন ও গম ৩.৫০ লক্ষ মেঃ টন) খাদ্যশস্য অভ্যন্তরীণভাবে সংগ্রহের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। খাদ্য সাহায্য হিসাবে ২০০০/০১ অর্থ বছরে ৪.৯১ লক্ষ মেঃ টন খাদ্যশস্য আমদানী করা হয়েছে। চলতি ২০০১/০২ অর্থবছরে একই পরিমাণ খাদ্য সাহায্য পাওয়া যাবে বলে আশা করা হচ্ছে। ১৯৮০/৮১ হতে ২০০১/০২ পর্যন্ত বিদেশ হতে খাদ্যশস্য আমদানীর হিসাব পরিশিষ্ট সারণী ২২-এ দেখানো হয়েছে।

কৃষি ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ। কৃষি অর্থনীতির মূল ভিত্তি হওয়ায় দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য কৃষি খাতের উন্নয়নের বিকল্প নাই। সেজন্য কৃষি খাতের উন্নয়নে সরকারের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। কৃষির বিভিন্ন খাত যেমন- গবেষণা, সম্প্রসারণ, শিক্ষা, কৃষি উপকরণ সরবরাহ ইত্যাদির মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে সামগ্রিকভাবে কৃষির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশের কৃষিকে জীবন ধারণ পর্যায় থেকে বাণিজ্যিক পর্যায়ে উন্নীত করার লক্ষ্যকে সামনে রেখে ১৯৯৯ সালে জাতীয় কৃষি নীতি প্রণয়ন করা হয়েছে। কৃষির উন্নয়নে সার্বিক কার্যাবলী জাতীয় কৃষি নীতির আলোকে বাস্তবায়িত হচেছ। কৃষি নীতির সফল বাস্তবায়নের জন্য সুষ্ঠু কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ বর্তমানে চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। কৃষি সম্প্রসারণ ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো হয়েছে এবং নতুন কৃষি সম্প্রসারণ নীতির আলোকে সম্প্রসারণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। কৃষক পর্যায়ে নতুন প্রযুক্তি সম্প্রসারণে সরকারী তৎপরতার পাশাপাশি বেসরকারী উদ্যোক্তা ও বিভিন্ন এনজিও-কে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। ফলশ্রুতিতে মাঠ পর্যায়ে কৃষি সম্প্রসারণ কার্যক্রম আগের তুলনায় অনেক জোরদার ও বেগবান হয়েছে। কীটনাশক ও বালাইনাশকের ব্যবহার সীমিত পর্যায়ে রাখার জন্য সমন্বিত বালাই ব্যবস্হাপনা নীতি চূড়ান্ত করা হয়েছে।

কৃষির উন্নয়নে নতুন নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবনে বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে গবেষণা কার্যক্রমের মান উন্নয়ন ও গবেষকদের দক্ষতা উন্নয়নের উপর জোর দেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলসহ আটটি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে নতুন ও সংশোধিত আইন প্রণয়ন করে জাতীয় কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এতে গবেষণা কার্যক্রমে সমন্বয় বৃদ্ধি পেয়েছে। বিজ্ঞানীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য গবেষণা প্রতিষ্ঠানে বিরাজমান সমস্যাদি সমাধানের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। কৃষি গবেষণা ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক পুনর্বিন্যাসসহ অন্যান্য ব্যবস্থাদি গ্রহণের ফলে গবেষণা ক্ষেত্রে গতিশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। কৃষির উন্নয়নে গঠিত কৃষি কমিশনের প্রতিবেদন বিশেষজ্ঞ কর্তৃক পরীক্ষা করা হচ্ছে, কৃষির সার্বিক উন্নয়নে এগুলো ভবিষ্যতে পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা হবে।

আধুনিক কৃষি ব্যবস্থায় কৃষি উপকরণ যথা- উন্নত বীজ, সার, সেচ ও বালাইনাশক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ সমস্ত উপকরণাদির যথাযথ সরবরাহ ও প্রাপ্যতা সুনিশ্চিত করণের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। কৃষি মন্ত্রণালয়ের মার্কেট মনিটরিং এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেম সার্বক্ষণিক সার পরিস্হিতি পর্যবেক্ষণ করছে। জেলাওয়ারী সরবরাহ ও প্রাপ্যতা নিশ্চিত করার জন্য এক জেলার সার অন্য জেলায় এবং এক থানার সার অন্য থানায় পরিবহনের ক্ষেত্রে কড়াকড়ি আরোপ করা হয়েছে। কৃষক পর্যায়ে সারের প্রাপ্যতা, মূল্য ও ডিলার সম্পর্কিত বিষয়াদি পর্যবেক্ষণের জন্য জেলা সার মনিটরিং কমিটি সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। উন্নত মানের বীজের সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য বীজের উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ ও বিতরণ ব্যবস্থায় সরকারী উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারী খাত ও এনজিওদেরকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। কৃষি ক্ষেত্রে এ সমস্ত ব্যবস্থাদি গ্রহণের সুফল ইতোমধ্যে পাওয়া যাচ্ছে। বাংলাদেশ ১৯৯৯-২০০০ অর্থবছরে প্রথম বারের মত খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। বর্তমান অর্থবছরেও খাদ্যশস্য উৎপাদনের এ ধারা অব্যাহত থাকবে বলে আশা করা যায়।

সেচ

কৃষি উন্নয়নে সেচের পানি গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হিসেবে বিবেচিত। সরকারীভাবে ষাটের দশকের গোড়ার দিকে ক্ষুদ্র প্রকল্পসমূহ (শক্তিচালিত পাম্প, গভীর নলকূপ, অগভীর নলকূপ, ভাসমান পাম্প ইত্যাদি) বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া শুরু করার পর দ্রুত সেচের অধীনে জমির পরিমাণ অর্থাৎ সেচকৃত এলাকা বাড়তে থাকে। অবশ্য সেচযন্ত্রের সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে আনুপাতিক হারে সেচকৃত এলাকার পরিমাণ বাড়ছে না। বিভিন্নভাবে সেচের পানির অপচয় হচ্ছে, ফলে মাঠ পর্যায়ে কৃষি উৎপাদনের জন্য অপরিহার্য এ মূল্যবান উপকরণটি কার্যকর ও.দক্ষভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে না। এ পরিস্থিতি বিবেচনা করে ফসলনীতির আওতায় সেচ ও খামার পর্যায়ে পানি ব্যবস্থাপনার মূল লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। চলতি ২০০১-২০০২ অর্থবছরে দেশের বিভিন্ন এলাকায় মোট ১৭টি প্রকল্প ক্ষুদ্র সেচের উন্নয়নের লক্ষ্যে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রকল্পগুলো হচ্ছে ঃ (১) ক্ষুদ্র সেচ উন্নয়নে জরীপ ও পরিবীক্ষণ প্রকল্প; (২) জাতীয় ক্ষুদ্র সেচ উন্নয়ন প্রকল্প; (৩) ভূ-উপরিস্থ পানি উদ্ভাবনমুখী ব্যবহার প্রকল্প; (৪) ক্ষুদ্র সেচের সুবিধাদি প্রদানের মাধ্যমে পার্বত্য তিনটি জেলায় উন্নয়ন; (৫) খরা ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় সম্পূরক সেচ সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে রোপা আমনের উৎপাদন বৃদ্ধি ইত্যাদি। সার্বিকভাবে এ প্রকল্পগুলোর উদ্দেশ্য হলো ক্ষুদ্র সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন, ভূ-উপরিস্থ পানির যথাযথ ব্যবহার; এলাকার সমন্বিত উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন ও খরা প্রবণ এলাকায় সেচ সুবিধাদি সম্প্রসারণ।

জাতীয় ক্ষুদ্র সেচ শুমারীর ফলাফল মোতাবেক বিগত ১৯৯৮/৯৯ অর্থবছরে দেশে সেচকৃত জমির পরিমাণ ছিল ৪৩ লক্ষ ৫০ হাজার ৫৫৫ হেক্টর (সারণী ৭.৫)। ১৯৯৯-২০০০ অর্থবছরে সেচের আওতাধীন এলাকা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৪৫ লক্ষ ৬ হাজার ৩২৩ হেক্টর। ২০০০-২০০১ অর্থবছরের সেচ শুমারীর ফলাফল এখনও চূড়ান্ত হয়নি। তবে প্রাথমিক জরিপে লক্ষ্য করা যায় যে, উক্ত অর্থ বছরে সার্বিক প্রবৃদ্ধির হার ০.২৩%।

সারণী-৭.৫: সেচকৃত জমির পরিমান

(হেক্টর)

সেচ পদ্ধতি	১৯৯৮/৯৯	১৯৯৯-২০০০	২০০০-২০০১	২০০১-২০০২ (প্রাক্কলিত)
ক) ভূ-উপরিস্থ ঃ				
মেজর ইরিগেশন	৩৬০৭৭৯	৪২২৬৫৬*	৩৫২০০০	৩৬৫৬০০
এল এল পি	৬২৮১৬২	৬৪৫০৫৩	৬৪৭৩০০	৬৫০২০০
দেশীয় পদ্ধতি	২৩২২২৩	২২৪১৭২	২২২০০০	২১০০০০
ক) উপ- মোট	১২,২১,১৬৪	১২,৯১,৮৮১	১২,২১,৩০০	১২২৫৮০০
খ) ভূ-গর্ভস্থ				
ডিটিডব্লিউ	৫০৪২৩০	৫১৭৫৪৮	৫১৯৭৫০	৫৩০৫০০
এস টি ডব্লিউ	২৩৮৪৩২০	২৪৬১২৩৮	২৪৮৮৪৩৫	২৫২০৩৫০
এইচ, টি ডব্লিউ	১০০৪৯৪	৪৬৯০২	৮৬৯০৬	৮৪০০০
এফএমটি ডব্লিউ	২৯৫৫	৪৫১৮	৪৫৮০	৪৮০০
ডিএস এস টি ডব্লিউ	১০২৩৩১	১০৬৬০৮	১০৬৫৭১	১১৫২৫০
ভিডিএসএসটি ডব্লিউ	৩৫০৬১	৭৭৬২৮	৭৮৯৩৮	৮২৫০০
খ) উপ-মোট	৩১২৯৩৯১	৩২,১৪,৪৪২	৩২,৮৫,১৮০	৩৩,৩৭,৪০০
গ) অন্যান্য ক্ষুদ্র সেচ	-	-	-	২০,০০০
মোট সেচ(ক+খ+গ)	৪৩,৫০,৫৫৫	৪৫,০৬,৩২৩	৪৫,১৬,৪৮০	৪৫,৮৩,২০০

উৎস ঃ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কৃষি মন্ত্রণালয়

- পাউবো এর আওতাধীন প্রাক্কলিত সেচকৃত এলাকা।

সার

দেশে ক্রমাগত উন্নতমানের সার ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৯১-৯২ সালে মোট সার ব্যবহারের পরিমাণ ছিল ২২.৮৭ লক্ষ মেঃ টন, ১৯৯৯-২০০০ সালে তা ৪০.৪৯% বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় প্রায় ৩২.১৩ লক্ষ মেট্রিক টনে। ২০০০-২০০১ সালে স্বাভাবিক বৃষ্টিপাত ও অনুকূল আবহাওয়ার কারণে আগের বছরের চেয়ে মোট সারের ব্যবহার কমে ৩০.০০ লক্ষ মে. টনে দাঁড়ায়। ইউরিয়া সার ১৯৯১-৯২ সালে ব্যবহার হয় ১৫.৩৩ লক্ষ মেট্রিক টন, ১৯৯৯-২০০০ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ২১.৫১ লক্ষ মে. টনে। তবে পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত, গুটি ইউরিয়া ও ডিএপি সার ব্যবহারের ফলে ২০০০-২০০১ সালে ইউরিয়ার ব্যবহার কিছুটা কমে ২১.২১ লক্ষ মে. টনে দাঁড়িয়েছে। অপরদিকে,ফসফেটিক সারের (টিএসপি, ডিএপি ও এসএসপি) ব্যবহার ১৯৯৯-২০০০ সালের তুলনায় ২০০০-২০০১ সালে ৩.৭১% বৃদ্ধি পেয়েছে (সারণী- ৭.৬)।

কৃষি মন্ত্রণালয়স্থ মার্কেট মনিটরিং এন্ড ইনফরমেশন সিষ্টেম (এমএমআইএস) নিয়মিত সার পরিস্থিতি মনিটর করছে। জেলাওয়ারী নিরূপিত চাহিদা মোতাবেক ইউরিয়া সারের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করার জন্য নির্দিষ্ট জেলা/ উপজেলার বাইরে পরিবহনের ক্ষেত্রে বিধি নিষেধ আরোপিত আছে, তবে গুটি ইউরিয়ার ক্ষেত্রে কোন বাধা নিষেধ নেই। জেলা পর্যায়ে গঠিত জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটি কর্তৃক সরবরাহ, মজুদ, প্রাপ্যতা, মূল্য এবং সার ডিলারের কার্যক্রম মনিটরিং, ডিলারশীপ উপজেলা ভিত্তিককরণ এবং কেন্দ্রীয়ভাবে জাতীয় কমিটির মাধ্যমে মনিটরিং ব্যবস্থা গড়ে তোলায় সার বিতরণ পূর্বের তুলনায় সুষম, গড় মূল্য পরিস্থিতি কৃষকদের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে সীমিত এবং চোরাচালান নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। পিক সিজনে যাতে দুস্প্রাপ্যতার দরুন কোন সংকট সৃষ্টি না হয় সে লক্ষ্যে বাংলাদেশ ক্যামিকেল ইন্ডাষ্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি)'র মাধ্যমে সার বাফার মজুদ করার ব্যবস্থা অব্যাহত আছে।

ইউরিয়া সারের অপচয় হ্রাস, ৩০-৩৫% ইউরিয়া সার সাশ্রয়, ২০-২৫% ফলন বৃদ্ধি এবং গ্রামাঞ্চলে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিকল্পে বেসরকারী খাতে গুটি/মেগা গুটি ইউরিয়া সার (ইউরিয়া সুপার/ মেগা গ্রেনুলস) উৎপাদন ও বাজারজাত করা হচেছ। গুটি ইউরিয়া তৈরীর মেশিনের সংখ্যা ১৯৯৬-৯৭ সালে ছিল মাত্র ২টি। উক্ত সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ২০০১-২০০২ সালের নভেম্বর পর্যন্ত ৫১টি জেলায় ৭১০টিতে (৬২১টি সুপার গ্রেনুলস ও ৮৯টি মেগা গ্রেনুলস) দাঁড়িয়েছে। ২০০১-২০০২ সালে মোট ৬.০০ লক্ষ হেক্টর ধানের জমিতে (আমন ৫৫,০০০ হেক্টর, বোরো ৫,১৫,০০০ হেক্টর এবং আউশ ৩০,০০০ হেক্টর) গুটি ইউরিয়া সার ব্যবহারের পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নার্থে আমন, বোরো ও আউশ মৌসুমে ১.০ (এক) লক্ষ মে.টন ইউরিয়া সার বিশেষ বরাদ্দ দেয়া হচেছ। সার ব্যবহার সুষম করার লক্ষ্যে মিশ্র সার ব্যবহার উৎসাহিত করা হচেছ। বিসিআইসির চট্রগ্রামস্থ টিএসপি কমপ্লেক্সসহ বেসরকারীখাতে দিনাজপুরে নর্দার্ন এগ্রো-সার্ভিস এবং নারায়নগঞ্জে আফতাব ফার্টিলাইজারস এন্ড কেমিক্যালস কর্তৃক এনপিকেএস সার স্থানীয়ভাবে উৎপাদন ও বাজারজাত করার ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে। তাছাড়া বেসরকারী খাতে এনপিকেএস সার আমদানী ও বাজারজাতও করা হচেছ।

কৃষকদের স্বার্থে এসএসপি সার আমদানী নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অধিক পুষ্টিমান সম্পন্ন ডিএপি, টিএসপি ও পটাশ সারের আমদানী বৃদ্ধি ও এ সকল সার ব্যবহারে কৃষকদের উদ্বুদ্ধকরণের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। ভেজাল/নকল/নিম্নমানের সার নিয়ন্ত্রণ ও সারের গুণগতমান রক্ষার্থে সার (নিয়ন্ত্রণ) আদেশ, ১৯৯৯ অনুযায়ী ব্যবস্থা গৃহীত হচেছ। বেসরকারী খাতে সকল প্রকার আমদানীকৃত সারের ক্ষেত্রে পোষ্ট ল্যান্ডিং ইন্সপেকশন কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে।

সারণী ৭.৬ ঃ রাসায়নিক সারের ব্যবহার

(' ০০০ ' মেট্রিক টন)

ব্যবহৃত সার	৯১/৯২	৯২/৯৩	৯৩/৯৪	৯৪/৯৫	৯৫/৯৬	৯৬/৯৭	৯৭/৯৮	৯৮/৯৯	৯৯/২০০০	২০০০/০১
ইউরিয়া	১৫৩৩.৫	১৫৮৭.৪	১৫৭৯.০	১৭৪৮.৫	২০৪৫.৫	২১৪১.০	১৮৬৭.০	১৯০২.০	২১৫১.১	২১২১.০
টিএসপি	৪৫৬.৭	৪০৭.০	২৩৪.২	১২২.৯	১১১.১	৭২.৬	৬২.৪	১৭০.২৫	২৫৯.৩	৩৯৯.৫
ডিএপি	০	২.০	২৮.৭	১.৮	০.	০	৬.৮	৩৮.৬৩	১০৯.২	৯০.১
এমপি	১৩৭.১	১২৬.১	১০৩.৯	১৫৪.২	১৫৫.৯	২১৯.৩	১৯৩.৫	২১০.৭৫	২৩৯.৫	১২৩.৮
এসএসপি	৩৬.২	১১৯.৮	১৭০.৬	৫৩৩.৫	৫৯৬.৯	৫২৫.৩	৪৭৩.৩	৩৬২.৩৭	২৩৭.২	১৩৮.৬
এনপিকেএস	০	০	০	০	০	০	০	০	০	১০.২
এএস	৪.৮	৫.০	১০.০	২.৫	৮.৭	১১.৭	৯.৭	১২.৪২	২৬.০	১২.০
জিংক	৩.৮	০.৭	৫.২	০	১.০	১.২	০.৭	০.৩	১.২	৩.০
জিপসাম	১১৫.৩	১০৮.২	৮৬.১	৭৭.২	১০৩.৬	৮৬.৬	১১৩.৪	১২৮.২২	১৮৯.৪	১০২.৩
অন্যান্য	০	০	০.১	০	০	০	০	০	০	০
মোট	২২৮৭.৪	২৩১৬.২	২২১৭.৮	২৬৪০.৬	৩০২২.৭	৩০৫৭.৭	২৭২৬.৮	২৮২৪.৯	৩২১২.৯	৩০০০.৫

উৎস ঃ কৃষি মন্ত্রণালয়।

কৃষি ঋণ

কৃষির আধুনিকায়ন, বহুমুখীকরণ এবং সার্বিক উন্নয়নে কৃষি ঋণের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ । বিগত ১৯৯১/৯২ অর্থবছরে কৃষি ঋণ বিতরণের পরিমাণ ছিল ৭৯৪.৫৯ কোটি টাকা, কিন্তু ২০০০-২০০১ অর্থ বছরে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৩০১৯.৬৭ কোটি টাকায়। বর্তমান ২০০১-২০০২ অর্থ বছরে (মার্চ,২০০২ পর্যন্ত) ২০৬৩.৩৪ কোটি টাকা কৃষি ঋণ বিতরণ করা হয়। ১৯৯১/৯২ হতে ২০০১/০২ (মার্চ, ২০০২ পর্যন্ত) কৃষি ঋণ বিতরণের সার্বিক অবস্থা সারণী ৭.৭-এ দেয়া হল (পূর্ববর্তী বছরসমূহের কৃষি ঋণ পরিশিষ্ট সারণী ২৩ দ্রষ্টব্য)।

সারণী ৭.৭ঃ কৃষি ঋণ বিতরণ, আদায় ও স্থিতি

(কোটি টাকায়)

অর্থবছর	লক্ষ্যমাত্রা	ঋণ বিতরণ	ঋণ আদায়	বকেয়া
১৯৯১/৯২	১৩২২.১০	৭৯৪.৫৯	৬৬২.১১	৫৩৬৯.৫৬
১৯৯২/৯৩	১৪৭৪.৪১	৮৪১.৮৫	৮৬৯.২৩	৫৬৯২.৮৪
১৯৯৩/৯৪	১৬৪৩.০৮	১১০০.৭৯	৯৭৯.১২	৬২২২.০০
১৯৯৪/৯৫	২১৬১.৭২	১৬০৫.৪৪	১১২৪.১১	৭০৪৫.২২
১৯৯৫/৯৬	২৪৩৪.২৭	১৬৩৫.৮১	১৩৪০.০২	৭৭৬৯.০৭
১৯৯৬/৯৭	২৩৯৪.২২	১৬৭২.৪৩	১৬৪৬.৩৮	৮২৫৬.০০
১৯৯৭/৯৮	২৫২৫.৮৩	১৮১৪.৫৩	১৭৭৯.২৯	৮৫১৫.০৪
১৯৯৮/৯৯	৩২৭০.০১	৩২৪৫.৩৬	২০৩৯.৬৫	৯৭০২.৫১
১৯৯৯/০০	৩৩৩১.০০	২৮৫১.২৯	২৯৯৬.২৯	১০৬৪৮.৯০
২০০০/০১	৩২৬৫.৯২	৩০১৯.৬৭	২৮৭৭.৮৭	১১১৩৭.২৬
২০০১/০২	৩৩২৬.৬৪	২০৬৩.৩৪*	২১২২.৩৪*	১১৩৯৬.৮০*

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক।

*মার্চ, ২০০২ পর্যন্ত

কৃষিখাতে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর (এডিপি) আওতায় বরাদ্দ

চলতি ২০০১-২০০২ অর্থবছরে এডিপি'তে কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রকল্পসমূহের অনুকূলে মোট বরাদ্দ প্রদান করা হয় ৫০৪.২৬ কোটি টাকা। এর মধ্যে জিওবি বরাদ্দ ৩২৫.৯৫ কোটি টাকা (৬৫ শতাংশ) এবং প্রকল্প সাহায্য ১৭৮.৩১ কোটি টাকা (৩৫ শতাংশ)। ফেব্রুয়ারী, ২০০২ পর্যন্ত সময়ে মোট ২২৩.১১ কোটি টাকা ব্যয়ে হয়েছে যা মোট বরাদ্দের ৪৪ শতাংশ।

মৎস্য সম্পদ

মৎস্য দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে একটি সম্ভাবনাময় খাত হিসেবে বিবেচিত। দেশে আমিষের চাহিদা পূরণ, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন ও গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিপূর্বক দারিদ্র্য বিমোচনের মাধ্যমে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে মৎস্য খাতের অবদান উল্লেখযোগ্য। এ সেক্টরের সাথে সার্বক্ষণিকভাবে প্রায় ১২ লক্ষ এবং খণ্ডকালীন ১ কোটি ২০ লক্ষ মানুষ সম্পৃক্ত থেকে তাদের জীবিকা নির্বাহ করে। দেশের অভ্যন্তরীণ মুক্ত ও বদ্ধ জলাশয়ের পরিমাণ প্রায় ৪৪.০৯ লক্ষ হেক্টর। এর মধ্যে অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ের পরিমাণ প্রায় ৪০.৪৮ লক্ষ হেক্টর যা মোট জলাশয়ের প্রায় ৯১.৮%। বাকী প্রায় ৮.২% বদ্ধ জলাশয়। ২০০০/০১ অর্থবছরে দেশের মোট মৎস্য উৎপাদনের পরিমাণ ১৭.৪৪ লক্ষ মেট্রিক টন। এর মধ্যে অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়, অভ্যন্তরীণ বদ্ধ জলাশয় ও সামুদ্রিক জলাশয় হতে যথাক্রমে ৬.৯৪ লক্ষ মেট্রিক টন, ৬.৯৭ লক্ষ মেট্রিক টন ও ৩.৫৪ লক্ষ মেট্রিক টন মৎস্য উৎপাদিত হয়েছে। আমাদের দৈনন্দিন খাদ্যে প্রাণীজ আমিষের প্রায় ৬০ শতাংশ আসে মাছ থেকে। বর্তমানে দৈনিক মাথাপিছু মাছ সরবরাহের পরিমাণ প্রায় ২৮ গ্রাম, যেখানে প্রয়োজন কমপক্ষে ৩৫ গ্রাম। জাতীয় আয়ের প্রায় ৫.৩% এবং দেশের রপ্তানি আয়ের প্রায় ৬% আসে মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি থেকে। ১৯৯৯/০০ অর্থবছরে ৩৪,১৩৪ মেট্রিক টন মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি করে ১,৭৮১.৩২ কোটি টাকা আয় হয়েছে। ২০০০/০১ অর্থবছরে ৩৮,৯৮৮ মেট্রিক টন মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি করে ২,০৩২.৭৫ কোটি টাকা আয় হয়েছে।

বর্তমানে কৃত্রিম উপায়ে পোনা উৎপাদন ও মাছ চাষের উন্নত প্রযুক্তি বেসরকারী পর্যায়ে হস্তান্তরের ফলশ্রুতিতে দীঘি-পুকুর তথা বদ্ধ জলাশয়ে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে। মূলতঃ দেশে এখন ব্যক্তিমালিকানাধীন খামার ও হ্যাচারী দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এতে মাছের উৎপাদন যেমন বাড়ছে, তেমনি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক উন্নতি সাধিত হচ্ছে এবং বেকার যুবকদের কর্মসংস্থান হচ্ছে। বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচীর সহায়তায় কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর আওতায় প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে সরকারী জলাশয় সংস্কার ও উন্নয়ন হচ্ছে। বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ এলাকায় সমন্বিত মৎস্য চাষ উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। চিংড়ির চাষ সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে অবকাঠামো নির্মাণ, হ্যাচারী স্থাপন ও প্রশিক্ষণ প্রদানের কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। চিংড়ি আহরণের পর চিংড়ির গুণগত মান বজায় রাখার লক্ষ্যে ২০টি চিংড়ি অবতরণ কেন্দ্র ও সার্ভিস সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। ১৯৯৯ সালের হিসাব অনুযায়ী সরকারী পর্যায়ে ১৪১টি এবং বেসরকারী পর্যায়ে ৬৪০টিসহ সর্বমোট ৭৮১টি মৎস্য হ্যাচারী ও খামার রয়েছে। এছাড়া বেসরকারী পর্যায়ে প্রায় ১,৭০০টি মৎস্য খামার আছে। বেসরকারী খামার ও হ্যাচারী হতে ২০০০-০১ অর্থবছরে ৫০৬ কোটি পোনা (প্রায় ২৬,৬০০ কেজি রেণু) উৎপাদিত হয়েছে এবং প্রাকৃতিক উৎস থেকে একই অর্থবছরে প্রাপ্ত রেণু পোনার পরিমাণ প্রায় ২,৭০০ কেজি এবং ২০০১-০২ অর্থবছরে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত প্রায় ২,৫০০ কেজি।

২০০১-০২ অর্থবছরে এডিপি'র মাধ্যমে ২৬টি বিনিয়োগ ও ৫টি কারিগরী প্রকল্পের সংস্থান রাখা হয়েছে। এ ৩১টি প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য মোট ২০২.২০ কোটি টাকা (৪০.৫০ কোটি টাকা স্থানীয় মুদ্রা এবং ১৬১.৭০ কোটি টাকা প্রকল্প সাহায্য) বরাদ্দ রাখা হয়েছে। তন্মধ্যে ফেব্রুয়ারী, ২০০২ পর্যন্ত মোট ৪৫.৬১ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ প্রায় ২৩% অগ্রগতি হয়েছে। ১৯৯৪-৯৫ অর্থবছর হতে ২০০১-০২ অর্থবছর পর্যন্ত মৎস্য উৎপাদনের বিবরণ সারণী ৭.৮ -এ দেয়া হ'ল।

সারণী ৭.৮ঃ মাছের উৎপাদন
(১৯৯৪/৯৫ - ২০০১/০২)

(লক্ষ মেট্রিক টন)

জলাশয়ের বিবরণ	আয়তন (লক্ষ হেঃ)	৯৪/৯৫	৯৫/৯৬	৯৬/৯৭	৯৭/৯৮	৯৮/৯৯	১৯৯৯/০০	২০০০-০১	২০০১-০২ (প্রজেকটেড)
১। অভ্যন্তরীণ জলাশয়ঃ									
(ক) মুক্ত জলাশয়									
নদী ও নদী মোহনা	১০.৩২	১.৫৩	১.৬৬	১.৬০	১.৫৭	১.৫১	১.৬৭	১.৬০	১.৬৫
সুন্দর বন	-	.০৭	.০৭	.০৯	.০৭	০.১১	০.০৯	০.১২	০.১৩
বিল	১.১৪	.৫৮	.৬১	.৬৩	.৬৮	০.৭০	০.৮২	০.৭৪	০.৮০
কাপ্তাই লেক	.৬৯	.০৬	.০৬	.০৬	.০৬	০.০৭	০.১০	০.০৭	০.০৮
প্লাবন ভূমি	২৮.৩৩	৩.৬৮	৩.৬৯	৩.৬২	৩.৭৮	৪.১০	৩.৮৯	৪.৪০	৪.৫০
মোট মুক্ত জলাশয়	৪০.৪৮	৫.৯২	৬.০৯	৬.০০	৬.১৬	৬.৪৯	৬.৫৮	৬.৯৪	৭.১৬
(খ) বদ্ধ জলাশয়									
পুকুর	২.১৫	২.৬৭	৩.০৮	৪.০৪	৪.৮৩	৫.০০	৫.৩৭	৬.০০	৬.৫০
বাওড়	.০৫	.০২	.০৩	.০৩	.০৩	০.০৪	০.০৫	০.০৪	০.০৫
চিংড়ি খামার	১.৪১	.৪৭	.৬৮	.৭৯	.৮৮	০.৯০	২.৩৬	০.৯৩	১.০০
মোট বদ্ধ জলাশয়	৩.৬২	৩.১৬	৩.৭৯	৪.৮৬	৫.৭৫	৫.৯৪	৭.৭৮	৬.৯৭	৭.৫৪
মোট অভ্যন্তরীণ	৪৪.০৯	৯.০৮	৯.৮৮	১০.৮৬	১১.৯১	১২.৪৩	১৪.৩৬	১৩.৯০	১৪.৭১
২। সামুদ্রিক জলাশয়ঃ									
ক) বাণিজ্যিক ভিত্তিতে	.৪৮	.১২	.১২	.১৪	.১৫	০.১৬	০.৪৫	০.২৪	০.৩০
খ) আর্টিসনাল ভিত্তিতে	ব.ন.ম	২.৫৩	২.৫৮	২.৬১	২.৫৮	২.৯৪	২.৪৩	৩.৩০	৩.৫০
মোট সামুদ্রিক		২.৬৫	২.৭০	২.৭৫	২.৭৩	৩.১০	৩.২৮	৩.৫৪	৩.৮০
দেশের মোট মৎস্য উৎপাদন		১১.৭৩	১২.৫৮	১৩.৬০	১৪.৬৪	১৫.৫২	১৭.৬৩	১৭.৪৪	১৮.৫১

উৎসঃ মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়।

পশু সম্পদ

কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিতে পশু সম্পদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান এবং দারিদ্র্য বিমোচনে পশুসম্পদ খাত বর্তমানে অন্যতম যুৎসই মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে পশুজাত দ্রব্য, যেমন- চামড়া, পালক, পশম ও হাড় ইত্যাদির ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। ২০০০-০১ অর্থবছরে মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) এ খাতের অবদান ২.৯৫% এবং কৃষি খাতে অবদান ১৫.১০%। যান্ত্রিক চাষাবাদের পাশাপাশি দেশের শতকরা ৯৫ ভাগ ভূমিকর্ষণ

বলদের সাহায্যে করা হয়ে থাকে। দেশে শতকরা প্রায় ২৫ ভাগ জনগোষ্ঠী সরাসরি ও শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ আংশিকভাবে পশু সম্পদের উপর নির্ভরশীল। বেসরকারীখাত ও এনজিওসমূহ সংশ্লিষ্টকরণের ফলে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে এ খাতের ভূমিকা প্রশংসনীয়। পশুসম্পদ অধিদপ্তরের এক তথ্যে দেখা যায় যে, গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগীর জাত উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়নের ফলে গত বছর পর্যন্ত বেসরকারী মালিকানায় ছোট বড় প্রায় ৩৫ হাজার দুগ্ধ খামার ও ১ লক্ষ ২৯ হাজার হাঁস-মুরগীর খামার গড়ে উঠেছে। দেশে পশুসম্পদের ব্যাপক ঘাটতি হিসেবে রোগ-ব্যাধি, নিম্নজাতের পশু, পশু খাদ্য ও গোচারণ ভূমির প্রকট অভাব ইত্যাদি ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে। দেশে পশু চিকিৎসকের অভাব নিরসনকল্পে সরকার ইতোমধ্যে চট্টগ্রাম, সিলেট, বরিশাল ও দিনাজপুরে চারটি ভেটেরিনারী কলেজ চালু করেছে। ৪টি কলেজের মধ্যে সিলেট ও চট্টগ্রাম ভেটেরিনারী কলেজ হতে এ বছরই গ্র্যাজুয়েট বের হবে।

মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী ১৯৯১/৯২ অর্থবছরে গবাদি পশু এবং হাঁস-মুরগীর সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৪.১৯ কোটি এবং ১১.০৫ কোটি। ১৯৯৮/৯৯ অর্থছরে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগীর সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৬.০৮ কোটি ও ১৫.৯০ কোটি। ১৯৯৯/০০ অর্থবছরে এ সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় যথাক্রমে ৬.২৯ কোটি ও ১৬.৬৭ কোটি। ২০০০-০১ অর্থবছরে এ ধারা অব্যাহত ছিল। এ বছর উক্ত সংখ্যা দাঁড়ায় যথাক্রমে ৬.৩৯ কোটি ও ১৭.৭৭ কোটি । ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরে হাঁস-মুরগীর মোট ডিমের উৎপাদন ছিল ৩ শত ৭৯ কোটি। ২০০০-০১ অর্থবছরে এ সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৪ শত ২ কোটি। ২০০১-০২ অর্থবছরে (ডিসেম্বর, ২০০১ পর্যন্ত) ডিমের উৎপাদন দাঁড়ায় প্রায় ১ শত ৬৫ কোটি। ১৯৯১/৯২ অর্থবছরে দুধ এবং মাংসের উৎপাদন যথাক্রমে ১৩.৫২ লক্ষ মেট্রিক টন এবং ৪.৬০ লক্ষ মেট্রিক টন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৯/০০ অর্থবছরে যথাক্রমে ১৭ লক্ষ মেট্রিক টন এবং ৭ লক্ষ মেট্রিক টনে দাঁড়িয়েছে। ২০০০-০১ অর্থবছরে এ সংখ্যা দাঁড়ায় যথাক্রমে ১৭.৪০ লক্ষ মেট্রিক টন ও ৭.৩০ লক্ষ মেট্রিক টন। ২০০১-০২ অর্থবছরে (ডিসেম্বর, ২০০১ পর্যন্ত) দুধ ও মাংসের উৎপাদন দাঁড়ায় যথাক্রমে ৭.৬৪ লক্ষ মেট্রিক টন ও ৩.৮২ লক্ষ মেট্রিক টন।

সরকার পশু সম্পদ উন্নয়নে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর মাধ্যমে দেশে ব্যাপক গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগীর খামার স্থাপন করছে। উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে আত্ম-কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্প, পোল্ট্রি সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট, হ্যাচারীসহ আঞ্চলিক হাঁস প্রজনন খামার স্থাপন প্রকল্প, পশুপাখির রোগ প্রতিরোধের জন্য টিকা উৎপাদন প্রকল্প, জাতীয় পশুসম্পদ উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রকল্প, অংশীদারিত্বমূলক পশু সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন করছে।

২০০০-০১ এবং ২০০১-০২ অর্থবছরে পশুসম্পদ অধিদপ্তরে বাস্তবায়নাধীন ২টি কারিগরি সহায়তা প্রকল্পসহ মোট ১৮টি প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। উক্ত প্রকল্পসমূহের অনুকূলে ২০০০-০১ সালের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে ১০৮.৬৪ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয় এবং উক্ত বছরে ব্যয় ছিল ৯৬.৯২ কোটি টাকা। বর্তমান অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে মোট ১২২.৭৪ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এর মধ্যে ফেব্রুয়ারী, ২০০২ পর্যন্ত মোট ৪৬.৫৮ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে যা মোট বরাদ্দের ৩৭.৯৫%।

বন সম্পদ

দেশের বন সম্পদ জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন ছাড়াও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বিশেষ অবদান রাখছে। ২০০১/০২ অর্থবছরে প্রাক্কলিত সাময়িক হিসাবে মোট দেশজ উৎপাদনে বন সম্পদের অবদান দাঁড়াবে ১.৮৭%। কৃষিখাতে এর অবদান ৯.৭৩%। এ খাতে বর্তমানে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ৪.৯১% (১৯৯৫/৯৬ জিডিপি'র স্থির মূল্যে)। দেশের মোট বন ভূমির পরিমাণ ২৫ লক্ষ হেক্টর যা বাংলাদেশের মোট ভূ-খণ্ডের প্রায় ১৭%। মোট বনাঞ্চলের মধ্যে মাত্র ৪৫% এলাকায় গাছপালা রয়েছে। দেশের মোট জনশক্তির শতকরা ২ ভাগ এ খাতে নিয়োজিত রয়েছে। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা বৃদ্ধি, বনাঞ্চলে অবৈধ প্রবেশ ও জ্বালানীর উদ্দেশ্যে ব্যাপক গাছপালা নিধন ইত্যাদি কারণে পরিবেশের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে।

দেশে ব্যাপক বনায়ন ও বন সংরক্ষণ, বন সম্পদের ঘাটতি পূরণ, কাষ্ঠভিত্তিক শিল্প কারখানার কাঁচামাল সরবরাহ নিশ্চিতকরণ, জীব বৈচিত্র পরিবেশ ও বন্য প্রাণী সংরক্ষণ ও উন্নয়ন তথা সার্বিক বন উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার এক ব্যাপক কর্মসূচী হাতে নিয়েছে। এ লক্ষ্যে ২০ বছর ব্যাপী (১৯৯৫-২০১৫) বন মহাপরিকল্পনা অনুমোদিত হয়েছে। বন মহাপরিকল্পনার তিনটি মূল অঙ্গ, যথা- উৎপাদনমুখী, অংশীদারিত্বমূলক এবং প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধাদির জোরদারকরণ কর্মসূচী। উক্ত পরিকল্পনার আওতায় ২০০১-০২ অর্থবছরের জন্য গৃহীত নীতিমালাসমূহ বাস্তবায়নে বন অধিদপ্তর যে সব কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে তম্মধ্যে নিঃশেষিত পাহাড় এবং খাস জমিতে বনের আনুভূমিক বিস্তার ঘটানো; গ্রামীণ এলাকায় ব্যক্তিমালিকানাধীন পতিত ও প্রান্তিক জমিতে জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে ব্যাপকভাবে বৃক্ষ রোপণ; সরকারী মালিকানাধীন প্রান্তিক ভূমি, যথা- সড়ক, রেলপথ ও সকল প্রকারের বাঁধের পাশে জনগণের মাধ্যমে ব্যাপক বনায়ন কর্মসূচী গ্রহণ; বনায়ন ও বন সম্পদ সংরক্ষণে জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারী/বেসরকারী গণমাধ্যমে প্রচারণা ও প্রশিক্ষণ প্রদান; প্রাকৃতিক পরিবেশ, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও চিত্ত বিনোদনে বনাঞ্চলের অবদান জনগণকে অবহিতকরণ; এবং জীববৈচিত্র সংরক্ষণে বিশেষ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। ১৯৯১/৯২ হতে ২০০১-০২ পর্যন্ত বনায়ন কর্মসূচীর লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতির বিস্তারিত তথ্য সারণী ৭.৯-এ দেয়া হল।

সারণী ৭.৯ঃ বনায়ন কর্মসূচীর লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি

অর্থবছর	ইন্ডাষ্ট্রীয়াল বন বাগান সৃজন (হেক্টর) ('০০০)		ম্যানগ্রোভ বন বাগান সৃজন (হেক্টর) ('০০০)		উডলট বাগান সৃজন (হেক্টর) ('০০০)		কৃষি বন বাগান সৃজন (হেক্টর) ('০০০)		পাউবো বাঁধের বাইরের,খালি জায়গায় বনায়ন (হেক্টর) ('০০০)		রাস্তা, বাঁধ, সড়ক এবং রেল লাইনের ধারে বনায়ন (কিঃ মিঃ) ('০০০)		প্রতিষ্ঠান বনায়ন (লক্ষ)		বিক্রয় ও বিতরণের জন্য চারা উত্তোলন (লক্ষ)		পার্বত্য চট্ট গ্রামের অশ্রেণী-ভূক্ত বনাঞ্চলে বনায়ন (হেক্টর) ('০০০)		বাঁশ, বেত ও মূর্তা,বাগান সৃজন (হেক্টর) ('০০০)	
	লক্ষ্য-মাত্রা	অগ্রগতি	লক্ষ্য-মাত্রা	অগ্রগতি	লক্ষ্য-মাত্রা	অগ্রগতি	লক্ষ্য-মাত্রা	অগ্রগতি	লক্ষ্য-মাত্রা	অগ্রগতি	লক্ষ্য-মাত্রা	অগ্রগতি	লক্ষ্য-মাত্রা	অগ্রগতি	লক্ষ্য-মাত্রা	অগ্রগতি	লক্ষ্য-মাত্রা	অগ্রগতি	লক্ষ্য-মাত্রা	অগ্রগতি
১৯৯১/৯২	৩.৫৮	৩.৩৭	৪.০১	৩.৫৭	০২.৮৮	২.৮৮	০.৪৫	০.৪৫	০.১১	০.১১	০.৪৪	০.৪৪	-	-	৭৮	৭৮	-	-	০.২৬	০.২৬
১৯৯২/৯৩	৩.৮৬	৩.৮৬	৪.৮২	৪.৮২	০৩.৮০	৩.৮০	০.৪৫	০.৪৫	০.৫০	০.৫০	৩.৫৮	৩.৫৮	১৮	১৮	২০০	২০০	১.৫৭	১.৩৫	০.৩৮	০.৩৮
১৯৯৩/৯৪	৩.৮৬	৩.৮৬	৪.৮১	৪.৮১	০.৪৭	০.৪৭	০.৮০	০.৮০	০.৩৭	০.৩৭	৫.৫৫	৫.৫৫	২৯	২৯	২০৬	২০৬	৪.৩৪	৪.১৪	০.৩৮	০.৩৮
১৯৯৪/৯৫	৩.৮৮	৩.৮৮	৩.৮৫	৩.৮৫	২.৮৮	২.৮৮	২.১৩	২.১৩	০.৩০	০.৩০	৪.০৪	৪.০৪	৩২	৩২	৪৯	৪৯	৫.৪১	৫.১৮	০.৩৬	০.৩৬
১৯৯৫/৯৬	৪.২৪	৪.২৪	৩.০১	২.৭৩	০.১৭	০.১৭	০.১০	০.১০	-	-	১.৮০	১.৬৭	২১	২১	৫১	৫১	১.১৩	১.১৩	০.২০	০.২০
১৯৯৬/৯৭	৩.৮৯	৩.৭৬	১.৮৫	১.৮৫	০.৬২	০.৬২	০.৯২	০.৮৭	-	-	৩.৯৪	৩.৯৫	৩৮	৩৮	৪২	৪১	০.৮৬	০.৮৩	০.৫২	০.৫২
১৯৯৭/৯৮	৩.৪১	৩.৪১	২.৮৭	২.৮৭	০.১০*	০.১০*	০.১১+	০.১১+	-	-	১.৮৮	১.৭১	১৮	১৮	২৩	২৩	২.০২	২.০২	০.৪৫	০.৪৫
১৯৯৮/৯৯	৩.৭৫	৩.৬৫	৪.০৯	৪.০৪	০.১০*	০.১০*	০.১৫*	০.১৫*	-	-	১.৫০	১.৫৬	-	-	১৪৯	১৫০	২.৩৮	২.৩৮	০.৭৬	০.৭৬
১৯৯৯/০০	৫.৭২	৪.৪৯	৪.২০	৪.১০	০.৩৪	০.২৭	০.০৮	০.০৮	০.১৭+	০.১৭+	২.২৭	২.২৬	-	-	১৩৫	১৩৭	১.৭১	১.৭১	০.৭০	০.৭০
২০০০/০১	৫.৩৮	৫.৩৫	৫.০০	৫.০০	২.০৬	২.০৬	০.৩৬	০.৩৮	-	-	৩.৯৫	৪.০৪	১৩	১৩	৯১.১০	৯১.১১	০.৯৯	০.৯৯	১.৩৬	১.৩৬
২০০১/০২	৩.৭৩	-	-	-	২.২১	-	০.৪২	-	-	-	৪.৬৯	-	৮.৭০	-	২৫৯.৮৯	-	-	-	০.৭৮	-

উৎসঃ বন অধিদপ্তর, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়।
* পার্টিসিপেটরী বন বাগান সৃজন। + ফোরসোর বাগান সৃজন।

২০০১-২০০২ অর্থবছরে ২৩টি উন্নয়ন প্রকল্প বন অধিদপ্তরের আওতায় বাস্তবায়নাধীন আছে যার এডিপি বরাদ্দ ১২৭.৪৭ কোটি টাকা। ফেব্রুয়ারী,২০০২ পর্যন্ত ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ ৪৪.৩৪ কোটি টাকা যা বরাদ্দের ৩৫.৭৮%।

পরিবেশ উন্নয়ন

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে পরিবেশ সংরক্ষণ এবং প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব অপরিসীম। পরিবেশগত সমস্যা বাংলাদেশে একটি অন্যতম প্রধান সমস্যা। স্বল্প আয়তনের এদেশে জনসংখ্যা বেশী হওয়ায় মাথাপিছু প্রাকৃতিক সম্পদের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে কম। প্রাকৃতিক সম্পদের অতি মাত্রায় ব্যবহার একে আজ হুমকির সম্মুখীন করছে। এছাড়া ঘন ঘন প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেশের অর্থনীতি এবং পরিবেশকে করেছে আরও নাজুক। বাংলাদেশ স্টেট অব এনভায়রনমেন্ট

রিপোর্ট/২০০১-এ পরিবেশবিদগণ দেশের পরিবেশের প্রধান ৫টি সমস্যাকে চিহ্নিত করেছে। এগুলো হচ্ছে- (১) ভূমির গুণগত মান হ্রাস, (২) পানি দূষণ এবং সংকট, (৩) বায়ু দূষণ, (৪) জীব বৈচিত্র এবং (৫) প্রাকৃতিক দুর্যোগ। দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি, ভূমির অপরিকল্পিত ব্যবহার, প্রাকৃতিক সম্পদের যথেচ্ছ এবং মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার অপরিকল্পিত নগরায়ন ও শিল্পায়ন, অনিয়ন্ত্রিত শিল্প বর্জ্য নিষ্কাশন, শিল্প এবং যানবাহন হতে সৃষ্ট বায়ু দূষণ পরিবেশ অবক্ষয়ের জন্য মূলত দায়ী বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচী (ইউনেপ) ও দক্ষিণ এশিয়া পরিবেশ সহযোগিতা সংস্থা (সাকেপ)'র বাংলাদশ অন্যতম সদস্য দেশ। বাংলাদেশ ২৮টি আন্তর্জাতিক চুক্তি/কনভেনশন/প্রটোকল স্বাক্ষর করেছে। এর মধ্যে ''ইউনাইটেড নেশনস ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন ক্লাইমেট চেঞ্জ'', ''মন্ট্রিল প্রটোকল অন ওজোন ডিপ্লিটিং সাবষ্টেন্সেস, ''কনভেনশন অন বায়োলজিক্যাল ডাইভারসিটি'', ''ব্রাসেলস কনভেনশন অন ট্রান্সবাউন্ডারী মুভমেন্ট অব হ্যাজারডাস ওয়েস্ট এন্ড ইটস ডিসপোজাল এবং রামসার কনভেনশন'' অন্যতম। এ সকল চুক্তি/কনভেনশন/প্রটোকল বাস্তবায়ন কল্পে দেশে ইতোমধ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। সম্প্রতি ক্লাইমেট চেঞ্জ কনভেনশনের আলোকে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া এজেন্ডা-২১, মন্ট্রিল প্রটোকল ও জীববৈচিত্র কনভেনশনের আলোকে তিনটি প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে এবং বিপদজনক দ্রব্যের আন্তঃদেশীয় চলাচল নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে ব্রাসেলস কনভেনশনের আলোকে একটি প্রকল্প ইতোপূর্বে বাস্তবায়িত হয়েছে। বাস্তবায়নাধীন অন্যতম প্রকল্পসমূহের মধ্যে রয়েছে ''ইনষ্টিটিউশনাল ষ্ট্রেংদেনিং ফর দি ফেজ আউট অব ওজোন ডিপ্লিটিং সাবষ্টেন্সেস (ফেজ-২)'', আবহাওয়া পরিবর্তন সংক্রান্ত দু'টি প্রকল্প যেমনঃ প্রিপারেশন অব ইনিশিয়াল নেশন্যাল কমিউনিকেশন ইন রেসপন্স টু দি ইউএন ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন ক্লাইমেট চেঞ্জ (UNTCCC), কান্ট্রি কেইস ষ্টাডি অন ক্লাইমেট চেঞ্জ ইমপ্যাক্টস এন্ড এডাপ্‌টেশন এসেসমেন্টস ইন বাংলাদেশ ইত্যাদি। সরকার প্রতি বছর জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত পরিবেশ সংক্রান্ত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক দিবস, যেমন- বিশ্ব পরিবেশ দিবস, বিশ্ব মরুময়তা দিবস, আন্তর্জাতিক ওজোন দিবস ইত্যাদি পালনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে।

দেশে পরিবেশ উন্নয়নে সরকার বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। পরিবেশ বিষয়ে জন সচেতনতা বৃদ্ধি, পরিবেশ বিষয়ক ব্যবস্থাপনা ও তদারকি এবং ইতোমধ্যে স্বাক্ষরিত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক কনভেনশন ও প্রটোকলসমূহের বাস্তবায়ন এবং দেশে বিদ্যমান পরিবেশ বিষয়ে আইন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকার প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করছে। ২০০১/০২ অর্থবছরে পরিবেশ উন্নয়নে সরকার যে সব কার্যক্রম গ্রহণ করেছে তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম /বাস্তবায়ন নিম্নরূপঃ

বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণঃ (ক) বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ কল্পে যানবাহন, থ্রি-হুইলার যানবাহনের (টেম্পু, অটোরিক্সা ইত্যাদি) দুই ষ্ট্রোক ইঞ্জিনসহ চেসিস এবং দুই ষ্ট্রোক ইঞ্জিন বিশিষ্ট থ্রি-হুইলার যানবাহন আমদানী নিষিদ্ধ; ঢাকা মহানগরীতে চলাচলরত দুই ষ্ট্রোক ইঞ্জিন বিশিষ্ট থ্রি-হুইলার যানবাহন (টেম্পু, অটোরিক্সা) পর্যায়ক্রমে প্রত্যাহার/অপসারণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত; পরিবেশ দূষণকারী অধিক পুরাতন বাস/ট্রাক চলাচলের উপর বিধিনিষেধ আরোপ; (খ) পেট্রোল, ডিজেল ও গ্যাস চালিত যানবাহনে যথাক্রমে ক্যাটালাইটিক কনভার্টার ও ডিজেল পার্টিকুলেট ফিল্টার ব্যবহার ২৮/০২/২০০২ তারিখ হতে বাধ্যতামূলক করার বিষয়ে পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ১৯৯৭ সংশোধন ; (গ) ঢাকাসহ প্রধান প্রধান মহানগরীর বায়ুদূষণ রোধকল্পে ১লা জুলাই ১৯৯৯ হতে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন কর্তৃক সীসামুক্ত পেট্রোল ও অকটেন এবং স্বল্প সালফারযুক্ত (০.৫%) ডিজেল বাজারজাত শুরু; এবং (ঘ) পেট্রোল/ডিজেল চালিত যানবাহন পরিবেশ উপযোগী সিএনজি চালিত যানবাহনে রূপান্তরের জন্য উৎসাহিত করা এবং এ লক্ষ্যে পর্যাপ্ত সংখ্যক সিএনজি ফিলিং ষ্টেশন স্থাপন। ডিসেম্বর, ২০০১ পর্যন্ত প্রায় ২,৬০০টি যানবাহনে রূপান্তরিত সিএনজি ব্যবহৃত হয়েছে। এ সংখ্যা ক্রমাগত বাড়ানোর পাশাপাশি গ্যাসের সরবরাহ/প্রাপ্তি নিশ্চিত করার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

পলিথিন ব্যাগ উৎপাদন ও ব্যবহার রোধকল্পে গৃহীত কার্যক্রমঃ পলিথিন শপিং ব্যাগের ব্যবহারের ফলে দেশের ব্যাপক আর্থসামাজিক বিপর্যয় সৃষ্টি হয়েছে। পলিথিন ব্যাগের ব্যাপক ব্যবহারের ফলে সৃষ্ট পরিবেশগত বিপর্যয় রোধকল্পে সরকার বিগত ১লা জানুয়ারী, ২০০২ হতে ঢাকা মহানগরী হতে পলিথিন শপিং ব্যাগ ব্যবহার ও বিপণন নিষিদ্ধ করেছে। পরবর্তীতে ১ মার্চ, ২০০২ হতে এ নিষেধাজ্ঞা সমগ্র বাংলাদেশে কার্যকর করা হয়েছে। পলিথিন ব্যাগের বিকল্প পণ্যের উৎপাদন, বাজারজাতকরণ ও ব্যবহারে জনগণকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক পলিথিন ব্যাগের বিকল্প পণ্যের এক মেলার আয়োজন করা হয়। জনজীবন ও জন স্বাস্থ্যের উপর পলিথিন ব্যাগের ক্ষতিকর প্রভাব-এর বাস্তবতা উপলব্ধি করে জনগণ পলিথিন ব্যাগের ব্যবহার বর্জনে দ্রুত সাড়া দিয়েছে। বর্তমানে সব ধরণের পলিথিন শপিং ব্যাগের উৎপাদন, ব্যবহার ও বাজারজাতকরণ বন্ধের ঘোষণা আইনগতভাবে বাস্তবায়নের জন্য সরকার পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫-এ প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়ন করে 'পরিবেশ সংরক্ষণ (সংশোধন) আইন ২০০২' জারী করেছে। এ আইন লঙ্গনকারীর বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ ১০ (দশ) বছরের কারাদন্ড অথবা সর্বোচ্চ ১০ (দশ) লক্ষ টাকা জরিমানা অথবা উভয় দন্ডে দণ্ডিত করার বিধান রাখা হয়েছে। এছাড়া সরকারের এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে যাতে কোন প্রকার শূন্যতা সৃষ্টি না হয় সেদিকে দৃষ্টি রেখে বিভিন্ন রকমের চট, কাপড় ও কাগজের ব্যাগ, ঠোংগা প্রভৃতি উৎপাদনসহ বাজারজাতকরণের বিষয়ে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এতে করে বাংলাদেশের সোনালী আঁশ-পাট তার হারানো গৌরব ফিরে পাবে।

বুড়িগঙ্গা বাঁচাও কর্মসূচীঃ হাজারীবাগ ট্যানারী ঢাকা মহানগরীর একটি অংশের দূষণ তথা বুড়িগঙ্গা নদী দূষণের অন্যতম প্রধান কারণ। হাজারীবাগের ট্যানারীসমূহ অন্যত্র উপযুক্ত স্থানে স্থানান্তরের পরিকল্পনা সরকারের রয়েছে। বুড়িগঙ্গা নদীকে অবৈধ দখল ও দূষণের হাত থেকে রক্ষা করার লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর ১৯৯৭ সালে বুড়িগঙ্গা বাঁচাও কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। এ কর্মসূচীর আওতায় অবৈধ স্থাপনাসহ দূষণের প্রধান প্রধান উৎসসমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড প্রায় ৭০ কোটি টাকা ব্যয়ে "বুড়িগঙ্গা নদী তীর ও নদী বক্ষ হতে অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ ও ভবিষ্যতে দখলমুক্ত নিশ্চিতকরণ" প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বুড়িগঙ্গা নদী তীর তথা নদী বক্ষ হতে অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ করা এবং ভবিষ্যতে এর দখলমুক্ত নিশ্চিত করার মাধ্যমে নদীর স্বাভাবিক গতিধারা বজায় রেখে সুদূর প্রসারিতভাবে সামগ্রিক এলাকার পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষা করা। বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় বিআইডব্লিউটিএ আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষের সহায়তায় বুড়িগঙ্গা নদীর অনেকগুলো অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করেছে এবং এ উচ্ছেদ প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। এ ছাড়া বহুতল ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে সরকার ইতোমধ্যে বহুতল ভবন নির্মাণ বিষয়ক নীতিমালা অনুমোদন করেছে।

পরিবেশ আদালত আইন, ২০০০ ও পরিবেশ আদালত গঠনঃ দেশব্যাপী পরিবেশ দূষণ সংক্রান্ত মামলা দ্রুত ও কার্যকরভাবে নিষ্পত্তিকল্পে প্রণীত 'পরিবেশ আদালত আইন ২০০০' গত ৬ই এপ্রিল, ২০০০ তারিখে জাতীয় সংসদে অনুমোদিত হয়েছে। পরিবেশ আদালত চালু হওয়ার বিষয়টি বর্তমানে চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। এ ছাড়া ইটের ভাটায় কাঠ পোড়ানো নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত ইট পোড়ানো (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) আইন, ২০০১ মোতাবেক সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের নিকট থেকে লাইসেন্স গ্রহণের বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছে।

দেশের টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে প্রয়োজন সরকারের পরিবেশ বিষয়ক কার্যক্রমের সংগে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান এবং জনগণের একযোগে কাজ করা। সবার সক্রিয় অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে একটি দূষণমুক্ত বাসযোগ্য বাংলাদেশ আগামী প্রজন্মের কাছে তুলে দেয়া সম্ভব হতে পারে।

২০০১/০২ অর্থবছরে এডিপিতে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের আওতায় সার্বিক পরিবেশ উন্নয়নের লক্ষ্যে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য মোট ১৮.৫৫ কোটি টাকার সংস্থান রাখা হয়েছে। জানুয়ারী, ২০০২ পর্যন্ত ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ ৫.৫৯ কোটি টাকা যা মোট বরাদ্দের ১৮.৫৫%।

অষ্টম পরিচ্ছেদ
শিল্প

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে শিল্প খাতের (ম্যানুফ্যাকচারিং) ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) এর অবদান ১৫.৫৮ শতাংশ (২০০১/০২ প্রাক্কলিত)। ২০০১/০২ অর্থবছরে এখাতে প্রবৃদ্ধির হার ৫% প্রাক্কলন করা হয়েছে যা ২০০০/০১ অর্থবছরে ছিল ৬.৩%। সারণী ৮.১-এ ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে ১৯৯৫/৯৬ হতে ২০০১/০২ অর্থবছর পর্যন্ত অর্জিত প্রবৃদ্ধি দেখানো হয়েছে।

সারণী ৮.১ঃ জিডিপিতে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের অবদান ও প্রবৃদ্ধির হার
(১৯৯৫/৯৬ অর্থবছরের স্থির মূল্যে)

(কোটি টাকায়)

শিল্প	১৯৯৫/৯৬	১৯৯৬/৯৭	১৯৯৭/৯৮	১৯৯৮/৯৯	১৯৯৯/০০	২০০০/০১	২০০১/০২ (সংশোধিত)
ক্ষুদ্র ও কুটির	৭০৬১.৯	৭৬০৯.১	৮১২৪.০	৮১৮৪.৯	৮৬৫৯.৩	৯২৬৭.৪	৯৯৬২.২
	(৮.৩)	৭.৮)	(৬.৮)	(০.৭৫)	(৫.৮)	(৭.০)	(৭.৫)
মাঝারী থেকে বৃহৎ	১৭৫৭৩.২	১৮২৭০.৪	১৯৯৬৬.৮	২০৮০৩.৩	২১৭০৮.৬	২৩০১০.১	২৩৯৩০.৫
	(৫.৭)	(৩.৯)	(৯.৩)	(৪.২)	(৪.৪)	(৬.০)	(৪.০)
মোট	২৪৬৩৫.১	২৫৮৭৯.৫	২৮০৯০.৮	২৮৯৮৮.২	৩০৩৬৭.৯	৩২২৭৭.৫	৩৩৮৯২.৭
	(৬.৪)	(৫.০)	(৮.৫)	(৩.২)	(৪.৮)	(৬.৩)	(৫.০)

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।
নোটঃ বন্ধনীর ভিতর শতকরা প্রবৃদ্ধির হার।

বেসরকারী খাতের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপের মাধ্যমে অর্থনীতিকে গতিশীল করে তোলা শিল্পনীতির মূল উদ্দেশ্য। সরকার মুক্ত বাজার অর্থনীতির মূল চালিকা শক্তি হিসেবে বেসরকারী খাতের সম্পৃক্ততা এবং কার্যকর অংশ গ্রহণের লক্ষ্যে বিদ্যমান শিল্পনীতি'৯৯ সংশোধনের কাজ হাতে নিয়েছে। সেই লক্ষ্যে শিল্প স্থাপনের ক্ষেত্রে সকল পদ্ধতিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়া সহজতর ও নিয়ন্ত্রণমুক্ত রাখা হয়েছে। সংরক্ষিত শিল্পখাত (অস্ত্র, গোলাবারুদ এবং প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি; পারমানবিক শক্তি উৎপাদন; সিকিউরিটি মুদ্রণ ও টাকশাল; সংরক্ষিত বনাঞ্চল এলাকায় বনায়ন এবং যান্ত্রিক আহরণ) ব্যতীত অন্য যে কোন শিল্প স্থাপনে সরকারের কোন অনুমতির প্রয়োজন হয় না। বিনিয়োগের পরিমাণ এবং অংশীদারিত্বের সীমা নির্বিশেষে যৌথ উদ্যোগে বা ১০০% বিদেশী বিনিয়োগেও কোন শিল্প স্থাপন এবং বিদ্যমান শিল্পের বি,এম,আর,ই করার ক্ষেত্রে সরকারের কোন অনুমতির প্রয়োজন হয় না।

বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর শিল্পায়নে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে সকল রপ্তানি পণ্যের ক্ষেত্রে প্রাক-জাহাজীকরণ ঋণের সুদের হার ৮ -১০ শতাংশ থেকে ৭ শতাংশে নির্ধারণ করে। তাছাড়া রপ্তানি বাণিজ্য উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ১৫-২০ শতাংশ হারে টেক্সটাইল, হিমায়িত খাদ্য, চামড়াজাত দ্রব্য, কৃষি ও কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াকৃত শিল্প, বাইসাইকেল ও ক্ষুদ্র শিল্পের জন্য নগদ সহায়তা প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্প পণ্যের উৎপাদন সূচক

ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পের পণ্য উপাদান পরিমাপের একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক হ'ল ঐ শিল্পের উৎপাদন সূচক (Quantum Index of Production)। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর উপাত্ত থেকে দেখা যায় যে, ১৯৮৮/৮৯ অর্থবছরের ভিত্তিতে (১৯৮৮/৮৯=১০০) মাঝারী থেকে বৃহৎ শিল্পের উৎপাদন সূচক (Quantum Index of Production) ১৯৯৪/৯৫ অর্থবছরের ১৬৩.৩৩ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০০০/০১ অর্থবছরে ২২৮.৪-এ দাঁড়ায়। বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার ৫.৭%। ২০০১/০২ অর্থবছরের জুলাই, ২০০১ থেকে ডিসেম্বর, ২০০১ সময়ে এ সূচকের গড় দাঁড়ায় ২৩৫.৬। সারণী ৮.২-এ ১৯৯৪/৯৫ থেকে ২০০১/০২ অর্থবছরের ডিসেম্বর, ২০০১ পর্যন্ত এবং পরিশিষ্ট সারণী ২৬-এ পূর্ববর্তী বছরসমূহের উৎপাদন সূচক ও পরিশিষ্ট সারণী ২৭-এ বিগত সাত বছরের প্রধান শিল্পজাত দ্রব্যের প্রকৃত উৎপাদনের পরিমাণ দেখানো হয়েছে।

সারণী ৮.২ঃ ১৯৯৪/৯৫ - ২০০১/০২ (১৯৮৮/৮৯=১০০) মাঝারী থেকে বৃহৎ শিল্পের উৎপাদন সূচক
(Quantum Index of Production)

	১৯৯৪/৯৫	১৯৯৫/৯৬	১৯৯৬/৯৭	১৯৯৭/৯৮	১৯৯৮/৯৯	১৯৯৯/০০	২০০০/০১	২০০১/০২ (জুলাই-ডিসেম্বর)
মাঝারী থেকে বৃহৎ শিল্পের উৎপাদন সূচক	১৬৩.৩৩	১৭৩.৫০	১৭৯.৩০	১৯৫.৯৪	২০৪.১৭	২১৪.৩	২২৮.৪	২৩৫.৬

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশনের কার্যক্রম

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক) দেশে ক্ষুদ্র,. কুটির ও গ্রামীণ শিল্প বিকাশের স্বার্থে বাজার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনে নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। বিসিকের উপাত্ত থেকে দেখা যায় যে, বিগত সাত বছরে বিসিক-এর আওতাধীন শিল্প উদ্যোক্তার সংখ্যা ১৯৯৫/৯৬ অর্থবছরের ১৭,০৩১ হতে ১৯৯৯/০০ অর্থবছরে ২৬,৭৫১তে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০০/০১ অর্থবছরে শিল্প উদ্যোক্তার লক্ষ্যমাত্রা ৩২,৭৬০ নির্ধারিত হলেও অর্জিত হয়েছে ৪৪,১৭৭। জুলাই-ডিসেম্বর, ২০০১ (ছয় মাসে) উদ্যোক্তার সংখ্যা ১২,৭৩৮। ১৯৯৫/৯৬ হতে ১৯৯৯/০০ অর্থবছর পর্যন্ত নিবন্ধীকৃত ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের সংখ্যা ১৩,৩৩৯ হতে ৪,০৮৫টি-তে হ্রাস পায়। ২০০০/০১ অর্থবছরে নিবন্ধীকৃত ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের সংখ্যার লক্ষ্যমাত্রা ৬,৭৯০টি-এর বিপরীতে ৪,৬৮৭টি নিবন্ধীকৃত হয়। জুলাই-ডিসেম্বর, ২০০১-এ নিবন্ধনকৃত শিল্পের সংখ্যা ১,৭১১টি। ২০০০/০১ অর্থবছরে ১,০৯১টি ক্ষুদ্র ও ৩,৫৯৬টি কুটির শিল্প বিসিকে নিবন্ধন করা হয়েছে। তাছাড়া ২০০০/০১ অর্থবছরে পূর্বের ৮২২টিসহ নতুন ৮৯৯টি ক্ষুদ্র শিল্প ইউনিটকে ঋণ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। একই বছরে পূর্বের ১২,২২৬টি কুটির শিল্পসহ নতুন ১২,৩৯৫টি কুটির শিল্প ইউনিটকে ঋণ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। ১৯৯৫/৯৬ হতে ২০০০/০১ অর্থবছর পর্যন্ত বিসিক-এর অধীনস্ত নিবন্ধনকৃত শিল্প ইউনিট-এর আওতায় ৬৪,০২৪ জন হতে ৭২,৫৯৫ জনের কর্মসংস্থান হয়েছে। জুলাই-ডিসেম্বর, ২০০১-এ কর্মসংস্থানের সংখ্যা ৩২,১৪০।

রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের উৎপাদনঃ

বাংলাদেশ রসায়ন শিল্প কর্পোরেশন (বিসিআইসি)

বাংলাদেশ রসায়ন শিল্প কর্পোরেশন (বিসিআইসি)-এর অধীনস্ত ইউরিয়া কারখানাসমূহে ২০০১/০২ অর্থবছরে উৎপাদনের পরিমাণ ১৫.৫৭ লক্ষ মেট্রিক টন। এ সময়ে টিএসপি উৎপাদনের পরিমাণ ১.৯৫ লক্ষ মেট্রিক টন। কাগজ উৎপাদন ২০০১/০২ অর্থবছরে ৪১,০০০ মেট্রিক টনে দাঁড়িয়েছে। সিমেন্ট উৎপাদন ১৯৯৫/৯৬ অর্থবছরের ১.৮০ লক্ষ মেট্রিক টন থেকে হ্রাস পেয়ে ২০০১/০২ অর্থবছরে ১.৫০ লক্ষ মেট্রিক টনে দাঁড়িয়েছে। বাংলাদেশ রসায়ন শিল্প কর্পোরেশনের মোট রাজস্ব আয় ১৯৯৫/৯৬ অর্থবছর থেকে ২০০১/০২ অর্থবছরে শতকরা ৩ ভাগ হ্রাস এবং বিক্রয় ব্যয় শতকরা ৭ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে ১৯৯৫/৯৬ অর্থবছরে যেখানে কর্পোরেশন ৭৪.৩৩ কোটি টাকা পরিচালন লোকসান করে সেখানে ২০০১/০২ অর্থবছরে কর্পোরেশনের পরিচালন লোকসান দাঁড়ায় ২১৫.৬৮ কোটি টাকায়। নীট লোকসানের পরিমাণ ১৯৯৫/৯৬ সালের ১২১.৩৫ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০০১/০২ অর্থবছরে দাঁড়ায় ২৬৭.০১ কোটি টাকা। (রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের উৎপাদন ও আর্থিক বিবরণ পরিশিষ্ট সারণী ২৮-এ দ্রষ্টব্য।)

বাংলাদেশ বস্ত্র শিল্প কর্পোরেশন (বিটিএমসি)

বাংলাদেশ বস্ত্র শিল্প কর্পোরেশন (বিটিএমসি)-এর নিয়ন্ত্রণাধীন মিলসমূহে ক্রমাগত লোকসানের কারণে কার্যকরী মূলধনের সংকট দেখা দেয়। ফলে সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে কাঁচামাল সংগ্রহ করতে না পারায় বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে ১৯৯৬/৯৭ অর্থ বছর হতে সার্ভিস চার্জ প্রবর্তনের মাধ্যমে মিলগুলোতে সূতা উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ১৯৯৭/৯৮ অর্থ বছরে কম্পোজিট মিলসমূহের বুনন বিভাগ বন্ধ করায় বিটিএমসিতে কাপড় উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায়। বর্তমানে সার্ভিস চার্জ পদ্ধতিতে ১৫টি

মিলের ১৮টি ইউনিটে উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। বিটিএমসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন মিলসমূহের সূতা উৎপাদন ১৯৯৫/৯৬ অর্থবছরে ১৪৯.০৩ লক্ষ কেজি থেকে ২০০১/০২ অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়ে ১৮৮.৯৮ লক্ষ কেজিতে দাঁড়ায়। উক্ত সময়ে সংস্থার মোট রাজস্ব আয় ১৬৮.৯৫ কোটি থেকে ৬৯.২৬ কোটি টাকায় হ্রাস পায় এবং বিক্রয় ব্যয় ২৭২.২২ কোটি থেকে ৯৫.৪০ কোটি টাকায় হ্রাস পায়। ফলে পরিচালন লোকসান ১৯৯৫/৯৬ অর্থবছরে ১০৩.২৭ কোটি টাকা থেকে হ্রাস পেয়ে ২০০১/০২ অর্থবছরে ২৬.১৪ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। সংস্থা ১৯৯৫/৯৬ অর্থবছরে ১৩৪.৩৭ কোটি টাকা নীট লোকসান করেছে এবং পরবর্তীতে মিলের সংখ্যা হ্রাস পাওয়ায় লোকসান ক্রমাগত হ্রাস পেয়ে ২০০১/০২ অর্থবছরে ৪৪.৬০ কোটি টাকায় দাঁড়ায় (পরিশিষ্ট সারণী ২৮)।

বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন (বিএসএফআইসি)

বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন (বিএসএফআইসি)-এর নিয়ন্ত্রণাধীন চিনি কলসমূহের চিনি উৎপাদন ১৯৯৫/৯৬ অর্থবছরের ১,৮৪,০০০ মেট্রিক টন থেকে হ্রাস পেয়ে ২০০০/০১ অর্থবছরে ৯২,০০০ মেট্রিক টনে দাঁড়ায়। ২০০১/০২ অর্থ বছরে ২,০১০০০ মেট্রিক টন চিনি উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। সংস্থার পরিচালন লোকসান ১৯৯৫/৯৬ অর্থবছরে ১৬.৫০ কোটি টাকা হতে বৃদ্ধি পেয়ে ২০০০/০১ অর্থবছরে ১২২.৫০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। ২০০১/০২ অর্থ বছরে পরিচালন লোকসান ৭৬.৪৭ কোটি টাকা প্রাক্কলন করা হয় । নীট লোকসানের পরিমাণ ঐ সময়ে ৩৭.৭৬ কোটি টাকা হতে হ্রাস পেয়ে ২২.৩৬ কোটি টাকায় দাঁড়ায় (পরিশিষ্ট সারণী ২৮)।

বাংলাদেশ পাটকল কর্পোরেশন (বিজেএমসি)

সরকার শিল্প বাজারে পাটজাত পণ্য রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৯৯৯/০০ অর্থবছর হতে সরকারী ও বেসরকারী পাটকলসমূহে উৎপাদিত পাট পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে এফ ও বি মূল্যের ১০% হারে ভর্তুকি প্রদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এ লক্ষ্যে চলতি ২০০১/০২ অর্থবছরের বাজেটে ১৩০ কোটি টাকা ভর্তুকির সংস্থান রাখা হয়েছে। ফলে বিশ্ববাজারে পাটের রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যাচ্ছে। কর্পোরেশনের মোট রাজস্ব আয় ১৯৯৫/৯৬ অর্থবছর থেকে ২০০১/০২ অর্থবছরে ৬ শতাংশ হ্রাস ও বিক্রয় ব্যয় ১২% বৃদ্ধি পায়। ফলে ১৯৯৫/৯৬ অর্থবছরের তুলনায় ২০০১/০২ অর্থবছরে পরিচালন লোকসান ৭৫.৭০ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২৫২.৯৪ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। নীট লোকসানের পরিমাণ ঐ সময়ে ৯৬.২০ কোটি টাকা হতে ৪০৫.৭৭ কোটি টাকায় বৃদ্ধি পায় (পরিশিষ্ট সারণী ২৮)।

বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন (বিএসইসি)

বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন (বিএসইসি)-এর নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন শিল্প ইউনিটসমূহ বর্তমানে মুক্তবাজার অর্থনীতির আওতায় একদিকে ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান ও অন্যদিকে আমদানীকৃত পণ্যাদির সাথে কঠিন প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হওয়ায় বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে এর উৎপাদন হ্রাস পায়। কর্পোরেশনের মোট রাজস্ব আয় ১৯৯৫/৯৬ অর্থবছরের তুলনায় ২০০১/০২ অর্থবছরে ২ শতাংশ হ্রাস পায়। উক্ত সময়কালে বিক্রয় ব্যয় ৭ শতাংশ হ্রাস পায়। ফলে সংস্থার ১৯৯৫/৯৬ অর্থবছরের নীট লোকসান ৬৪.৫১ কোটি টাকা থেকে হ্রাস পেয়ে ২০০১/০২ অর্থবছরে নীট মুনাফা দাঁড়ায় ৩.৫১ কোটি টাকায় (পরিশিষ্ট সারণী ২৮)।

রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সংস্থার সামগ্রিক চিত্র

দেশের ৪০টি অ-আর্থিক রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সংস্থার জুন, ২০০০ সাল পর্যন্ত মোট বিনিয়োগকৃত তহবিলের পরিমাণ ৮১,৭৪২ কোটি টাকা। এর মধ্যে সরকারী ইকুইটির পরিমাণ ২৩,৩৮১ কোটি টাকা, সরকারী ঋণ ৮,৫৫৭ কোটি টাকা, সরকারী মালিকানাধীন ব্যাংকসমূহের প্রদত্ত ঋণ ৩,৯৮০ কোটি টাকা ও সরকারী গ্যারান্টিযুক্ত বৈদেশিক ঋণ ২১,৩৩২ কোটি টাকা। এ সকল সংস্থায় বিনিয়োগকৃত মোট তহবিল বাৎসরিক জাতীয় উৎপাদনের শতকরা ৩৪ ভাগ। দূর্ভাগ্যবশতঃ জাতি এই বিশাল বিনিয়োগের সুফল হতে বঞ্চিত। ২০০০/০১ অর্থবছরে ইকুইটির উপর লভ্যাংশের হার ছিল ০.৬০%। এই হার যে কোন মানদণ্ডে অত্যন্ত কম। রাষ্ট্রীয় খাতের অদক্ষতার এই প্রেক্ষাপটে ব্যাপক সংস্কার/পুনর্বাসন অত্যন্ত জরুরী।

রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন শিল্পসমূহে পরিচালিত সংস্কার কর্মসূচী

রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সংস্থাসমূহ পুনর্বাসনের লক্ষ্যে বর্তমানে নিম্নলিখিত কর্মসূচী চালু রয়েছে।

(ক) সরকার রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার নিকট ব্যাংকের খেলাপী ঋণের টাকা পরিশোধ করা,

(খ) রাষ্ট্রীয় খাতের অতিরিক্ত জনবল সুষমকরণ করা,

(গ) অপ্রয়োজনীয় ব্যয় হ্রাসকরণ পূর্বক লোকসান কমানো,

(ঘ) রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের যাবতীয় দায়-দেনা স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তির হিসাব সংরক্ষণের জন্য বার্ষিক নিরীক্ষা সময়মত সম্পাদনের ব্যবস্থা করা,

(ঙ) রাষ্ট্রীয় খাতের প্রতিটি স্তরে জবাবদিহিতা আরোপের লক্ষ্যে পুরস্কার/শাস্তি স্কীম সম্প্রসারণ করা, ও

(চ) রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সংস্থার উৎপাদিত দ্রব্য/সেবার মূল্য বাজার চাহিদা ও উৎপাদন ব্যয়ের নিরীখে সংশোধন করা ইত্যাদি।

১৯৯৩ সালে প্রাইভেটাইজেশন বোর্ড (বর্তমানে প্রাইভেটাইজেশন কমিশন) গঠনের পর থেকে ২৮শে ফেব্রুয়ারী ২০০২ পর্যন্ত মোট ৪১টি প্রতিষ্ঠান বেসরকারীকরণ করা হয়েছে। তন্মেধ্যে ২৬টি প্রতিষ্ঠান সরাসরি বিক্রয়ের মাধ্যমে এবং ১৫টি প্রতিষ্ঠান শেয়ার বিক্রয়ের মাধ্যমে বেসরকারীকরণ করা হয়েছে। আরো ৭টি প্রতিষ্ঠানের বিক্রয় কার্যক্রম চুড়ান্তকরণের পর বেসরকারী মালিকানায় হস্তান্তরের উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট ক্রেতাদের অনুকুলে ইচ্ছা পত্র (Letter of Intent) জারী করা হয়েছে, তন্মেধ্যে ৪টি প্রতিষ্ঠান শীঘ্রই বেসরকারী মালিকানায় হস্তান্তর করা সম্ভব হবে। এ ছাড়াও সরকারের বেসরকারীকরণ কার্যক্রম আরো গতিশীল করার লক্ষ্যে ৫১টি সরকারী মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান বেসরকারীকরণের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

শিল্প বিনিয়োগ পরিস্থিতি

১৯৯১/৯২ অর্থবছর থেকে ২০০১/০২ অর্থবছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত বিনিয়োগ বোর্ড-এর আওতায় নিবন্ধনকৃত প্রতিষ্ঠানসমূহের বিপরীতে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ২১,৬৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। দেশে নিবন্ধনকৃত বিনিয়োগের পরিমাণ ১৯৯১/৯২ অর্থবছরের ১১৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার হতে বৃদ্ধি পেয়ে ২০০০/০১ অর্থবছরে ২,৫৯৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে। এ সময়ে (২০০০/০১) বিদেশী বিনিয়োগও ১৯৯১/৯২ অর্থবছরের ২৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের তুলনায় ১,২২৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায় (সারণী ৮.৩)।

সারণী ৮.৩ঃ ১৯৯১/৯২ থেকে ২০০১/০২ অর্থবছর পর্যন্ত বিনিয়োগ বোর্ড কর্তৃক নিবন্ধনকৃত বিনিয়োগের পরিমাণ

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

বছর	দেশী	বিদেশী	মোট
১৯৯১/৯২	৯১	২৫	১১৬
১৯৯২/৯৩	৯০	৫৩	১৪৩
১৯৯৩/৯৪	৪৫৭	৮৫০	১,৩০৭
১৯৯৪/৯৫	৮৪৬	৬৭৭	১,৫২৩
১৯৯৫/৯৬	১,১৭১	১,৫৫৪	২,৭২৫
১৯৯৬/৯৭	১,১০৮	১,০৫৪	২,১৬২
১৯৯৭/৯৮	১,০৪৩	৩,১৫৬	৪,১৯৯
১৯৯৮/৯৯	১,১৮৩	১,৯২৬	৩,১০৯
১৯৯৯/০০	১,২১৯	১,৯৫০	৩,১৬৯
২০০০/০১	১,৩৭০	১,২২৭	২,৫৯৭
২০০১/০২ (ডিসেম্বর, ২০০১ পর্যন্ত)	৫৬৩	৩৭	৬০০
মোট	৯,১৪১	১২,৫০৯	২১,৬৫০

উৎসঃ বিনিয়োগ বোর্ড।

বিনিয়োগ বোর্ডের আওতায় নিবন্ধনকৃত শতকরা ১০০ ভাগ বিদেশী অথবা যৌথ মালিকানার প্রতিষ্ঠানসমূহের বিপরীতে সরাসরি বিনিয়োগের হিসাব হতে দেখা যায় যে, সর্বোচ্চ ৫টি বিনিয়োগকারী দেশ হচ্ছে- যুক্তরাষ্ট্র (৩৩১১.৪৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার), যুক্তরাজ্য (১০৪৯.৬৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার), মালয়েশিয়া (৮৯৭.৩২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার), জাপান (৭৭৬.৭০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) ও হংকং (৬৯৬.০৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) {সারণী ৮.৪}।

সারণী ৮.৪ঃ বিনিয়োগ বোর্ডে নিবন্ধনকৃত সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ (Foreign Direct Investment)
(১৯৯৫/৯৬ হতে ২০০১/০২ অর্থবছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত)

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

দেশ	১৯৯৫/৯৬	১৯৯৬/৯৭	১৯৯৭/৯৮	১৯৯৮/৯৯	১৯৯৯/০০	২০০০/০১	২০০১/০২ ডিসেঃ'০১	মোট
মালয়েশিয়া	৫৩১.০	৪৩.৬৭	২৮৮.০২	১৬.৩৬	৬.১৩	১১.৩৯	০.৭৫	৮৯৭.৩২
জাপান	৬১২.০	১২.৪২	৫৮.৫৬	৬৮.৩২	২৪.৪৬	০.৯৪	০.০০	৭৭৬.৭
হংকং	০.০০	৪৮৪.৯২	১৫৬.৫৪	১৩.১৮	৩৫.৪৮	১.১৭	৪.৭৬	৬৯৬.০৫
যুক্তরাজ্য	৭০.০	৭৩.৩৯	৩২.১২	৮২৭.১৫	১৫.৯৬	২৮.০৮	২.৯৫	১০৪৯.৬৫
ভারত	৮.০	৪৮.৮৩	৫.৪৮	১৫৪.৮৭	৭.৬০	৩১.৬২	০.৪৫	২৫৬.৮৫
জার্মানী	৬৫.০	১২.৬৩	২৩.৫৯	৫৭.৭৪	১.৯৩	১১৫.৫৪	১.৮১	২৭৮.২৪
যুক্তরাষ্ট্র	৪৭.০	৮.১৭	১৩৭৮.৫৪	৩৮২.০১	১১৭৮.৩৫	৩০৮.৯৯	৮.৫১	৩৩১১.৪৮
সিংগাপুর	৫৩.০	১৩২.১৫	৩৩.০৬	২৭৩.১৪	২০.৩৯	৮৬.১১	১.৪৩	৫৫৪.৮৩
দক্ষিণ কোরিয়া	৩০.০	৮৪.৭৫	৮৯.৭৮	১৪.১০	৫.১৪	৪৩.১৯	৫.৩৯	২৩০.৮৮
চীন	০.৪	৯.৯৭	২৫.৩৮	১৮.৩৩	১০.২৯	২৭.২৩	৬.৩৯	১৫৭.২৪
গ্রীস	৫.০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৪০.৬৭
সুইজারল্যান্ড	৩.৬	২.৩৮	৩৭.৮৭	১.১২	০.৭৫	৮.৩৪	০.০০	১৫.৪৪
নেদারল্যান্ড	৫.০	০.০০	২.৬৩	০.০০	৩.০৪	৪.৮২	০.০০	৪৮.৪৪
ইতালী	০.০০	২.৮০	৪.৯৫	২.৭১	০.০০	০.৫৬	০.০০	১১.৭৪
কানাডা	০.৭	৪.৮১	০.১১	২.২০	০.৯২	০.৪২	০.০০	১৩.০৮
সুইডেন	০.০০	০.২৬	০.০০	০.০০	০.০০	০.১৯	০.১৯	১.৬৭
নরওয়ে	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৫১৮.১৬	০.০০	৫১৮.১৬
অন্যান্য	১২৩.৭	১৩২.৩৫	১০১৯.৪২	৯৪.৩১	৬৩৯.৪৯	৪০.১৩	৪.৭৮	২০৫৪.১৮
মোট	১৫৫৪.৪০	১০৫৩.৫০	৩১৬০.০১	১৯২৫.৫৪	১৯৫৪.৮৮	১২২৬.৮৮	৩৭.৪০	১০৯১২.৬১

উৎসঃ বিনিয়োগ বোর্ড।

সারণী ৮.৫-এ গত ছয় বছরে প্রধান প্রধান শিল্পখাতের বিপরীতে সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগের পরিমাণ দেখানো হয়েছে। সারণী হতে দেখা যায় যে, সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগের মধ্যে সর্বোচ্চ বিনিয়োগ করা হয়েছে সেবামূলক শিল্পে (বিনিয়োগের হার ৫২.৫১%)। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিনিয়োগের ক্ষেত্রসমূহ হচ্ছে রসায়ন শিল্প (২০.৫৯%), বস্ত্র শিল্প (৫.৩৯%) এবং খাদ্য ও খাদ্য সম্পর্কিত শিল্প (৪.২১%)।

সারণী ৮.৫ঃ বিনিয়োগ বোর্ডে নিবন্ধনকৃত শিল্পখাতে সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগের পরিমাণ

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

শিল্পখাত	১৯৯৫/৯৬	১৯৯৬/৯৭	১৯৯৭/৯৮	১৯৯৮/৯৯	১৯৯৯/০০	২০০০/০১	২০০১/০২ ডিসেঃ' ০১	মোট	অংশ(%)
১। কৃষি ভিত্তিক শিল্পসমূহ	৪.০০	১৫.৯০	৭.৯৫	৬৩.৬৫	৫.৯৫	০.৭২	০.১৯	৯৮.৩৬	০.৯০
২। খাদ্য ও খাদ্য সম্পর্কিত শিল্প	৪০.০০	৪৮.৮৯	৩৪৬.৪৭	১৯.৯৭	২.৪১	০.৬২	০.৬২	৪৫৮.৯৮	৪.২১
৩। বস্ত্র শিল্প	৭৯.০০	১০৬.৯১	৯২.৭৬	৫০.২৮	৪১.০৩	২০১.৫৭	১৬.৬০	৫৮৮.১৫	৫.৩৯
৪। মুদ্রণ ও প্রকাশনা	২৬.০০	৯.০০	০.০০	২.০০	০.১৮	১২২.০১	০.০০	১৫৯.১৯	১.৪৬
৫। চামড়াজাত দ্রব্য ও রাবার	১৬.০০	৪.০৫	২১.০৯	৮.৬২	০.৬৩	০.০০	০.০০	৫০.৩৯	০.৪৬
৬ রসায়ন শিল্প	৫৭২.০০	১১৩.৬৪	৫৩.৮৫	৩৩৬.৫১	৯৬২.৪৩	২০১.৩৫	৬.৯০	২২৪৬.৬৮	২০.৫৯
৭। গ্লাস, সিমারিক ও অন্যান্য অধাতব	১১৫.১৯	০.০০	৯৯.৩৯	৫৩.২৬	১৪২.১৩	১৭.১১	৫.৩০	৪৩২.৩৮	৩.৯৬
৮। প্রকৌশল শিল্প	১০১.০০	২১.৩১	১০.৬২	৯৬.৮৪	২০.৯৮	২৯.৭৭	৫.৭৭	২৮৬.২৯	২.৬২
৯। সেবামূলক শিল্প	১৪০.০০	৫৯৬.৫৯	২২৭৯.৩০	১২৯০.৮৫	৭৭০.৯৯	৬৫০.৭০	১.৫৭	৫৭৩০.০০	৫২.৫১
১০। বিবিধ	৪৬১.২১	১৩৭.২১	২৪৮.৫৮	৩.৫৬	৮.১৫	৩.০৩	০.৪৫	৮৬২.১৯	৭.৯০
মোট	১৫৫৪.৪০	১০৫৩.৫০	৩১৬০.০১	১৯২৫.৫৪	১৯৫৪.৮৮	১২২৬.৮৮	৩৭.৪০	১০৯১২.৬১	১০০.০০

উৎসঃ বিনিয়োগ বোর্ড।

সারণী ৮.৬ ও সারণী ৮.৭-এ দেশের ছয়টি রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলে (ঢাকা, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, মংলা, উত্তরা ও ঈশ্বরদী ইপিজেড) চালু শিল্প সংখ্যা, বিনিয়োগ ব্যয়, জনবল ও রপ্তানি সংক্রান্ত তথ্য দেখানো হয়েছে। ফেব্রুয়ারী, ২০০২ পর্যন্ত এ ছয়টি অঞ্চলে মোট ১৭০টি শিল্প চালু ছিল যার মোট বিনিয়োগ ব্যয় ৫১৪.২০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। চালু শিল্পের মধ্যে শতকরা প্রায় ২৫ ভাগ তৈরী পোষাক শিল্প ও ১১ ভাগ বস্ত্র শিল্প। এ সকল শিল্পসমূহে মোট ১,১৫,৭০১ স্থানীয় জনবল কর্মরত রয়েছে। এছাড়া চট্টগ্রাম ইপিজেড-এ ৯টি, ঢাকা ইপিজেড-এ ৫টি ও ঈশ্বরদী ইপিজেড-এ ১টিসহ মোট ১৫টি শিল্প প্রতিষ্ঠান বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। উক্ত শিল্প কারখানাগুলো চালু হলে প্রকল্প প্রস্তাব অনুযায়ী আরও ৪,০০০ জন বাংলাদেশী নাগরিকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। ২০০০/০১ অর্থবছরে ইপিজেড-এর শিল্প কারখানা হতে ১০৬৭.৮৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়েছে যা জাতীয় রপ্তানির ১৬.৫০ শতাংশ। ২০০০/০১ অর্থবছরে রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ১,১৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ফেব্রুয়ারী, ২০০২ পর্যন্ত রপ্তানিকৃত পণ্যের মূল্য ৬৮৪.৫১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা ঢাকা ও চট্টগ্রাম ইপিজেড-এর ২০০১/০২ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রার ৬০ শতাংশ।

সারণী ৮.৬ঃ বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা (ইপিজেড)-এর অধীনস্ত চালুকৃত শিল্পসমূহ ও মোট বিনিয়োগ এবং কর্মসংস্থান (ফেব্রুয়ারী, ২০০২ পর্যন্ত)

পণ্য দ্রব্য	শিল্পের সংখ্যা	মোট বিনিয়োগ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)	মোট জনবল
প্রস্তুতকৃত পোষাক	৪২	১৩০.৪৭	৫৮,০০০
ইলেকট্রনিক্স	১০	২৬.৭২	১,৮৪৪
বস্ত্র	১৮	১২৪.২১	১০,৫১৭
ধাতব দ্রব্য	৮	. ১২.৬৭	৪৪০
চামড়াজাত দ্রব্য ও জুতা	১৪	৪৫.০৫	৫,৭৭৫
প্লাষ্টিক দ্রব্য	৯	১০.৪১	১২৩৪
অন্যান্য	৬৯	১৬৪.৬৭	৩৭,৮৯১
মোট	১৭০	৫১৪.২	১,১৫,৭০১

উৎসঃ বেপজা (BEPZA)

সারণী ৮.৭ঃ ঢাকা, চট্টগ্রাম, মংলা, কুমিল্লা,উত্তরা ও ঈশ্বরদী ইপিজেডে বার্ষিক বিনিয়োগ ও রপ্তানির পরিমাণ (১৯৯৩/৯৪ হতে ২০০১/০২ অর্থবছর পর্যন্ত)

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

ইপিজেড		১৯৯৩/৯৪	১৯৯৪/৯৫	১৯৯৫/৯৬	১৯৯৬/৯৭	১৯৯৭/৯৮	১৯৯৮/৯৯	১৯৯৯/০০	২০০০/০১	২০০১/০২ ফেব্রুঃ '০২
ঢাকা	বিনিয়োগের পরিমাণ	৮.২২	৮.২৬	১৪.৪৫	৩১.০১	২৬.২৪	৩৫.৪৫	১৯.৮০	২৪.০৫	২২.৬৪
	রপ্তানির পরিমাণ	৫.২৫	৪১.২৮	৭৩.২২	১১৯.৪৫	১৮৫.৬৪	২৫৯.৫৮	৩৬৪.৭২	৪৪৭.৫১	২৮৩.৭৪
চট্টগ্রাম	বিনিয়োগের পরিমাণ	২৯.১৮	২৭.৬৭	১৬.১৩	২২.৮৯	৪২.৫৯	৩৬.১১	১৪.১৮	২৪.৩০	১৫.৪৭
	রপ্তানির পরিমাণ	১৪০.৩৫	১৮৬.৯৮	২৬৩.৮	৩৪৩.৩১	৪৫০.৪১	৪৫২.১২	৫২৬.০১	৬২০.৩৫	৪০০.৭৭
মংলা	বিনিয়োগের পরিমাণ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০৪৫	০.১৫৫
	রপ্তনির পরিমাণ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০৪৮	০.৩২৯২
কুমিল্লা	বিনিয়োগের পরিমাণ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.৪৯০
	রপ্তানির পরিমাণ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
উত্তরা	বিনিয়োগের পরিমাণ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.১৫০
	রপ্তানির পরিমাণ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঈশ্বরদী	বিনিয়োগের পরিমাণ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.১০০
	রপ্তানির পরিমাণ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
মোট বিনিয়োগের পরিমাণ		৩৭.৪০	৩৫.৯৩	৩০.৫৮	৫৩.৯০	৬৮.৮৩	৭১.৫৬	৩৩.৯৮	৪৮.৪১	৩৯.০১

উৎসঃ বেপজা (BEPZA)

নবম পরিচ্ছেদ
রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সংস্থা

রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সংস্থাসমূহ বাংলাদেশ অর্থনীতির শিল্প, বিদ্যুৎ, গ্যাস, পরিবহন, যাতায়াত ও সেবা খাতে উল্লেখযোগ্যভাবে সক্রিয় রয়েছে। যদিও পরিবর্তিত অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সাথে সংগতি রেখে রাষ্ট্রায়ত্ত সেক্টরে বেসরকারীকরণ কর্মসূচীসহ বিভিন্ন সংস্কার কর্মসূচী চালু রয়েছে, তথাপি এসব সংস্থা এখনও জাতীয় উৎপাদন, মূল্য সংযোগ, কর্মসংস্থান, রাজস্ব উপার্জন ইত্যাদিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সংস্থাসমূহের পরিব্যাপ্তি

দেশে বিদ্যমান ৪০টি অ-আর্থিক স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা সম্পর্কিত অর্থনৈতিক ও আর্থিক পরিসংখ্যান-এ পরিচ্ছেদে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড ইন্ডাষ্ট্রিয়াল ক্লাসিফিকেশন (BSIC) অনুযায়ী অন্তর্ভুক্ত ৪০টি অ-আর্থিক পাবলিক কর্পোরেশনকে নিম্নলিখিত ৭টি সেক্টরে বিভক্ত করা হয়েছেঃ

সেক্টর	সংস্থাসমূহের সংখ্যা	সংস্থাসমূহের নাম
শিল্প	৬	বাংলাদেশ বস্ত্র শিল্প কর্পোরেশন, বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন, বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন, বাংলাদেশ রসায়ন শিল্প কর্পোরেশন, বাংলাদেশ বন শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন, বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশন।
বিদ্যুৎ, গ্যাস ও যোগাযোগ	৫	বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ কর্পোরেশন, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা বিদ্যুৎ বিতরণ কর্তৃপক্ষ, ঢাকা পানি ও পয়ঃপ্রণালী কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম পানি ও পয়ঃপ্রণালী কর্তৃপক্ষ।
পরিবহন ও যোগাযোগ	৮	বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্পোরেশন, বাংলাদেশ বিমান কর্পোরেশন, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম ডক শ্রমিক ব্যবস্থাপনা বোর্ড এবং মংলা ডক শ্রমিক ব্যবস্থাপনা বোর্ড।
বাণিজ্য	৩	বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন, বাংলাদেশ পাট কর্পোরেশন, ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি)।
কৃষি	২	বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)।
নির্মাণ	৪	চট্টগ্রম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এবং রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ।
সার্ভিস	১২	বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাষ্ট, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন, বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন, বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ, পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চল কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড, বাংলাদেশ রেশম বোর্ড, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এবং বাংলাদেশ চা বোর্ড।

দ্রষ্টব্যঃ এ পরিচ্ছেদে তিনটি বিভাগীয় সরকারী সংস্থা, যেমন- বাংলাদেশ রেলওয়ে, টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ বিভাগ এবং ডাক বিভাগ ও রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংক, বীমা ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

নীট মুনাফা/লোকসান

২০০০/০১ অর্থবছরে (সাময়িক হিসাব অনুযায়ী) ৪০টি রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সংস্থার নীট লোকসান ২৬৫৯.৪ কোটি টাকা। ২০০১/০২ অর্থ বছরে নীট লোকসান প্রাক্কলন করা হয়েছে ১৭৯৯.৪২ কোটি টাকা। ২০০০/০১ অর্থবছরের তুলনায় ২০০১/০২ অর্থবছরের প্রাক্কলনে যে সকল রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার নীট মুনাফা বৃদ্ধি অথবা লোকসান হ্রাস পাবে সেগুলোর মধ্যে অন্যতম হ'লঃ বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (নীট লোকসান ১৫৪৩.৯৪ কোটি টাকা হতে হ্রাস পেয়ে ২০০১/০২ অর্থবছরে ৫৬১.৮৮ কোটি টাকা), ঢাকা ওয়াসা (নীট মুনাফা ১.৭৫ কোটি টাকা হতে বৃদ্ধি পেয়ে ২০০১/০২ অর্থবছরে ১৪.২৪ কোটি টাকা), বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্পোরেশন (নীট মুনাফা ২.৯৪ কোটি টাকা হতে বৃদ্ধি পেয়ে ২০০১/০২ অর্থবছরে হবে ১১.০৫ কোটি টাকা), বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন (নীট লোকসান ১২.৪৬ কোটি টাকা হতে হ্রাস পেয়ে ২০০১/০২ অর্থবছরে নীট মুনাফা অর্জিত হবে ৫.০৮ কোটি টাকা), ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (নীট মুনাফা ৭.৯২ কোটি টাকা হতে বৃদ্ধি পেয়ে ২০০১/০২ অর্থবছরে ১৯.৭৩ কোটি টাকা) এবং চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (নীট মুনাফা ৬.৪৫কোটি টাকা হতে হ্রাস পেয়ে ২০০১/০২ অর্থবছরে নীট ৪.৯৪ কোটি টাকা হবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে) {পরিশিষ্ট সারণী ২৯ দ্রষ্টব্য}।

সরকারী কোষাগারে লভ্যাংশ প্রদান

সকল রাষ্ট্রীয় সংস্থা ২০০০/০১ অর্থবছরে লভ্যাংশ হিসাবে ১৩২.৮১ কোটি টাকা সরকারী কোষাগারে প্রদান করে। ২০০১/০২ অর্থবছরে এর পরিমাণ ২৩৯.১৫ কোটি টাকা প্রাক্কলন করা হয়েছে। ২০০১/০২ অর্থবছরে যে সকল সংস্থা উল্লেখযোগ্য হারে লভ্যাংশ প্রদান করবে বলে আশা করা যায় তাদের মধ্যে অন্যতম হ'ল- বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ কর্পোরেশন (১৫০.০০ কোটি টাকা), চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ (৫০.০০ কোটি টাকা), বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (২০.০০ কোটি টাকা), মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ (৪.০০ কোটি টাকা), রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (৩.০০ কোটি টাকা), এবং বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন (৩.০০ কোটি টাকা) {পরিশিষ্ট সারণী ৩০ দ্রষ্টব্য }।

সরকারী অনুদান/ভর্তুকি প্রদান

সরকার ২০০০/০১ অর্থবছরে ১১টি রাষ্ট্রীয় সংস্থাকে অনুদান/ভর্তুকি হিসেবে ১৩৫.৬৮ কোটি টাকা প্রদান করেছে। ২০০১/০২ অর্থবছরে এর পরিমাণ ১৪৬.০৩ কোটি টাকা প্রাক্কলন করা হয়েছে। বাংলাদেশ পাটকল কর্পোরেশনকে সর্বোচ্চ ভর্তুকি প্রদান করা হয়। এই সংস্থাকে ২০০০/০১ সালে রপ্তানিমূল্যের ১০% হারে ৫৯.৮৪ কোটি ও ২০০১/০২ সালে রপ্তানি মূল্যের ১০% হারে ৬৮.৫৪ কোটি টাকা ভর্তুকি প্রদান করা হয় (সারণী ৯.১)।

সারণী ৯.১ঃ রাষ্ট্রীয় সংস্থায় সরকারী অনুদান/ভর্তুকির পরিমাণ (১৯৯৫/৯৬-২০০১/০২ পর্যন্ত)

(কোটি টাকায়)

করপোরেশনের নাম	১৯৯৫/৯৬	১৯৯৬/৯৭	১৯৯৭/৯৮	১৯৯৮/৯৯	১৯৯৯/০০	২০০০/০১	২০০১/০২ (সংশোধিত)
বিসিআইসি	৩.০০	৩.০০	৩.০০	৩.০০	৩.০০	৩.০০	৩.০০
বিএসইসি	০.১০	০.১০	০.১০	০.১০	০.১০	০.১০	০.১০
বিজেএমসি	২২৭.২০	-	-	৫৬.২৫	৫৪.১০	৫৯.৮৪	৬৮.৫৪
বিআইডব্লিউটিসি	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.৫০
আরডিএ	০.০৭	০.০৭	০.০৭	০.০৮	০.১০	০.১০	০.০৮
বিএফএফডব্লিউটি	৬.৬০	৬.৬০	৬.৬০	১১.৪৬	১৬.২৫	১৬.২৫	১৬.২৫
বিআইডব্লিউটিএ	১৩.৮০	১৩.৮০	১৬.১৫	১৬.৯৫	১৭.৭৫	২১.৯৫	২০.৯৫
বিএসসিআইসি	১৩.৭০	১৩.৮০	১৩.৮০	১৫.৫০	১৬.৬০	১৮.৬৫	১৮.৪৫
আরইবি	১৫.০০	১৮.০০	১৬.০০	১৪.০০	১২.০০	৮.০০	৮.০০
বিএইচবি	৩.০০	৩.০০	৩.০০	৩.৩২	৪.০৪	৪.১৭	৪.০৫
বিএসবি	২.০৪	২.১৮	২.১৮	২.৯১	২.৯৩	৪.১৭	৪.৪৬
মোট	২৮৫.০১	৬১.০৫	৬১.৪০	১২৪.০৭	১২৭.৪১	১৩৫.৬৮	১৪৬.০৩

উর্দ্ধতন গবেষণা ...
বাংলাদেশ কো...

সরকারী দায়-দেনা (Debt Service Liabilities)

২০০০/০১ অর্থবছরে ৪০টি রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সংস্থার নিকট হতে দায়-দেনা (ডি,এস,এল) খাতে আদায়ের পরিমাণ ৫৬৩.৫২ কোটি টাকা যা ঐ বছরের মোট ডি,এস,এল পাওনা ১৮৬৭.০১ কোটি টাকার শতকরা ৩০ ভাগ। ২০০১/০২ অর্থ বছরে ৪০টি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার নিকট মোট ডি,এস,এল পাওনার পরিমাণ ২৭২৫.০১ কোটি টাকা। উক্ত ডি,এস,এল পাওনা হতে এপ্রিল, ২০০২ পর্যন্ত ৬০৪.০৬ কোটি টাকা আদায় করা হয়। ২০০০১/০২ অর্থবছরে যে সকল রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার ডি.এস.এল. ২০০০/০১ অর্থবছরের তুলনায় বেশী হবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে, সেগুলির মধ্যে অন্যতম হচ্ছেঃ বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্পোরেশন, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন প্রভৃতি (পরিশিষ্ট সারণী- ৩১ দ্রষ্টব্য)।

ব্যাংক ঋণ

৪০টি রাষ্ট্রীয় সংস্থার নিকট রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকের ফেব্রুয়ারী, ২০০২ পর্যন্ত মোট ৫,৯৭৩.৯৬ কোটি টাকা ঋণ রয়েছে যার মধ্যে খেলাপী ঋণের পরিমাণ হচ্ছে ১,২৩১.১১ কোটি টাকা (২১%)। যে সকল সংস্থার নিকট রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকের সর্বোচ্চ ঋণ রয়েছে সেগুলো হ'লঃ বিজেএমসি (১,৬৮৫ কোটি টাকা), বিপিসি (১,৮৯২ কোটি টাকা), বিটিএমসি (৫৫৩ কোটি টাকা), বিসিআইসি (৭২১ কোটি টাকা), বিএসএফআইসি (৫৬৪ কোটি টাকা), বিএসইসি (২১৯ কোটি টাকা), বিএডিসি (১৬৯ কোটি টাকা), বিএসসি (৬৮ কোটি টাকা) ও বিএফএফডব্লিউটি (৩৬ কোটি টাকা)। অন্যদিকে, যে সকল সংস্থার নিকট সর্বোচ্চ খেলাপী ঋণ রয়েছে সেগুলোঃ বিটিএমসি (৫৪০ কোটি টাকা), বিএসইসি (১১২ কোটি টাকা), বিএডিসি (১১২ কোটি টাকা) ও বিএসএফআইসি (৪১ কোটি টাকা)।

দশম পরিচ্ছেদ
বিদ্যুৎ ও জ্বালানী

বিদ্যুৎ উৎপাদন ও ব্যবহার

বিগত ২০০০-২০০১ অর্থ বছরে সরকারী খাতে ৩৩২০ মেগাওয়াট এবং বেসরকারী খাতে ৬৮৫ মেগাওয়াটসহ মোট স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা ছিল ৪০০৫ মেগাওয়াট । সরকারী খাতে শাহজীবাজারে নির্মাণাধীন ২টি গ্যাস টারবাইনের একটি (৩৫ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন) ২৭শে মার্চ,২০০০ তারিখে এবং সরকারী/ বেসরকারী মিশ্র খাতে প্রথম পর্যায়ের ময়মনসিংহ গ্যাস টারবাইন (৭০ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন) ২২শে নভেম্বর,১৯৯৯ তারিখ হতে বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু হওয়ায় ১৯৯৯-২০০০ সময়ে স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা ১০৫ মেগাওয়াট বৃদ্ধি পেয়ে ৩৭১৬ মেগাওয়াট-এ উন্নীত হয়। চলতি ২০০১/০২ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত বেসরকারী খাতে এইএস হরিপুর ১২৫ মেগাওয়াট এবং সরকারী খাতে বাঘাবাড়ী ১০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র চালু হয়। চলতি অর্থবছরের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত স্থাপিত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ৪২৩০ (সারণী- ১০.৪) মেগাওয়াট। কিছু কিছু বিদ্যুৎ কেন্দ্রের অর্থনৈতিক আয়ুষ্কাল শেষ হওয়া, বিবিধ সীমাবদ্ধতার কারণে যথা সময়ে সংরক্ষণ ও পুনর্বাসন কাজ করতে না পারা, বাধ্যতামূলক বন্ধ রাখা, অনেক দিনের ব্যবহারে উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস ইত্যাদি কারণে প্রাপ্ত ক্ষমতা প্রায় ২৬৫০ মেগাওয়াট-এ সীমাবদ্ধ ছিল। বর্তমানে প্রাপ্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ২৯০০-৩১০০ মেগাওয়াট। বিদ্যুৎ চাহিদার তুলনায় উৎপাদন ঘাটতির কারণে ১৯৯৬ সাল থেকে বিশেষতঃ সান্ধ্যকালীন পিকআওয়ারে সারাদেশে ব্যাপক লোড শেডিং করতে হয়। কিন্তু ১৯৯৭ সালের সেপ্টেম্বর থেকে পর্যায়ক্রমে নিম্নোক্ত বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো চালু হওয়ায় লোড শেডিং-এর মাত্রা সহনীয় পর্যায়ে নেমে এসেছে।

ক্রমিক নং	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	উৎপাদন শুরু
	সরকারী খাত		
১।	রাউজান স্টীম প্ল্যান্ট (২য় ইউনিট)	২১০	২১-০৯-১৯৯৭
২।	ঘোড়াশাল স্টীম প্ল্যান্ট (৬ষ্ঠ ইউনিট)	২১০	৩১-০১-১৯৯৯
৩।	শাহজীবাজার গ্যাস টারবাইন (১ম ইউনিট)	৩৫	২৭-০৩-২০০০
৪।	শাহজীবাজার গ্যাস টারবাইন (২য় ইউনিট)	৩৫	০৩-১০-২০০০
	উপ-মোটঃ	৪৯০	
	বেসরকারী খাত		
৫।	হরিপুর বার্জ মাউন্টেড	১১০	৩০-০৬-১৯৯৯
৬।	খুলনা বার্জ মাউন্টেড	১১০	০২-১০-১৯৯৮
৭।	বাঘাবাড়ী বার্জ মাউন্টেড	৯০	২৬-০৬-১৯৯৯
	উপ-মোটঃ	৩১০	
	সরকারী/বেসরকারী মিশ্র খাত		
৮।	ময়মনসিংহ গ্যাস টারবাইন (১ম পর্যায়)	৭০	২২-১১-১৯৯৯
৯।	ময়মনসিংহ গ্যাস টারবাইন (২য় পর্যায়)	৭০	১৫-১২-২০০০
	উপ-মোটঃ	১৪০	

উৎসঃ বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়।

১৯৯৫ সালে প্রণীত পাওয়ার সিস্টেম মাস্টার প্ল্যানের পূর্বাভাস অনুযায়ী ২০০৫ ও ২০০৭ সালে সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ চাহিদা যথাক্রমে ৫১৭১ মেগাওয়াট ও ৬০৭১ মেগাওয়াট নিরূপণ করা হয়েছে। যুক্তিসংগত রিজার্ভ মার্জিন অর্জনসহ প্রক্ষেপিত চাহিদা নির্ভরযোগ্যভাবে সরবরাহের লক্ষ্যে সরকার ২০০৭ সালের মধ্যে পর্যায়ক্রমে প্রয়োজনীয় পরিমাণ বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের প্রক্রিয়া গ্রহণ করেছে।

উৎপাদিত বিদ্যুতের ব্যবহার

২০০০-২০০১ সময়ে সরকারী খাতে ১৪,০৬১ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার ও বেসরকারী খাতে ২,১৯৩ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ারসহ মোট ১৬,২৫৪ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদিত (Gross) হয়েছে । অর্থাৎ মাথাপিছু বাৎসরিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ১৯৯৬-৯৭ অর্থ বছরে ৯৯ কিলোওয়াট আওয়ার, ১৯৯৭-৯৮ অর্থ বছরে ১০৬ কিলোওয়াট আওয়ার, ১৯৯৮-৯৯ অর্থ বছরে ১১০ কিলোওয়াট আওয়ার, ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরে ১২০ কিলোওয়াট আওয়ার থেকে ২০০০-২০০১ সময়ে ১২৯ কিলোওয়াট আওয়ার-এ উন্নীত হয়েছে। সরকারী খাতে উৎপাদিত মোট বিদ্যুতের ৫.৯৫% পানি বিদ্যুৎ, ৭.৩৫% জ্বালানী তেল ও ৮৬.৭০% প্রাকৃতিক গ্যাস ভিত্তিক । বেসরকারী খাত থেকে ১৩.৪৯% বিদ্যুৎ ক্রয় করা হয়েছে।

২০০০-২০০১ অর্থ বছরে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো), পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (পবিবো) ও ঢাকা বিদ্যুৎ বিতরণ কর্তৃপক্ষের (ডেসা) ও নবগঠিত ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানী (ডেসকো) এর সামগ্রিক ব্যবস্থাপনায় মোট ১৪,১৩৬ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার বিদ্যুৎ গ্রাহকদের নিকট বিক্রি করা হয়। মোট ব্যবহৃত বিদ্যুতের ৪০% আবাসিক খাতে, ৪৮% শিল্প খাতে, ৭% বাণিজ্যিক খাতে এবং ৫% অন্যান্য খাতে ব্যবহৃত হয়।

সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ উৎপাদন

প্রতি বছর বিদ্যুতের সর্বোচ্চ উৎপাদন উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বৃদ্ধি পেলেও উৎপাদন ক্ষমতার স্বল্পতার জন্য গত কয়েক বছরে প্রকৃত বিদ্যুৎ চাহিদা মেটানো সম্ভব হয়নি। তাই ১৯৯১-৯২ অর্থবছরে সর্বোচ্চ ১৬৭২ মেগাওয়াট, ১৯৯৬-৯৭ অর্থবছরে সর্বোচ্চ ২,১১৪ মেগাওয়াট, ১৯৯৮-৯৯ অর্থবছরে ২৪৪৯ মেগাওয়াট, ১৯৯৯-২০০০ অর্থবছরে সর্বোচ্চ ২৬৬৫ মেগাওয়াট ও ২০০০-২০০১ এ সর্বোচ্চ উৎপাদন ৩০৩৩ মেগাওয়াট-এ উন্নীত হলেও বিদ্যুৎ সংকট সম্পূর্ণভাবে দূর করা সম্ভব হয়নি। চলতি অর্থ বছরের ৫ই জুলাই, ২০০১ তারিখে এযাবৎ সর্বোচ্চ ৩০৮৪ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়েছে। এ বছর এর পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পেতে পারে। বিভিন্ন বছরের স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা, নির্ভরযোগ্য উৎপাদন ক্ষমতা এবং সর্বোচ্চ উৎপাদন সারণী ১০.৪-এ দেখানো হয়েছে।

বর্তমান বিদ্যুৎ সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থা

সঞ্চালন ঃ উৎপাদিত বিদ্যুৎ সারাদেশে ২৩০ কিলোভোল্ট ও ১৩২ কিলোভোল্টে সঞ্চালন করা হয় । ১৯৯৬-এর জুন পর্যন্ত ২৩০ কিলোভোল্ট ও ১৩২ কিলোভোল্ট সঞ্চালন লাইনের দৈর্ঘ্য ছিল যথাক্রমে ৪১৯ কিলোমিটার ও ২৬৯১ কিলোমিটার । ২০০০-২০০১ অর্থবছরে ২৩০ কিলোভোল্ট লাইনের দৈর্ঘ্য ৫৭২ কিলোমিটার ও ১৩২ কিলোভোল্ট লাইনের দৈর্ঘ্য ৩১৬৬ কিলোমিটার-এ উন্নীত হয়েছে।

বিতরণ ঃ দেশে ৩৩ কিলোভোল্ট, ১১ কিলোভোল্ট ও ০.৪ কিলোভোল্টে বিদ্যুৎ বিতরণ করা হয়। ১৯৭১-৭২ সালে সর্বমোট ৯০১০ কিলোমিটার বিতরণ লাইন ছিল যা বর্তমানে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে ১,৭০,০০০ কিলোমিটার হয়েছে। গ্রাহক সংখ্যাও একই সময়ে আনুপাতিক হারে বৃদ্ধি পেয়ে ২,৫৪,০০০ থেকে ৫৬,০০,০০০-এ উন্নীত হয়েছে।

বিদ্যুৎ খাতের সার্বিক পরিস্থিতি

চাহিদার তুলনায় প্রাপ্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা কম হওয়ায় সরবরাহ পরিস্থিতির অবনতি ঘটেছে। এ অবস্থাটি দীর্ঘদিনের পুঞ্জিভূত সমস্যার ফল। সমস্যার মূল কারণসমূহ নিম্নরূপ ঃ

(ক) বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়নের জন্য স্বাধীনতাত্তোরকালে দেশ বিভিন্ন দাতাদেশ/সংস্থার উপর নির্ভরশীল ছিল। এ খাতে দাতা দেশ/সংস্থাসমূহের সহায়তা ১৯৮৯/৯০ অর্থ বছর পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। পরবর্তীতে বিদ্যুৎ উন্নয়ন ব্যবস্থায় পাবলিক সেক্টরে বিনিয়োগ স্থগিত করা হয়। অর্থ প্রাপ্তি সংকুচিত হওয়ার ফলে ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ চাহিদার সাথে সংগতি রেখে বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি করা এবং সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ করা সম্ভব হয়নি।

(খ) ১৯৮৯/৯০ অর্থ বছর থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের রিজার্ভ মার্জিন ক্রমান্বয়ে কমতে কমতে ১৯৯৭-৯৮ অর্থ বছরে শূণ্যের কোঠায় নেমে আসে। রিজার্ভ মার্জিন না থাকায় বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহ পরিস্থিতি নাজুক হয়ে পড়ে।

(গ) প্রধান সঞ্চালন লাইন স্থাপনে বিগত কয়েক বছর কোন বিনিয়োগ না হওয়ায় সঞ্চালন ব্যবস্থায় সমস্যা দেখা দেয়।

(ঘ) অত্যাধিক পুরানো (২০-৩০ বছর) বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহের বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়েছে এবং পাচ্ছে।

(ঙ) ২৫০ মেগাওয়াট বড়পুকুড়িয়া কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের উপদেষ্টা নিয়োগ, কয়লা খনি প্রকল্প বাস্তবায়ন ইত্যাদি কাজ বিলম্বিত হওয়ায় প্রকল্পটির বাস্তবায়ন কিছুটা দেরীতে শুরু হয়েছে।

(চ) প্রাকৃতিক গ্যাস উত্তোলন ও সরবরাহ প্রকল্পগুলো সময়মত বাস্তবায়িত না হওয়ায় গ্যাস ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রসমূহে চাহিদা অনুযায়ী গ্যাস সরবরাহ না পাওয়ায় বিদ্যুৎ উৎপাদন বিঘ্নিত হচ্ছে।

(ছ) সরকারী ও বেসরকারী খাতে নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের ফলে বিগত বছরগুলোর তুলনায় বর্তমানে বিদ্যুৎ পরিস্থিতিতে অনেক উন্নতি হয়েছে। লোড শেডিং এর ব্যাপকতা হ্রাস পেয়েছে।

বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহ পরিস্থিতি উন্নতির জন্য গৃহীত পদক্ষেপ

(ক) সংস্কার কর্মসূচী ঃ

দেশের বিদ্যুৎ খাতের সমস্যা দূরীকরণের জন্য সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে কর্মসূচী গৃহীত হয়েছে। বিদ্যুৎ খাতে উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থাপনায় সংস্কারমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। বিদ্যুৎ সঞ্চালন ব্যবস্থা আলাদা করার জন্য পাওয়ার গ্রীড কোম্পানী অব বাংলাদেশ (পিজিসিবি) গঠন করা হয়েছে। পিজিসিবি প্রাথমিক পর্যায়ে মেঘনা ঘাট বিদ্যুৎ কেন্দ্রে উৎপাদিতব্য বিদ্যুৎ সঞ্চালনের জন্য সংশ্লিষ্ট লাইন নির্মাণ ও ন্যাশনাল লোড ডেসপাচ সেন্টার স্থাপনের কার্যক্রম শুরু করেছে। এছাড়া হাসনাবাদ-আমিনবাজার (সাভার) ২৩০ কেভি সঞ্চালন লাইন নির্মাণ কাজও শুরু করেছে। পিজিসিবি পর্যায়ক্রমে ২০০২ সালের মধ্যে সারা দেশের বিদ্যুৎ সঞ্চালন অধিগ্রহণ করবে এবং এর পরিচালন, সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের দায়িত্বে থাকবে। বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা বৃদ্ধি ও সেবার মান উন্নয়নের জন্য ঢাকা বিদ্যুৎ বিতরণ কর্তৃপক্ষের এলাকা পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে। ১৯৯৭ সালে ঢাকা মেট্রোপলিটন শহরের মিরপুর এলাকার বিদ্যুৎ বিতরণ সিস্টেম ব্যবস্থাপনার জন্য ঢাকা বিদ্যুৎ বিতরণ কোম্পানী (ডেসকো) গঠন করা হয়েছে। এই কোম্পানী সেপ্টেম্বর, ১৯৯৮ হতে মিরপুর বিভাগের কার্যক্রম শুরু করেছে। বিভিন্ন সংস্কার কর্মসূচীর মধ্যে নিম্নবর্ণিত উল্লেখযোগ্য কর্মসূচী বাস্তবায়িত হয়েছে/বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে ঃ

(১) ২১০ মেগাওয়াট সিদ্ধিরগঞ্জ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নির্মাণ কাজ চলছে এবং আশা করা যায় যে এ বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি ২০০৩ অর্থ বছরে চালু করা যাবে। জাপান সরকারের অর্থায়নে ১০০ মেগাওয়াট হরিপুর বিদ্যুৎ কেন্দ্রকে কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্রে রূপান্তরের কাজ হাতে নেয়া হয়েছে। হরিপুরে বর্তমান ১০০ মেগাওয়াটের সাথে আরো ১০৯ মেগাওয়াট যোগ হয়ে শীঘ্রই মোট ক্ষমতা ২০৯ মেগাওয়াটে উন্নীত করা হবে ।

(২) জরুরী ভিত্তিতে টংগীতে ৮০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং সিদ্ধিরগঞ্জে ১২০ মেগাওয়াট গ্যাস টারবাইন বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। বড়পুকুরিয়ায় কয়লাভিত্তিক ২৫০ মেগাওয়াট তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের জন্য চীনের সরবরাহকারী সংস্থার সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি আগামী ২০০৫-২০০৬ সালে চালু করা যাবে বলে আশা করা যায়।

(৩) ক্যাপটিভ জেনারেশন উৎসাহিত করা হয়েছে। এর ফলে বিগত ২/৩ বছরে প্রায় ৫০০ মেগাওয়াট ক্যাপটিভ জেনারেশন চালু হয়েছে যা সান্ধ্যকালীন পিকআওয়ারে বিদ্যুৎ চাহিদা মেটাতে সাহায্য করছে।

(৪) বিতরণ ব্যবস্থার দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড ৮টি নতুন বিদ্যুৎ বিতরণ অঞ্চল গঠন করেছে। তাছাড়া বিতরণ ব্যবস্থাপনা উন্নয়নকল্পে আধুনিক ব্যবস্থাপনা প্রবর্তনসহ বিতরণ সার্কেলসমূহের স্ট্রাটেজিক বিজনেস ইউনিট (SBU)-এ পুনর্গঠনের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে শেরপুর ও জামালপুরে SBU গঠন করা হয়েছে। আধুনিক ব্যবস্থাপনার আলোকে হরিপুর বিদ্যুৎ কেন্দ্রকে SBU-এ রূপান্তরিত করা হয়েছে। বাঘাবাড়ি বিদ্যুৎ কেন্দ্রকে SBU-তে রূপান্তরের কাজ হাতে নেয়া হয়েছে।

(৫) বিভিন্ন সংস্থাকে সংগঠিত, সমন্বিত এবং অধিকতর দক্ষ সংস্থায় পরিণত করার উদ্দেশ্যে সংস্কারমূলক কর্মসূচীর আওতায় আনার প্রয়োজনে বিভিন্ন সংস্কারসূচী প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য সরকার ১৯৯৫ সালে বিদ্যুৎ জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি পাওয়ার সেল গঠন করেছে। পাওয়ার সেল সরকারের বিভিন্ন নতুন খসড়া নীতি প্রণয়নের কাজও করছে। পাওয়ার সেলের বিভিন্ন কাজের মধ্যে ইলেকট্রিসিটি এ্যাক্ট প্রণয়ন, সরকারের প্রভাবমুক্ত ইলেকট্রিসিটি রেগুলেটরী অথরিটি গঠন, সরকারের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও নীতি (Vision Statement ও Policy Statement) প্রণয়ন ইত্যাদি অন্যতম।

(৬) সরকার প্রবর্তিত সংস্কার কর্মসূচীর মাধ্যমে ১৯৯৪ সালের কোম্পানী আইনের আওতায় ১৯৯৬ সালে পাওয়ার গ্রীড কোম্পানী অব বাংলাদেশ (PGCB)এবং ঢাকা ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানী (DESCO) গঠিত হয়েছে।

(৭) আশুগঞ্জ বিদ্যুৎ কেন্দ্রকে পাবলিক কোম্পানীতে রূপান্তর করা হয়েছে এবং হরিপুর বিদ্যুৎ কেন্দ্রকে ব্যয় কেন্দ্র/ মুনাফা কেন্দ্র (Cost Centre/Profit Centre)-এ রূপান্তর করা হয়েছে। এছাড়া বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের পশ্চিমাঞ্চল বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা কোম্পানীতে রূপান্তর করার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

(খ) উন্নয়নমূলক কর্মসূচী ঃ

(১) বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্পঃ

১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরে সরকারী খাতে শাহজীবাজার· গ্যাস টারবাইন ১ম ইউনিট ৩৫ মেগাওয়াট ক্ষমতার ও সরকারী/বেসরকারী মিশ্র খাতের ময়মনসিংহ গ্যাস টারবাইন (১ম পর্যায়) ৭০ মেগাওয়াট ক্ষমতার মোট ২টি ইউনিটের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। ২০০০-০১ সময়ে শাহজীবাজার (২য় ইউনিট) গ্যাস টারবাইনের নির্মাণ কাজ শেষ হওয়ায় আরও ১০৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ইতোমধ্যে যোগ হয়েছে। এছাড়া পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির আওতায় ৩টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র (৩×১০=৩০ মেগাওয়াট) চালু করা হয়েছে এবং বেসরকারী খাতে এইএস (AES) কর্তৃক নির্মাণাধীন ৩৬০ মেগাওয়াট হরিপুর সংযুক্ত আবর্তন (Combind Cycle) বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে উন্মুক্ত আবর্তন (Open Cycle)-এ ২৩৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন জাতীয় গ্রীডে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বাঘাবাড়ী ১০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি পরীক্ষামূলকভাবে চালু করা হয়েছে। ২০০৬-০৭ অর্থবছরের বিদ্যুৎ চাহিদার সংগে সংগতি রেখে সরকারী ও বেসরকারী খাতে মধ্যমেয়াদী পরিকল্পনা (Mid Term Plan) অনুযায়ী নিম্ন বর্ণিত চলতি ও পরিকল্পনাধীন বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া চলছে। এ প্রকল্প সমূহ পর্যায়ক্রমে ২০০৬-০৭ অর্থবছর নাগাদ চালু হলে ২০% রিজার্ভ মার্জিন সহ বিদ্যুৎ উৎপাদনে নির্ভরযোগ্যতা অর্জিত হবে।

সারণী ১০.১ঃ চলতি ও পরিকল্পনাধীন বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্পসমূহ

প্রকল্পের নাম	ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	চালুর সম্ভাব্য সময়
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীভূক্ত সরকারী খাতের চলতি প্রকল্পঃ		
১। বড়পুকুরিয়া তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র	২৫০	২০০৩-২০০৪
২। হরিপুর কম্বাইন্ড সাইকেল	১০৯	২০০২-২০০৩
৩। সিদ্ধিরগঞ্জ তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র	২১০	২০০২-২০০৩
৪। সিদ্ধিরগঞ্জ গ্যাস টারবাইন	১২০	২০০২-২০০৩
৫। ফেঞ্চুগঞ্জ কম্বাইন্ড সাইকেল (২য় পর্যায়)	৯০	২০০৩-২০০৪
৬। টংগী গ্যাস টারবাইন	৮০	২০০২-২০০৩
৭। ভেড়ামারা কম্বাইন্ড সাইকেল	৪৫০	২০০৩-২০০৪
৮। কাপ্তাই পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্র বর্দ্ধিতকরণ	১০০	২০০৪-২০০৫
বেসরকারী খাতে/মিশ্র খাতে চলতি প্রকল্পঃ		
১। হরিপুর কম্বাইন্ড সাইকেল (এ. ই. এস)	৩৬০	২০০১-২০০২
২। বাঘাবাড়ী কম্বাইন্ড সাইকেলে রূপান্তর (ওয়েস্টমন্ট)	৪৮	২০০১-২০০২
৩। মেঘনাঘাট কম্বাইন্ড সাইকেল (এ. ই. এস)	৪৫০	২০০২-২০০৩
সরকারী খাতের পরিকল্পনাধীন প্রকল্পঃ		
১। খুলনা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র	২১০	২০০৪-২০০৫
২। সিদ্ধিরগঞ্জ তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র (২য় পর্যায়)	২১০	২০০৪-২০০৫
৩। সিলেট ও চাঁদপুর ১৫০ মেঃওঃ গ্যাস টারবাইন	২০০	২০০৩-২০০৪
৪। ভোলা গ্যাস ফায়ার্ড প্ল্যান্ট	১৫০	২০০২-২০০৩
৫। সিরাজগঞ্জ কম্বাইন্ড সাইকেল	৪৫০	২০০৫-২০০৬
৬। বাঘাবাড়ী কম্বাইন্ড সাইকেলে রূপান্তর	৮০	২০০৪-২০০৫
৭। মংলা গ্যাস টারবাইন	১০০	২০০৬-২০০৭
৮। চাঁদপুর কম্বাইন্ড সাইকেলে রূপান্তর	২০০	২০০৬-২০০৭
৯। গাজীপুর গ্যাস টারবাইন	৪০	২০০২-২০০৩
বেসরকারী খাতের পরিকল্পনাধীন প্রকল্পঃ		
১। মেঘনাঘাট কম্বাইন্ড সাইকেল (২য় পর্যায়) (মারুবিনি)	৪৫০	২০০৩-২০০৪
২। পবিবো'র আওতায় বেসরকারী বিদ্যুৎ উৎপাদন	৮০	২০০১-২০০২
৩। বাঘাবাড়ী কম্বাইন্ড সাইকেল (সিনারজী)	১৭০	২০০২-২০০৩
৪। WRIP প্রকল্প	৩৫০	২০০৩-২০০৪

উৎসঃ বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়।

(২) সঞ্চালন প্রকল্প ঃ

বর্তমানে কুমিল্লা-হাটহাজারী ২৩০ কিলোভোল্ট (দ্বৈত সার্কিট) ১৫০ কিলোমিটার লাইন এবং কুমিল্লা-বার আউলিয়া ১৩২ কিলোভোল্ট ১৪৯ কিলোমিটার লাইন ২৮-০৪-৯৯ তারিখে চালু হয়েছে। এ ছাড়া বিদ্যমান আশুগঞ্জ-ময়মনসিংহ-জামালপুর ১৩২ কিলোভোল্ট ১৬৬ কিলোমিটার একক সার্কিটকে দ্বৈত সার্কিটে রূপান্তর করা হয়েছে। অগম্যান্টেশন অব গ্রীড সাব-ষ্টেশন (এজিএস) প্রকল্পের আওতায় ১৬টি ১৩২ কিলোভোল্ট উপকেন্দ্র এবং বেশ কিছু সঞ্চালন লাইনের পুনর্বাসন ও ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়েছে । নির্মিত ও নির্মাণাধীন বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র থেকে উৎপাদিত বিদ্যুৎ সমগ্র দেশে সমন্বিত ভাবে সঞ্চালনের উদ্দেশ্যে উচ্চ চাপের (ভোল্টেজের) ও ক্ষমতার আরও যে সমস্ত সঞ্চালন লাইন (সংশ্লিষ্ট উপকেন্দ্র সহ) নির্মাণের কাজ চলছে বা পরিকল্পনাধীন রয়েছে সে সমস্ত উল্লেখযোগ্য প্রকল্প গুলো হলোঃ-

(ক) গ্রীড সিস্টেম পুনর্বাসন, সংস্কার ও ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (২য় পর্যায়);

(খ) কুমিল্লা-মেঘনাঘাট-রামপুরা ও মেঘনাঘাট-হরিপুর ২৩০ কিলোভোল্ট সঞ্চালন লাইন এবং ন্যাশনাল লোড ডেসপাচ সেন্টার নির্মাণ প্রকল্প;

(গ) হাসনাবাদ-আমিনবাজার (সাভার) এবং হরিপুর-মেঘনাঘাট ২৩০ কিলোভোল্ট সঞ্চালন লাইন প্রকল্প;

(ঘ) খুলনা-ঈশ্বরদী ও বগুড়া-বড়পুকুরিয়া ২৩০ কিলোভোল্ট সঞ্চালন লাইন প্রকল্প;

ঙ) ঈশ্বরদী- বাঘাবাড়ী-সিরাজগঞ্জ-বগুড়া ২৩০ কিলোভোল্ট সঞ্চালন লাইন প্রকল্প;

(চ) দ্বিতীয় পূর্ব-পশ্চিম আন্তঃসংযোগ বৈদ্যুতিক লাইন (আশুগঞ্জ-যমুনা বহুমূখী সেতু-সিরাজগঞ্জ ২৩০ কিলোভোল্ট সঞ্চালন লাইন) প্রকল্প;

ছ) সিলেট-শাহজীবাজার-আশুগঞ্জ ২৩০ কিলোভোল্ট সঞ্চালন লাইন প্রকল্প;

জ) টাংগাইল-মধুপুর-জামালপুর ১৩২ কিলোভোল্ট সঞ্চালন লাইন প্রকল্প;

(৩) বিতরণ প্রকল্পঃ

বিদ্যুৎ উৎপাদন বা সঞ্চালন যাই করা হোক না কেন চুড়ান্ত উদ্দেশ্য হল ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে গ্রাহকদের ক্রমবর্দ্ধমান বিদ্যুৎ চাহিদা মিটানোর উদ্দেশ্যে সংযোগ প্রদান করা। অনুমোদিত Vission Statement ও Policy Statement অনুযায়ী ২০২০ সালের মধ্যে প্রত্যেককে বিদ্যুৎ প্রদানে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ । এরই অংশ হিসাবে সরকার বিভিন্ন বিতরণ প্রকল্প বাস্তবায়ন করে চলছে এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী আরও প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হচ্ছে। সাধারনতঃ বিতরণ প্রকল্পের জন্য বৈদেশিক সহায়তা সংগ্রহ কষ্টকর। তবুও চলতি প্রকল্পগুলো যথা সময়ে সমাপ্ত করার উদ্দেশ্যে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে যথা সম্ভব বরাদ্দ রাখা হচ্ছে এবং পাশাপাশি বৈদেশিক অর্থায়নের ক্রমাগত প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে।

(৪) বেসরকারী খাতে বিদ্যুৎ উৎপাদনঃ

সম্প্রতি প্রকাশিত ভবিষ্যৎ দিক নির্দেশনা ঘোষনায় (Vision Statement) সরকার ২০২০ সালের মধ্যে সকলের কাছে বিদ্যুৎ সুবিধা প্রদানের অঙ্গিকারের প্রেক্ষিতে ব্যক্তি খাতে ২২৩৮ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। বর্তমানে বেসরকারী খাতে ৮১০ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন বিদ্যুৎ কেন্দ্র চালু রয়েছে। মেঘনাঘাট এইএস কর্তৃক ৪৫০ মেঘাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণাধীন রয়েছে। আগামী ২০০২/০৩ সালে এ বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি চালু হবে। এ পর্যন্ত ৭টি বেসরকারী বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী সংস্থার সাথে বিদ্যুৎ উৎপাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এ সকল পদক্ষেপের ফলশ্রুতিতে ইতোমধ্যে বেসরকারী উদ্যোগে ৯০-১১০ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন ৩ (তিন)টি বার্জ-মাউন্টেড বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র (খুলনা পাওয়ার কোম্পানী লিঃ ১১০ মেয়াওয়াট, ওয়েষ্টমন্ট পাওয়ার কোম্পানী লিঃ ৯০ মেগাওয়াট এবং এইএস হরিপুর ১১০ মেগাওয়াট) স্থাপিত হয়েছে। আগামী ২০০২/০৩ সালে বেসরাকরী খাতে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ১২৯০ মেগাওয়াটে দাড়াবে।

সিস্টেম লস ঃ

নব প্রতিষ্ঠিত ডেসকো'র কার্যক্রম সীমিত আকারে ১৯৯৮-৯৯ অর্থ বছরের মাঝামাঝি সময়ে আরম্ভ হয় । বর্তমানে এর কার্যক্রম আরও বিস্তৃত হওয়ায় ডেসকো'র সিস্টেম লস ১৯৯৮-৯৯ অর্থ বছর হতে দেখানো হলো (সারণী-১০.২) । সম্মিলিত সিষ্টেম লস হিসাব কালে ডেসকো'র সিস্টেম লসও গণনায় আনা হয়েছে । পিডিবি, ডেসা, আরইবি ও ডেসকো এই চার সংস্থার আলাদা সিস্টেম লসসহ সম্মিলিত সিস্টেম লসের বৎসর ভিত্তিক হিসাব ১৯৯১-৯২ হতে ২০০১-২০০২ (ডিসেম্বর'০১ পর্যন্ত) সময় পর্যন্ত সারণী ১০.২-এ দেয়া হলো।

সারণী ঃ ১০.২ পিডিবি, ডেসা, আরইবি, ডেসকো ও সম্মিলিত সিস্টেম লস ঃ

	পিডিবি	ডেসা	আরইবি	ডেসকো	সম্মিলিত
অর্থ বছর	নীট উৎপাদনের উপর শতকরা হার	আমদানীর উপর শতকরা হার	আমদানীর উপর শতকরা হার	আমদানীর উপর শতকরা হার	নীট উৎপাদনের উপর শতকরা হার
১৯৯১-৯২	২৮.৩	৩৫.৫	১৫.৭	-	৩৯.১
১৯৯২-৯৩	২০.৬	৩১.০৫	১৫.৬	-	৩৪.০
১৯৯৩-৯৪	১৯.২	৩১.৩৪	১৫.৪	-	৩৩.৩
১৯৯৪-৯৫	১৭.৭	৩০.০০	১৫.৭	-	৩১.৯
১৯৯৫-৯৬	১৭.০	২৯.৪৭	১৫.২	-	৩১.৩
১৯৯৬-৯৭	১৬.০	২৭.২৯	১৫.৮	-	৩০.০
১৯৯৭-৯৮	১৬.৫	২৭.৮৯	১৬.৮	-	৩১.৩
১৯৯৮-৯৯	১৬.৮	২৪.৯৮	১৮.৬	৪০.৬১	৩০.৯
১৯৯৯-২০০০	১৫.৫	২৫.৫১	২০.১	৩২.৪৭	৩৭.১
২০০০-২০০১	১৩.৮৫	২৫.৬৩	১৫.০০	২৭.৮৬	৩৫.৪২
২০০১-২০০২ (ডিসেম্বর'০১)	১২.৮২	২৬.২১	১৮.২৫	২৯.০০	৩৬.৮৫

উৎস ঃ বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়।

আদায় যোগ্য পাওনা ঃ

২০০১ সালের ডিসেম্বর মাসে বিউবো'র আদায়যোগ্য পাওনা ৩৬০৮.৬৪ কোটি টাকা এবং ডেসার আদায়যোগ্য পাওনা ১৪৯২.৬২ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। উল্লেখ্য বিউবো'র আদায়যোগ্য পাওনা ২০০০-২০০১ অর্থ বছরের ৩৩৯৯.৫৯ কোটি টাকা হতে বৃদ্ধি পেয়ে ডিসেম্বর,২০০১-এ ৩৬০৮.৬৪ কোটি টাকা হয়েছে। ডেসার আদায়যোগ্য পাওনা ২০০০-২০০১ অর্থ বছরের ১৪৮০.৭৪ কোটি টাকা হতে বৃদ্ধি পেয়ে ডিসেম্বর, ২০০১-এ ১৪৯২.৬২ কোটি টাকা হয়েছে। ১৯৯৫-৯৬ অর্থ বছর থেকে ২০০০-২০০১ অর্থ বছর এবং ২০০১-২০০২ অর্থ বছরের জুলাই হতে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত উভয় সংস্থার আদায়যোগ্য পাওনার তুলনামুলক বিবরণী সারণী ১০.৩-এ দেয়া হলো।

সারণী ১০.৩ ঃ বিউবো এবং ডেসার আদায়যোগ্য পাওনা

(কোটি টাকায়)

অর্থ বছর/মাস	বিউবো	ডেসা
১৯৯৫-৯৬	১১০০.৮২	৬২৬.২০
১৯৯৬-৯৭	১৩৪৮.২৩	৭৯২.৮০
১৯৯৭-৯৮	১৭২৯.৮১	৯৯৮.১০
১৯৯৮-৯৯	২৪৬৪.৫৩	১২৪৪.১৯
১৯৯৯-০০	২৭৮৯.২২	১৩৯৬.৫০
২০০০-০১	৩৩৯৯.৫৯	১৪৮০.৭৪
২০০১-০২		
জুলাই/০১	৩৪৪৬.০৫	১৪৯৮.৬৯
আগস্ট/০১	৩৫০১.৮৮	২৪৯১.১৪
সেপ্টেম্বর/০১	৩৫০২.০৭	২৪৯৪.৮৪
অক্টোবর/০১	৩৪৬৬.৪৫	১৫০২.৪০
নভেম্বর/০১	৩৫৩৯.৮৭	১৪৯৩.০২
ডিসেম্বর/০১	৩৬০৮.৬৪	১৪৯২.৬২

উৎস ঃ বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়।

সারণী- ১০.৪ঃ স্থাপিত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা, নির্ভরযোগ্য উৎপাদন ক্ষমতা ও সর্বোচ্চ উৎপাদন (মেগাওয়াট)।

অর্থ বছর	স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	উৎপাদন ক্ষমতা নির্ভরযোগ্য (মেগাওয়াট)	সর্বোচ্চ উৎপাদন (মেগাওয়াট)
১৯৯১-৯২	২৩৯৮	১৭২৪	১৬৭২
১৯৯২-৯৩	২৬০৮	১৯১৮	১৮২৩
১৯৯৩-৯৪	২৬০৮	১৮৮১	১৮৭৫
১৯৯৪-৯৫	২৯০৮	২১৩৩	১৯৭০
১৯৯৫-৯৬	২৯০৮	২১০৫	২০৮৭
১৯৯৬-৯৭	২৯০৮	২১৪৮	২১১৪
১৯৯৭-৯৮	৩০৯১	২৩২০	২১৩৬
১৯৯৮-৯৯	৩৬১১	২৮৫০	২৪৪৯
১৯৯৯-২০০০	৩৭১৬	৩৫৪৯	২৬৬৫
২০০০-২০০১	৪০০৫	৩৮৩০	৩০৩৩
২০০১-২০০২	৪২৩০*	৪০৫৫	৩০৮৪**

উৎস ঃ বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় ।
* ফেব্রুয়ারী, ২০০২ পর্যন্ত। ** ০৫-০৭-২০০১ তারিখে।

তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ ঃ

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। দেশজ জ্বালানী সম্পদ সমূহের মধ্যে বাণিজ্যিক জ্বালানীর প্রধানতম উৎস প্রাকৃতিক গ্যাস । এই গ্যাস দেশের মোট বাণিজ্যিক জ্বালানী চাহিদার শতকরা প্রায় ৭০ ভাগ পূরণ করে। ফেব্রুয়ারী, ২০০২ পর্যন্ত দেশে আবিস্কৃত মোট গ্যাস ক্ষেত্রের সংখ্যা ২২টি। এই ২২টি গ্যাস ক্ষেত্রের মোট প্রাক্কলিত গ্যাস মজুদের পরিমাণ ২৪.২৪৫ ট্রিলিয়ন ঘনফুট এবং উত্তোলনযোগ্য মজুদের পরিমাণ ১৫.১০৭ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। জুন, ২০০১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত গ্যাস উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ৪.২৭ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। ফলে জুন,২০০১ সময়ে উত্তোলনযোগ্য নীট মজুদের পরিমাণ ১০.৮৩ ট্রিলিয়ন ঘনফুট (সারণী ১০.৫)।

বর্তমানে ১২টি গ্যাস ক্ষেত্রের ৫১টি কূপ হতে গ্যাস উৎপাদিত হচ্ছে। এই ১২টি গ্যাস ক্ষেত্র হচ্ছেঃ তিতাস (১৩টি কূপ), বাখরাবাদ (৪টি কূপ), হবিগঞ্জ (১০টি কূপ), রশিদপুর (৭টি কূপ), কৈলাশটিলা (৪টি কূপ), সিলেট (১টি কূপ), নরসিংদী (১টি কূপ), মেঘনা (১টি কূপ), শালদানদী (১টি কূপ), সাঙ্গু (৪টি কূপ), জালালাবাদ (৪টি কূপ) এবং বিয়ানীবাজার (১টি কূপ)। কামতা, ছাতক ও ফেণী গ্যাস ক্ষেত্র তিনটি দীর্ঘদিন উৎপাদনশীল থাকার পর বর্তমানে পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে। ১৯৯৯-২০০০ অর্থবছরে প্রকৃত গ্যাস উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৩৩১.২৪৭ বিলিয়ন ঘনফুট এবং ২০০০-২০০১ অর্থবছরে প্রকৃত গ্যাস উৎপাদন হয়েছে ৩৭২.৬৮৮ বিলিয়ন ঘনফুট (সারণী-১০.৬) ।

বিদ্যুৎ উৎপাদন, সার উৎপাদন, বাণিজ্যিক, শিল্প ও গৃহস্থালী খাতে জ্বালানীর অন্যতম প্রধান উৎস হিসাবে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহৃত হচ্ছে। তাই নতুন নতুন গ্যাস ক্ষেত্রের অনুসন্ধান এবং আবিস্কৃত গ্যাস ক্ষেত্রের উন্নয়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। গ্যাস সম্পদের দ্রুত অনুসন্ধান ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সারা দেশকে ২৩টি ব্লকে বিভক্ত করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে সুবিধাজনক শর্তে উৎপাদন বন্টন চুক্তির আওতায় বিদেশী বিনিয়োগের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। এর ফলে বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক তৈল কোম্পানীর পক্ষ থেকে আশানুরূপ সাড়া পাওয়া গেছে। প্রথম ও দ্বিতীয় পিএসসি (Production Sharing Contract) বিডিং-এর আওতায় এ পর্যন্ত ১২টি ব্লকের জন্য উৎপাদন বন্টন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে (সারণী-১০.৮)। এ সকল কোম্পানীর মধ্যে ১টি কোম্পানী বঙ্গোপসাগরে একটি গ্যাস ক্ষেত্র (সাঙ্গু) আবিস্কার করতে সক্ষম হয়েছে এবং ১৯৯৮ হতে পিএসসি ব্যবস্থার অধীনে সাঙ্গু গ্যাস ক্ষেত্র হতে উৎপাদন শুরু হয়েছে। আরও একটি কোম্পানী নতুন দু'টি স্থানে (বিবিয়ানা ও মৌলভীবাজার) গ্যাস ক্ষেত্র আবিস্কার করতে সক্ষম হয়েছে।

গ্যাসের বর্ধিত চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে কয়েকটি প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। এগুলোর মধ্যে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের সহায়তায় তৃতীয় প্রাকৃতিক গ্যাস উন্নয়ন প্রকল্প, শ্রীকাইল তৈল ও গ্যাস অনুসন্ধান কুপ খনন প্রকল্প, শাহবাজপুর ও ফেঞ্চুগঞ্জ গ্যাস ক্ষেত্র উন্নয়ন প্রকল্প উল্লেখযোগ্য। দেশের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের অতিরিক্ত উৎপাদিত গ্যাস ঢাকাসহ দেশের অন্যান্য অঞ্চলে সরবরাহ করার লক্ষ্যে ৩০´´ ব্যাসের ৫৪ কিলোমিটার দীর্ঘ হবিগঞ্জ-আশুগঞ্জ সঞ্চালন পাইপ লাইন নির্মাণের কাজ সম্প্রতি সমাপ্ত হয়েছে এবং ৩০´´ ব্যাসের ২১ কিলোমিটার দীর্ঘ খাটিহাতা-আশুগঞ্জ সঞ্চালন পাইপ লাইনের নির্মাণ কার্যক্রমও হাতে নেয়া হচ্ছে। এ ছাড়া বেসরকারী খাতের এইএস হরিপুর (৩৬০ মেগাওয়াট) এবং এইএস মেঘনাঘাট (৪৫০ মেগাওয়াট) বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। যমুনা বহুমূখী সেতু দিয়ে গ্যাস লাইন স্থাপনের ফলে যমুনা নদী অতিক্রম করে বাঘাবাড়ী হয়ে ঈশ্বরদী ইপিজেড পর্যন্ত গ্যাস পাইপ লাইন স্থাপনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। গত ডিসেম্বর,৯৯ হতে সিরাজগঞ্জ শহরে এবং বাঘাবাড়ী বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহ শুরু হয়েছে । এদিকে পাবনা ও ঈশ্বরদী শহরে গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণের কাজও শুরু হয়েছে। পর্যায়ক্রমে দেশের পশ্চিমাঞ্চলে পাইপ লাইন নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণের মাধ্যমে ঐ অঞ্চলে গ্যাস সরবরাহ করার পরিকল্পনা করা হচ্ছে।

এলপিজি (Liquid Petroleum Gas) ও সিএনজি (Compressed Natural Gas)

কৈলাশটিলায় বাৎসরিক ৫০০০ টন এলপিজি উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন এলপিজি প্ল্যান্টের মাধ্যমে কৈলাশটিলা গ্যাস ক্ষেত্রের এনজিএল হতে এলপিজি উৎপাদিত হচ্ছে। ইহা ছাড়া আর্দ্র গ্যাস ক্ষেত্র যথা-কৈলাশটিলা, বিয়ানীবাজার ও জালালাবাদ হতে আহরিত এনজিএল পাইপ লাইনের মাধ্যমে আশুগঞ্জে এনে ফ্রাকশনেশনের মাধ্যমে এলপিজি, মটর স্পিরিট, হাই স্পীড ডিজেল, কেরোসিন প্রভৃতি পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থ উৎপাদনের লক্ষ্যে সেখানে একটি এনজিএল ফ্রাকশনেশন প্ল্যান্ট স্থাপনের কাজও হাতে নেয়া হয়েছে।

পরিবেশ দূষণ রোধের জন্য যানবাহনসমূহকে সিএনজি-তে রূপান্তরের প্রক্রিয়াকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। সিএনজি ব্যবহারের সুবিধার্থে ঢাকা মহানগরীতে ৫টি ফিলিং ষ্টেশন স্থাপন করা হয়েছে এবং আরও ৬টি সিএনজি ফিলিং স্টেশন স্থাপনের কাজ চলছে। এ ছাড়া, শহরের পাশাপাশি চট্টগ্রাম ও সিলেট শহরসহ ঢাকা-চট্টগ্রাম ও ঢাকা-সিলেট মহাসড়ক বরাবরও ফিলিং ষ্টেশন স্থাপনের পরিকল্পনা করা হচ্ছে। সরকারী খাতের পাশাপাশি বেসরকারী খাতকেও সিএনজি ফিলিং ষ্টেশন স্থাপনে উৎসাহ প্রদান করা হচ্ছে এবং এই লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। অধিকতর সংখ্যায় যানবাহন সিএনজিতে রূপান্তরের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং একই সঙ্গে রূপান্তরিত যানবাহনে সিএনজি সরবরাহ নিশ্চিত করার ব্যবস্থাও নেয়া হচ্ছে। ডিসেম্বর,২০০১ পর্যন্ত প্রায় ২৬০০টি যানবাহনকে সিএনজিতে রূপান্তর করা হয়েছে। এলপিজি এবং সিএনজি প্রকল্পসমূহ আমাদের জ্বালানী ব্যবহারের ক্ষেত্রে সাশ্রয় হবে এবং প্রকৃতি সংরক্ষণ ও পরিবেশকে দূষণমুক্ত রাখতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করা যায়।

কয়লা ও কঠিন শিলা

দেশে খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান, আবিষ্কার ও মূল্যায়নের কাজ এগিয়ে চলছে। খনিজ খাতের মধ্যে বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি প্রকল্প ২০০৩-২০০৪ সাল নাগাদ সমাপ্ত হবে এবং সেখান থেকে বাৎসরিক ১ মিলিয়ন টন কয়লা উত্তোলিত হবে। অন্যদিকে মধ্যপাড়া কঠিন শিলা প্রকল্প ২০০৪-২০০৫ সালে সমাপ্ত হবে, যা থেকে প্রতি বছর প্রায় ১.৬৫ মিলিয়ন টন কঠিন শিলা উত্তোলন করা সম্ভব হবে। দিনাজপুরের বড়পুকুরিয়া ও রংপুরের খালাশপীরের কয়লাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে কাঁচা বালি, নুড়ি পাথর ও সাদা মাটি আবিষ্কৃত হয়েছে। খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান কার্যক্রমের অধীনে দিনাজপুরের দীঘিপাড়ায় কয়লা ও নওগাঁ জেলায় চুনা পাথর পাওয়া গেছে। এছাড়া দিনাজপুরের হাকিমপুরে কয়লা অনুসন্ধান, রংপুরের পীরগঞ্জে ধাতব খনিজ অনুসন্ধানের লক্ষ্যে দু'টি কূপ খনন করা হয়েছে। বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জিএসবি) খনিজ অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনার পাশাপাশি নগর ভূতাত্ত্বিক মানচিত্রায়ন ও ভূ-বৈজ্ঞানিক উপাত্ত সংগ্রহ, ভূ-গর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিক উপস্থিতির কারণ ও উৎসের সন্ধান, ভূ-বৈজ্ঞানিক ও পরিবেশগত গবেষণা কর্মসূচীও পরিচালনা করছে। জিএসবি ১৯৯৮-২০০২ মেয়াদে ৭.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে মোট ২৫টি কর্মসূচী বাস্তবায়ন করছে। এতে জানুয়ারী, ২০০২ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে মোট ৪.২২ কোটি টাকা।

জ্বালানী চাহিদা ও সরবরাহ ব্যবস্থা

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি)-এর মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন স্থানে জ্বালানী মজুদ ব্যবস্থা উন্নয়ন/সম্প্রসারণ, জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর, ঢাকায় আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ ফ্লাইটে জ্বালানী সরবরাহ ব্যবস্থা আধুনিক ও আন্তর্জাতিক মান সম্পন্নকরণ, দেশের একমাত্র জ্বালানী তেল শোধনাগার ইষ্টার্ণ রিফাইনারী লিঃ-এর মূল ডিষ্টিলেশন কলাম প্রতিস্থাপন কাজ সম্পন্ন করেছে। এছাড়া সাড়া দেশ ব্যাপী জ্বালানী মজুদ ব্যবস্থা উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে যাতে ন্যূনতম ৬০ দিনের জ্বালানী চাহিদার সংকুলান থাকে। ২০০০/০১ অর্থবছরে মোট জ্বালানী চাহিদা ছিল ৩৪.০৩ লক্ষ মেঃ টন। একই বছরে মোট আমদানীর পরিমাণ ছিল ৩৪.৩৫ লক্ষ মেঃ টন। বর্তমানে দেশে জ্বালানী তেলের মজুদ ক্ষমতা ৮.০৪ লক্ষ মেঃ টন।

সারণী ১০.৫ঃ দেশের মোট গ্যাস মজুদ

(বি.ঘ.ফুট)

গ্যাস ক্ষেত্র	মোট মজুদ (প্রমাণিত ও সম্ভাব্য)	মজুদ (উত্তোলনযোগ্য)	ক্রমপুঞ্জিত উৎপাদন (জুন, ২০০১ পর্যন্ত)	অবশিষ্ট মজুদ (জুন, ২০০১)
উৎপাদনরত				
বাখরাবাদ	১৪৩২	৮৬৭	৫৯২.৭৭২	২৭৪.২২৮
হবিগঞ্জ	৩৬৬৯	১৮৯৫	৮৫৫.৭০৫	১০৩৯.২৯৫
জালালাবাদ	১১৯৫	৮১৫	৬৭.২৯৫	৭৪৭.৭০৫
কৈলাশটিলা	৩৬৫৭	২৫২৯	২৪৬.৫৬৩	২২৮২.৪৩৭
মেঘনা	১৫৯	১০৪	২৫.৬২৮	৭৮.৩৭২
নরসিংদী	১৯৪	১২৬	৩২.২৮০	৯৩.৭২০
রশিদপুর	২২৪২	১৩০৯	২১২.১০৭	১০৯৬.৮৯৩
সিলেট	৪৪৪	২৬৬	১৬৭.০৬৬	৯৮.৯৩৪
সাঙ্গু*	১০৩১	৮৪৮	১১৬.৪০৫	৭৩১.৫৯৫
সালদানদী	২০০	১৪০	১৭.৫৩৫	১২২.৪৬৫
তিতাস	৪১৩৮	২১০০	১৮৪৮.০৩৫	২৫১.৯৬৫
বিয়ানীবাজার	২৪৩	১৬৭	৫.৮০২	১৬১.১৯৮
উৎপাদনে যায় নাই				
বেগমগঞ্জ	২৫	১৫	-	১৫.০০০
ফেঞ্চুগঞ্জ	৩৫০	২১০	-	২১০.০০০
কুতুবদিয়া*	৭৮০	৪৬৮	-	৪৬৮.০০০
সেতাব	১৬৪	৯৮	-	৯৮.০০০
সাহাবাজপুর	৫১৪	৩৩৩	-	৩৩৩.০০০
বিবিয়ানা	৩১৫০	২৪০১		২৪০১.০০০
মৌলভীবাজার				
স্থগিত				
ছাতক	৪৪৭	২৬৮	২৭.০০০	২৪১.৫০০
কানতা	৩৩	২৩	২১.১০০	১.৯০০
ফেনী	১৭৮	১২৫	৪০.০০০	৮৫.৪৯০
মোট	২৪২৪৫	১৫১০৭	৪২৭৪.৩০	১০৮৩২.৭০

* অফশোর ক্ষেত্র
উৎসঃ পেট্রোবাংলা।

সারণী ১০.৬ঃ খাতওয়ারী প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহার

(বি.ঘ.ফুট)

খাত/বছর	গ্যাস উৎপাদন	বিক্রয়							মোট বিক্রয়
		বিদ্যুৎ	সার	শিল্প	চা বাগান	মৌসুমী (ইটখোলা)	বাণিজ্যিক	গৃহস্থালী	
১৯৯০/৯১	১৭২.৭০৮	৮২.৫৫৬	৫৪.১৭৩	১২.৬৫১	০.৭৫০	০.০০৩	২.৯৩১	১০.৫২৯	১৬৩.৫৯৩
১৯৯১/৯২	১৮৮.৩৬২	৮৮.১০৫	৬১.৬৪২	১২.৬৭০	০.৬৭৮	০.৬০৪	২.৯৩৯	১১.৬৪৬	১৭৮.২৮৪
১৯৯২/৯৩	২১০.৮৮৫	৯৩.২১২	৬৯.২০২	১৪.২২৮	০.৬৬০	০.৭৪০	২.৩৯৫	১৩.৪৯৬	১৯৩.৯৩৩
১৯৯৩/৯৪	২২৩.৭৬৫	৯৭.৪৯১	৭৪.৪৩৫	১৭.৯৭৫	০.৬৮৯	১.০৪৩	২.৭১০	১৫.৬২৮	২০৯.৯৭১
১৯৯৪/৯৫	২৪৭.১৯১	১০৭.৪৫৩	৮০.৪৫৬	২২.৫৩২	০.৬২১	১.১৩৯	২.৮৭৭	১৮.৯১৮	২৩৩.৯৯৬
১৯৯৫/৯৬	২৬৫.৬৬৪	১১০.৯৬৭	৯০.৯৭৮	২৫.৫৮৩	০.৭২৭	০.৯৯৪	২.৯৯৬	২০.৭০৯	২৫২.৯৫৪
১৯৯৬/৯৭	২৬০.৯১৬	১১০.৮৬৪	৭৭.৮৪৮	২৮.৮২৭	০.৭১২	০.০৯১	৩.২৮৭	২২.৭৭০	২৪৪.৩৯৯
১৯৯৭/৯৮	২৮১.৯৪৬	১২৩.৪৫১	৮০.০০২	৩২.৪৭৫	০.৭৪৩	০.০৩০	৩.৪৬২	২৫.২০১	২৬৫.৩৬৪
১৯৯৮/৯৯	৩০৭.৮৮১	১৪০.৮৩৭	৮২.৭৩০	৩৫.৭৭৯	০.৭১০	০.৩৪৭	৩.৬৫২	২৭.১৮৩	২৯১.২৩৮
১৯৯৯/০০	৩৩১.২৪৭	১৪৮.৮৬৫	৮৪.৯০০	৪১.৯৭৮	০.৬৭১	০.৩৪৭	৩.৮২৭	২৮.৯৪৫	৩০৯.৫৩৩
২০০০/০১	৩৭২.৬৮৮	১৭৫.২৬৭	৮৮.৪৩১	৪৭.৯৯০	০.৬৬৮	০.৪৩৮	৪.০৬৫	৩১.৮৫৫	৩৪৮.৭১৪

উৎসঃ পেট্রোবাংলা।

সারণী ১০.৭ঃ খাতওয়ারী প্রাকৃতিক গ্যাসের চাহিদা- ২০০০-২০০৭

(বি.ঘ.ফু.)

খাত	২০০০-২০০১ (প্রকৃত)	২০০১-২০০২	২০০২-২০০৩	২০০৩-২০০৪	২০০৪-২০০৫	২০০৫-২০০৬	২০০৬-২০০৭
বিদ্যুৎ	১৭৫.৩	১৭৯.৯	১৯০.৫	২০২.৯	২১১.০	২৩২.১	২৫৫.৩
সার	৮৮.৪	৯০.৭	৯৪.৩	৯৬.৭	৯৮.৪	১০০.৭	১০২.১
গৃহস্থালী	৩১.৯	৩৩.৬	৩৫.৮	৩৮.৩	৪০.৯	৪৫.০	৪৯.৪
বাণিজ্যিক	৪.০	৫.১	৫.৫	৫.৮	৬.২	৬.৮	৭.৫
শিল্প	৪৮.০	৫২.২	৫৭.৪	৬৩.১	৬৯.৫	৭৬.৪	৮৪.০
চা বাগান ও	০.৬৬	০.৬৯	০.৭৪	০.৭৭	০.৮	০.৮২	০.৮৫
ব্রিক ফিল্ড	০.৪৩	০.৪৭	০.৫০	০.৫৪	০.৫৮	০.৭৩	০.৭৬
সিস্টেম লস	২৪.০	২২.৮	২৩.৯	২৫.৩	২৬.৪	২৮.৬	৩০.০
মোট	৩৪৮.৭	৩৮৫.৪৬	৪০৮.৬৪	৪৩৩.৪১	৪৫৩.৭৮	৪৯১.১৫	৫২৯.৯১

উৎসঃ পেট্রোবাংলা।

সারণী ১০.৮ঃ উৎপাদন বন্টণের ভিত্তিতে গ্যাস অনুসন্ধানের জন্য চুক্তি
(ফেব্রুয়ারী, ২০০২ পর্যন্ত)

তৈল কোম্পানী	অনুসন্ধান ব্লক	এলাকা
অক্সিডেন্টাল অব বাংলাদেশ লিঃ/ইউনোকল (Occidental of Bangladesh Ltd./Unocal)	ব্লক ১৩, ১৪	বৃহত্তর সিলেট জেলা
অক্সিডেন্টাল এক্সপ্লোরেশন অব বাংলাদেশ লিঃ/ইউনোকল (Occidental Explorations of Bangladesh Ltd /Unocal)	ব্লক ১২	বৃহত্তর সিলেট জেলা
কেয়ার্ন এনার্জি এণ্ড হল্যাণ্ড সী সার্চ জেভি (Cairn Energy & Holland Sea Search JV)	ব্লক ১৫, ১৬	বঙ্গোপসাগর এবং বৃহত্তর চট্টগ্রাম জেলা
রেক্সউড অকল্যাণ্ড জেভি (Rexwood Okland JV)	ব্লক ১৭, ১৮	বঙ্গোপসাগর
ইউনাইটেড মেরিডিয়ান করপোরেশন (United Meridian Corporation)	ব্লক ২২	বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা
ইউনোকল/বাপেক্স (Unocal/Bapex)	৭	বরিশাল ও পটুয়াখালী
তাল্লো/শেভরন/টেক্সাকো/বাপেক্স (Tullow/Chevron/Texaco/Bapex)	৯	গাজীপুর, নরসিংদী, কুমিল্লা ও চাঁদপুর
শেল বাংলাদেশ এক্সপ্লোরেশন এন্ড ডেভলপমেন্ট বি,ডি/বাপেক্স (Shell Bangladesh Exploration & Development BD/Bapex)	৫,১০	লক্ষীপুর, নোয়াখালী, ভোলা, সাতক্ষীরা ও বাগেরহাট।

উৎসঃ পেট্রোবাংলা।

সারণী ১০.৯ঃ বাংলাদেশে আবিস্কৃত কয়লা ক্ষেত্রসমূহ ও মজুদের পরিমাণ

কয়লা প্রাপ্তির স্থান/ক্ষেত্র জেলা	খননকৃত কূপের সংখ্যা	কয়লা স্তরের গভীরতা (মিটার)	কয়লা স্তর সংখ্যা	স্তরসমূহের একীভূত গড় পুরুত্ব (মিটার)	কয়লা ক্ষেত্রের বিস্তৃতি (বঃকিঃমি)	মজুদ (মিঃমেঃটন)	আবিস্কারের বছর (খ্রীষ্টাব্দ)
খালাশপীর, রংপুর।	৪টি	২৫৭ হতে ৪৮৩	৮টি	৫০	১২.৫৬	৬৮৫	১৯৮৯-৯০
বড়পুকুরিয়া, দিনাজপুর।	৩১টি	১১৮হতে ৫০৯	৬টি	৫১	৫.২৫	৩৮৯	১৯৮৫-৮৭
জামালগঞ্জ, জয়পুরহাট।	১০টি	৬৪০ হতে ১১৫৮	৭টি	৬৪	১১.৬৬	১০৫৩	১৯৬২
ফুলবাড়ী, দিনাজপুর।	১টি	-	-	-		-	১৯৯৭
দিঘীপাড়া, দিনাজপুর।	১টি	৩২৮ হতে ৪০৭	৭টি	৬১	নিরূপিত হয় নাই	নিরূপিত হয় নাই	১৯৯৪-৯৫

উৎসঃ বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর।

একাদশ পরিচ্ছেদ
পরিবহন ও যোগাযোগ

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উৎপাদন বৃদ্ধি, উৎপাদনের উপকরণ ও উৎপাদিত পণ্যের সুষ্ঠু বাজারজাতকরণ, দেশব্যাপী দ্রব্য মূল্যের স্থিতিশীলতা বজায় রাখা এবং টেকসই উন্নয়নের জন্য সুসংগঠিত পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন অপরিহার্য। বিশেষ করে, বাজার অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও ভূমণ্ডলীয় বাণিজ্যিক বাস্তবতায় অধিকতর বৈদেশিক বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পরিবহন ও যোগাযোগ নেটওয়ার্কের সাথে বাংলাদেশকে অন্তর্ভুক্ত করার উপযোগী উন্নত ও সমন্বিত অভ্যন্তরীণ পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা একান্ত প্রয়োজন। স্থির বাজারমূল্যে ২০০০/০১ অর্থবছরে জিডিপি'র খাতওয়ারী অবদানে যোগাযোগ ও পরিবহন খাতের অবদান শতকরা প্রায় ৯.২২%। রেলপথ, সড়ক পথ, নৌপথ ও আকাশ পথের সমন্বয়ে বাংলাদেশে পরিবহন নেটওয়ার্ক গড়ে উঠেছে।

সড়ক পরিবহন

একটি দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সড়ক ও সড়ক পরিবহন খাতের ভূমিকা অনস্বীকার্য। বস্তুতঃ পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি অর্থনৈতিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত। বর্তমানে বাংলাদেশে বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার মধ্যে স্থল পরিবহন বৃহত্তম মাধ্যমে পরিণত হয়েছে। মোট উৎপাদনে স্থল পথ পরিবহনের অবদান জিডিপি'র প্রায় ৬.৬৭ শতাংশ। ১৯৯৭ সালে পরিচালিত বাংলাদেশ সমন্বিত পরিবহন সমীক্ষা অনুযায়ী যান্ত্রিক পরিবহন কর্তৃক বহনকৃত মালামালের শতকরা ৬৬ ভাগ (টন কিলোমিটারের ভিত্তিতে) এবং যাত্রী চলাচলের শতকরা ৭৩ ভাগ (কিলোমিটারের ভিত্তিতে) সড়ক পরিবহন ব্যবস্থায় সম্পাদিত হয়। সরকারের সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর দেশের জাতীয় ও আঞ্চলিক মহাসড়ক এবং থানা সংযোগকারী সড়কসহ গুরুত্বপূর্ণ ফিডার সড়ক নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণে মুখ্য ভূমিকা পালন করে আসছে। বর্তমানে দেশের গুরুত্বপূর্ণ সেতুসমূহ ও নতুন সড়কসহ থানা সংযোগকারী সড়ক নির্মাণ এবং বিদ্যমান সড়কের পুনর্বাসন ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজের উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হচ্ছে। বিদেশী সাহায্যদাতা সংস্থা ও সরকারের অর্থানুকূল্যে এ সকল প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

সড়ক ও জনপথ (সওজ) অধিদপ্তরের রিপোর্ট অনুযায়ী জুন, ২০০১ পর্যন্ত সংস্থার নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন শ্রেণীর মোট প্রায় ২০,৭৯৯ কিলোমিটার সড়ক রয়েছে, যার মধ্যে পাকা সড়কের পরিমাণ প্রায় ১৩,০০০ কিলোমিটার এবং ইট বিছানো সড়ক ও কাঁচা সড়কের পরিমাণ প্রায় ৭,৭৯৯ কিলোমিটার। উক্ত সড়ক নেটওয়ার্কের মধ্যে ৩,০৮৬ কিলোমিটার জাতীয় মহাসড়ক, ১,৭৫১ কিলোমিটার আঞ্চলিক মহাসড়ক এবং ১৫,৯৬২ কিলোমিটার বিভিন্ন প্রকারের সংযোগ সড়ক। এছাড়া এর নিয়ন্ত্রণাধীন সড়ক নেটওয়ার্কে মোট ৭২ কিলোমিটার দৈর্ঘ্য সম্বলিত বিভিন্ন প্রকারের ৪,৬০৩টি সেতু এবং প্রায় ৮৪ কিলোমিটার দৈর্ঘ্য সম্বলিত বিভিন্ন প্রকারের ৫,৩১৩টি কালভার্ট রয়েছে। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাধীন সড়ক নেটওয়ার্কের বিভিন্ন স্থানে ৯৬টি ফেরীঘাট এবং বিভিন্ন প্রকারের মোট ১৭২টি ফেরীযানের মাধ্যমে পারাপার কার্যক্রম সম্পাদিত হচ্ছে। উল্লেখ্য, বিগত অর্থবছরে সড়ক দৈর্ঘ্য উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পায়নি, তবে প্রায় ২ কিলোমিটার পরিমাণ সেতু নির্মিত হয়েছে। নিম্নে (সারণী-১১.১) সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের অধীন বিভিন্ন শ্রেণীর সড়ক নেটওয়ার্কের দৈর্ঘ্য সংক্রান্ত বিগত ১০ বছরের একটি হিসেব প্রদান করা হলঃ

সারণী- ১১.১ ঃ ১৯৯২ হতে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের অধীন বিভিন্ন শ্রেণীর সড়ক পথ এর পরিসংখ্যান।

বছর (৩০শে জুন পর্যন্ত)	জাতীয় মহাসড়ক (কিঃ মিঃ)	আঞ্চলিক মহাসড়ক (কিঃ মিঃ)	ফিডার রোড 'এ' টাইপ (কিঃ মিঃ)	মোট (কিঃ মিঃ)
১৯৯২	২৯০৮	১৬৫০	১০০৯৮	১৪৬৬৮
১৯৯৩	২৯২০	১৬৬৭	১০৬৬৩	১৫২৫০
১৯৯৪	২৯২০	১৬৮৭	১১০৬৩	১৫৬৭০
১৯৯৫	২৯২০	১৭০০	১১৪৫০	১৬০৭০
১৯৯৬	২৯২০	১৭০০	১২৯৩৪	১৭৫৫৪
১৯৯৭	২৯২০	১৭০০	১৫৬৫৬	২০২৭৬
১৯৯৮	৩১৪৪	১৭৪৬	১৫৯৬৪	২০৮৫৪
১৯৯৯	৩০৯০	১৭৫২	১৬১১৬	২০৯৫৮
২০০০	৩০৮৬	১৭৫১	১৫৯৬২	২০৭৯৯
২০০১	৩০৮৬	· ১৭৫১	১৫৯৬২	২০৭৯৯

উৎসঃ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়।

২০০১/০২ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি)-তে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতায় ১৬৭টি বিনিয়োগ প্রকল্প ও ২টি কারিগরী সহায়তা প্রকল্পসহ মোট ১৬৯টি উন্নয়ন প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এর মধ্যে বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পের সংখ্যা ২২টি এবং বাকী ১৪৭টি প্রকল্প সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে। বিনিয়োগ প্রকল্পের (১৬৭টি) সর্বমোট অর্থায়নের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২৫১১.১৮ কোটি টাকা। এর মধ্যে বাংলাদেশ সরকারের ১০২৭.২৮ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ১৪৮৩.৯০ কোটি টাকা। অন্যদিকে, ২টি কারিগরী সহায়তা প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ দেয়া হয় মোট ৭.২০ কোটি টাকা, যার মধ্যে প্রকল্প সাহায্যের পরিমাণ ৬.০০ কোটি টাকা এবং বাংলাদেশ সরকারের ১.২০ কোটি টাকা।

উপর্যুক্ত ১৬৯টি প্রকল্পের মধ্যে ২২টি বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পের অনুকূলে ২০০১/০২ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে মোট ১৯২২.৩০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে প্রকল্প সাহায্যের পরিমান ১৪৮৯.৯০ কোটি টাকা এবং বাংলাদেশ সরকারের ৪৩২.৪০ কোটি টাকা। চলতি অর্থ বছরে বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের প্রক্রিয়ায় ২০০২ সালের মার্চ পর্যন্ত ৮৬২.৭৯ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। এ ক্ষেত্রে আর্থিক অগ্রগতির হার ৪৪.৮৮ %।।

এছাড়া ১৪৭টি বৈদেশিক সাহায্যবিহীন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ২০০১/০২ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে স্থানীয় মুদ্রায় মোট ৫৯৬.০৮ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। যার মধ্যে ৩টি বৃহৎ প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যথাঃ ৪০টি সড়ক সম্বলিত জনগুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প (প্রথম পর্যায়), ৫০টি সড়ক ও সেতু সম্বলিত জনগুরত্বপূর্ণ প্রকল্প (২য় পর্যায়) এবং প্রায় ১০১৬টি থানা সংযোগকারী ও ফিডার সড়ক সম্বলিত থানা সংযোগকারী সড়ক প্রকল্প। চলতি অর্থ বছরে আলোচ্য ১৪৭টি প্রকল্পের বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় মার্চ ২০০২ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৩৯৮.৪৫ কোটি টাকা। এক্ষেত্রে অর্জিত আর্থিক অগ্রগতির হার ৬৬.৮৫%।

২০০১/০২ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত মোট ১৬৯টি উন্নয়ন প্রকল্পের বাস্তবায়নকাজে মার্চ ২০০২ মাস পর্যন্ত মোট ব্যয় হয়েছে ১২৬১.২৪ কোটি টাকা, যা আলোচ্য অর্থ বছরের সংশ্লিষ্ট কর্মকান্ডের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের (২৫১৮.৩৮ কোটি টাকার) শতকরা ৫০.০৮% । বিগত অর্থ-বছরের উল্লেখিত সময়ে আলোচ্য কাজে ব্যয় হয়েছিল বরাদ্দকৃত অর্থের শতকরা ৪৯.৫৬ ভাগ।

২০০১/০২ (মার্চ, ২০০২ পর্যন্ত) বছরে এডিপিভুক্ত বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্পসমূহের বিবরণ সারণী ১১.২ -এ দেয়া হ'ল।

সারণী ১১.২ ২০০১/০২ অর্থবছরে বাস্তবায়নাধীন উলেশ্ছখযোগ্য প্রকল্পের বিবরণ

(কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	প্রাক্কলিত ব্যয়	২০০১/০২ অর্থবছরের এডিপি (মুল) বরাদ্দ মোট	জুলাই-০১-মার্চ, ০২ পর্যন্ত মোট ব্যয় (বরাদ্দের %)	মার্চ'০২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় (প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
(ক)	যমুনা ব্রীজ অ্যাক্সেস্ রোড প্রকল্প (এডিবি অংশ জুলাই,১৯৯৬-জুন, ২০০২ এবং জেবিআইসি অংশ জুলাই ১৯৯৬ থেকে ডিসেম্বর, ২০০৫)	৯১৩.৪৩	১৭৯.০০	৫৬.৭৯ (৩১.৭৩%)	৬২৬.৩৮ (৬৮.৫৭%)	এডিবি ও জেবিআইসি	এডিবি অংশের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতির হার যথাক্রমে ৬৬.২৯% ও ১০০% এবং জেবিআইসি অংশের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতির হার যথাক্রমে ৭৩.২৪% ও ৭০% ।
(খ)	তৃতীয় সড়ক পুনর্বাসন ও রক্ষণাবেক্ষন প্রকল্প। (জুলাই, ১৯৯৮ থেকে জুন, ২০০৪)	২১৫০.০০	৫২৫.০০	২৯৪.৭৪ (৫৬.১৪%)	৭২৩.১৬ (৩৩.৬৪%)	আইডিএ	বাস্তব অগ্রগতি ৩৩%।
(গ)	দক্ষিণ-পশ্চিম সড়ক নেটওর্য়াক উন্নয়ন প্রকল্প। (জুলাই, ১৯৯৯ থেকে জুন, ২০০৪)	১০৮৬.১৫	২০৫.০০	৬৯.৫৯ (৩৩.৯৫%)	২৪৪.৬৮ (২২.৫২%)	এডিবি	বাস্তব অগ্রগতি ১০%।
(ঘ)	সিলেট-তামাবিল-জাফলং সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (জুলাই, ১৯৯৯ থেকে জুন, ২০০৫)	১৭৮.৫২	৪১.৬০	২২.৮৭ (৫৫%)	১১৯.৪১ (৬৬.৬৯%)	কুয়েত সরকার	বাস্তব অগ্রগতি ৬৫%।
(ঙ)	রূপসা নদীর উপর সেতু নির্মাণের জন্য সমীক্ষা ও নক্শা প্রণয়ন প্রকল্প। (মে, ২০০১ থেকে নভেম্বর, ২০০৪)	৫৮২.০০	১৪৫.০০	১৩৬.৭১ (৯৪%)	১৫৩.০০ (২৬.২৯%)	জাপান সরকার	প্রকল্পটির কাজ চলতি অর্থ বছরে শুরু হয়েছে। বাস্তব অগ্রগতি ২৩%।
(চ)	পটুয়াখালী ও বরগুণা জেলায় গুরুত্বপূর্ণ সড়ক পুনর্নির্মাণ। (জুলাই, ২০০১ থেকে জুন, ২০০৫)	২২৭.৫১	১০৫.০০	০.১০ (-)	৫.৫৮ (২.৪৫%)	ডানিডা	প্রকল্পটি চলতি অর্থবছরে শুরু হয়েছে। বাস্তব অগ্রগতি ৪.৩%।
(ছ)	পদ্মা নদীর উপর পাকশী সেতু নির্মাণ। (আগস্ট, ২০০০ থেকে আগস্ট -২০০৪)	৪১০.১৩	২৭৯.০০	৯৭.১১ (৩৪.৮১%)	২৭৭.৫৩ (৬৭.৬৭%)	জাপান সরকার	বাস্তব অগ্রগতি ৩০%।
(জ)	ভৈরব বাজারে মেঘনা নদীর উপর সেতু নির্মাণ। (জুলাই ১৯৯৮ থেকে জুন-২০০৩)	৪৫৩.০৫	১৮৮.০০	১৩১.৯০ (৭০%)	৪৫৭.৪৬ (১০০.৯৭%)	যুক্তরাজ্য সরকার	বাস্তব অগ্রগতি ৯০%
(ঝ)	সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন প্রকল্প। (এপ্রিল, ২০০১ থেকে জুন-২০০৫)	৮৬১.৭৭	৮৮২.৫০	৫.২৭ (৬.৩৯%)	৫.২৭ (০.৬১%)	এডিবি	চলতি অর্থবছরে প্রকল্পটির কাজ শুরু হয়েছে। বাস্তব অগ্রগতি শুন্য।
(ঞ)	বরিশাল-পটুয়াখালী সড়কের উপর ১১০০ মিটার দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট দপদপিয়া সেতু নির্মাণ।	২৩৩.০৭	২.৫০	-	-	কুয়েত সরকার	প্রকল্পটির কাজ চলতি অর্থবছরে শুরু হয়েছে। বাস্তব অগ্রগতি শুন্য
(ট)	থানা সংযোগকারী সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প	১৪,১৪৬.০৭	১০৫.০০	৭৬.০৯ (৭২.৪৭%)	২৯৫৬.২৪ (২০.৯০%)	বাংলাদেশ সরকার	প্রকল্পটির আওতায় চলতি অর্থবছরে ১০১৬টি স্কীম বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।
(ঠ)	জনগুরত্বপূর্ণ সড়ক ও সেতু নির্মাণ প্রকল্প	২১৬৪.৮০	২৩.০০	২১.১৭ (৯২%)	৬৪২.৭৭ (২৯.৬৯%)	বাংলাদেশ সরকার	প্রকল্পটির আওতায় চলতি অর্থবছরে ৯০টি স্কীম বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

উৎস ঃ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়।

১৯৯৫/৯৬ সাল হতে ২০০১/০২ (মার্চ পর্যন্ত) সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর বিবরণ সারণী ১১.৩-এ দেয়া হ'ল ।

সারণী ১১.৩ ২০০১/০২ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর বিবরণ

(কোটি টাকায়)

অর্থ বছর	এডিপি/ আরএডিপি বরাদ্দ	প্রকৃত ব্যয়	মোট প্রকল্প সংখ্যা	মোট সমাপ্ত প্রকল্প সংখ্যা
১৯৯৫/৯৬	৮৭৭.৪৬	৭৮৮.৫৬	৪০	৫
১৯৯৬/৯৭	১০২২.৭০	১০১৫.৯০	৪৬	৪
১৯৯৭/৯৮	১০৬১.১৫	১০৫২.৬১	৭২	১
১৯৯৮/৯৯	১৫২৫.৫৬	১৪৫৩.৫১	১০২	৭
১৯৯৯/০০	১৭১৯.৮৭	১৭৯০.৯৭	১১২	৪
২০০০/০১	২৫১৯.৩৩	২১৩৩.৭১	১৩১	২
*২০০১/০২	২৫১৮.৩৮	১২৬১.২৪ (মার্চ, ০২ পর্যন্ত)	১৬৯	৮টি প্রকল্প সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত

উৎস ঃ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়। * ২০০১/০২ অর্থ বছরের মূল এডিপি বরাদ্দ দেখানো হয়েছে।

যমুনা বহুমুখী সেতু ও পদ্মা সেতু

সুষ্ঠু এবং সমন্বিত যাতায়াত ব্যবস্থা একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত। বহু যুগ ধরে প্রমত্তা যমুনা নদী প্রাকৃতিকভাবে দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলকে অন্যান্য অঞ্চল হতে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। সেদিকে লক্ষ্য রেখেই সমন্বিত যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার মাধ্যমে যমুনা বহুমুখী সেতু প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। সফলভাবে যমুনা সেতুর নির্মাণ কাজ সমাপ্তির পর ২৩শে জুন, ১৯৯৮ তে যানবাহন চলাচলের জন্য সেতুটি খুলে দেয়া হয়। এ সেতু খুলে দেয়ার পর হতে বিশেষতঃ যোগাযোগের ক্ষেত্রে দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের সাথে রাজধানী ঢাকার এক নিবিড় যোগসূত্র গড়ে উঠেছে। শুধু তাই নয়, এ সেতু চালু হবার পর থেকে দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। গত বছরের (২০০০/০১) তুলনায় চলতি অর্থবছরে (২০০১-২০০২) এ সেতুর উপর দিয়ে যেমন যানবাহন চলাচল বৃদ্ধি পেয়েছে তেমনি এ থেকে আয়ও বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে যমুনা বহুমুখী সেতুর উভয় প্রান্তে রেল লাইন স্থাপনের কাজ চলছে, যা সমাপ্ত হলে রাজধানী ঢাকার সাথে দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের সরাসরি রেল যোগাযোগ স্থাপিত হবে।

যমুনা বহুমুখী সেতুর উপর দিয়ে ইতোমধ্যে বিদ্যুৎ, গ্যাস ও রেল স্থাপনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে সিরাজগঞ্জ শহরে গ্যাস সরবরাহ করা হচ্ছে এবং বাঘাবাড়ী বিদ্যুৎ কেন্দ্র পর্যন্ত গ্যাস লাইন বসানোর কাজও শেষ হয়েছে। দেশের সমগ্র উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে বিদ্যুৎ ও গ্যাস সরবরাহ করা সম্ভব হলে ঐ সমস্ত অঞ্চলের জ্বালানী ঘাটতি অনেকাংশে হ্রাস পাবে। তাছাড়া, এ সমস্ত অঞ্চলে গ্যাস সরবরাহ করা হলে সেখানকার তৈলভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলোকে গ্যাসভিত্তিক সিস্টেমে রূপান্তরের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যয়ও হ্রাস করা সম্ভব হবে। যার ফলে বিদ্যুৎ ব্যয়ও হ্রাস পাবে।

যমুনা সেতুর উভয় প্রান্তে রেল লাইন স্থাপনের কাজ চলছে। চলতি ২০০১ সালের মধ্যে এ কাজ শেষ হলে রাজধানী ঢাকার সাথে দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে সরাসরি রেল যোগাযোগও স্থাপিত হবে। যমুনা সেতুর সর্বোত্তম ব্যবহার ও দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক ''উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল সমীক্ষা'' নামে একটি সমীক্ষা পরিচালিত হয়েছে। এ সমীক্ষায় বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করা হয়েছে। এ সমস্ত সুপারিশ বাস্তবায়িত হলে দেশের অনগ্রসর উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে কৃষি ও শিল্প খাতে ব্যাপক উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড সৃষ্টির সুযোগ ঘটবে। এতে দেশের বেকারত্ব লাঘব ছাড়াও অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিশেষ সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

যমুনা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের সংশোধিত প্রকল্প ছক অনুযায়ী স্থানীয় মুদ্রায় ১৪২৯.০০ কোটি টাকাসহ মোট ব্যয় দাঁড়িয়েছে ৩৯৩৮.৫৫ কোটি টাকা । তম্মধ্যে তিনটি উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা আইডিএ, এডিবি ও ওইসিএফ (জাপান)- ২০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার করে মোট ৬০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋণ হিসেবে প্রকল্পে অর্থায়ন করেছে। অবশিষ্ট অর্থ বাংলাদেশ সরকারের আভ্যন্তরীণ সম্পদ হতে যোগান দেয়া হয়েছে।

যমুনা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের অনুকূলে ১৯৯১/৯২ সাল হতে ২০০০/০১ সালের সংশোধিত এডিপিতে স্থানীয় মুদ্রায় ১৪১৫.২৫ কোটি টাকাসহ সংশোধিত বরাদ্দ ছিল ৪৩১৬.৪৪ কোটি টাকা। উক্ত বরাদ্দের বিপরীতে অবমুক্ত করা হয়েছে স্থানীয় মুদ্রায় ১৩০০.৬৭ কোটি টাকাসহ মোট ৩৬৮৯.৬২ কোটি টাকা এবং অবমুক্ত অর্থের বিপরীতে স্থানীয় মুদ্রায় ১২৬৩.৬০ কোটি টাকাসহ মোট ৩৬৫২.৫০ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে, যা মূল বরাদ্দের ৮৪.৬২% এবং অবমুক্ত অর্থের ৯৯%। ২০০১/০২ অর্থবছরে এডিপিতে ৮৫.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ আছে এবং ফেব্রুয়ারী, ২০০২ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে মোট ২২.৯৬ কোটি টাকা, যা মূল বরাদ্দের ২৭.০১%।

যমুনা বহুমুখী সেতু প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্প এলাকায় পরিবেশের ওপর যাতে কোন প্রকার বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রেখেই ১৮.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে পরিবেশ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়, যা সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়িত হচেছ। পরিবেশ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের মধ্যে ইতোমধ্যেই মৎস্য জরিপ ও পরিবীক্ষণ কর্মসূচী বাস্তবায়িত হয়েছে। তবে মৎস্য চাষ উন্নয়ন, নৌ চলাচল কর্মসূচীর কাজ শেষ হয়েছে এবং শস্য বিন্যাসের পরিবর্তন, পরিবীক্ষণ, প্রশিক্ষণ ও সম্প্রসারণ এবং বৃক্ষ-রোপণ ও সামাজিক বনায়নের কাজ এখনও চলছে।

যমুনা বহুমুখী সেতু প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রায় ৭৬৬০ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়। এর ফলে প্রায় ১৫,০০০টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই সকল ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি/পরিবারকে পুনর্বাসনের জন্য একটি পুনর্বাসন কর্ম-পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়। সেই কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী বিভিন্ন কর্মসূচী সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে। পুনর্বাসন প্রকল্পের জন্য ১৯৯৩/৯৪ হতে ২০০০/০১ সাল পর্যন্ত সংশোধিত এডিপি-তে ৯০.৪৩ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। উক্ত বরাদ্দের বিপরীতে ৮১.৬৮ কোটি টাকা অবমুক্ত করা হয়েছে এবং উক্ত সময় পর্যন্ত এ প্রকল্পে ব্যয় হয়েছে ৭১.৩৯ কোটি টাকা যা মূল বরাদ্দের ৭৮.৯৫% এবং অবমুক্ত অর্থের ৮৭.৪০%। ২০০১/০২ অর্থবছরে পুনর্বাসন প্রকল্পের জন্য এ প্রকল্পের অনুকূলে এডিপি-তে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ১৫.০০ কোটি টাকা এবং ফেব্রুয়ারী, ২০০২ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ০.৬৪ কোটি টাকা, যা বরাদ্দের ৪.২৭%।

সফলভাবে 'যমুনা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের' নির্মাণ কাজ সমাপ্তির পর সরকার দেশের দক্ষিণাঞ্চলের সাথে রাজধানী ঢাকার সরাসরি ও সুষ্ঠু যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে পদ্মা নদীর ওপর একটি সেতু নির্মাণের জন্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের পূর্বে যে বিস্তারিত আর্থ-কারিগরী সমীক্ষা পরিচালনা প্রয়োজন, তার প্রাথমিক কর্মকাণ্ড ২০০১ সালের নভেম্বর মাস হতে শুরু হয়েছে। জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সি (জাইকা) কর্তৃক বিস্তারিত সমীক্ষার কাজ আগামী দু'বছরের মধ্যে সম্পন্ন হওয়ার পর এ গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের নির্মাণ কাজ শুরু হবে বলে আশা করা যায়।

রেল পরিবহন

বাংলাদেশ রেলওয়ে দেশের অন্যতম প্রধান স্থল পরিবহন মাধ্যম হিসেবে দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বর্তমানে বাংলাদেশ রেলওয়ের দৈর্ঘ্য ২৭৩৩.৫১ রুট কিঃমিঃ (বিজি ৯০১.০৯ কিঃমিঃ এবং এমজি ১৮৩২.৪২ কিঃমিঃ)। যমুনা সেতুতে রেলপথ স্থাপন করায় পূর্বাঞ্চল ও পশ্চিমাঞ্চলের মধ্যে রেলওয়ে সংযোগ প্রতিষ্ঠার সুযোগ হয়েছে। জামতৈল (যমুনা সেতু হয়ে) হতে জয়দেবপুর পর্যন্ত ডুয়েল গেজ ট্র্যাক নির্মাণ শেষ হলে ২০০২ সালের জুন মাস হতে উভয়াঞ্চলের মাঝে সরাসরি রেল যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হবে বলে আশা করা যায়। বাংলাদেশ রেলওয়ের বিগত ৮ বছরের সার্বিক কর্মকাণ্ডের তুলনামূলক চিত্র সারণী ১১.৪-এ দেয়া হল।

সারণী ১১.৪ঃ বাংলাদেশ রেলওয়ের সার্বিক কার্যক্রম

	বিবরণ	১৯৯৪/৯৫	১৯৯৫/৯৬	১৯৯৬/৯৭	১৯৯৭/৯৮	১৯৯৮/৯৯	১৯৯৯/০০	২০০০/০১	২০০১/০২ (সাময়িক)
ক)	যাত্রী পরিবহন (কোটি প্যাসেঞ্জার কিঃমিঃ হিসেবে)	৪০৩.৭২	৩৩৩.৩২	৩৭৫.৩৬	৩৮৫.৬০	৩৬৭.৮০	৩৯৪.১০	৪২০.৯৯	৩৮৭.৭০ ৯২.৯৫
খ)	পণ্য পরিবহন (কোটি টন কিঃমিঃ হিসেবে)	৭৫.৯৮	৬৮.৯০	৭৮.২৪	৮০.৩৮	৮৯.৬৪	৭৭.৭১	৯০.৭৮	-
গ)	রেলওয়ে ইঞ্জিনের সংখ্যা	২৭৯	২৭২	২৮৪	২৭৫	২৭৯	২৬৮	২৭৭	২৭৭
	যাত্রীবাহী গাড়ীর সংখ্যা	১,৩২৩	১,২৭৭	১,২৪৫	১,২৬৪	১,২৮৭	১,২৮২	১২৭৫	১২৭৫
	মালবাহী গাড়ীর সংখ্যা	১৪,৩৬৭	১৩,৮১৭	১২,৭৭৩	১১,৯৪৩	১১,১৫২	১০,৯২৯	১০,৭৭৮	১০৭৭৮
	অন্যান্য গাড়ীর সংখ্যা	১৫৫	১৫৩	১৫২	১৪৬	১৩৯	১৩৭	১৩৬	১৩৬
ঘ)	রাজস্ব আয়* (কোটি টাকায়)	২৯৪.৬৮	২৮৪.০৯	৩৩০.৬৪	৩৫০.৯১	৪৭৫.৬০	৪৪৩.১০	৩৬৬.৩৯	৪৩১.০০
ঙ)	রাজস্ব ব্যয় (কোটি টাকায়)	৩৯০.৪৭	৪০১.৫৯	৪১৪.১৭	৪৩৩.৩৬	৪৬১.১৫	৪৬৯.৮৬	৫২৩.৮৭	৫০৭.১০

উৎসঃ বাংলাদেশ রেলওয়ে। * পিসও এবং ওয়েল ফেয়ার গ্রান্ট।

উপর্যুক্ত সারণী ১১.৪ থেকে দেখা যায় যে, ২০০০/০১ পর্যন্ত রেলপথে যাত্রী পরিবহন ও পণ্য পরিবহন ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০১/০২ অর্থবছরেও যাত্রী পরিবহন ও পণ্য পরিবহন বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়। বাংলাদেশ রেলওয়েতে বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডের সাথে জনকল্যাণের প্রতিও নজর দেয়া হয়। ফলে ১৯৯৬/৯৭ থেকে ১৯৯৮/৯৯ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ রেলওয়েতে রাজস্ব আয় বৃদ্ধির সাথে সাথে রাজস্ব ব্যয়ও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৯৯/০০ এবং ২০০০/০১ অর্থবছরে পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় রাজস্ব আয় কমেছে। কিন্তু রাজস্ব ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে।

২০০১/০২ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে মোট ২৮টি (টিএপিপিসহ) প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এবং মোট বরাদ্দ রাখা হয়েছে ৬৬১.৪০ কোটি টাকা। ফেব্রুয়ারী, ২০০২ পর্যন্ত মোট ব্যয় হয়েছে ২৮৫.৮৩ কোটি টাকা। ১৯৯৪/৯৫ হতে ২০০১/০২ (ফেব্রুয়ারী, ২০০২) বছর পর্যন্ত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর উল্লেখযোগ্য বিবরণ সারণী ১১.৫-এ প্রদত্ত হল।

সারণী ১১.৫ঃ বাংলাদেশ রেলওয়ের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর বিবরণ

(কোটি টাকা)

অর্থ বছর	এডিপি/আরএডিপি বরাদ্দ	প্রকৃত ব্যয়	মোট প্রকল্প সংখ্যা	মোট সমাপ্ত প্রকল্প সংখ্যা
১৯৯৪/৯৫	২০৫.৯৭	২১৯.৭১	৩৫	১০
১৯৯৫/৯৬	১৫৮.১৯	১৭৩.৪৪	৩৪	৮
১৯৯৬/৯৭	২৪৩.৩৩	২৪৮.৭২	২৯	৯
১৯৯৭/৯৮	৩২২.৮৮	৩৪৬.৯১	২৫	৩
১৯৯৮/৯৯	৫১২.০৪	৪০৭.৫৮	২৯	৪
১৯৯৯/০০	৪২৭.৬০	৪০৭.৩৩	২৭	৩
২০০০/০১	৬২০.০০	৬০৭.১৯	২৫	২
*২০০১-২০০২ (ফেব্রুয়ারী-০২ পর্যন্ত)	৬৬১.৪০	২৮৫.৮৩	২৮	৫

উৎসঃ বাংলাদেশ রেলওয়ে। * ২০০১/০২ অর্থবছরের পরিসংখ্যান সাময়িক। * ফেব্রুয়ারী, ২০০২ পর্যন্ত।

পুনর্গঠন কার্যক্রমঃ বাংলাদেশ রেলওয়ে বিগত কয়েক বছর যাবৎ বিভিন্ন কারণে ঘাটতির সম্মুখীন হচ্ছিল। উক্ত অবস্থার নিরসনকল্পে 'না লাভ-না ক্ষতি' অবস্থায় পৌঁছার লক্ষ্যে এডিবির সহায়তায় বাংলাদেশ রেলওয়েতে রিকভারী প্রোগ্রাম চালু করা হয়। এই সংস্কার কার্যক্রমের ৫টি মূল উপাদান (Key elements) নিম্নে উপস্থাপন করা হলঃ

(১) উল্লেখযোগ্য ঘাটতি হ্রাস (Significant deficit reduction);

(২) ওপেন এনডেড সাবসিডি বিলুপ্তকরণ (Termination of open-ended subsidies);

(৩) শ্রমশক্তি সুষমকরণ (Labour Rationalization);

(৪) প্রাতিষ্ঠানিক পুনর্গঠন (Instititutional Reform);

(৫) সুষম বিনিয়োগ কার্যক্রম চালুকরণ (Adoption of a rational investment programme)।

বাংলাদেশ রেলওয়েকে দায়বদ্ধতা, বাণিজ্যিক ও আর্থিক সফলতা এবং পেশাগত জ্ঞানের ভিত্তিতে পরিচালনার লক্ষ্যে অধিকতর স্বাধিকার (Autonomy) অর্পন ও পরিচালনা কাঠামো পরিবর্তনে সরকার কর্তৃক সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ায় বাংলাদেশ রেলওয়ে এডিবির সহায়তায় একটি কারিগরী সহায়তা প্রকল্প চালু করে। এ প্রকল্পটি দু'ভাগে বিভক্ত- প্রথম পর্যায় সমস্যা ও সমাধানের পাথেয় (Diagnostic) ও দ্বিতীয় পর্যায় সমাধানের কর্মসূচী বাস্তবায়ন। প্রথম পর্যায় ও দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ ইতোমধ্যেই শেষ হয়েছে। সেই অনুযায়ী ১ম ও ২য় পর্যায়ে রেলওয়ে অথরিটি গঠন (বিআরএ)সহ নিম্নলিখিত কর্মকাণ্ড সম্পন্ন করা হয়েছেঃ

(১) কর্মচারীর সংখ্যা ৫৮ হাজার থেকে ৩৫,৯০০তে হ্রাস করা হয়েছে (স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ ও নিয়মিত অবসর গ্রহণের মাধ্যমে)।

(২) অলাভজনক ব্রাঞ্চ লাইন, ষ্টেশন, ওয়ার্কশপ, সেড ইত্যাদি এবং অলাভজনক যাত্রীবাহী গাড়ী বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

(৩) পাবলিক সার্ভিস অবলিগেশন (পিএসও) চালু করা হয়েছে। পিএসও-এর মাধ্যমে রেলওয়ের আয়-ব্যয় ব্যবধান কমিয়ে আনা হয়েছে।

(৪) বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ট্যারিফ ফিক্সেশন করা হয়েছে।

(৫) রেলওয়ের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে প্রাইভেট সেক্টরকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে।

চলতি বছরের মার্চ, ২০০২ পর্যন্ত যাত্রী পরিবহন খাতে আয় গত বছরের একই সময়ের তুলনায় শতকরা ৬ ভাগ (৬%) বৃদ্ধি পেয়েছে। মালামাল পরিবহন খাতেও আয় বৃদ্ধির চেষ্টা অব্যাহত আছে। এপ্রিল, ২০০১ সাল হতে রিফর্মের তৃতীয় পর্যায়ের কার্যক্রম সমীক্ষার মাধ্যমে শুরু হয়েছে। এর বাস্তবায়নকাল এপ্রিল' ২০০১ হতে মার্চ, ২০০২ পর্যন্ত।

নৌ-পরিবহন

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্পোরেশন

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্পোরেশন একটি সরকারী বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান এবং দেশের বৃহত্তর অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন সংস্থা। অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহনের ক্ষেত্রে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের পাশাপাশি দেশের সরকারী বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন সংস্থাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বর্তমানে সংস্থার মোট জলযান সংখ্যা ২১৭টি। এর মধ্যে ১৫৯টি বাণিজ্যিক জলযান ও ৫৮টি সহায়ক জলযান। ১৫৯টি বাণিজ্যিক জলযানের মধ্যে ১৩টি জলযান অকেজো ও ১টি জলযান রূপান্তর প্রক্রিয়ায় থাকায় ১৪৫টি জলযান চলাচল উপযোগী রয়েছে। সাধারণতঃ ১৪৫টি চলাচল উপযোগী জলযানের মধ্যে ২০% গড়ে মেরামত/সার্ভেতে থাকে এবং বাকী ৮০% জলযান বাণিজ্যে নিয়োজিত থাকে। সংস্থার প্রায় সকল জলযান অতি পুরাতন। এ সকল পুরাতন জলযান মেরামতে প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়। দেশের স্বার্থে এ কর্পোরেশন অভ্যন্তরীণ নৌ-পথে যাত্রী, গাড়ী ও মালামাল পরিবহনে নিয়োজিত রয়েছে। নিম্ন উল্লেখিত ৪টি সার্ভিস বর্তমানে চালু রয়েছেঃ

(১) অভ্যন্তরীণ যাত্রীবাহী সার্ভিস;
(২) উপকূলীয় যাত্রীবাহী সার্ভিস;
(৩) ফেরী সার্ভিস;
(৪) কার্গো সার্ভিস।

জলযানের অবস্থানঃ এ কর্পোরেশনের বাণিজ্যিক ১৫৯টি জলযান ও সহায়ক জলযান সংখ্যা ৫৮টির সমন্বয়ে মোট জলযান ২১৭টি। বাণিজ্যিক ১৫৯টি জলযানের মধ্যে ২৮টি যাত্রীবাহী জাহাজ, ৩৩টি ফেরী, ১২টি তৈলবাহী, ১৫টি কোষ্টার, ১০টি স্বয়ংক্রিয় অভ্যন্তরীণ বার্জ, ২৩টি উপকূলীয় ডাম্ববার্জ, ১২টি অভ্যন্তরীণ ডাম্ববার্জ ও ২৬টি টাগ অন্তর্ভুক্ত। সহায়ক জলযান ৫৮টির মধ্যে অভ্যন্তরীণ ডাম্ববার্জ ৬টি, ঘাট/পন্টুন ২৮টি, ক্রেনবোর্ড ২টি, ভাসমান কারখানা ৬টি, বন্দর ডিউটি লঞ্চ ৬টি, এমএলবি-৫টি এবং বিবিধ-৫টি অন্তর্ভুক্ত।

কর্পোরেশনের লাভ/লোকসানের হিসাবঃ বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহণ কর্পোরেশন জনস্বার্থে ও জনকল্যাণমূলক সার্ভিস হিসেবেই উপকূলীয় ও অভ্যন্তরীণ রুটে ভর্তুকি প্রদানসহ যাত্রীবাহী সার্ভিস চালু রেখেছে। উল্লেখ্য, ২০০০/০১ অর্থবছরে কর্পোরেশন কর্তৃক পরিচালিত উপকূলীয় ও অভ্যন্তরীণ যাত্রীবাহী সার্ভিসের যথাক্রমে ৪.৩১ এবং ৫.১২ কোটি টাকা লোকসান হয়। যার বিপরীতে দীর্ঘ নয় মাসেও কোন ভর্তুকী পাওয়া যায়নি। কর্পোরেশনের অধিকাংশ জাহাজই পুরাতন ও জরাজীর্ণ হওয়ার কারণে মেরামত ও জ্বালানী বাবদ প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়। ফলে কর্পোরেশনের পরিচালন উদ্বৃত্ত হলেও নীট লোকসান হয়। কর্পোরেশনের যাত্রী ও মালামাল পরিবহন বাবদ বিগত ৮ বছরের আয়-ব্যয় সম্বলিত বিবরণী সারণী ১১.৬-এ প্রদত্ত হল।

সারণী ১১.৬ঃ বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন করপোরেশনের বিগত ছয় বছরের আয়-ব্যয়
(১৯৯৩/৯৪ হতে ২০০০/০১)

(কোটি টাকায়)

অর্থবছর	আয়	প্রকৃত ব্যয়	অপারেশনাল লাভ(+)/ক্ষতি(-)	সুদ ও অপচয়	নীট লাভ(+)/ক্ষতি(-)
১৯৯৩/৯৪	৬৫.৪৭	৫৭.৯১	(+)৭.৫৬	১০.৫০	(-)২.৯৪
১৯৯৪/৯৫	৭২.১৮	৫৮.১৫	(+)১৪.০৩	১৪.৭৫	(-)০.৭২
১৯৯৫/৯৬	৭৩.৮৯	৫৯.৪৮	(+)১৪.৪১	১২.৯০	(+)১.৫১
১৯৯৬/৯৭	৮৬.৭৫	৬৪.৬৪	(+)২২.১১	১৩.০৮	(+)৯.০৩
১৯৯৭/৯৮	৮৫.৫৮	৬৫.০৬	(+)২০.৫২	১৩.৩৪	(+)৭.১৮
১৯৯৮/৯৯	৬৮.৬৪	৬১.২১	(+)৭.৪৩	১৩.৭৫	(-)৬.৩২
১৯৯৯/০০	৭৭.৮০	৬৪.৬৬	(+)১৩.১৪	১৪.৩৮	(-)১.২৪
২০০০/০১	৮৮.৭২	৬৯.৬০	(+) ১৯.১২	১৬.১৮	(+)২.৯৪

উৎসঃ বাংলাদেশ নৌ-পরিবহন কর্পোরেশন। ১৯৯৯/২০০০ অর্থবছরের তথ্য সাময়িক।

উপর্যুক্ত হিসেব অনুযায়ী দেখা যায় যে, সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার ফলে কর্পোরেশনের আয় বৃদ্ধি ও ব্যয় হ্রাস পাওয়ায় ১৯৯৫/৯৬, ১৯৯৬/৯৭ এবং ২০০০/০১ অর্থবছরে যথাক্রমে ১.৫১, ৯.০৩, ৭.১৮ এবং ২.৯৪ কোটি টাকা নীট মুনাফা অর্জন করেছে। কিন্তু, ২৩/০৬/৯৮ তারিখ হতে যমুনা বহুমুখী সেতু চালু হওয়ায় ফেরী সেক্টরে সংস্থার আয় বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে এবং পে-স্কেল, ১৯৯৭ কার্যকর হওয়ার ফলে বেতন ভাতা খাতে ব্যয়ও বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে ১৯৯৮/৯৯ অর্থ বছরে ৬.৩২ কোটি টাকা এবং ১৯৯৯/০০ অর্থবছরে ১.২৪ কোটি টাকা নীট ক্ষতি হয়েছে। কিন্তু সংশ্লিষ্ট সকলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় কর্পোরেশন-এ নাজুক পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছে। ২০০০/০১ অর্থবছরে কর্পোরেশন ২.৯৪ কোটি টাকা মুনাফা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। অন্যদিকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বকেয়া পাওনার অধিকাংশ পরিশোধ করেছে। এছাড়া, কর্পোরেশন ১৫/০৩/০১ পর্যন্ত মোট ৯১১.৫৮ লক্ষ টাকা ডিএসএল বাবদ সরকারকে পরিশোধ করেছে। বর্তমানে কর্পোরেশনের কোন ব্যাংক ঋণ ও ওভার ড্রাফট নেই।

২০০১/০২ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে মোট ৩টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত আছে। প্রকল্পগুলির বিপরীতে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে স্থানীয় মুদ্রায় ১৯২০.০০ লক্ষ টাকা ও প্রকল্প সাহায্য ৩০০০.০০ লক্ষ টাকাসহ সর্বমোট ৪৯২০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। তন্মধ্যে মার্চ ২০০২ পর্যন্ত ৩টি প্রকল্পের বিপরীতে মোট ব্যয় হয়েছে ২৩৩৮.০০ লক্ষ টাকা যা মোট বরাদ্দের ৪৭.৫২%।

বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন (বিএসসি)

১৯৭২ সালে প্রতিষ্ঠা লাভের পর থেকে আন্তর্জাতিক সমুদ্র পথে বিএসসি নিজস্ব জাহাজ বহর সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করছে। বর্তমানে এ জাহাজ বহর নিম্নলিখিত সমুদ্র পথে/সার্ভিসে নিয়োজিত আছেঃ

(১) বাংলাদেশ/যুক্তরাজ্য-আন্তঃমহাদেশীয়/আফ্রিকা বাণিজ্য পথ;

(২) বাংলাদেশ/দূরপ্রাচ্য/জাপান বাণিজ্য পথ;

(৩) বাংলাদেশ/পাকিস্তান/পশ্চিম এশিয়া উপসাগরীয় অঞ্চল/লোহিত সাগর বাণিজ্য পথ;

(৪) বাংলাদেশ/সিংগাপুর ফিডার সার্ভিস;

(৫) অশোধিত তৈল লাইটারেজ সার্ভিস;

(৬) খাদ্যশস্য লাইটারেজ সার্ভিস;

২০০১/০২ অর্থবছরের ১লা জুলাই হতে ৩১শে ডিসেম্বর, ২০০১ পর্যন্ত বিএসসি দেশের মোট আমদানী পণ্যের ৮,৭৮,৪৩৭ টন (৯.৮৪%) এবং মোট রপ্তানী পণ্যের ৯৮,৮৪৪ টন (৮.৫২%) বহন করেছে। ২০০১/০২ অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসের এবং বিগত ৬(ছয়) বছরে দেশের মোট পরিবাহিত আমদানী-রপ্তানি পণ্যের পরিমাণ ও বিএসসি'র শেয়ার সারণী ১১.৭-এ দেখানো হ'ল।

সারণী ১১.৭ঃ ১৯৯৪/৯৫ হতে মোট পরিবাহিত আমদানী-রপ্তানী পণ্যের পরিমাণ ও বিএসসি'র শেয়ার

(লক্ষ মেট্রিক টন)

অর্থবছর	আমদানী			রপ্তানি		
	দেশের মোট	বিএসসি'র শেয়ার	শতাংশ	দেশের মোট	বিএসসি'র শেয়ার	শতাংশ
১৯৯৪/৯৫	১১০.৩৪	১৮.২৪	১৬.৫৩	১৭.৩৮	২.৪০	১৩.৮১
১৯৯৫/৯৬	১১৩.২১	১৫.২৩	১৩.৪৫	১৮.৩২	২.৮৭	১৫.৬৭
১৯৯৬/৯৭	১১২.৮৯	১৬.৩২	১৪.৪৬	১৯.৩২	২.৪৫	১২.৬৮
১৯৯৭/৯৮	১১৮.৯৯	১৫.৮৫	১৩.৩২	২০.৩৯	২.৭২	১৩.৩৩
১৯৯৮/৯৯	১৫১.৫৯	১৪.৬৭	৯.৬৮	২০.৮১	১.৯৬	৯.৪২
১৯৯৯/০০	১৬০.৮১	১৫.৪২	৯.৫৯	২০.৬২	১.৬০	৭.৭৬
২০০০/০১	১৭৩.৭২	১৭.৩৯	১০.০০	২৩.০০	২.৫৪	১১.০৪
২০০১-০২ (জুলাই-ডিসেঃ ০১)	৮৯.১৯	৮.৭৮	৯.৮৪	১১.৬২	০.৯৯	৮.৫২

উৎসঃ বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন।

দেশের বাণিজ্যিক চাহিদা মিটানোর জন্য বিশেষ করে পাট, পাটজাত দ্রব্য, গার্মেন্টস পরিবহণের জন্য বাংলাদেশ-সিংগাপুর নৌ-বাণিজ্য পথে ফিডার সার্ভিস চালু রয়েছে। এতে ২০০০/০১ অর্থবছরে ৪৮.৯৩ কোটি এবং ২০০১/০২ অর্থবছরে (ডিসেম্বর, ২০০১ পর্যন্ত) ১৪.৪৮ কোটি টাকা ভাড়া বাবদ আয় হয়। বিভিন্ন সমুদ্র পথে শিপিং সার্ভিস ছাড়াও চট্টগ্রামে জাহাজ মেরামতের জন্য ''বিএসসি মেরিন ওয়ার্কশপ'' নামে সংস্থার একটি ওয়ার্কশপ রয়েছে। এ ওয়ার্কশপ বিএসসি'র জাহাজ মেরামতের মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করে। বিএসসি'র নিজস্ব জাহাজ ও অন্যান্য মেরামত কাজ ছাড়াও এ ওয়ার্কশপ অন্যান্য দেশী/বিদেশী জাহাজসমূহের মেরামত কাজ করে থাকে। বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের ১৯৯৩/৯৪ সাল থেকে আয়-ব্যয় ও লাভ-ক্ষতির বিবরণ সারণী-১১.৮-এ দেখানো হ'ল।

সারণী-১১.৮ ঃ ১৯৯৩/৯৪ সাল থেকে বিএসসি'র আয়-ব্যয় ও লাভ-ক্ষতির বিবরণী।

(কোটি টাকায়)

অর্থ বছর	মোট আয়	মোট ব্যয় (অবচয় ও সুদসহ)	নীট মুনাফা/(লোকসান) (অবচয় ও সুদসহ)
১৯৯৩-৯৪	১৯১.০১	২০৬.৭৯	(-) ১৫.৭৮
১৯৯৪-৯৫	২১২.৫৭	২২৫.৪৫	(-) ১২.৮৮
১৯৯৫-৯৬	২১৮.৯০	২৩৩.৭৮	(-) ১৪.৮৮
১৯৯৬-৯৭	২০৬.৮৪	২৩২.০৩	(-) ২৫.১৯
১৯৯৭-৯৮	২০৭.২৩	২১৬.৪৪	(-) ৯.২১
১৯৯৮-৯৯	১৫৩.৯৬	১৮৩.৯৩	(-) ২৯.৯৭
১৯৯৯-০০	১৪২.৯২	১৭৪.৪৯	(-) ৩১.৫৭
২০০০-০১	২১২.৫৯	২২৫.৪৯	(-) ১২.৯০

উৎসঃ বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন।

বিএসসি প্রতিস্থাপন এবং সম্প্রসারণ কর্মসূচীর মাধ্যমে জাতীয় বাণিজ্যিক নৌ-বহরের সুষমকরণ ও আধুনিকীকরণের প্রচেষ্টা ক্রমাগত চালিয়ে যাচ্ছে। বিএসসি বর্তমান বহরের সাহায্যে আমদানী-রপ্তানি পণ্যের ৮%-৯% পরিবহন করতে সক্ষম। জাতীয় পতাকাবাহী জাহাজসমূহ দেশীয় আমদানী-রপ্তানি পণ্যের ৪০% পর্যন্ত পরিবহন করতে পারবে। এ পণ্যের সিংহভাগ নিজস্ব জাহাজে বহন করা বিএসসি'র মূল লক্ষ্য। এ লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে বিএসসি ২০০৫ সাল নাগাদ বিভিন্ন আকারে মোট ২৪টি জাহাজের একটি মিশ্র বহর গড়ে তোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

চট্টগ্রাম সামুদ্রিক বন্দর

চট্টগ্রাম বন্দর বাংলাদেশের প্রধান সমুদ্র বন্দর। দেশের বহিঃবাণিজ্যে পণ্য পরিবহণের ক্ষেত্রে চট্টগ্রাম বন্দরের অবস্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দেশের মোট আমদানী বাণিজ্যের প্রায় ৮০ শতাংশ এবং রপ্তানি বাণিজ্যের ৭৫ শতাংশ পণ্য এ বন্দরের মাধ্যমে হ্যান্ডলিং করা হয়। সারণী ১১.৯-এ গত কয়েক বছরের চট্টগ্রাম বন্দরের মাধ্যমে আমদানী- রপ্তানি পণ্য হ্যান্ডলিং-এর পরিসংখ্যান দেয়া হ'ল।

সারণী ১১.৯ঃ ১৯৯২/৯৩ হতে চট্টগ্রাম সামুদ্রিক বন্দরের মাধ্যমে আমদানী- রপ্তানি পণ্য হ্যান্ডলিং-এর পরিসংখ্যান

(লক্ষ মেট্রিক টন)

আর্থিক বছর	আমদানী	রপ্তানী	মোট	পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় হ্রাস/বৃদ্ধি(%)
১৯৯২/৯৩	৬৪.৯৬	১১.২০	৭৬.১৬	(+)০৮.২৩
১৯৯৩/৯৪	৬৭.২৮	১১.৬৯	৭৮.৯৭	(+)০৩.৬৯
১৯৯৪/৯৫	৮৯.২৪	১৩.৫৪	১০২.৭৮	(+)৩০.১৫
১৯৯৫/৯৬	৮৮.৫১	১৪.৫০	১০৩.০১	(+)০০.২২
১৯৯৬/৯৭	৯১.১৭	১৪.৩৭	১০৫.৫৪	(+)০২.৪৬
১৯৯৭/৯৮	৯৫.৬০	১৫.২৭	১১০.৮৭	(+)০৫.০৫
১৯৯৮/৯৯	১২২.০৬	১৬.৯৭	১৩৯.০৩	(+)২৫.৪০
১৯৯৯/০০	১৩৩.৮৮	১৭.৫৩	১৫১.৪১	(+)০৮.৯০
২০০০/০১	১৪৯.০৯	১৯.৯৮	১৬৯.০৭	(+)১১.৬৬
*২০০১-০২	১৫৭.৯০	১৯.৫৮	১৭৭.৪৮	(+) ০৪.৯৭

উৎসঃ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

* জুলাই, ২০০১ হতে মার্চ ২০০২ পর্যন্ত প্রকৃত এবং এপ্রিল, ২০০২ হতে জুন, ২০০২ পর্যন্ত প্রাক্কলিত হিসেব দেখানো হয়েছে।

দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের উদারীকরণ সংক্রান্ত সরকারী নীতির ফলে চট্টগ্রাম বন্দরের মাধ্যমে আমদানী- রপ্তানি পণ্য উঠানামার পরিমাণ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বন্দরের আগত কনটেইনারের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধির ফলে কনটেইনার ও কনটেইনারজাত পণ্য হ্যান্ডলিং-এর জন্য অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধাদি নির্মাণ এবং হ্যান্ডলিং যন্ত্রপাতি সংগ্রহের লক্ষ্যে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। সারণী ১১.১০-এ গত কয়েক বছরের কনটেইনারজাত পণ্য হ্যান্ডলিং-এর পরিসংখ্যান দেয়া হ'ল।

সারণী ১১.১০ঃ ১৯৯২/৯৩ হতে চট্টগ্রাম বন্দরে কনটেইনার ও কনটেইনারজাত পণ্য হ্যান্ডলিং এর পরিসংখ্যান

আর্থিক বছর	মোট কনটেইনার হ্যান্ডলিং (টি.ই.ইউ)	পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় বৃদ্ধি (%)	পণ্য হ্যান্ডলিং এর পরিমাণ (লক্ষ মেঃ টন)	পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় বৃদ্ধি(%)
১৯৯২/৯৩	১,৫০,৪৮৭	২৪.৩০	১৩.৭৯	২৭.৪৪
১৯৯৩/৯৪	১,৭৪,৯৫৮	১৬.২৬	১৬.২৭	১৭.৯৮
১৯৯৪/৯৫	২,২৭,১৭২	২৯.৮৪	২১.১৪	২৯.৯৩
১৯৯৫/৯৬	২,৫০,৮৬৭	১০.৪৩	২৩.৩৬	১০.৫০
১৯৯৬/৯৭	২,৯০,৩৩০	১৪.৫৫	২৬.৭০	১৪.৩০
১৯৯৭/৯৮	৩,২৯,১৬৩	০৭.৪৪	২৯.০৭	০৮.৮৮
১৯৯৮/৯৯	৩,৬৫,৭৫২	১১.১১	৩৪.০২	১৭.০৩
১৯৯৯/০০	৪,০৭,০৫৩	১১.২৯	৩৮.১৭	১২.২০
২০০০/০১	৪,৯০,৩৮৬	২০.৪৭	৪৬.২৫	২১.৯৩
*২০০১/০২	৫,০০,০০০	১.৯৬	৪৭.০০	০.৯৯

উৎসঃ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ। * জুলাই, ২০০১ হতে মার্চ ২০০২ পর্যন্ত প্রকৃত এবং এপ্রিল, ২০০২ হতে জুন, ২০০২ পর্যন্ত প্রাক্কলিত হিসেব দেখানো হয়েছে।

চট্টগ্রাম বন্দরে পণ্য পরিবহন ক্রমাগত বৃদ্ধির ফলে রাজস্ব আয়ও বৃদ্ধি পাচ্ছে যা সারণী ১১.১১-এ দেখানো হ'ল।

সারণী ১১.১১ঃ ১৯৯১/৯২ হতে চট্টগ্রাম বন্দরের রাজস্ব আয় ও ব্যয়

(কোটি টাকায়)

আর্থিক বছর	আয়	ব্যয়	উদ্বৃত্ত
১৯৯১/৯২	১৬৮.৭৪	১২০.১৯	৪৮.৫৫
১৯৯২/৯৩	১৮৭.৫৮	১৪৩.৪৪	৪৪.১৪
১৯৯৩/৯৪	২০৫.৫৬	১৫৭.১৩	৪৮.৪৩
১৯৯৪/৯৫	২৬০.৪০	১৯৬.৩২	৬৪.০৮
১৯৯৫/৯৬	৩১৫.৮৬	২২৩.৪৬	৯২.৪০
১৯৯৬/৯৭	৩২৪.৩১	২১৩.৩৩	১১০.৯৮
১৯৯৭/৯৮	৩৪৫.২২	২৪২.৭২	১০২.৫০
১৯৯৮/৯৯	৩৭৪.৫১	২৬২.১৭	১১২.৩৪
১৯৯৯/০০	৪২০.৪৩	২৯৮.৩৫	১২২.০৮
২০০০/০১	৪৭৭.০০	৩০২.২৮	১৭৪.৭২
*২০০১/০২	৪৭৯.৫২	৩২৫.৮৯	১৫৩.৬৩

উৎসঃ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ। * জুলাই, ২০০০-মার্চ, ২০০১ পর্যন্ত প্রকৃত এবং এপ্রিল, ২০০১-জুন, ২০০১ পর্যন্ত প্রাক্কলিত হিসেব দেখানো হয়েছে।

সমুদ্রপথে দেশের আমদানী-রপ্তানি বাণিজ্যে সুষ্ঠুভাবে মালামাল হ্যান্ডলিং-এর অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা প্রদান চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব। প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের সাথে সাথে সমুদ্র পথে দেশের বহিঃবাণিজ্যের পরিমাণও বৃদ্ধি পেয়েছে। এমতাবস্থায়, বন্দরের অপারেশনাল দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ অপরিহার্য। প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের সাথে সংগতি রেখে বন্দরের সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়নের লক্ষ্যে বন্দরের উন্নয়ন নীতিমালা প্রণয়ন করার চিন্তা ভাবনা চলছে।

রাজস্ব ও উন্নয়ন খাতে বিনিয়োগ কার্যক্রমঃ চট্টগ্রাম বন্দরের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি কারিগরি সহায়তা প্রকল্পসহ নিম্নলিখিত মোট ৫টি বিনিয়োগ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছেঃ

(১) একটি ৩৩ কেভি সাব-স্টেশন নির্মাণ ও বিদ্যমান ১১ কেভি সাব-স্টেশনসমূহ নবায়ন প্রকল্প;

(২) একটি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন টাগবোট (৩০০০-৩২০০ বিএইচপি) সংগ্রহ প্রকল্প;

(৩) নিউমুরিং এলাকায় একটি কন্টেইনার টার্মিনাল নির্মাণ প্রকল্প;

(৪) গ্যান্ট্রিক্রেণসহ কন্টেইনার হ্যান্ডলিং যন্ত্রপাতি সংগ্রহ প্রকল্প;

(৫) বন্দরের এক্স ও ওয়াই জেড এলাকায় কন্টেইনার হ্যান্ডলিং এবং সুবিধাদির সম্প্রসারণ।

এ প্রকল্পগুলোর অনুকূলে ২০০১/০২ অর্থবছরের মূল এডিপি-তে মোট ১৪০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ আছে। ২০০১/০২ অর্থবছরের সংশোধিত এডিপি-তে ৪০০.০০ লক্ষ টাকার বৈদেশিক মুদ্রাসহ মোট ১৬৪৫.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। জুলাই, ২০০১ হতে ফেব্রুয়ারী, ২০০২ পর্যন্ত আর্থিক বছরে ২৫২.০৯ লক্ষ টাকা বৈদেশিক মুদ্রাসহ ১১৯২.২৪ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত প্রকল্প বাস্তবায়নের পাশাপাশি বন্দরের বিদ্যমান কন্টেইনার ইয়ার্ডসমূহের পরিবর্তন/পরিবর্ধন ও সংরক্ষণ এবং নতুন কন্টেইনার ইয়ার্ড নির্মাণ ইত্যাদি দায়িত্বও চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ পালন করে আসছে।

প্রশাসনিক সংস্কারঃ চট্টগ্রাম বন্দরে বিদ্যমান চালু বিভিন্ন বিধি বিধানের আওতায় বর্তমানে বন্দরে বিস্তৃত ও ক্রমবর্ধমান কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব নয় বিধায় নিম্নোক্ত আইন কানুন সমূহ যুগোপযোগী করে সংস্কার ও সংশোধনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছেঃ

- চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ আদেশ, ১৯৭৬ সংশোধন;
- জেটি ওয়াকিং রূলস সংশোধন;
- চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ (চবক) এর সাংগঠনিক কাঠামো পুর্নবিন্যাস;
- পোর্ট এ্যাক্ট ১৯০৮ ও বিশেষ নিরাপত্তা আইন' ১৯৪৮;
- চবক বোর্ডের প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা বৃদ্ধি; এবং
- চবক কর্মচারী চাকুরী প্রবিধান মালা ১৯৯১ সংশোধন।

উপরোক্ত আইন-কানুন/বিধিবিধান/রুলসসমূহ সংস্কার/সংশোধন/পরিবর্তন/পরিমার্জন এর ফলে দক্ষতা ও ব্যবস্থাপনায় ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।

মংলা সামুদ্রিক বন্দর

মংলা বন্দর বাংলাদেশের দ্বিতীয় সামুদ্রিক বন্দর। এ বন্দরের মাধ্যমে দেশের মোট রপ্তানি প্রায় ৩৬ শতাংশ সম্পন্ন হয়ে থাকে এবং সমগ্র দেশের আমদানী ও রপ্তানির প্রায় এক-চতুর্থাংশ এ বন্দরের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়। মংলা বন্দরের উল্লেখিত অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের একটি বিবরণ সারণী ১১.১২-এ দেয়া হল।

সারণী ১১.১২ঃ ১৯৯১/৯২ হতে মংলা সামুদ্রিক বন্দরের মাধ্যমে আমদানী- রপ্তানি পণ্য হ্যান্ডলিং এর পরিসংখ্যান

আর্থিক বছর	জাহাজ হ্যান্ডলিং এর পরিমাণ (সংখ্যা)	আমদানী (লক্ষ মে. টন)	রপ্তানি (লক্ষ মে. টন)	মোট (লক্ষ মে. টন)	পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় হ্রাস/বৃদ্ধি(%)
১৯৯১/৯২	৪৩৬	২০.৫৪	৫.৯৬	২৬.৫০	-
১৯৯২/৯৩	৩৭৯	১৭.৫৮	৬.২১	২৩.৭৯	(-)১০.২৩
১৯৯৩/৯৪	৩০৬	১৪.৬৩	৪.৬৮	১৯.৩১	(-)১৮.৮৩
১৯৯৪/৯৫	৩৮১	২১.২০	৭.০৬	২৮.২৬	(+)৪৬.৩৫
১৯৯৫/৯৬	৩৬৬	২৪.৪৩	৩.৯৬	২৮.৩৯	(+)০.৪৬
১৯৯৬/৯৭	৩৬৮	২১.৭১	৫.২১	২৬.৯২	(-)৫.১৮
১৯৯৭/৯৮	৩৪২	২৩.৩৯	৫.২৮	২৮.৬৭	(+)৬.৫০
১৯৯৮/৯৯	৩৮৫	২৯.৫২	৩.৬৯	৩৩.২১	(+)১৫.৮৪
১৯৯৯/০০	৩৩৯	২৬.৯৮	৩.০৯	৩০.০৭	(-)৯.৪৫
২০০০/০১	৩১৫	২৪.৬২	৩.০৪	২৭.৬৬	(-)৮.০১
২০০১/২০০২					
(ক) মার্চ-০২ পর্যন্ত প্রকৃত	২০৮	১৫.৩৫	২.১৭	১৭.৫২	
(খ) এপ্রিল-০২ হতে জুন-০২ পর্যন্ত প্রাক্কলিত)	৭০	৫.১২	০.৭২	৫.৮৪	
মোট (ক+খ)	২৭৮	২০.৪৭	২.৮৯	২৩.৩৬	

উৎসঃ মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ। ২০০১/০২ অর্থবছরের পরিসংখ্যান সাময়িক।

মংলা বন্দরের মাধ্যমে রাজস্ব আয় ও ব্যয়ের বিবরণী সারণী ১১.১৩-এ দেয়া হল।

সারণী ১১.১৩ঃ ১৯৯১/৯২ হতে মংলা বন্দরের রাজস্ব আয় ও ব্যয়

আর্থিক বছর	রাজস্ব আয় (লক্ষ টাকায়)	রাজস্ব ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	নীট মুনাফা (লক্ষ টাকায়)	পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় হ্রাস/বৃদ্ধি(%)
১৯৯১/৯২	৫৬২৯.৭০	৩৩২৯.৬৯	২৩০১.০১	-
১৯৯২/৯৩	৫৬৩০.২১	৩৪৩১.৪৫	২১৯৮.৭৬	৪.৪৪
১৯৯৩/৯৪	৫১০৩.২৪	৩৫৬৬.৩৫	১৫৩৬.৮৯	৩০.১০
১৯৯৪/৯৫	৬১৯৬.৯৪	৪১৬৪.৫৫	২০৩২.৩৯	৩২.২৪
১৯৯৫/৯৬	৬৪৬১.৮৬	৪৪১৫.৬২	২০৪৬.২৪	.৬৮
১৯৯৬/৯৭	৬২৬৯.৭২	৪৫৬৬.৬৫	১৭০৩.০৩	১৭.৭৬
১৯৯৭/৯৮	৬৮২৭.৫৪	৪৭৮৩.৩৯	২০৪৪.১৫	২০.০৩
১৯৯৮/৯৯	৭৪২১.০৫	৫০৪৮.২৩	২৩৭২.৮২	১৬.০৭
১৯৯৯/০০	৭৮৭৬.১১	৫৪১৩.৪৬	২৪৬২.৬৫	৩.৭৯
২০০০/০১	৭৫৮৬.১৬	৫৫০৪.৪৪	২০৮১.৭২	১৫.৪৭
২০০১/০২				
(ক) ২০০১/০২ মার্চ ০২ পর্যন্ত প্রকৃত)	৪৭৭৭.৮৪	৩৯৩৩.৫৫	৮৪৪.৩২	-
(খ) এপ্রিল ০২ জুন-০২ পর্যন্ত প্রাক্কলিত	১৫৯২.৬১	১৩১১.১৮	২৮১.৪৩	-
মোট (ক+খ)	৬৩৭০.৪৫	৫২৪৪.৭৩	১১২৫.৭২	-

উৎসঃ মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ। ২০০১/০২ অর্থবছরের পরিসংখ্যান সাময়িক।

মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের অধীনে ১৯৯১/৯২ থেকে ২০০০/০১ অর্থবছর পর্যন্ত মোট ৪টি প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এ ছাড়া ২০০১/০২ অর্থবছরে ৩টি প্রকল্প গ্রহণ করা হয় যা বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এ ৩টি প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ২০০১/০২ সালের এডিপিতে ১৪১০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। মার্চ, ২০০২ পর্যন্ত এ ৩টি প্রকল্প বাস্তবায়নে মোট ব্যয় হয়েছে ৫৩৫.০০ লক্ষ টাকা। এ ক্ষেত্রে আর্থিক অগ্রগতির হার ৩৭.৯৪%।

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ

প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে স্থলপথে বাংলাদেশের বাণিজ্যিক লেনদেন ইতোমধ্যে বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমান অবস্থা এবং ভবিষ্যতে এর সম্ভাব্য সম্প্রসারণের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ ল্যান্ড কাস্টমস স্টেশনকে স্থলবন্দরের সুবিধা প্রদানের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়ায় জাতীয় সংসদের ২২তম অধিবেশনে স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ আইন, ২০০১ পাশ করা হয়েছে। এ আইনের বলে নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রনাধীন বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, ১৯৯৪ সাল থেকে বেনাপোল ল্যান্ড কাস্টমস স্টেশনকে মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের অধীনে একটি ইউনিট হিসেবে গণ্য করে স্থলবন্দরের সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু আমদানী ও রপ্তানির পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাওয়ার প্রেক্ষিতে বেনাপোলের স্থলবন্দরকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে এর অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট ও বিকল্প প্রস্তাব বিবেচনার পর বাংলাদেশ ভারত সীমান্তে কাস্টমস চেক পোষ্টগুলোর মধ্যে যে সকল চেক পোষ্ট দিয়ে উভয় দেশের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ আমদানী রপ্তানি হয়ে থাকে, এমন সব চেক পোষ্টগুলোতে যেমনঃ বেনাপোল, দর্শনা, সোনা মসজিদ, হিলি, বুড়িমারী, বাংলা বান্দা, আখাউড়া, তামাবিল, হালুয়াঘাট, টেকনাফ, বিরল ভোমরা ইত্যাদি স্থানে বন্দর সুবিধাদি সৃষ্টি করা হয়েছে।

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের বোর্ড ৬(ছয়) সদস্য বিশিষ্ট হবে। একজন চেয়ারম্যান, তিনজন সার্বক্ষণিক সদস্য এবং তিনজন খন্ডকালীন সদস্য থাকবেন। বোর্ডের খন্ডকালীন সদস্যগণের মধ্যে একজন অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের প্রতিনিধি, একজন নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি এবং একজন শিল্প ও বাণিজ্যে নিয়োজিত বেসরকারী প্রতিনিধি অন্তর্ভূক্ত করার বিষয়টি বিবেচনা করা হয়েছে।

বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান দপ্তরের দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সম্প্রতি অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১৩.৯৩ লক্ষ টাকা অনুদান হিসেবে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে । ইতোমধ্যে কর্তৃপক্ষের ২০০১/০২ সংশোধিত এবং ২০০২/০৩ (প্রাক্কলিত) অর্থ বছরের রাজস্ব খাতে আয় ও ব্যয়ের বাজেট প্রস্তাব নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীনে সম্প্রতি ন্যস্ত বেনাপোল স্থল বন্দরের মাধ্যমে ২০০১/০২ এবং ২০০২/০৩ অর্থ বছরে মালামাল হ্যান্ডলিং/উঠানামার পরিমাণ প্রতি অর্থ বছরের জন্য ১০.০০ লক্ষ মেট্রিক টন হিসেবে লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে। প্রস্তাবিত বাজেটে রাজস্ব খাতে আয়ের পরিমাণ ২০০১/০২ (সংশোধিত) এবং ২০০২/০৩ (প্রাক্কলিত) অর্থবছরের জন্য যথাক্রমে ৭৬৫.০২ লক্ষ টাকা এবং ৭৭০.০২ লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে।

বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম পূর্নাঙ্গভাবে চালু হলে মুক্ত বাজার অর্থনীতির আলোকে বাংলাদেশের সঙ্গে ভারত, মায়ানমার, নেপাল ও ভুটানের আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রসার ঘটবে। স্থল বন্দর বা শুল্ক ষ্টেশন উন্নতি বিধান করলে বাণিজ্যের পরিধি বৃদ্ধি পাবে এবং চোরাচালান প্রতিরোধ ও শুল্ক ফাঁকি বাহুলাংশে হ্রাস পাবে। জনগণের যাতায়াত নির্দিষ্ট পথে সুগম হবে। উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সরকারের সাথে বেসরকারী খাতের সহযোগিতা করার ক্ষেত্রসমূহ বৃদ্ধি পাবে। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বেসরকারী বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে এবং সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পাবে।

সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর ঃ

নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর একটি সরকারী রেগুলেটরী সংস্থা। বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ, উপকূলীয়, মৎস্য শিকারী ও বিদেশগামী এবং বাংলাদেশ বন্দরে আগমনকারী বিদেশী জাহাজের দুর্ঘটনামুক্ত চলাচল নিশ্চিত ও বাংলাদেশী জাহাজের বাণিজ্যিক স্বার্থ সংরক্ষণ করার জন্য অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় বিধি-বিধান প্রণয়ন ও প্রয়োগ করে থাকে। এ পর্যন্ত প্রণীত বাংলাদেশ মার্চেন্ট শিপিং অর্ডিনেন্স ১৯৮৩, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন অর্ডিনেন্স ১৯৭৬-এ সংস্থা কর্তৃক সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগের ফলে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে দুর্ঘটনা হ্রাসসহ সার্বিক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। তাছাড়া অধিদপ্তর নৌ-সংক্রান্ত আইন এবং কারিগরী বিষয়ে সরকারকে মতামত প্রদান, ইন্টারন্যাশনাল মেরিন অর্গানাইজেশন (আইএমও), আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও), ইউনাইটেড নেশনস্ কনফাররেন্স অন ট্রেড এন্ড ডেভেলপমেন্ট (আংটাড)সহ নৌ-সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সংস্থা সমূহে যোগাযোগ রক্ষা এবং সংস্থা সমূহের প্রণীত কনভেনশন সমূহের বাস্তবায়ন, দেশীয় জাহাজ বা বাংলাদেশী নাবিক আন্তর্জাতিক জাহাজ চলাচলে কোন সমস্যার সম্মুখীন হলে সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ। নৌ দুর্ঘটনা তদন্ত পূর্বক দুর্ঘটনা রোধের সুপারিশসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ইত্যাদি কার্যক্রম এ সংস্থা কর্তৃক গ্রহণ করে থাকে

নৌ-যান পরিচালনায় উপযোগী দক্ষ জনবল সৃষ্টিতে প্রশিক্ষণ ও সনদপত্র প্রদান করে অধিদপ্তর কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। আন্তর্জাতিক নৌ-পথে চলাচলকারী সমুদ্রগামী হাজাজের অফিসার ও নাবিকদের প্রশিক্ষণ ও সনদায়ন পদ্ধতি আন্তর্জাতিক কনভেনশন অনুযায়ী পুনঃবিন্যাস করার ফলে বাংলাদেশ আইএমও হোয়াইট লিষ্টে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ফলে বিশ্বের সকল স্থানে বাংলাদেশী অফিসার ও নাবিকদের নৌ-যানে নিয়োগের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সম্প্রসারিত হয়েছে। নিম্নে সংস্থার ১৯৯১/৯২ হতে ২০০১/২০০২ সাল পর্যন্ত আয়ের লক্ষ্যমাত্রা, প্রকৃত আয়-ব্যয়ের বিররণ দেয়া হ'ল ঃ-

(কোটি টাকায়)

বৎসর	রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা	রাজস্ব আয়	লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে রাজস্ব আয় হ্রাস/বৃদ্ধি	রাজস্ব ব্যয়
১৯৯১/৯২	২.০০	২.০৯	+ ০.০৯	৩.৬০
১৯৯২/৯৩	১.৮৫	১.৯৭	+ ০.১২	১.৬৯
১৯৯৩/৯৪	১.৭৫	২.০৭	+ ০.৩২	১.৫৯
১৯৯৪/৯৫	৪.৩৯	৩.৮৮	- ০.৫১	১.৭৫
১৯৯৫/৯৬	২.৩৬	২.০৬	- ০.৩০	১.৭৮
১৯৯৬/৯৭	৩.১৫	২.৩৬	- ০.৭৯	১.৮৮
১৯৯৭/৯৮	৩.১৫	২.৭৮	- ০.৩৭	২.৩৬
১৯৯৮/৯৯	৩.১৫	২.৮৩	- ০.৩২	২.২৫
১৯৯৯/০০	৩.৩২	৫.০৭	+ ১.৭৫	২.৩৬
২০০০/০১	৩.৮৬	৫.১৪	+ ১.২৮	২.৫১
২০০১/০২ (ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত)	২.২৪	৩.৮৭	+ ১.৬৩	-

উৎস ঃ সমুদ্র পরিবহণ অধিদপ্তর

বিদেশী জাহাজ বাংলাদেশে আগমনের সংখ্যা, জাহাজের পরিবহন ক্ষমতা, নতুন জাহাজ নির্মাণ ইত্যাদির উপর অধিদপ্তরের আয়ের পরিমাণ নির্ভর করে। তবে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, নতুন আয়ের উৎস সৃষ্টির কারণে অধিদপ্তরের আয়ের লক্ষ্যমাত্রা চেয়ে বর্তমানে বেশী হচ্ছে সেই সাথে ব্যয় অধিদপ্তরের রাজস্ব আয়ের প্রায় অর্ধেক।

অধিদপ্তরে নৌ-পরিবহন উন্নয়ন বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়ে থাকে। অধিদপ্তর নৌ-নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২০০১-২০০২ সালে ১২ (বার)টি নিরাপত্তা বিধি প্রণয়ণ করেছে। এ সকল বিধি বাস্তবায়নের মাধ্যমে নৌ-দুর্ঘটনা হ্রাস পাবে। একই সময়ে ডানিডা সহায়তায় "নৌ-নিরাপত্তা প্রশাসন এবং পরিবেশ ব্যবস্থাপনা" শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় নৌ-নিরাপত্তা বিধিসমূহ প্রয়োগ এবং নৌ-পরিবেশ দূষণের কারণসমূহ চিহ্নিত করণ পূর্বক দূষণমুক্ত নৌ-পরিবেশ সংরক্ষণের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে যা প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়ক হবে।

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স ঃ

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স আকাশ পথে দেশের অভ্যন্তরে এবং বহিঃ বিশ্বের সাথে যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমে পরিবহন ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। যুক্তরাষ্ট্রের নিউইউয়র্কে ১১ই সেপ্টেম্বর, ২০০১ -এ সংগঠিত সন্ত্রাসী ঘটনার ফলে বিশ্বব্যাপী এভিয়েশন বাজারে মন্দাবস্থার সৃষ্টি হয়। এতদসত্ত্বেও বিমান ২০০০/০১ অর্থবছরে যাত্রী ও পণ্য পরিবহন এবং রাজস্ব উপার্জনে সন্তোষজনক অগ্রগতি সাধনে সক্ষম হয়েছে। তবে, রাজস্ব আয়ের তুলনায় উচ্চতর হারে ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় বিমান ২০০০/০১ অর্থবছরে আর্থিক লোকসানের সম্মুখীন হয়।

ফ্লীট এবং রুট নেটওয়ার্কঃ বিমান ৬টি ডিসি ১০-৩০, ৪টি এ ৩১০-৩০০ এবং ৩টি এফ-২৮ উড়োজাহাজ দ্বারা ৭টি অভ্যন্তরীণ এবং ২৬টি আন্তর্জাতিক গন্তব্যস্থলে সার্ভিস পরিচালনা অব্যাহত রেখেছে। মার্কেট শেয়ার বৃদ্ধি করা এবং বর্ধিত যাত্রী চাহিদার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ বিমান ১৯৯৯ ও ২০০০ সালে তিন বৎসর মেয়াদী লীজে ২টি ডিসি ১০-৩০ এবং ২টি এ৩১০-৩০০ উড়োজাহাজ সংগ্রহ করে। তন্মধ্যে ১টি ডিসি ১০-৩০ ও ১টি এ৩১০-৩০০ উড়োজাহাজের লীজের মেয়াদ ২০০২ সালের ডিসেম্বর মাসে সমাপ্ত হবে। বিমানের অধিকাংশ উড়োজাহাজ বিশেষতঃ ডিসি ১০-৩০ উড়োজাহাজগুলো বেশ পুরাতন। বাজারের প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য পুরাতন ডিসি ১০-৩০ বহর নতুন প্রজন্মের উড়োজাহাজ দ্বারা প্রতিস্থাপনের বিষয় বর্তমানে সক্রিয় বিবেচনাধীন আছে।

বিমান ঢাকা-নিউইয়র্ক রুটে লোকসান কমানোর লক্ষ্যে উক্ত রুটে পরিচালিত সাপ্তাহিক ৩টির মধ্যে ১টি ফ্লাইট ২৮শে সেপ্টেম্বর ২০০১ খৃস্টাব্দ থেকে বন্ধ করা হয়েছে। অন্যদিকে, চট্টগ্রাম অঞ্চলের যাত্রীদের মায়ানমার ও থাইল্যান্ড ভ্রমণ সহজতর করার লক্ষ্যে বিমান ঢাকা-চট্টগ্রাম-ইয়াংগন-ব্যাংকক এবং ফিরতি পথে ৩রা মার্চ ২০০২ হতে সপ্তাহে ১টি ফ্লাইট পুনরায় প্রবর্তন করা হয়েছে।

যাত্রী ও পণ্য পরিবহনঃ ২০০০/০১ অর্থবছরে বাংলাদেশ বিমান রেকর্ড সংখ্যক ১৪,২৩,৮৬১ জন যাত্রী পরিবহন করেছে। উক্ত সময়ে মোট পণ্য পরিবহনের পরিমান ছিল ৩৯,০৬৭ টন ১৯৯৯/০০ সালের তুলনায় ২০০০/০১ সালে বিমানের সামগ্রিক যাত্রী ও পণ্য পরিবহনের প্রবৃদ্ধির হার ছিল যথাক্রমে ১১.৭৪% এবং ৬.০৭%। একই সময়ে আন্তর্জাতিক রুটে বিমানের যাত্রী ও পণ্য পরিবহনের প্রবৃদ্ধির হার ছিল যথাক্রমে ১৩.২৭% এবং ৬.৪৫%।

১৯৯৫/৯৬ থেকে ২০০১/০২ অর্থবছর (ডিসেম্বর, ২০০১) পর্যন্ত বিমানের যাত্রী ও পণ্য পরিবহনের পরিসংখ্যান নিম্নে প্রদর্শিত হলোঃ

সারণী ১১.১৪ঃ ১৯৯৫/৯৬ হতে বাংলাদেশ বিমানের যাত্রী ও পণ্য পরিবহনের পরিসংখ্যান

সেক্টর/ট্রাফিক	১৯৯৫/৯৬	১৯৯৬/৯৭	১৯৯৭/৯৮	১৯৯৮/৯৯	১৯৯৯/০০	২০০০/০১	২০০০১/০২ (জুলাই-ডিসেম্বর-০১)
যাত্রী পরিবহন							
অভ্যন্তরীণ	৪,৬২,০১৫	৫,০০,০১০	৩,৯১,৩৩০	৩,৬১,৫১৫	৩,৫১,০৬৩	৩,৭৮,০৫৯	১,৯২,৭৯৯
আন্তর্জাতিক	৮,০২,৪৮৬	৮,৫৮,৮৯৭	৮,৬৫,১৪০	৮,৬৭,৮৩৫	৯,২৩,২৭৫	১০,৪৫,৮০২	৫,১৪,১১৫
মোট	১২,৬৪,৫০১	১৩,৫৮,৯০৭	১২,৫৬,৪৭০	১২,২৯,৩৫০	১২,৭৫,৩০৮	১৪,২৩,৮৬১	৭,০৬,৯১৪
হ্রাস/বৃদ্ধি (%)	(+)০.৪৮%	(+)৭.৪৭%	(-)৭.৫৪%	(-)২.১৬%	(+)৩.৬৬%	(+)১১.৭৪	-----
পণ্য পরিবহন (টন)							
অভ্যন্তরীণ	৭৩২	৭৫০	৫৬৩	৬৮৯	৫৮২	৪৮২	৩১৯
আন্তর্জাতিক	৩১,৭৩৮	৩০,০৯০	৩১,৭৫০	৩০,১৮০	৩৬,২৪৮	৩৮,৫৮৫	১৯,৫৯১
মোট	৩২,৪৭০	৩০,৮৪০	৩২,৩১৩	৩০,৮৬৯	৩৬,৮৩০	৩৯,০৬৭	১৯,৯১১
হ্রাস/বৃদ্ধি (%)	(+)০.৮৬%	(-)৫.০২%	(+)৪.৭৮%	(-)৪.৪৭	(+)১৯.৩১	(+)৬.০৭	--
মেইল পরিবহন (টন)							
অভ্যন্তরীণ	১০৭	১০১	৬২	৪৮	৩৬	৩২	১৫
আন্তর্জাতিক	২৯৫	২০৯	২২৮	২৫২	২০৫	২১৯	১৭১
মোট	৪০২	৩১০	২৯০	৩০০	২৪১	২৫১	১৮৬
হ্রাস/বৃদ্ধি (%)	(-)২৫.৯৭%	(-)২২.৮৮%	(-)৬.৪৫%	৩.৪৫%	(-)১৯.৬৭	(+)৪.১৪	-----

উৎসঃ বাংলাদেশ বিমান কর্পোরেশন।

আর্থিক ফলাফল ঃ

২০০০/০১ অর্থ বছরে যাত্রী ও পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি অর্জন সত্ত্বেও বিমান আলোচ্য অর্থ বছরে ১০৪.৬৪ কোটি টাকা লোকসানের (প্রভিশনাল) সম্মুখীন হয়েছে। উক্ত লোকসানের মূল কারণগুলো নিম্নরুপ ঃ

(ক) লীজের মাধ্যমে সংগৃহীত উড়োজাহাজের মাসিক লীজ ভাড়া এবং সংরক্ষণ তহবিল বাবদ ব্যয়,
(খ) রাজস্ব আয়ের তুলনায় অধিক হারে ব্যয় বৃদ্ধি,
(গ) ঋণ বাবদ সুদ প্রদান; এবং
(ঘ) তীব্র প্রতিযোগিতার কারণে বিভিন্ন রুটে মুনাফা হ্রাস পাওয়া।

সারণী ১১.১৫ঃ ১৯৯৩/৯৪ হতে বাংলাদেশ বিমান এয়ারলাইন্সের আয়/ব্যয়ের হিসাব

(লক্ষ টাকায়)

আর্থিক বছর	১৯৯৩/৯৪	১৯৯৪/৯৫	১৯৯৫/৯৬	১৯৯৬/৯৭	১৯৯৭/৯৮	১৯৯৮/৯৯	১৯৯৯/০০	২০০০-০১
রাজস্ব আয়	৯৬,৮০০.৫৫	১,০৬,৮১৮.৩৫	১,০৭,৬৪৮.৯৭	১,১৪,৪৪১.৮৮	১,২৮,০৩০.৭২	১,৩৩,০১৩.০৬	১,৫৬,১৫০.৫৮	১,৭৯,৩৬২.০০
রাজস্ব ব্যয়	৯০,৪০৬.১৭	১,০০,৭০৩.১৭	১,০৫,৪১১.৬৫	১,২৪,২৩৪.৯৭	১,৩৪,৫২৮.৬৮	১,৩৩,০১৬.২১	১,৫৫,১৯৯.৬৯	১,৮৯,৮২৬.০০
নীট মুনাফা/ লোকসান	৬,৩৯৪.৩৮	৬,১১৫.১৮	২,২৩৭.৩২	৯,৭৯৩.০৯	৬,৪৯৭.৯৬	৩.১৫	৯৫০.৮৯	১০,৪৬৪.০০

উৎসঃ বাংলাদেশ বিমান কর্পোরেশন।

** ১৯৯৬/৯৭ ও ১৯৯৭/৯৮ সালে লোকসানের মূল কারণ হচ্ছে ১৯৯৬ সালের জুন এবং আগস্ট মাসে দু'টি নতুন এয়ারবাস এ৩১০-৩০০ উড়োজাহাজ ক্রয়ের বিপরীতে গৃহীত ঋণের সুদ এবং উড়োজাহাজের অবচয় বাবদ ব্যয়।

বিমানের পুনর্গঠন ও বাণিজ্যিকীকরণ ঃ

মন্ত্রিসভা কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে বিমানের পুনর্গঠণ ও বাণিজ্যিককরণের লক্ষ্যে কোন প্রতিষ্ঠিত এয়ারলাইন্স এবং/ অথবা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে "স্ট্রাটেজিক পার্টনারশীপ' গঠনের যে প্রচেষ্টা ১৯৯৯ সালে সূচক করা হয়, তা ২০০১ সালেও অব্যাহত থাকে। এ লক্ষ্যে কনসালটেন্ট কর্তৃক সমীক্ষার কাজ সম্পন্ন হলেও এভিয়েশন বাজারের সাম্প্রতিক মন্দা অবস্থার কারণে উক্ত প্রয়াস ফলপ্রসূ হয়নি।

গৃহীত ব্যবস্থাবলী ঃ

এভিয়েশন বাজারে প্রতিকূল পরিবেশের প্রেক্ষিতে বিমানের আর্থিক অবস্থার উন্নতিকল্পে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে যেমন ঃ-

(ক) সিঙ্গাপুর এয়ারলাইন্স থেকে লীজে সংগৃহীত এ৩১০-৩০০ উড়োজাহাজ (এস২-এডিজি) এর মাসিক লীজ ভাড়া হ্রাসের বিষয়ে পুনরায় দরকষাকষি করা হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে বিমান ডিসেম্বর, ১৯৯৯ খৃস্টাব্দে সংগৃহীত এ৩১০-৩০০ উড়োজাহাজটির মাসিক লীজ ভাড়া ৩৫,০০০ মার্কিন ডলার কমাতে সক্ষম হয়েছে।

(খ) ২০০২ সালে হজ্জ ফ্লাইটসমূহ বিমানের নিজস্ব উড়োজাহাজ দ্বারা পরিচালনা করা হয়েছে। এর ফলে উড়োজাহাজ লীজ ভাড়া বাবদ বিমানের উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ব্যয় সাশ্রয় হয়েছে।

(গ) লাভজনকভাবে ফ্লাইট পরিচালনার জন্য বিমানের বর্তমান রুটসমূহ পুনর্বিন্যাসের কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে।

(ঘ) ব্যয় হ্রাসের পদক্ষেপ হিসেবে বিমান এর বৈদেশিক স্টেশনসমূহের জনবল শতকরা ২৫ ভাগ কমানোর কর্মসূচী গ্রহণ করেছে, যা বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

(ঙ) জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে সার্ভিস পরিচালনাকারী বিমানের নিজস্ব ফ্লাইট ও বিদেশী বিমান সংস্থার ফ্লাইটের check-in সুবিধার মানোন্নয়নের জন্য বাস্তবায়নাধীন Common User Terminal Equipment (CUTE) এর কাজ এপ্রিল' ২০০২ খৃস্টাব্দে আরম্ভ করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

(চ) ঢাকা-নিউইর্য়ক-ঢাকা রুটে লোকসান কমানোর জন্য সাপ্তাহিক ৩টি ফ্লাইটের মধ্যে ১টি ফ্লাইট বন্ধ করা হয়েছে।

দেশে বিমান চলাচলের জন্য বর্তমানে ১৪টি বিমান বন্দর (৩টি আন্তর্জাতিক, ৬টি আভ্যন্তরীণ ও ৫টি ষ্টল পোর্ট) বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করছে। কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প হচ্ছে চট্টগ্রাম বিমান বন্দরকে সুপরিসর বিমান চলাচল উপযোগী আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে রূপান্তর শীর্ষক প্রকল্প। প্রকল্পটির মোট বিনিয়োগ ব্যয় ৫৪০.৯৯ কোটি টাকা। তন্মধ্যে জাপানের বৈদেশিক সহযোগীতা তহবিল (ওইসিএফ), কর্তৃক সফট্ লোনের আওতায় যোগান দেয়া হয় ৪৪৪.৮৪ কোটি টাকা বাকী ৯৬.১৫ কোটি টাকা সরকার কর্তৃক ইক্যুইটি হিসেবে প্রদান করা হয়। প্রকল্পটির ৯৮% কাজ বাস্তবায়িত হয়েছে এবং প্রকল্পটি বিগত মার্চ ২৪, ২০০১ তারিখে উদ্বোধন করা হয়েছে।. প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে দেশের বাণিজ্যিক নগরী চট্টগ্রামে আন্তর্জাতিক বিমান চলাচল শুরু করেছে যা এতদ্‌ঞ্চলের শিল্প ও বাণিজ্যিক উন্নয়নে বিরাট অবদান রাখবে বলে আশা করা যায়। এ ছাড়াও ওসমানী বিমান বন্দর, সিলেটকে এয়ার-বাস চলাচলের উপযোগী করার লক্ষে ৪৮.২৫ কোটি টাকার প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ চলছে। প্রকল্পটি বর্তমানে সমাপ্তির পর্যায়ে রয়েছে। উল্লেখ্য, ১৯৯৮ সালের ডিসেম্বর হতে লন্ডন ও দুবাই হতে এয়ারবাস সরাসরি সিলেট বিমান বন্দরে অবতরণ করছে। দেশে অভ্যন্তরীণ বিমান সার্ভিস সম্প্রসারণের লক্ষে ২টি নতুন ষ্টল পোর্ট নির্মাণের কাজ চলছে। জিয়া বিমান বন্দরের অপারেশনাল সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধিকল্পে জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে ২টি নতুন বোর্ডিং ব্রীজ নির্মাণ এবং বিমান বন্দরের টেক্সওয়ে রিকার্পেটিং শীর্ষক প্রকল্পের কাজ চলছে। এ ছাড়া বহির্গামী যাত্রীদের সুবিধার্থে প্রান্তিক ভবনের সম্প্রসারিত অংশে ৭৬.১৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ২য়, ৩য় ও মেজনাইন তলা নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের কাজ ও চলছে। বিমান চলাচল সংক্রান্ত উন্নয়ন প্রকল্প সমূহ যদিও সরাসরি দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচীর আওতাভূক্ত নয় তথাপি আর্থ-সামাজিক কর্মকান্ড ও অস্থায়ী কর্ম-সংস্থানে প্রকল্পসমূহ ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে আসছে।

উল্লেখ্য, বেসামরিক বিমান চলাচল (বেবিচ) কর্তৃপক্ষ একটি উচ্চ প্রযুক্তি সম্পন্ন সেবামূলক প্রতিষ্ঠান যা বাংলাদেশের আকাশ সীমায় পরিচালনাকারী বিমান-যানের নিরাপত্তা প্রদান করে থাকে। এ কাজ সম্পাদনে কর্তৃপক্ষকে বাংলাদেশের আকাশ সীমায় উড্ডয়নরত বিমান-যান ও গ্রাউন্ড কন্ট্রোল সেন্টার এর মধ্যে সুষ্ঠু যোগাযোগ রক্ষা করতে হয়। আন্তর্জাতিক বেসামরিক বিমান চলাচল সংস্থা (আইসিএও) রেগুলেশন অনুযায়ী এ যোগাযোগ ব্যবস্থা আগামী ১০-১৫ বৎসরের মধ্যে স্যাটেলাইটের মাধ্যমে পরিচালিত হবে। ২০০১ সাল হতে বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ এ নতুন টেকনোলজি বাস্ত বায়নের পদক্ষেপ নিয়েছে। এটাও এ কর্তৃপক্ষের লক্ষ্য ও পরিকল্পনার আওতাভূক্ত। ২০০১/০২ অর্থ বছরের এডিপি এর অধীনে এ সংস্থার ১২টি প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ ১২টি প্রকল্পের মধ্যে ২টি প্রধান কর্মসূচীভূক্ত প্রকল্প ও ১০টি কর্তৃপক্ষের নিজস্ব তহবিলে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প। ২০০১/০২ সালের এডিপিতে এ ১২টি প্রকল্পের অনুকূলে ১২৬.৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। ফেব্রুয়ারী ২০০২ পর্যন্ত এ ১২টি প্রকল্প বাস্তবায়নে মোট ব্যয় হয়েছে ৮৮.৩০ কোটি টাকা যা মোট বরাদ্দের ৬৯.৮১%।

টেলিযোগাযোগ

একটি উৎপাদনশীল এবং লাভজনক শিল্প হিসেবে টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভূমিকা রাখছে। টেলিযোগাযোগ সার্ভিস সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি ছাড়াও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং তথ্যের দ্রুত আদান-প্রদানের মাধ্যমে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রতিটি স্তরেই ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে থাকে। তাই সম্পদের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও সরকার টেলিযোগাযোগ সার্ভিসের মান উন্নয়ন এবং আধুনিকায়নের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে আধুনিক প্রযুক্তি সম্বলিত বেশ কিছু উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

চলতি ২০০১/০২ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে বাংলাদেশ তার ও টেলিফোন বোর্ডের প্রকল্প সংখ্যা রয়েছে মোট ১৬টি। এ ১৬টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট ৬৪৪.৩৫ কোটি টাকা বরাদ্দ আছে। জানুয়ারী' ২০০০২ পর্যন্ত এ ১৬টি প্রকল্প বাস্তবায়নে মোট ব্যয় হয়েছে ৩৩৪.৫১ কোটি টাকা, যা বরাদ্দের ৫২%। টিএন্ডটি বোর্ড বর্তমানে প্রায় ৭ লক্ষ গ্রাহক লাইনের স্থিরীকৃত (ফিক্স্ড) টেলিফোন সার্ভিস প্রদান করছে। ১৯৯১/৯২ সালে টেলিফোনের সংখ্যা, এনডব্লিউডি সার্কিট, বৈদেশিক সার্কিট ছিল যথাক্রমে ২,৫৩,৮৬৩টি, ৯৭৫টি ও ৩৯৯টি। ২০০১/০২ সালের ফেব্রুয়ারীতে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৭,০৩,৮৭৯টি, ২২,৭৭০টি ও ৩,১১৪টিতে।

টেলিফোন বঞ্চিত সাধারণ জনগোষ্ঠীর সুবিধার্থে ১৯৯২ সাল হতে সারাদেশে কার্ড ফোন ব্যবস্থা চালু রয়েছে। ১৯৯১/৯২ সালে কার্ড ফোনের সংখ্যা ছিল ১৫৩টি। ২০০১/০২ সালে (জানুয়ারী-২০০২) তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১,৫২৯টিতে। কার্ড ফোন ছাড়াও গ্রাহকগণ দেশ-বিদেশ হতে সরাসরি ডায়েল করে প্রত্যন্ত অঞ্চলে কথা বলার সুবিধা পাচ্ছেন।

ডাটা কমিউনিকেশন প্রবর্তনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ তার ও টেলিফোন বোর্ড ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, বরিশাল, সিলেট, বগুড়া ও ময়মনসিংহে প্যাকেজ সুইচিং এক্সচেঞ্জ স্থাপন করেছে। অভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক ডাটা যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য ডাটা নেটওয়ার্ক স্থাপন করা হয়েছে। তাছাড়া, ইতোমধ্যেই ভি-স্যাট ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। এ ব্যবস্থায় স্যাটেলাইটের মাধ্যমে সরাসরি ইন্টারনেটের সাথে সংযোগ এবং বহিঃবিশ্বে ডাটা আদান-প্রদান করা সম্ভব হয়েছে। এর ফলে ডাটা এন্ট্রি/সফটওয়্যার রপ্তানীর দ্বার উন্মুক্ত হয়েছে এবং শিক্ষিত বেকারদের জন্যে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। সম্প্রতি ভি-স্যাট ও ইন্টারনেট সার্ভিস বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে। এ ব্যবস্থায় ইচ্ছুক প্রতিষ্ঠানসমূহ নির্ধারিত ফি পরিশোধ পূর্বক ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় হতে লাইসেন্স গ্রহণ করে ভি-স্যাট ও ইন্টারনেট সার্ভিস চালু করছে।

গ্রাহকদেরকে উন্নত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ তার ও টেলিফোন বোর্ড ঢাকার রমনাতে ওয়ান পয়েন্ট সার্ভিস সেন্টার চালু করেছে। এর ফলে টেলিফোনের ত্রুটি ও অতিরিক্ত বিলের অভিযোগ, টেলিফোন বিল ও ডিমান্ড নোটের টাকা পরিশোধ ইত্যাদির জন্যে সম্মানিত গ্রাহককে এক অফিস হতে অন্য অফিসে ছুটাছুটি করতে হয় না। উপজেলা পর্যায়ে সম্মানিত গ্রাহক সাধারণকে উন্নত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ তার ও টেলিফোন বোর্ডের আর,আর (Renewal & Replacement) কর্মসূচীর আওতায় ৯২টি উপজেলায় ক্ষুদ্রাকার ডিজিটাল এক্সচেঞ্জ স্থাপনের কাজ দ্রুত বাস্তবায়িত হচ্ছে। তাছাড়া বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা শহরে ডিজিটাল টেলিফোন এক্সচেঞ্জ স্থাপন/সম্প্রসারণ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ১০৫টি উপজেলাসহ ১০টি গ্রোথ সেন্টারে এবং অন্য ৩টি প্রকল্পের আওতায় ৯টি উপজেলায় ডিজিটাল টেলিফোন চালু করা হচ্ছে। আশা করা যায় শীঘ্রই উক্ত এক্সচেঞ্জগুলো চালু করা হবে এবং উক্ত স্থানসমূহ হতে দেশ ব্যাপী সরাসরি ডায়ালিং এমনকি আইএসডি সুবিধাও প্রদান করা যাবে। ২০০০/০১ অর্থবছরে বিটিটিবি'র মোট রাজস্ব আদায় হয়েছে ১২৬৫.১১ কোটি টাকা এবং একই সময়ে মোট রাজস্ব ব্যয় ৩৯০.৪৫ কোটি টাকা। অর্থাৎ ২০০০/০১ অর্থবছরে নীট রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ ছিল ৮৭৪.৬৬ কোটি টাকা। বিল প্রস্তুতকারী কম্পিউটার প্রতিষ্ঠানের সাথে আইনগত জটিলতার কারণে এপ্রিল ও মে/২০০১ মাসের বিল সময় মত জারী করা সম্ভব হয়নি বিধায় ২০০০/০১ অর্থ বছরে পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় রাজস্ব আদায় ৩৯.৫৩ কোটি টাকা কম হয়েছে। ২০০১/০২ অর্থবছরে রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ১৭৬২.৯৩ কোটি টাকা। এর বিপরীতে জানুয়ারী, ২০০২ পর্যন্ত মোট রাজস্ব আদায় হয়েছে ৬৭৫.৯৫ কোটি টাকা এবং মোট রাজস্ব ব্যয় হয়েছে ২২৭.৬৩ কোটি টাকা। বছর ভিত্তিক রাজস্ব আয় ব্যয়ের তুলনামূলক চিত্র সারণী ১১.১৬ -এ দেয়া হ'লঃ

সারণী ১১.১৬ঃ ১৯৯১/৯২ হতে টিএন্ডটি বোর্ডের রাজস্ব আদায় ও ব্যয়ের তুলনামুলক চিত্র ঃ

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	লক্ষ্যমাত্রা	রাজস্ব আদায়	রাজস্ব ব্যয়	উদ্বৃত্ত	অগ্রগতি (%)
১১৯১/৯২	৫২,০০০.০০	৫৪,২৩৩.২৭	২৪,০৫০.৫৯	৩০,১৮২.২৮	১০৪%
১৯৯২/৯৩	৬১,১২৯.৫৩	৬৪,৮১৮.১০	২৮,৫২১.৪০	৩৬,২৯৬.৭০	১০৬%
১৯৯৩/৯৪	৭৫,৮৫২.৪২	৭৭,২৩০.৩৬	২৬,৪৭৭.৬১	৫০,৭৫২.৭৫	১০২%
১৯৯৪/৯৫	৯৪,৯৩৯.৯৫	৮৯,১১০.৬৯	২৮,১০০.৮১	৬১,০০৯.৮৮	৯৪%
১৯৯৫/৯৬	৯০,০০০.০০	৮৩,৭৩১.৮৫	২৯,০৪১.৩২	৫৪,৬৯০.৫৩	৯৩%
১৯৯৬/৯৭	১,২০,৫২৫.৩৯	১,০৭,২৪৮.৬৪	৫৭,৩৮০.৯৮	৪৯,৮৬৭.৪৮	৮৯.৩৬%
১৯৯৭/৯৮	১,৪৭,৫১৮.৪২	১,২৪,৫১৮.৩৮	৭২,০১৭.০৯	৫২,৫০১.২৯	৮৪.৪১%
১৯৯৮/৯৯	১৩,৮৩০০.০০	১,২৫,৪২৪.৮১	৬১,৬৭৮.৪০	৬৩,৭৪৬.৪১	৯১%
১৯৯৯/০০	১,৫০,০০০.০০	১,৪০,০৬৭.৬৪	৪৮,৬৪৮.৩১	৯১,৪১৯.৩৩	৯৩.৩৮%
২০০০/০১	১,৬০,০০০.০০	১,২৬,৫১১.৩৭	৩৯,০৪৫.৩৯	৮৭,৪৬৫.৯৮	৭৯.০৭%
২০০১/০২ (জানুয়ারী'০২ পর্যন্ত)	১,৭৬,২৯২.৫০	৬৭,৫৯৪.৭৪	২২,৭৬৩.০৯	----	৩৮.৩৪%

উৎসঃ ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়।

টেলিযোগাযোগ খাতে আপ্পণৎপূর্বে সরকারের একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল। বাংলাদেশ তাঁর ও টেলিফোন বোর্ড ১৯৯৫ সন পর্যন্ত টেলিযোগাযোগ খাতে নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছে। ১৯৮৯ সালে প্রথম বেসরকারী খাতে রেডিও ট্রাংকিং, সেলুলার রেডিও টেলিফোন, নৌ-রেডিও টেলিফোন নেটওয়ার্ক ও পেজিং চালু করার জন্য বাংলাদেশ টেলিকম প্রাইভেট লিমিটেড নামে একটি প্রতিষ্ঠানকে অনুমতি দেয়া হয়। পরবর্তীতে ১৯৯৫ সালে আন্তর্জাতিক দরপত্র অৎশনৎপ্পথভ মাধ্যমে বেসরকারী খাতে ডিজিটাল সেলুলার মোবাইল চালুকরণের জন্য প্রতিষ্ঠান নিয়োগের উদ্যোগ নেয়া হয়। এ উদ্যোগের প্রেক্ষিতে গত ১৯৯৬ সনে ৩টি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান (গ্রামীণ ফোন লিমিটেড, টেলিকম মালয়েশিয়া ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ এবং সেবা টেলিকম প্রাইভেট লিমিটেড) এর অনুকূলে লাইসেন্স প্রদান করা হয়। বাংলাদেশ টেলিকম লিমিটেড-এর সেলুলার টেলিফোন সংক্রান্ত উক্ত প্রতিষ্ঠান প্যাসিফিক বাংলাদেশ টেলিকম লিমিটেড-এর নিকট হস্তান্তর করে। বর্তমানে ৪টি বেসরকারী সেলুলার মোবাইল অপারেটর দেশে কর্মরত আছে। ৪টি বেসরকারী সেলুলার মোবাইল অপারেটরের বর্তমানে প্রায় ৭ লক্ষ গ্রাহক রয়েছে। এর মধ্যে গ্রামীণ ফোন লিমিটেড-এর গ্রাহক সংখ্যা বর্তমানে প্রায় ৫.৫০ লক্ষ।

বেসরকারী সেলুলার মোবাইল অপারেটর ছাড়াও আরো ২টি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান টেলিযোগাযোগ খাতে নিয়োজিত আছে। এর মধ্যে বাংলাদেশ রুরাল টেলিকম অথরিটি (বিআরটিএ) বিভিন্ন থানায় সর্বমোট ২২,০০০টি লাইন স্থাপন করেছে। এছাড়া, সেবা টেলিকম প্রাইভেট লিমিটেড তাদের রুরাল টেলিকমিউনিকেশন প্রকল্পের মাধ্যমে ২২০০টি লাইন স্থাপন করে গ্রাহককে সেবা প্রদান করছে।

ইতিপূর্বে ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় টেলিযোগাযোগ খাতে নিয়ন্ত্রিত ভূমিকা পালন করতো। টেলিযোগাযোগ আইন, ২০০১, ৩১শে জানুয়ারী, ২০০২ তারিখ থেকে কার্যকর করার ফলে "বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন রেগুলেটরী কমিশন" টেলিযোগাযোগ খাতে নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পালন করছে। কমিশনের সাধারণ উদ্দেশ্যসমূহ হচ্ছে নিম্নরুপ ঃ

(ক) বাংলাদেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত এবং সুসংহত করতে পারে এমন একটি টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার সুশৃঙ্খল উন্নয়ন এবং তাতে উৎসাহ দান;

(খ) বাংলাদেশের বিরাজমান অর্থনৈতিক ও সামাজিক বাস্তবতা অনুসারে যতদুর সম্ভব বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর জন্য একটি নির্ভরযোগ্য, যুক্তিসংগত ব্যয়-সাপেক্ষ ও আধুনিক মানের টেলিযোগাযোগ সেবা ও ইন্টারনেট সেবা প্রাপ্তির সুযোগ নিশ্চিত করা;

(গ) জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিসরে দেশীয় টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থায় দক্ষতা এবং প্রতিযোগিতা করার ক্ষমতা বৃদ্ধি করা;

(ঘ) টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা প্রতিরোধ ও অবসান, প্রতিযোগিতামুলক এবং বাজারমুখী ব্যবস্থার উপর ক্রমবর্ধমান হারে নির্ভরতা অর্জন এবং সেলক্ষ্যে কমিশনের উদ্দেশ্যের সাথে সংগতি রেখে যথাযথ ক্ষেত্রে কার্যকর নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করা;

(ঙ) নুতন নুতন টেলিযোগাযোগ সেবা প্রবর্তন এবং টেলিযোগাযোগ খাতে দেশী ও বিদেশী বিনিয়োগে যারা বাংলাদেশের বাইরে থাকেন তাদেরকে বাংলাদেশে টেলিযোগাযোগ সংক্রান্ত ব্যবসাস্থল স্থাপনের জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা।

ডাক ব্যবস্থা

ডাক বিভাগ সরকারের একটি অন্যতম সেবামূলক জাতীয় প্রতিষ্ঠান। ২০০১ সালের ডিসেম্বর, মাস পর্যন্ত দেশে মোট ডাকঘরের সংখ্যা ৯৬৯৭টি। এর মধ্যে শহরে ৭৯৪টি এবং গ্রামে ৮৯০৩টি। দ্রুততার সাথে ডাক আদান প্রদানের লক্ষ্যে জাতীয় সদর দপ্তরের সাথে জেলা সদর এবং জেলা সদরের সাথে থানা সদরের সরাসরি ডাক ব্যবস্থা রয়েছে। ডাক পরিবহনের জন্য বিমান, রেল, বাস, লঞ্চ, নৌকা, বিভাগীয় রানার, অবিভাগীয় মেইল কেরিয়ার রয়েছে। বিভাগীয় মেইল মটর সার্ভিস ও ঠিকাদারের মাধ্যমে ডাক পরিবহনের ব্যবস্থা রয়েছে। জেলা সদর, থানা সদর ও গুরুত্বপূর্ণ পোস্ট অফিসের ডাক দ্বিতীয় ও

তৃতীয় দিনে পৌঁছানোর ও বিলি ব্যবস্থা সুসম্পন্ন করার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। ঢাকা, পাবনা, ঈশ্বরদী, নাটোর, রাজশাহী, চাপাইনবাবগঞ্জ, রাজবাড়ী, ফরিদপুর, যশোহর, খুলনা, সাতক্ষীরা, পিরোজপুর, মাদারীপুর, গোপালগঞ্জ এবং টাঙ্গাইল-এর পার্শ্ববর্তী এলাকার ডাক বিভাগীয় মেইল মটরের মাধ্যমে পরিবাহিত হচ্ছে। যমুনা সেতু উদ্বোধনে এবং সড়ক অবকাঠামো উন্নত হওয়ায় সমগ্র উত্তর বঙ্গের সাথে ডাক আদান প্রদান দ্রুত হয়েছে। প্রতিবছর বিভাগীয় মেইল মটর ফ্লিটে নতুন গাড়ী সংযোজন হচ্ছে। এ্যাড মেইল/বাল্ক মেইল সার্ভিস প্রবর্তন এবং আন্তঃনগরের মধ্যে আর্জেন্ট পার্সেল ও প্যাকেট সার্ভিস চালু করার কার্যক্রম পরীক্ষা-নিরীক্ষাধীন রয়েছে।

ডাক ব্যবস্থার পুনর্গঠন ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ড

ই, পি, পি (এক্সপ্রেস পার্সেল পোস্ট)ঃ যুগোপযোগী গ্রাহক চাহিদা পূরণের জন্য দেশের অভ্যন্তরে মালামাল ও পণ্য সামগ্রী দ্রুত পৌঁছাতে বাংলাদেশ ডাক বিভাগ গত ১৬ই আগস্ট, ২০০০ তারিখ হতে এক্সপ্রেস পার্সেল পোস্ট বা ই, পি, পি নামে নতুন সার্ভিস চালু করেছে। প্রাথমিক পর্যায়ে ঢাকা-চট্টগ্রাম, ঢাকা-সিলেট, ঢাকা-খুলনা ও ঢাকা-রাজশাহীর মধ্যে এ সার্ভিস চালু করা হয়েছে।

জিইপি সার্ভিসঃ ডাক বিভাগের গ্রাহক চাহিদা পূরণে ১৯৮৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে 'গ্যারান্টেড এক্সপ্রেস পোস্ট' বা জি,ই,পি সার্ভিস চালু করা হয়েছে। জি,ই,পি দ্রব্য/দ্রব্যাদি ব্যাগ বিশেষ ব্যবস্থপনায় পরিবহন ও বিলির ব্যবস্থা রয়েছে। সাপ্তাহিক ছুটির দিনেও প্রাপকের বাসার ঠিকানায় জি,ই,পি দ্রব্য বিলির ব্যবস্থা রয়েছে। বর্তমানে ৬৪টি জেলা সদরসহ ১৬৪টি ডাকঘর/আর,এম,এস কাউন্টারে জি,ই,পি সার্ভিস রয়েছে। গ্রাহক সুবিধার জন্য কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ রেল স্টেশনে রাত ১০.০০ ঘটিকা পর্যন্ত জি,ই,পি দ্রব্য বুকিং-এর ব্যবস্থা রয়েছে।

অভ্যন্তরীণ ফ্যাক্স সার্ভিসঃ দেশের অভ্যন্তরে গ্রাহক সাধারণকে দ্রুত বার্তা, ডকুমেন্ট প্রেরণের সুযোগ সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ডাক বিভাগ ৬ই জুন, ১৯৯৩ তারিখ থেকে ফ্যাক্স সার্ভিস চালু করেছে। বর্তমানে ঢাকা ও চট্টগ্রাম জি,পি,ও, খুলনা সিটি, যশোহর ও সিরাজগঞ্জ প্রধান ডাকঘরে ফ্যাক্স সার্ভিস চালু রয়েছে।

স্মারক ডাক টিকিটঃ প্রায় প্রতি বছর ডাক বিভাগ স্মারক ডাক টিকিট প্রকাশ করে। ২০০০ অর্থবছরে ১৮টি ও ২০০১ সালে ১৪টি স্মারক ডাক টিকিট প্রকাশ করা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক মেইলঃ ইসরাইল ব্যতীত পৃথিবীর সকল দেশের সাথে বাংলাদেশের সাধারণ ও রেজিষ্টার্ড চিঠিপত্র আদান প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়াও ৫০টি দেশের সাথে ইনসিওরড লেটার সার্ভিস ও ৫৯টি দেশের সাথে ইনসিওরড পার্সেল সার্ভিস রয়েছে। বাংলাদেশ বিশ্বের ৪৪টি দেশে সরাসরি লেটার মেইল ব্যাগ তৈরী করে প্রেরণ করে। যে সব দেশের সাথে বাংলাদেশের সরাসরি ডাক যোগাযোগ রয়েছে তাদের মাধ্যমে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ডাক দ্রব্য প্রেরিত হয়।

এক্সপ্রেস মেইল সার্ভিস (ইএমএস)ঃ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে জরুরী ডাক সার্ভিসের জন্য আন্তর্জাতিক এক্সপ্রেস মেইল সার্ভিস ২রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৭ তারিখ থেকে প্রবর্তন করা হয়েছে। এ সার্ভিসে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে ডাক পরিবহন করা হয়। বর্তমান বিশ্বের ৪৯টি দেশের সাথে সরাসরি ই,এম,এস, চালু রয়েছে।

ইন্টেলপোস্ট সার্ভিসঃ ১১ই ডিসেম্বর, ১৯৮৮ তারিখ থেকে ইন্টেলপোস্ট সার্ভিস চালু করা হয়। ইন্টেলপোস্ট সার্ভিস একটি ফটো ব্যাগেজ সার্ভিস। ফ্যাক্সিমিলি মেশিনের সাহায্যে বার্তা, ডকুমেন্ট, চিঠিপত্রাদি ব্যবসা সংক্রান্ত কাগজপত্রাদি নির্ধারিত মাশুলের মাধ্যমে ঢাকা জি,পি,ও, ইনটেলপোস্ট সেন্টার হতে প্রেরকের ইচ্ছানুযায়ী প্রাপকের নিকট ফ্যাক্সিমিলি মেশিনের দ্বারা আই,এস,ডি, টেলিযোগাযোগের মাধ্যমে এবং বিদেশ হতে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রাপকের নিকট বিলির জন্য গ্রহণ করা হয়ে থাকে। বর্তমানে ১৯টি দেশের সাথে ইনটেলপোস্ট সার্ভিস বিদ্যমান আছে।

ই-পোস্ট সার্ভিসঃ দেশের অভ্যন্তরে ও বহিঃবিশ্বে দ্রুত আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ডাক বিভাগ ১৬ই আগস্ট, ২০০০ তারিখ থেকে ই-মেইল সার্ভিস চালু করেছে। প্রাথমিকভাবে এ সার্ভিস শুধু মাত্র ঢাকা জি,পি,ও হতে দেয়া হতো। বর্তমানে এ সার্ভিস রাজশাহী জি,পিও, চট্টগ্রাম জিপিও, মৌলভীবাজার প্রধান ডাকঘর ও সিলেট প্রধান ডাকঘরে সম্প্রসারণ করা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক মানি অর্ডার সার্ভিসঃ বিদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশী নাগরিকগণ যাতে স্বদেশে তাদের পরিবার পরিজনের নিকট অর্থ প্রেরণ করতে পারেন সে জন্য ১২টি দেশের সাথে এ সার্ভিস চালু রয়েছে। আগামীতে আরও কয়েকটি দেশের সাথে এ সার্ভিস চালু করার ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।

ডাক বিভাগের উন্নয়ন কার্যক্রমঃ ডাক সার্ভিসের সম্প্রসারণ ও দক্ষতা বৃদ্ধির উপর সরকার বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে এবং ডাক বিভাগের আধুনিকীকরণের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। সঞ্চয়ী হিসাব ও জীবন বীমার হিসেব কম্পিউটারাইজড করা হয়েছে। জনস্বার্থে পল্লী এলাকায় নতুন নতুন ডাকঘর খোলা হচ্ছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের উন্নয়ন নীতিমালার সাথে সংগতি রেখে বাংলাদেশ ডাক বিভাগ সেবার মান উন্নয়নে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ২০০১/০২ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে (এডিপি) বাংলাদেশ ডাক বিভাগের ১০টি চলতি প্রকল্পের জন্য সর্বমোট স্থানীয় মুদ্রায় ৫০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে এর বিপরীতে জানুয়ারী, ২০০২ পর্যন্ত ১৬১.৮৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে।

বিজ্ঞান এবং তথ্য প্রযুক্তি ও যোগাযোগ খাত

বিশ্বের উন্নত ও দ্রুত উন্নয়নশীল দেশগুলোর সাফল্যের মূলে রয়েছে বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির চর্চা এবং লব্ধ জ্ঞানের সার্থক প্রয়োগ। তাই একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সরকার উন্নয়নের সকল ক্ষেত্রে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সফল প্রয়োগ ও সম্প্রসারণে বদ্ধ পরিকর। এ আলোকে বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এর আওতাধীন সংস্থাসমূহের মধ্যে বিভিন্ন গবেষণা ও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের ব্যাপক তৎপরতাবৃদ্ধি অব্যাহত রেখেছে এবং নতুন গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্প চিহ্নিতকরণ, গ্রহণ ও বাস্তবায়নের কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে। বর্তমান অর্থ বছরে (২০০১/০২) বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এর আওতাধীনে ৫টি সংস্থার বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় ৫৪টি প্রকল্প গ্রহন করা হয়। বাজেটে বরাদ্দকৃত ৭৭৪৯.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে ফেব্রুয়ারী, ২০০০ পর্যন্ত ব্যয়কৃত অর্থ ১৪৪৯.৪৯৭ লক্ষ টাকা। উল্লেখযোগ্য প্রকল্পসমূহের বিবরণ নিম্নে দেয়া হ'ল ঃ-

জাতীয় সমুদ্র গবেষণা ইনস্টিটিউট স্থাপন ঃ যে উদ্দেশ্যসমূহ সামনে রেখে প্রতিষ্ঠানটি স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে তার অন্যতম কয়েকটি হ'লঃ

(ক) সমুদ্রের ভৌত এবং চলমান প্রক্রিয়া সম্পর্কে গবেষণা পরিচালনা করা এবং তা থেকে প্রাপ্ত তথ্য সমুদ্রের জলরাশি এবং তলদেশের রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ক্রমাগত পরিবর্তন সম্পর্কে পূর্বাভাস প্রদান করা';

(খ) সমুদ্রের জলরাশি এবং এর তলদেশে জমাকৃত বস্তুরাশির রাসায়নিক উপাদন পরীক্ষার মাধ্যমে সমুদ্রের খনিজ সম্পদ ও উর্বরতার পরিমাণগত এবং গুনগত বিস্তার সম্পর্কে ধারণা লাভ করা;

(গ) সমুদ্রের জীবিত সম্পদ এবং এর বিস্তার সম্পর্কে ধারণা লাভ এবং মেরিকালচার টেকনিকের মাধ্যমে সী-ফুডের উৎপাদন সম্পর্কিত কার্যক্রম গ্রহণের উৎসাহ সৃষ্টি;

(ঘ) সমুদ্র বিজ্ঞান সংক্রান্ত নানাবিধ কার্যক্রমের জাতীয় কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠানটিকে গড়ে তোলা

গত ১৭ মার্চ, ২০০২ তারিখে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি সভায় চট্টগ্রামের আনোয়ারা উপজেলায় প্রাথমিকভাবে নির্ধারিত স্থানকেই জাতীয় সমুদ্র গবেষণা ইনস্টিটিউট স্থাপনের জন্য চূড়ান্তভাবে নির্বাচন করা হয়।

ন্যাশনল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি স্থাপন ঃ দ্রুত বিকাশমান তথ্য প্রযুক্তির সাথে তাল মিলিয়ে জৈব প্রযুক্তি ক্ষেত্রে গবেষণা জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বায়োটেকনোলজি ইনস্টিটিউট স্থাপনের কাজ হাতে নেয়া হয়েছে। সাভারে গণকবাড়ী এলাকায় অবস্থিত পরমাণু গবেষণা কেন্দ্রের সন্নিকটে ১০(দশ) একর জায়গায় এ ইনস্টিটিউট স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

ইনফরমেশন টেকনোলজী ভিলেজ (আইটিভি) স্থাপন ঃ যে উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ইনফরমেশন টেকনোলজী ভিলেজ স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে তা হল ঃ

(ক) তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর সার্ভিস যেমন ঃ ডাটা এন্ট্রি, ডাটা প্রসেসিং সার্ভিস এবং সফট্ওয়্যার রপ্তানিকল্পে বিশ্ববাজারের চাহিদার সাথে সংগতিপূর্ণ অবকাঠামো ও অন্যান্য সুবিধাদি সৃষ্টি;

(খ) সফট্ওয়্যার ও ডাটা এন্ট্রি সার্ভিস রপ্তানীর মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের পাশাপাশি দেশের সফট্ওয়্যার শিল্পের বিকাশ ও উন্নয়ন;

(গ) সরকারী, বেসরকারী ও বিদেশী বিনিয়োগকারি সংস্থাগুলোকে প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা প্রদান; এবং

(ঘ) অত্যাধুনিক টেলিফোন যোগাযোগ অবকাঠামো প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সফট্ওয়্যার রপ্তানিকারকদের যোগাযোগ সুবিধা প্রদান।

প্রকল্পটি জানুয়ারী, ২০০২-ডিসেম্বর, ২০০৪ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য গুলশান থানাধীন কড়াইল মৌজায় ৪৭ একর জমি বরাদ্দ করা হয়েছে। প্রকল্পের সংশোধিত পিসিপি অনুমোদনের প্রস্তাব বর্তমানে পরিকল্পনা কমিশনে পরীক্ষাধীন রয়েছে।

হাই-টেক পার্ক স্থাপন ঃ প্রযুক্তি উদ্ভাবন, হস্তান্তর এবং এর বাণিজ্যিকিকরণে হাই-টেক পার্কের ভূমিকা এখন বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত। বৈদেশিক মুদ্রা আয়, বিপুল পরিমানে নতুন নতুন কর্মসংস্থানের সৃষ্টি এ জাতীয় হাই-টেক পার্কের মাধ্যমে সম্ভব বিবেচিত হওয়ায় গাজীপুরের কালিয়াকৈরে তালিবাবাদ ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্রের অব্যবহৃত ২৬৪.৬৯ একর জমিতে হাই-টেক পার্ক স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই করা হয়েছে এবং গত ১১ এপ্রিল' ২০০২ তারিখে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে এ বিষয়ে একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কর্মশালায় গৃহীত সিদ্ধান্তসূহের আলোকে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

এ্যাপ্লিকেশন অব রেডিয়েশন প্রসেসিং টেকনোলজী ফর ম্যাটেরিয়ালস পাইলট প্ল্যান্ট

প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ

(ক) রেডিয়েশন প্রসেসিং টেকনোলজির মাধ্যমে গবেষণাগার পর্যায়ে উদ্ভাবিত বিভিন্ন উৎপাদন পদ্ধতির প্রসেসিং (Production Process) পাইলট প্ল্যান্ট পর্যায়ে উন্নীতকরণ;

(খ) পাইলট প্ল্যান্ট স্থাপনের লক্ষ্যে ভৌত নির্মাণ ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংগ্রহ;

(গ) সফলতার সাথে পাইলট প্ল্যান্ট স্টাডি করার জন্য বৈদেশিক পরামর্শক সেবা গ্রহণ ও দক্ষ জনবল নিয়োগ;

(ঘ) দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নার্থে পাইলট প্ল্যান্ট পর্যায়ে উন্নীত বিভিন্ন পদ্ধতিসমূহ বাণিজ্যিকিকরণ। প্রকল্পটি জুলাই ১৯৯৮ জুন ২০০৪ মেয়াদে বাস্তবায়িত হবে।

তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ে দক্ষ প্রোগ্রামার/প্রশিক্ষক তৈরীর কার্যক্রম ঃ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা (PGD) প্রদানের জন্য এ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ২০০০/০১ অর্থবছরে বর্ণিত প্রোগ্রামের আওতায় রাজস্ব খাত থেকে ১৫(পনের) কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। সরাসরি অর্থায়নের আওতায় প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে বছরে ৬০ জন করে ৩ বছরে মোট ১৮০ জন দক্ষ কম্পিউটার প্রোগ্রামার/প্রশিক্ষক/ব্যবস্থাপক তৈরী হবে। এ উদ্যোগের মাধ্যমে ৩ বছরের জন্য ৩ কোটি করে টাকা বরাদ্দ করা হয়। এ পর্যায়ে বরাদ্দ প্রাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলো হচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ প্রকৌশল

বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ও খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়। এ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কম্পিউটার বিজ্ঞান সংশ্লিষ্ট ইনস্টিটিউট/বিভাগসমূহ প্রোগ্রামটি বাস্তবায়ন করছে।

এপিএসসিসি'র (APSCC- Asia Pacific Satellite Communication Council) সদস্য পদ অর্জন ঃ বাংলাদেশ এ বছর এপিএসসিসি -এর পূর্ণ সদস্য পদ অর্জন করেছে। এ জন্য বাংলাদেশ এপিএসসিসি -এর অনুকূলে ১০ হাজার মার্কিন ডলার চাঁদা পরিশোধ করেছে। উল্লেখ্য, এপিএসসিসি'র সদর দপ্তর দক্ষিণ কোরিয়ার রাজধানী সিউলে অবস্থিত। প্রতিবেশী দেশ ভারত ও পাকিস্তানসহ ইন্দোনেশিয়া, হংকং, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া প্রভৃতি দেশ এই সংস্থার সদস্য। এতদাঞ্চলের দেশগুলোকে স্যাটেলাইট প্রযুক্তি অর্জন ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে এপিএসসিসি সহায়তা প্রদান করে আসছে। এপিএসসিসি -এর এই সদস্য পদ অর্জন বাংলাদেশের জন্য বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। তার কারণ এ মন্ত্রণালয় স্যাটেলাইট প্রযুক্তি বিষয়ে ইতোমধ্যে একটি মার্কেট সার্ভে প্রকল্প গ্রহণ করেছে। মার্কেট সার্ভে প্রকল্পের উপর আন্তঃমন্ত্রণালয়/প্রি-একনেক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ওয়েব সাইটে সরকারী ফরম হোস্টিং ঃ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অধিকাংশ সরকারী ফরম ওয়েবসাইটে হোস্টিং করা হয়েছে। এ বিষয়ে এ মন্ত্রনালয়, জবস এবং টেকবাংলা যৌথভাবে কাজ করছে। মন্ত্রণালয়ের এ ফরমগুলো বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের ওয়েবসাইটে (http://www.bccbd.org) হোস্টিং করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে এ প্রক্রিয়ায় অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও সংস্থার ফরম ওবেসাইটে হোস্টিংয়ের ব্যবস্থা নেয়া হবে।

তথ্য প্রযুক্তি নীতিমালা ও আইটি এ্যাক্ট প্রণয়ন ঃ দেশে তথ্য প্রযুক্তি শিল্পের বিকাশের জন্য তথ্য প্রযুক্তি নীতিমালা এবং আইটি এ্যাক্ট প্রণয়নের কাজ হাতে নেয়া হয়েছে। তথ্য প্রযুক্তি নীতিমালা ইতোমধ্যে মন্ত্রিসভায় আলোচিত হয়েছে। এটি খুব শীঘ্রই চূড়ান্ত হবে। আইটি এ্যাক্টের ড্রাফটিং-এর কাজ চলছে।

আইটি ট্রেনিং ইনস্টিটিউট বিবিসি বরাবর রেজিস্ট্রেশনের জন্য গাইড লাইন তৈরী ঃ বর্তমানে দেশে সক্রিয় দেশী বিদেশী প্রায় দেড় হাজার আইটি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান আছে। কিন্তু এগুলো নিয়মতান্ত্রিকভাবে কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে না এবং অপরিকল্পিতভাবে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। ফলে কম্পিউটার তথা আইটি প্রশিক্ষণ ক্ষেত্রে সাধারণ অর্থে এক বিশৃংখল অবস্থা বিরাজ করছে। যতাযথ নিয়ম নীতিমালার আওতায় এ প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট পরিচালনা করা, সুশিক্ষিত এবং সমৃদ্ধ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কর্মী বাহিনী সৃজন করার লক্ষ্য নিয়ে গাইড লাইনটি তৈরী করা হচেছ।

বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) তথ্য প্রযুক্তির প্রসার ও প্রয়োগ কার্যকর এবং ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্যে অভ্যন্ত রীণ ও বিশ্ব বাজারের চাহিদা অনুযায়ী কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এ পর্যন্ত তিন সহস্রাধিক প্রশিক্ষণার্থী বিসিসি হতে প্রশিক্ষণ লাভ করেছে। এর বড় অংশটি সরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ। দেশের মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য প্রত্যন্ত অঞ্চলে পর্যায়ক্রমে কম্পিউটার শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের প্রসারকল্পে বিভাগীয় সদরে স্ট্যান্ডার্ড কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। সরকারী পর্যায়ে ইন্টারনেট সেবা সম্প্রসারণ এবং তথ্য প্রযুক্তি ভিত্তিক শিক্ষা, গবেষণা ও রপ্তানীমুখী বাণিজ্য উন্নয়নে সহায়তা প্রদানকল্পে ডেভেলপমেন্ট অব ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফর আইটি এ্যাপ্লিকেশনস প্রকল্প বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষায় কম্পিউটার বিজ্ঞান প্রচলন ও কম্পিউটার শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদানের উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় পর্যায় পর্যন্ত মোট ৫১১টি বেসরকারী স্কুলে কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক সরঞ্জামাদি প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পের তৃতীয় পর্যায়ে ৭০০ বেসরকারী স্কুলে কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক সরঞ্জামাদি প্রদান করা হবে এবং এ সর্কল স্কুলের সংশ্লিষ্ট শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। ইতোমধ্যে এ পর্যন্ত কম্পিউটার সুবিধা প্রাপ্ত স্কুলসমূহের ৩০৮ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

অন্যান্য সংস্থার কার্যক্রম

বাংলাদেশ পুরমাণু শক্তি কমিশন ঃ পরমাণু শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারে বাংলাদেশ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। চিকিৎসা, কৃষি, খাদ্য সংরক্ষণ, শিল্প ও অন্যান্য ক্ষেত্রে মানুষের জীবন যাত্রা পদ্ধতি ও উৎপাদনের গুণগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন পারমাণবিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিভিন্ন শাখায় বেশ কিছু গবেষণা প্রকল্প গ্রহণ করেছে। পরমাণু প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে রেডিও আইসোটোপ উৎপাদন, খাদ্য সংরক্ষণ, জীব প্রযুক্তির উন্নয়ন, চিকিৎসা বিজ্ঞানে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের সম্ভাব্য প্রয়োগ, শিল্পজাত দ্রব্যের গুণাগুণ নিয়ন্ত্রণ, ভূগর্ভস্থ পানি সম্পদ উন্নয়ন এবং পরমাণু শক্তির সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন ইত্যাদি নানা বিষয়ক গবেষণা প্রকল্প বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় রয়েছে।

বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (বিশিগপ) ঃ এ উপমহাদেশে পরিকল্পিত ও প্রাতিষ্ঠানিক বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণার সূত্রপাত হয় ১৯৪০ সালে । বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির চর্চা এবং প্রসারের ভিত রচনার উদ্দেশ্যে ১৯৪০ সালে "বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা বোর্ড" নামে একটি বেসরকারি সংস্থা প্রতিষ্ঠা হয় এবং ১৮৬০ সালে ইহা সোসাইটি এ্যাক্ট XXI এর অধীনে নিবন্ধ হয়। ১৯৪২ সালে তৎকালীন ভারতীয় আইন পরিষদ একটি সিদ্ধান্তের মাধ্যমে উক্ত বোর্ডকে একটি স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা হিসেবে "বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ" রূপে উন্নীত করা হয়। একই সূত্র ধরে সরকারের অধীনে "বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ" গঠন করা হয়। এ পরিষদের কার্যক্রমের বিষয়ে সাধারণ নির্দেশনা ও পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে রয়েছে ১১ (এগার) সদস্য বিশিষ্ট একটি উপদেষ্টা পরিষদ। এ ছাড়া এ পরিষদের বিধিবিধান মোতাবেক পরিষদ পরিচালনার সামগ্রিক দায়িত্ব ন্যস্ত রয়েছে একটি বোর্ডের উপর। একজন সার্বক্ষণিক চেয়ারম্যান, ৪ জন সার্বক্ষণিক সদস্য এবং ৪ জন খন্ডকালীন সদস্য সমন্বয়ে এ বোর্ড গঠিত।

এ পরিষদের গবেষণা কার্যক্রমে রয়েছে প্রায় ২৯টি গবেষণা বিভাগ, ৮টি গবেষণাগার, ৩৫৫ জন বিজ্ঞানী ও প্রকৌশলী এবং সব মিলিয়ে ১৪১৭ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী। পরিষদের বিধিবিধান মোতাবেক পরিষদ বোর্ড পরিষদের গবেষণা কার্যক্রমের ব্যবস্থাপনার জন্য দায়ী ও ক্ষমতাপ্রাপ্ত। বোর্ড গবেষণার ক্ষেত্র, গবেষণার পরিকল্পনা ও প্রকল্প অনুমোদন, বাস্তবায়ন, তদারকি ও মূল্যায়ন করে থাকেন । পরিষদের বিজ্ঞানী ও অন্যান্য কর্মকর্তা কর্মচারী নিয়োগ ও তাদের প্রশাসনের দায়িত্ব পরিষদ কর্তৃপক্ষের। পরিষদের গবেষণার নীতি নির্ধারণী, পরিষদের নেতৃত্ব পর্যায়ে বিভিন্ন পদে নিয়োগ ও পদোন্নতি, আর্থিক বরাদ্দ, উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদন, আন্তঃ মন্ত্রণালয় ও আন্তর্জাতিক যোগাযোগ ও সহযোগিতাসহ বহুবিধ কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণকারী মন্ত্রণালয়ের উপর ন্যস্ত।

পরিষদের বিজ্ঞানীগণ এযাবত প্রায় ২,৫৫৬টি গবেষণা প্রবন্ধ বিভিন্ন দেশী বিদেশী গবেষণা প্রত্রিকায় প্রকাশ করেছে। দেশজ কাঁচামাল ব্যবহার করে শিল্পে ব্যবহারযোগ্য মোট ৫২৭টি পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছে। এর মধ্যে ২০৪টি পদ্ধতির পেটেন্ট করা হয়েছে এবং আরো ৫৫টি পেটেন্টটের জন্য আবেদন করা হয়েছে। এসব পদ্ধতির অধিকাংশের আর্থ-কারিগরি সম্ভাবনা যাচাই করা হয়েছে। এসব পদ্ধতির মধ্যে ২০৮টি পদ্ধতি দেশের প্রায় ১১০টি শিল্প প্রতিষ্ঠানের নিকট শিল্প স্থাপন ও বাণিজ্যিক উৎপাদনের জন্য ইজারা দেয়া হয়েছে। পরিষদের গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রমের বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

	২০০০-২০০১ সালে	২০০১ সাল পর্যন্ত (ক্রমপুঞ্জিত)
বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রবন্ধ	৫৬	২৫৫৬
শিল্প ও বাণিজ্যিক সমস্যার সামাধান	১৩৮০	৮৮৮০
উদ্ভাবিত শিল্প পদ্ধতির সংখ্যা	১১	৫২৭
শিল্প পদ্ধতির পেটেন্ট সংখ্যা	৫৫	২৫৯
ইজারাকৃত পদ্ধতির সংখ্যা	১০	২০৮
পরিষদের পদ্ধতি ব্যবহার করে বর্তমান উৎপাদনে আছে এমন শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	৫	৪০
একমাত্র পরিষদের পদ্ধতি ব্যবহার করে স্থাপিত শিল্প-প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	৫	২০
পরিষদের পদ্ধতি ইজারা গ্রহণকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	১০	১১০

২০টি শিল্প কারখানা সম্পূর্ণরূপে এ পরিষদের উদ্ভাবিত পদ্ধতির উপর নির্ভর করে গড়ে উঠেছে। বর্তমানে প্রায় ৪০টি পদ্ধতি শিল্পে ব্যবহৃত আছে। এ পরিষদের বিজ্ঞানীদের একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য অবদান দেশের বিভিন্ন শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক, কারিগরি ও প্রযুক্তিগত সমস্যা সমাধান, পরামর্শ ও সেবা প্রদান করছেন। পরিষদের বিজ্ঞানীগণ এযাবত বহু ধরণের শিল্প ও বাণিজ্যিক সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান দিয়েছেন এবং প্রায় ৮৮৮০ বিশ্লেষণমূলক সেবা প্রদান করেছেন। এ ছাড়া এ পরিষদের বিজ্ঞানীগণ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত/গবেষণারত ছাত্র ছাত্রীগণের গবেষণা কাজে সহযোগীতা প্রদান করে থাকেন। অন্যদিকে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ এ পরিষদের গবেষণা প্রকল্পে বিভিন্নভাবে অংশগ্রহণ করে থাকেন। বর্তমানে এ সহযোগিতা সম্প্রসারণের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।

২০০১/২০০২ সালের এডিপিতে এ সংস্থার ১৬টি প্রকল্প অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। তম্মধ্যে " উন্নত চুলার সম্প্রসারণ" শীর্ষক প্রকল্পটি লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ৩১শে ডিসেম্বর, ২০০১ সালে সমাপ্ত হয়েছে। "ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি অন আর এন্ড ডি রিনিউয়েবল এনার্জি টেকনোলজি (সোলার উইন্ড এন্ড মাইক্রো-মিনি হাইড্রো)" শীর্ষক প্রকল্পটিও লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ৩০শে জুন, ২০০২ সালে সমাপ্ত হবে বলে আশা করা যায়। অবশিষ্ট ১৪টি প্রকল্পের মধ্যে 'ডেভেলপমেন্ট অব এরোমেটিক এন্ড মেডিসিন্যাল প্ল্যান্টস অব বিসিএসআইআর (২য় পর্যায়); 'বিসিএসআইআর এর মানব সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প', বিসিএসআইআর এর গবেষণাগার, ইনষ্টিটিউট, সেন্টার ও বিভাগের আধুনিকীরকরণ; "বিসিএসআইআর এর গবেষণাগার সমূহের ভৌত সুবিধাদির উন্নয়ন" এবং "বিসিএসআইআর এর গবেষণাগার সমূহের জন্য যুযোপযোগী আধুনিক যন্ত্রপাতি সংগ্রহ" -এ ৫টি প্রকল্পের অনুমোদিত পিপি অনুযায়ী বছর ভিত্তিক বরাদ্দ ও অর্থ অবমুক্তি না পাওয়ায় অর্থাৎ বরাদ্দ/অবমুক্তি অপ্রতুল হওয়ায় লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী এ সকল প্রকল্প ৩০শে জুন, ২০০২ সালে সমাপ্ত করা সম্ভব হবে না। এ ছাড়া, (১) বিসিএসআইআর গবেষণাগার, রাঙ্গামাটি (২) পেট্রোরসায়ন গবেষণা ইনস্টিটিউট, সিলেট (৩) ফুটওয়ার ডিজাইন এন্ড ডেভেলপমেন্ট সেন্টার স্থাপন (৪) বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদের ভেজিটেবল গবেষণাগার বগুড়া/সৈয়দপুর প্রকল্পগুলির পিসিপি এখন ও অননুমোদিত বিধায় এ সকল প্রকল্পের কাজ এখনও আরম্ভ করা সম্ভব হয়নি।

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর ঃ দেশের আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো, দারিদ্র বিমোচন এবং জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে জনগণকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মনস্ক করা ও এ সম্পর্কিত সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতি বছর সারা দেশে প্রথমে জেলা পর্যায়ে দেশের ৬৪টি জেলার ৭৯টি কেন্দ্র এবং পরে ঢাকায় কেন্দ্রীয় পর্যায়ে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ উদ্‌যাপন করা হয়। এ ছাড়া জ্যোর্তিবিজ্ঞানে আগ্রহ সৃষ্টির লক্ষ্যে জ্যোতিস্ক পর্যবেক্ষণের জন্য মিনি প্ল্যানেটরিয়াম শো এবং টেলিস্কোপের মাধ্যমে আকাশ পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বাংলাদেশ জাতীয় বিজ্ঞান ও কারিগরি তথ্য সংগ্রহ ও বিতরণ কেন্দ্র (ব্যান্সডক) ঃ ব্যান্সডক নয়াদিল্লীস্থ সার্ক ডকুমেন্টেশন সেন্টারসহ বিশ্বের অন্যান্য দেশের বিভিন্ন আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক তথ্য কেন্দ্রের 'ন্যাশনাল ফোকাল পয়েন্ট' হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে। সর্বস্তরের বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদ, শিল্পপতি, পরিকল্পনাবিদ, নীতি-নির্ধারক, ছাত্র, শিক্ষক ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সকলকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত তথ্য সরবরাহ করার মাধ্যমে ব্যান্সডক দেশে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়ন তথা আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সহায়তা করে আসছে।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

মানব সম্পদ উন্নয়ন

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত, টেকসই ও দীর্ঘমেয়াদী করার ক্ষেত্রে দক্ষ মানব সম্পদের ভূমিকা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। সুস্বাস্থ্যের অধিকারী, যথাযথভাবে প্রশিক্ষিত ও শিক্ষিত জনগোষ্ঠী দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত ও দীর্ঘ স্থায়ী করার ক্ষেত্রে একটি অপরিহার্য পূর্বশর্ত। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মূল লক্ষ্য হচ্ছে জনগণের সার্বিক জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন। উচ্চ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন সত্ত্বেও যদি জনগণকে অপুষ্টি, নিরক্ষরতা ও স্বাস্থ্যহীনতার অভিশাপমুক্ত করা না যায়, তাহলে, সে প্রবৃদ্ধি অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়। তাই, শুধু অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের তাগিদেই নয়, মানব সম্পদ উন্নয়ন পৃথকভাবেই বাংলাদেশ সরকারের একটি ঈপ্সিত লক্ষ্য ।

মানব সম্পদ উন্নয়নের হাতিয়ার হিসাবে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্য ও সমাজ কল্যাণমূলক কার্যক্রমের গুরুত্ব অপরিসীম। ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নও মানব সম্পদ উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম। অপরদিকে, দেশের জনসংখ্যার বৃহদাংশই নারী, শিশু ও যুবক। তাদের সমস্যা এবং অসুবিধাসমূহকে সরাসরিভাবে চিহ্নিত করে উপযুক্ত প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে তাদের যোগ্যতা ও সম্ভাবনার পূর্ণ বিকাশ সম্ভব হয়ে ওঠে। এ পরিচ্ছেদে মানব সম্পদ উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত নিম্নোক্ত নির্দিষ্ট খাতসমূহের ক্ষেত্রে গৃহীত সরকারের কার্যক্রম ও অর্জিত অগ্রগতি পর্যালোচন করা হলঃ

- শিক্ষা
- স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ
- নারী ও শিশু উন্নয়ন
- সমাজ কল্যাণ
- যুব ও ক্রীড়া উন্নয়ন
- সাংস্কৃতিক উন্নয়ন

১৯৯১/৯২ অর্থবছর হতে ২০০০/০১ অর্থবছর পর্যন্ত সময়ে উপর্যুক্ত খাতসমূহে রাজস্ব ও বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি) ভুক্ত বরাদ্দ নিম্নে সারণী ১২.১ ও সারণী ১২.২ এ দেখানো হ'ল। লক্ষ্যণীয় যে, উভয় ক্ষেত্রেই উল্লিখিত সময়কালে বরাদ্দের পরিমাণ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

সারণী ১২.১ঃ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে সামাজিক খাতে বরাদ্দ

(কোটি টাকায়)

খাত	১৯৯১/৯২	৯২/৯৩	৯৩/৯৪	৯৪/৯৫	৯৫/৯৬	৯৬/৯৭	৯৭/৯৮	৯৮/৯৯	৯৯/০০	২০০০/০১	২০০১/০২
১. শিক্ষা ও ধর্ম	৫৩৫	৬৫১	৯৮৫	১৫৫৩	১৪০২	১৫৮৪	১৪৯৪	১৭৭৬	২০১৪	২২৮৫	২১৬৬
২. ক্রীড়া ও সংস্কৃতি	২০	৩৭	৫৫	৭০	৩১	৬০	৬৬	৫২		১১২	৮১
৩. স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ	৫৫৮	৬৩০	৭৭২	৯৪৬	৮৯৩	১০৭৯	১১৬৬	১২৫৬	১৪৬৯	১৬৩৬	১৪৪৩
৪. শ্রম ও জনশক্তি	১১	৯	১৪	১৫	৮	৯	১০	৯	১৪	১৮	১৮
৫. সমাজ কল্যাণ, মহিলা বিষয়ক এবং যুব উন্নয়ন	৩৯	৫৫	৭৫	১৩৪	১১৩	১৮৭	১৫৬	১৬৯	১৮০	১৮৮	১৭৯
৬. উপ-মোট (১+২+৩+৪+৫)	১১৬৩	১৩৮২	১৯০১	২৭১৮	২৪৪৭	২৯১৯	২৮৯২	৩২৬২	৩৬৭৭	৪২৩৯	৩৮৮৭
৭. মোট এডিপি ব্যয়ের শতাংশ হিসাবে(৬/৮*১০০)	১৬.৩	১৭.০	১৯.৮	২৪.৪	২৩.৪	২৪.৯	২৩.৭	২৩.৩	২২.৩	২৪.২	২৪.২৯
৮. মোট এডিপি বরাদ্দ	৭১৫০	৮১২১	৯৬০০	১১১৫০	১০৪৪৭	১১৭০০	১২২০০	১৪০০০	১৬৫০০	১৭৫০০	১৬০০০

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় ও পরিকল্পনা কমিশন, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়। সংখ্যাসমূহ সংশোধিত বাজেট ভিত্তিক।

সারণী ১২.২ঃ সামাজিক খাতে রাজস্ব বরাদ্দ

(কোটি টাকায়)

খাত	১৯৯১/৯২	৯২/৯৩	৯৩/৯৪	৯৪/৯৫	৯৫/৯৬	৯৬/৯৭	৯৭/৯৮	৯৮/৯৯	১৯৯৯/০০	২০০০/০১	২০০১/০২
৯. শিক্ষা ও ধর্ম	১৩৯৩	১৬৮৮	১৭৭০	২০২৩	২১৬৯	২৩২১	২৭০৬	২৯৮৮	৩২৭৯	৩৬১৪	৩৭৬৯
১০. স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ	৪৩১	৫১৬	৬০৭	৬৮৫	৭৩০	৭৬৯	৮১৩	৮৮৭	৯৭১	১০৯৯	১২৮৬
১১. যুব,ক্রীড়া ও সংস্কৃতি	২৩	৩৮	৪৩	৩৮	৪২	৪১	৬৪	৫৫	৭৩	৬৭	৭১
১২. শ্রম ও জনশক্তি	১৫	১৯	১৯	২১	২২	২২	২৭	২৮	৩১	৩৫	২৫
১৩. সমাজ কল্যাণ ও মহিলা বিষয়ক	৫১	৫৪	৬১	৭৩	৭৯	৮৯	৯৯	১৪১	১৭৭	২০৩	২২৯
১৪. উপ-মোট(৯+১০+১১+১২+১৩)	১৯১৩	২৩১৫	২৫০০	২৮৪০	৩০৪২	৩২৪২	৩৭০৯	৪০৯৯	৪৫৩১	৫০১৮	৫৩৮০
১৫. মোট রাজস্ব ব্যয়ের শতাংশ হিসাবে (১৪/১৯*১০০)	২৪.২২	২৭.২০	২৭.৩২	২৭.৫৭	২৫.৭৫	২৫.৮৬	২৫.৫৮	২৪.৪৫	২৪.৫৭	২৪.২৯	২৪.৯১
১৬. মোট (উন্নয়ন+রাজস্ব(৬+১৪))	৩০৭৬	৩৬৯৭	৪৪০১	৫৫৫৮	৫৪৮৯	৬১৬১	৬৬০১	৭৩৬১	৮২০৮	৯২৫৭	৯২৬৭
১৭. মোট সরকারী ব্যয়ের শতাংশ হিসাবে(১৬/(৮+১৯))*১০০	২০.৪৪	২২.২৩	২৩.৪৭	২৫.৯১	২৪.৬৬	২৫.৪২	২৪.৭২	২৩.৯৩	২৩.৪৯	২৪.২৬	২৪.৬৫
১৮.জিডিপির শতাংশ (১৬/২০*১০০)	২.৫৭৩	২.৯৪৯	৩.২৫০	৩.৬৪৪	৩.৩০০	৩.৪০৯	৩.২৯৮	৩.৩৫১	৩.৪৬২	৩.৬৫৫	৩.৪১৮
১৯. মোট রাজস্ব বরাদ্দ	৭৯০০	৮৫১০	৯১৫০	১০৩০০	১১৮১৪	১২৫৩৫	১৪৫০০	১৬৭৬৫	১৮৪৪৪	২০৬৬২	২১৬০০
২০. বাজার মূল্যে জিডিপি[৮]	১১৯৫৪২	১২৫৩৭০	১৩৫৪১২	১৫২৫১৮	১৬৬৩২৪	১৮০৭০১	২০০১৭৭	২১৯৬৯৫	২৩৭০৮৫	২৫৩২৫৫	২৭১১২৪

উৎস ঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়। সংখ্যাসমূহ সংশোধিত বাজেট ভিত্তিক।

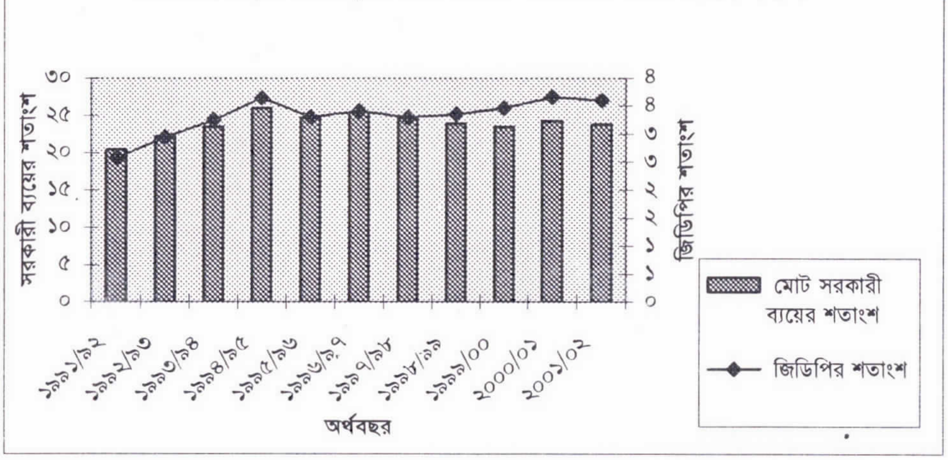

লেখচিত্র ১২.১: ১৯৯০/৯১ সাল থেকে সামাজিক খাতে প্রদেয় বরাদ্দ

শিক্ষা

শিক্ষা বাংলাদেশের সকল নাগরিকের মৌলিক অধিকার। শিক্ষা মানব সম্পদ উন্নয়নেরও মূখ্য উপকরণ। দেশে তাই একটি সার্বজনীন ও গণমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি চেতনা সম্পন্ন শিক্ষিত মানব সম্পদ সৃষ্টির লক্ষ্যে শিক্ষা পরিকল্পনা ও উন্নয়ন প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে। এ উদ্দেশ্যে একদিকে প্রাথমিক ও গণশিক্ষাকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হচ্ছে এবং অপরদিকে, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার উন্নয়নের লক্ষ্যে উপযুক্ত কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থাকে দু ভাগে ভাগ করা যায়, যথা- প্রাথমিক ও প্রাথমিকোত্তর। প্রাথমিকোত্তর শিক্ষা আবার মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক এবং উচ্চ ধারায় বিভক্ত। এ সকল ধারা সাধারণ, কারিগরি এবং ধর্মীয় শিক্ষা এ তিন প্রশাখা নিয়ে গঠিত। মাধ্যমিক শিক্ষাকাল ৫ বছর এবং উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার মেয়াদ ২ বছর। উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্তির পর

[৮] নতুন জিডিপি সিরিজ অনুযায়ী

শিক্ষার্থীগণ উচ্চ শিক্ষার জন্য বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করে। প্রশাসনিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রাথমিকোত্তর শিক্ষা ব্যবস্থা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন ইত্যাদি বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে থাকে।

প্রাথমিক শিক্ষা ঃ শিক্ষার প্রথম সোপান প্রাথমিক শিক্ষা। প্রাথমিক শিক্ষার অপরিসীম গুরুত্ব অনুধাবন করে সরকার দেশের উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষাকে অগ্রাধিকার প্রদান করেছে। ১৯৯০ সালে প্রাথমিক শিক্ষা (বাধ্যতামূলক) আইন প্রণয়নের মাধ্যমে দেশে প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষাকে সার্বজনীন করার লক্ষ্যে ১৯৯২ সালে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ নামে একটি বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং ১৯৯৩ সালে সারা দেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী চালু করা হয়। সরকার আগামী ২০০৬ সালের মধ্যে দেশকে নিরক্ষরতার অভিশাপ মুক্ত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। সে লক্ষ্যে প্রতিটি গ্রাম ও মহল্লায় প্রয়োজনানুসারে বিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা নেয়া হয় এবং বিদ্যালয়বিহীন গ্রাম চিহ্নিত করা হয়। বিদ্যালয় গমনোপযোগী সকল শিশু ও বয়স্কদের শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহের জন্য ১৯৯৯ সালে শিশু শিক্ষা ও সাক্ষরতা জরীপ সম্পন্ন করা হয়েছে। শিক্ষার মানসম্মত পরিবেশ সৃষ্টি এবং দেশের প্রতিটি নাগরিকের জন্য শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ফলে দেশে বয়স্ক সাক্ষরতা হার বৃদ্ধি পেয়ে ২০০১ সালের শেষ নাগাদ প্রায় ৬৫ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার বাস্তব পরিবেশ সৃষ্টি, ভৌত সুযোগ সুবিধার সম্প্রসারণ, শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি, শ্রেণীকক্ষে উন্নত পাঠদান, শিক্ষাক্রম পরিমার্জন, শিক্ষা উপকরণ-এর উন্নয়ন, পরিদর্শন ব্যবস্থা জোরদারকরণ, উদ্ভাবনীমূলক কর্মসূচী ইত্যাদি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ফলে প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে বিরাট সাফল্য অর্জিত হয়েছে এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র/ছাত্রী ভর্তির হার বৃদ্ধি পাচ্ছে (সারণী ১২.৩ দ্রষ্টব্য)।

সারণী ১২.৩ ঃ প্রাথমিক পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রী[১] ভর্তি (১৯৯০-২০০১)

(লক্ষ)

বছর	মোট	ছাত্র	ছাত্রী
১৯৯০	১২০.৫	৬৬.৬ (৫৫.৩)	৫৩.৯ (৪৪.৭)
১৯৯১	১২৬.৪	৬৯.১ (৫৪.৭)	৫৭.৩ (৪৫.৩)
১৯৯২	১৩০.২	৭০.৫ (৫৪.১)	৫৯.৭ (৪৫.৯)
১৯৯৩	১৪০.৭	৭৫.৩ (৫৩.৫)	৬৫.৪ (৪৬.৫)
১৯৯৪	১৫১.৮	৮০.৫ (৫৩.০)	৭১.৩ (৪৭.০)
১৯৯৫	১৭২.৮	৯০.৯ (৫২.৬)	৮১.৯ (৪৭.৪)
১৯৯৬	১৭৫.৮	৯২.২ (৫২.৪)	৮৩.৬ (৪৭.৬)
১৯৯৭	১৮০.৩	৯৩.৬ (৫১.৯)	৮৬.৭ (৪৮.১)
১৯৯৮	১৮৩.৬	৯৫.৭ (৫২.১)	৮৭.৮ (৪৭.৮)
১৯৯৯	১৭৬.২	৯০.৬ (৫১.৪)	৮৫.৬ (৪৮.৬)
২০০০	১৭৬.৭	৯০.৬ (৫১.৩)	৮৬.১ (৪৮.৭)
২০০১	১৭৬.৬	৮৯.৯ (৫০.৯)	৮৬.৭ (৪৯.১)

উৎসঃ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ।

[১] বন্ধনীর মধ্যস্থ সংখ্যা শতকরা হিসাব নির্দেশক।

১৯৯১ সালে মোট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৪৯,৫৩৯। এ সংখ্যা ২০০১ সালে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬২,৩৩৮-এ। এ সময়ে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা প্রায় অভিন্ন থাকলেও (৩৭,৭০০ এর কাছাকাছি) বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১১,৮৪৫ থেকে দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়ে ২৪,৬৬৭ তে দাঁড়ায়। প্রাথমিক শিক্ষায় ছাত্রী ভর্তির সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৯১ সালে ছাত্র/ছাত্রী ভর্তির অনুপাত ছিল ৪৫ঃ৫৫। ২০০১ সালে তা ৪৯ঃ৫১-এ উন্নীত হয়েছে। সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কর্মরত মহিলা শিক্ষকের অনুপাতও বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৯১ সালে শিক্ষিকা/শিক্ষকের অনুপাত ছিল ২১ঃ৭৯। ২০০১ সালে তা ৩৮ঃ৬২ এ উন্নীত হয়েছে। এ সময়ে পাঁচ বৎসর মেয়াদী শিক্ষাচক্র সমাপ্তির হার ৪০.৭০% থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৬৭%-এ। প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নের জন্য ১৯৯১/৯২ অর্থবছর হতে ২০০০/০১ অর্থবছর পর্যন্ত বাস্ত বায়নাধীন বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে সমান সুযোগ-সুবিধা প্রদান, ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির হার বৃদ্ধি, শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা জোরদার করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ৩,৬৭২টি কমিউনিটি বিদ্যালয় স্থাপন, ৩৪,১০৫টি বিদ্যালয় পুনর্নির্মাণ ও ১৪,০১৮টি বিদ্যালয়ের মেরামত কাজ সমাপ্ত হয়েছে। ২০০১/০২ অর্থবছরে ২৬টি বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের মধ্যে ১৮টির অধীনে ফেব্রুয়ারী, ২০০২ পর্যন্ত ১৮৫টি নতুন কমিউনিটি বিদ্যালয় নির্মাণ, ৯০টি বিদ্যালয় নির্মাণ, ২,৩১৭টি বিদ্যালয়ের পুনর্নির্মাণ, ৪৬৪টি বিদ্যালয়ের মেরামত কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে ৩৩০টি বিদ্যালয়ের নির্মাণ, ৩,৫৭৭টি বিদ্যালয়ের পুনর্নিমাণ এবং ১৪৪টি বিদ্যালয়ের মেরামত ও ৩,০৪৫টি বিদ্যালয়ের সম্প্রসারণ কাজ চলছে। ২০০২ শিক্ষা বর্ষে ছোট ছোট শিশুদের জন্য ৬,০০০টি স্যাটেলাইট বিদ্যালয় চালু থাকবে।

শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী ঃ ১৯৯৩/৯৪ অর্থবছরে দেশের ৪৬০টি উপজেলার অর্থনৈতিক ও শিক্ষা ক্ষেত্রে পশ্চাদপদ ৪৬০টি ইউনিয়নে 'শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী' প্রবর্তন করা হয়। ২০০১/০২ অর্থবছরে দেশের ১,২৫৫ টি ইউনিয়নের ১৮,২৬২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৩.১৩ লক্ষ গরীব পরিবারের ২১.১৩ লক্ষ শিক্ষার্থী এ কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী বহির্ভূত এলাকায় সুযোগের বৈষম্য সৃষ্টি হওয়ায় অবশিষ্ট ৩,২০৮টি ইউনিয়নের দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদান কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। এপ্রিল, ২০০০ সাল হতে এ প্রকল্পের অধীনে ৪০% দরিদ্র শিক্ষার্থীদের মাসিক ২৫ টাকা হারে উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। প্রায় ১১২.৬ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত এ প্রকল্পের অধীনে চলতি অর্থবছরে ৩২ লক্ষের অধিক ছাত্র-ছাত্রীকে উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে ।

২০০১/০২ অর্থবছরে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা খাতে ২৬টি প্রকল্পের আওতায় ১,৪৩৪.৯০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এর মধ্যে জুলাই, ২০০১ হতে জানুয়ারী, ২০০২ সময়কালে ৪৮৪.৮৬ কোটি টাকা (৩৩.৭৯%) ব্যয় হয়েছে।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ঃ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ক্ষেত্রে ২০০১/০২ অর্থবছরে ১টি কারিগরী প্রকল্পসহ মোট ৮টি প্রকল্প বাস্ত বায়নাধীন রয়েছে। এর আওতায় বর্তমান বছরে ২৬.১০ লক্ষ নিরক্ষরকে সাক্ষরতা প্রদান করা হয়েছে। এসব উদ্যোগের ফলে দেশে বয়স্ক শিক্ষার হার বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৫ বছর ও তদুর্ধ্ব বয়সী শিক্ষার হার ১৯৯১ সালে ছিল গড়ে ৩৫ শতাংশ, তা ২০০১ সালে ৬৫ শতাংশে এসে দাঁড়িয়েছে।

সারণী ১২.৪ঃ সাক্ষরতা হারের সাম্প্রতিক প্রবণতা (১৫ বছর ও তদুর্ধ্ব)

বছর	সাক্ষরতার হার[১০]
১৯৯১	৩৫.৩২
১৯৯৫	৪৭.৩
১৯৯৭	৫১.০১
১৯৯৮	৫৬.০০
১৯৯৯	৫৮.০০
২০০০	৬৪.০০
২০০১	৬৫.০০

উৎস ঃ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ।

[১০] অনুমিত হিসাব।

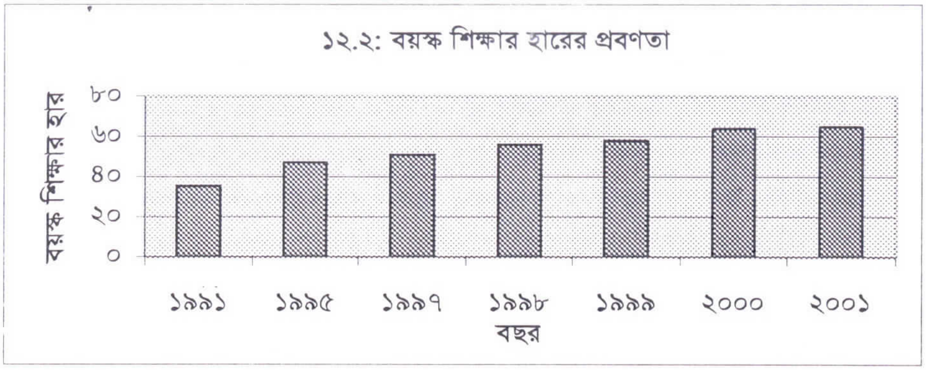

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা ঃ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষার উন্নয়নের মাধ্যমে মাধ্যমিক শিক্ষার গুণগতমান বাড়ানোর উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশে ১৬,০৯৫টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ২,৪০৯টি সাধারণ কলেজ, ৭,২৭৬টি মাদ্রাসা, ২০টি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, ৫১টি ভোকেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, ৪টি বিআইটি, ১৩টি সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়, ২৯টি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন রকমের প্রাথমিকোত্তর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষার্থী সংখ্যা ৭৭,৪৬,৮৮৫ (ছাত্রী ঃ ৫২.৮%), কলেজ পর্যায়ে ১৭,১৫,৪৫৫ জন (ছাত্রী ঃ ৩৯.৪%) এবং মাদ্রাসা শিক্ষায় ৩১,১২,২০৫ জন (ছাত্রী ঃ ৩৯.৪%)।

২০০১/০২ অর্থ বছরে এডিপিতে শিক্ষা খাতে ৯৫৬.৬৭ কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষ মোট ৬২টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এর মধ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক খাতে ১৮টি এবং কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা খাতে ১৩টি প্রকল্প বাস্তবায়াধীন রয়েছে। এ দুটি খাতে চলতি বছরে শিক্ষা খাতে এডিপি'র ৮৬.৩৮% বরাদ্দ আছে। উচ্চ শিক্ষার উন্নয়নের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন ১৯টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। ২০০১/০২ অর্থ বছরে এ সকল প্রকল্পে ৮১.৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। উচ্চ শিক্ষা খাতে বিভিন্ন প্রকল্পের মধ্যে (১) ১২টি বৃহত্তর জেলায় (যেখানে কোন বিশ্ববিদ্যালয় নেই) একটি করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন এবং (২) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য ফ্লাট নির্মাণ ও ছাত্রদের জন্য আবাসিক হল নির্মাণ উল্লেখযোগ্য। এতদ্ব্যতীত, বিদ্যমান বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের আরও উন্নয়নের জন্য বাস্তবায়নাধীন পৃথক পৃথক উন্নয়ন প্রকল্প উল্লেখযোগ্য।

নারী শিক্ষা সম্প্রসারণ ঃ নারী শিক্ষা সম্প্রসারণ, নারীদের ক্ষমতায়ন এবং উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১৯৯৩ সাল হতে ৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণীর ছাত্রীদের ৪৬০টি উপজেলায় উপ-বৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। এ কর্মসূচী মাধ্যমিক স্তরে ছাত্রী ভর্তির হার বৃদ্ধি এবং ঝরে পড়া রোধকল্পে এক যুগান্তকারী ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে। বর্তমানে বাল্যবিবাহ রোধসহ নানাবিধ সমস্যা লাঘব হচ্ছে। নারী শিক্ষা সম্প্রসারণের জন্য আরও কতিপয় উপবৃত্তি প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। মেয়েদের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প যেমন- মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্রী উপবৃত্তি প্রকল্প, মাধ্যমিক স্তরে সহায়তা প্রকল্প (২য় পর্যায়) এবং ৩টি বিভাগীয় সদরে ৩টি মহিলা পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউট স্থাপন প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। গ্রামীণ বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে মহিলা শিক্ষক নিয়োগের জন্য 'প্রমোট' শীর্ষক একটি প্রকল্প (১৯৯৫-২০০৫) বাস্তবায়িত হচ্ছে। এসব প্রকল্প দ্বারা দরিদ্র নারী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা ক্ষেত্রে কাজে লাগানোর সুযোগ সৃষ্টি করা হচ্ছে।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ

স্বাস্থ্য সেবা জনগণের অন্যতম মৌলিক অধিকার। স্বাস্থ্য সেবা জনসাধারণের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে স্বাস্থ্যবান জাতি তৈরি করে যা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। গত দশকে দেশের স্বাস্থ্য সেক্টরে উল্লেখ্যযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। প্রজনন হার ও মৃত্যুহার কমেছে। গড় আয়ু বৃদ্ধিসহ নবজাত শিশু ও মাতৃ-মৃত্যু হার হ্রাসে উল্লেখ্যযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। কিন্তু এখনও দেশের স্বাস্থ্য সেবার মান অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের তুলনায় সন্তোষজনক পর্যায়ে পৌঁছায়নি।

শিশু মৃত্যুহার হ্রাসে সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচী (ইপিআই), ডায়রিয়া রোগ নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচী (সিডিডি), আর্সেনিক ও ডেঙ্গু প্রতিরোধ কার্যক্রম এবং শ্বাসতন্ত্রের মারাত্মক সংক্রামণ (এআরই) প্রতিরোধ কর্মসূচীসমূহ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

সারণী ১২.৫- এ ১৯৯১ সাল থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার, শিশু ও মাতৃ-মৃত্যুর হার ইত্যাদি বিষয়ে সাধিত অগ্রগতি দেখানো হয়েছে।

সারণী - ১২.৫ ঃ স্বাস্থ্য সূচকসমূহের সাম্প্রতিক প্রবণতা

সূচক সমূহ	বিবেচ্য বিষয়	১৯৯০/৯১	১৯৯১/৯২	১৯৯২/৯৩	১৯৯৩/৯৪	১৯৯৪/৯৫	১৯৯৫/৯৬	১৯৯৬/৯৭	১৯৯৭/৯৮	১৯৯৮/৯৯[ঘ]	১৯৯৯/০০[ঘ]
স্থূল জন্ম হার (প্রতি হাজারে)	জাতীয়	৩১.৬	৩০.৮	২৮.৮	২৭.৮	২৬.৫	২৫.৬	২১	১৯.৯	১৮.৯	১৭.৯
	শহর	২৩.৯	২৩.৭	২১	২০.২	১৯.৪	১৯	১৬.২	১৪	১২.৬	১১.১
	গ্রাম	৩২.৯	৩২.২	৩০	২৯.১	২৮.৫	২৬.৪	২৪.৫	২১.৪	১৮.৭	১৬.৩
স্থূল মৃত্যু হার (প্রতি হাজারে)	জাতীয়	১১.২	১১	১০	৯	৮.৪	৮.১	৫.৫	৪.৮	৪.২	৩.৭
	শহর	৭.৮	৭.৫	৭.২	৭.১	৬.৭	৬.৫	৪.২	৪	৩.৮	৩.৬
	গ্রাম	১১.৪	১১.৩	১০.৪	৯.৩	৯	৮.৪	৬.৫	৫.৬	৪.৫	৩.৮
বিবাহের গড় বয়স	পুরুষ	২৪.৯	২৫.২	২৬.৬	২৭.৭	২৭.৫	২৭.৬	২৭.৬	২৭.৮	২৮	২৮.২
	মহিলা	১৮.১	১৮.২	১৯.৬	১৮.৮	১৯.৯	২০	২০	২০.২	২০.৪	২০.৬
ডাক্তার প্রতি জনসংখ্যা		৫৩৮০	৫৩০৪	৫১৫৬	৪৭২৫	৪৮৬৬	৪৯৫৫	৪৯১৫	৪৬৭১	৪৪৩৯	৪২১৮
প্রত্যাশিত গড় আয়ুকাল	জাতীয়	৫৬.১	৫৬.৩	৫৭.৯	৫৮.১	৫৮.৭	৫৮.৯	৬০.৩	৬০.৮	৬১.৩	৬১.৮
	শহর	৬০.২	৬০.৫	৬০.৬	৬০	৬০.৯	৬০.৯	৬২.৩	৬২.৫	৬২.৭	৬২.৯
	গ্রাম	৫৬	৫৬	৫৭.৭	৫৭.৭	৫৭.৯	৫৮.২	৫৯.৪	৬০	৬০.৬	৬১.২
মৃত্যু হার	শিশু[১১]	৯২	৮৮	৮৪	৭৭	৭১	৬৭	৬০	৫৭	৫৪	৫১
	শহর	৬৯	৬৫	৬১	৫৭	৫৩	৫০	৪৯	৪১	৩৪	২৮
	গ্রাম	৯৪	৯১	৮৮	৭৯	৭৮	৬৯	৬৯	৬৬	৬৩	৬০
	শিশু[১২]	১৪	১৩.৯	১২.৮	১২.৩	১২	১১.৮	৮.২	৬.৩	৪.৮	৩.৭
	মাতৃ মৃত্যু[১৩]	৪.৭	৪.৭	৪.৫	৪.৫	৪.৫	৪.৪	৩.৫	৩	২.৬	২.৩
	শহর	৪.৩	৪	৪	৩.৯	৩.৯	৩.৮	৩.১	২.৯	২.৭	২.৫
	গ্রাম	৫	৪.৮	৪.৮	৪.৭	৪.৬	৪.৬	৩.৮	৩.৪	৩	২.৬
গর্ভ নিরোধক ব্যবহারের হার		৩৯.৯	৪৩.২	৪৪.৬	৪৬.৩	৪৮.৭	৪৯.৯	৫০.৯	৫১.৫	৫২.১	৫৪
উর্বরতা হার (মহিলা প্রতি)		৪.২	৪.২	৩.৮	৩.৬	৩.৫	৩.৪	৩.১	২.৯	২.৭	২.৫

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

[ঘ] অনুমিত

[১১] প্রতি হাজার জীবিত জন্মে

[১২] ১ থেকে ৪ বছর বয়সী (প্রতি ১ হাজার জন্মে)

[১৩] প্রতি হাজার প্রসবে।

১২.৩ মাতৃ ও শিশু মৃত্যুর প্রবণতা

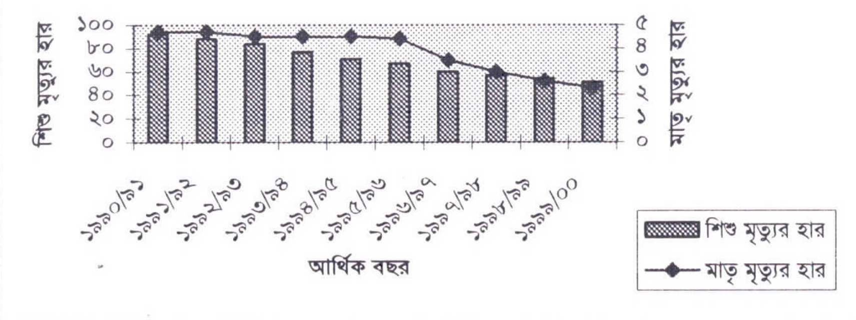

জনগণকে মান সম্পন্ন সেবা প্রদান করার জন্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা সেক্টর কৌশল অনুসরণপূর্বক স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ খাতে কাঠামোগত সংস্কারের লক্ষ্যে ১৯৯৮-২০০৩ সাল পর্যন্ত ৫ বৎসর মেয়াদকালে বাস্তবায়নের জন্য স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা সেক্টর কর্মসূচী বা Health & Population Sector Programme (HPSP) প্রণয়ন করা হয়েছে। এ কর্মসূচী বিগত ১লা জুলাই, ১৯৯৮ হতে শুরু হয়েছে, ফলে এ কর্মসূচীর পাইলটিং (Piloting) করার সুযোগ হয়ে ওঠেনি। এতে করে এই সংস্কারমূলক কর্মসূচীর কোন কোন ক্ষেত্রে কাংখিত অগ্রগতি লাভ করা সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি।

এই খাত ভিত্তিক কর্মসূচীর আওতায় যে সকল সংস্কারমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'লঃ

- উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিদ্যমান প্রকল্পভিত্তিক পদ্ধতির পরিবর্তে একটি একক ও সমন্বিত ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন;
- একটি একক, সুষ্ঠু এবং কার্যকর স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সেবা প্রদানের লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক ও প্রশাসনিক সংস্কার সাধন;
- পাইলট মন্ত্রণালয় হিসাবে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রণীত আর্থিক সংস্কার কর্মসূচী Reforms in Budget and Expenditure Control (RIBEC)- এর বাস্তবায়ন।

সারণী ১২.৬ ঃ স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা সেক্টর কর্মসূচীর মোট প্রাক্কলিত ব্যয়

(কোটি টাকায়)

HPSP এর পিআইপি[১৪] বাস্তবায়নকাল	মোট প্রাক্কলিত ব্যয় (রাজস্ব+ উন্নয়ন)	অনুন্নয়ন (রাজস্ব) বাজেটের প্রাক্কলিত ব্যয়	উন্নয়ন বাজেটে প্রাক্কলিত ব্যয়			HPSP এর মার্চ/০২ পর্যন্ত মোট ব্যয় (উন্নয়ন)
			মোট	জিওবি[১৫]	প্রকল্প সাহায্য	
১৯৯৮-২০০৩	১২৮৫৭.৪৬	৫৬৯৪.২৪	৭১৬৩.২২	২৩১১.৩১	৪৮৫১.৯১	৭৩৬৪.৫৮ (৩৭৭৫.২৫)

উৎসঃ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

'স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা সেক্টর কর্মসূচী'র মৌলিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে একটি অত্যাবশ্যকীয় সেবা প্যাকেজের (ইএসপি) মাধ্যমে জনগণকে বিশেষ করে মহিলা, শিশু ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে ন্যূনতম স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের ব্যবস্থা করা । এই অত্যাবশ্যকীয় সেবা প্যাকেজের আওতায় গ্রামের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে যে সকল স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হবে তা হচ্ছে ঃ

[১৪] পিআইপি - প্রোজেক্ট ইমপ্লিমেন্টেশন প্লান

[১৫] জিওবি - গভর্ণমেন্ট অব বাংলাদেশ।

উর্দ্ধতন

- পরিবার পরিকল্পনাসহ প্রজনন স্বাস্থ্য পরিচর্যা
- শিশু স্বাস্থ্য পরিচর্যা
- সংক্রামক ব্যাধি নিয়ন্ত্রণ
- সাধারণ রোগসমূহের সীমিত নিরাময়মূলক সেবা প্রদান
- যোগাযোগের মাধ্যমে দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণের পরিবর্তন।

এই কর্মসূচীর মোট ব্যয়ের ৬০-৬৫ ভাগ অর্থ গ্রামের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে অত্যাবশ্যক স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যার খাতওয়ারী কর্মসূচীর (HPSP) আওতায় মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রমের অন্যতম হচ্ছে ইউনিয়ন পর্যায়ে একাধিক কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন। জনগণের দোর গোড়ায় স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা পৌঁছানোর লক্ষ্যে প্রতি ৬,০০০ জনগণের জন্য একটি ক্লিনিক করার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। এই হিসাবে সারা দেশে (মেট্রোপলিটন বা পৌর এলাকা ব্যতিরেকে) মোট ১৮,০০০ কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপনের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। বর্তমানে প্রায় ১১,৩৮৬টি কমিউনিটি ক্লিনিকের নির্মাণ কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে।

এইচপিএসপি (HPSP) কর্মসূচীর আওতায় ৭৭৫টি ইউনিয়নে নতুন ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ করা হবে। ইতোমধ্যে ২০০টির নির্মাণ কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে এবং অবশিষ্ট ৫৭৫টির নির্মাণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। এছাড়া ২০০৩ সালের মধ্যে ২,১৭৫টি ইউনিয়নে ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কেন্দ্রের উন্নয়ন এবং ১০০টি কেন্দ্রে ডাক্তারদের বাসস্থান নির্মাণের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেবার সুযোগ বৃদ্ধির পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। 'স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা সেক্টর কর্মসূচী'র আওতায় বর্তমান অর্থবছরে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নির্মাণ কাজ হাতে নেয়া হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে - ৬৪টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে ৩১ শয্যা হতে ৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ এবং ৩৫টি অত্যাবশ্যকীয় প্রসূতি সেবা (Essential Obstetric Care, EOC)) কেন্দ্রের নির্মাণ কাজ বর্তমান বছরে বাস্তবায়নাধীন আছে। ২১৬.৫২ কোটি টাকা প্রাক্তাবিত ব্যয়ে বগুড়ায় শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ ও ৫০০ শয্যার হাসপাতালের নির্মাণ কাজ বর্তমানে এগিয়ে চলছে। জেলা পর্যায়ে ১০টি হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা ৫০-১০০ এ উন্নীতকরণ, বগুড়ায় ২য় নার্সিং কলেজ ও অন্যান্য স্থানে ৬টি নার্সিং ট্রেনিং সেন্টারের নির্মাণ কাজ চলতি অর্থ বছরে বাস্তবায়নের জন্য হাতে নেয়া হয়েছে। মহাখালীস্থ জাতীয় ক্যান্সার হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা ৫০ হতে ৩০০ শয্যায় উন্নীতকরণ, ঢাকা মেডিকেল কলেজ (২য় ইউনিট) স্থাপন ও জাতীয় চক্ষু বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট স্থাপনের কাজও চলতি অর্থ বছরে বাস্তবায়নের জন্য হাতে নেয়া হয়েছে।

সেবার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে গুণগত মান নিশ্চয়তা কর্মসূচী (Quality assurance programme) -এর আওতায় হাসপাতালসমূহের ১৭টি বিভাগে কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে স্ট্যান্ডার্ড কর্ম পদ্ধতি বা Standard Operating Procedure (SOP) প্রণয়ন করা হয়েছে এবং গুণগত মান নিশ্চিতকরণ কর্মকর্তা (Quality assurance officer) -দের মাধ্যমে উপজেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। নিয়মাবলী (Regulation) কার্যক্রমের আওতায় ক্লায়েন্ট অধিকার তালিকা (Client Charter Right) প্রণয়ন করে তা হাসপাতালসমূহে টাঙ্গানো হয়েছে।

সমতা (equity) নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এইচপিএসপি (HPSP)-এর সম্পূর্ণ বরাদ্দের শতকরা ৬০ ভাগেরও অধিক অর্থ উপজেলা ও এর নিম্নস্তরে অত্যাবশ্যক সেবা প্যাকেজের আওতায় স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের জন্য ব্যয়িত হচ্ছে। উক্ত অর্থ মূলত গ্রামীণ দরিদ্র শিশু ও মায়েদের স্বাস্থ্য উন্নয়নে ব্যয়িত হচ্ছে। স্বাস্থ্য বীমা প্রচলনের উদ্দেশ্যে সরকারী, বেসরকারী ও বীমার সাথে সংশ্লিষ্টদেরকে নিয়ে গঠিত কমিটি পরীক্ষামূলকভাবে (Pilot) কমিউনিটি স্বাস্থ্য বীমা (Community Health Insurance) চালুর পরিকল্পনা করছে।

সারণী ১২.৭ঃ স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা সেক্টর কর্মসূচীর আর্থিক অগ্রগতি

(কোটি টাকায়)

অর্থের উৎস	১৯৯৮-৯৯ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে বরাদ্দ	অর্থ ব্যয় জুলাই ৯৮ জুন ৯৯ (বরাদ্দের %)	১৯৯৯/০০ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে বরাদ্দ	অর্থ ব্যয় জুলাই ৯৯-জুন ২০০০ (বরাদ্দের %)	২০০০/০১ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে বরাদ্দ	অর্থ ব্যয় জুলাই ২০০০-জুন ০১ (বরাদ্দের%)	২০০১/০২ অর্থবছরে পর্যন্ত এডিপিতে বরাদ্দ	অর্থ ব্যয় জুলাই ০১ - ফেব্রু.,০২ পর্যন্ত (বরাদ্দের%)
জিওবি	৪১৫.০০	৩৩৬.৯৪ (৮১.১৯%)	৩৯৮.০০	৩৬১.২৭ (৯০.৭৭%)	৩৮০.০০	৩১৫.৯২ (৮৩.১৪%)	৪১০.০০	১৩৮.৬৯ (৩৩.৮৩%)
প্রকল্প সাহায্য	৭৭৭.৮১	৬৪৬.৬৮ (৮৩.১৪%)	৯৭৫.০০	৮৪৩.৯৫ (৮৬.৫৫%)	১০৭৯.৪৮	৭৪২.৪৮ (৬৮.৭৪%)	১২৭৩.০০	৩৪১.৫৮ (২৬.৮৩%)
মোট	১১৯২.৮১	৯৮৩.৬২ (৮২.৪৬%)	১৩৭৩.০০	১২০৫.২২ (৮৭.৭৮%)	১৪৫৯.৪৮	১০৫৮.৪১ (৭২.৫২%)	১৬৮৩.০০	৪৮০.২৭ (২৭.৫৪%)

উৎস ঃ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

অপুষ্টি বাংলাদেশের একটি মারাত্মক সমস্যা। অতি সম্প্রতি কিছু উন্নতির আভাস পাওয়া গেলেও বাংলাদেশের বিদ্যমান অপুষ্টির হার এখনো পৃথিবীর সর্বোচ্চ অপুষ্টি সমস্যাগ্রস্ত দেশগুলোর পর্যায়ে রয়েছে। বাংলাদেশের ৫ বছরের কম বয়স্ক শিশুদের ৬০% মাঝারি থেকে মারাত্মক অপুষ্টিতে ভুগছে। প্রায় ৭০% মহিলা ও শিশু অপুষ্টিজনিত রক্ত স্বল্পতায় ভুগে থাকে। জনগণ, বিশেষতঃ নারী ও শিশুদের মধ্যে বিরাজমান ব্যাপক অপুষ্টি পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে সরকার দেশব্যাপী জাতীয় পুষ্টি প্রকল্প (এনএনপি-১) হাতে নিয়েছে। এ প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৬৪০.৯৭ কোটি টাকা। এর মধ্যে প্রকল্প সাহায্য হচ্ছে ৫৭০.৬২ কোটি টাকা। চার বছর মেয়াদী এ প্রকল্পটি জুলাই, ২০০০ হতে শুরু হয়েছে। এ প্রকল্পটির কার্যক্রম ২০০৩ সালের মধ্যে দেশের ১৩৯ টি উপজেলায় সম্প্রসারণ করা হবে। HIV রোগের প্রাদুর্ভাব হতে দেশকে মুক্ত রাখার লক্ষ্যে সরকার জাতীয় এইডস পলিসি প্রণয়ন করেছে এবং এ রোগের বিস্তার রোধকল্পে এইচপিএসপি'র আওতায় HIV/AIDS Prevention কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ৫৮.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ খাতের বর্তমান কাঠামোগত সমস্যাসমূহ পর্যালোচনা করে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের আওতাধীন থানা ও নিম্ন পর্যায়ের সেবা প্রদানকারী সকল জনবলকে একীভূত করে সমন্বিত ব্যবস্থাপনায় একক নেতৃত্বের আওতায় আনা হয়েছে। পরবর্তীতে জেলা ও তদুর্ধ্ব পর্যায়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদান কার্যক্রমকে একীভূত কাঠামোর আওতায় আনার পরিকল্পনা রয়েছে। কিন্তু এই একত্রীকরণের (Unification) কার্যকারিতা যাচাই করা হয়নি। ফলে, মাঠ পর্যায়ে একত্রীকরণের কাংখিত সুফল পাওয়া যায় নি। উপরন্তু কর্মসূচী বাস্তবায়নে জটিলতা দেখা দেয়। এক্ষণে এই একীভূতকরণের কার্যকারিতা যাচাই করার লক্ষ্যে একটি সমীক্ষা (Study) করা হবে যার ভিত্তিতে পরবর্তী কার্যক্রম গৃহীত হবে। সরকারী প্রচেষ্টার পাশাপাশি চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রমে বেসরকারী খাতের অংশগ্রহণও উৎসাহিত করা হচ্ছে। বেসরকারী খাতকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন বেসরকারী হাসপাতাল ও সংস্থাকে রাজস্ব খাত হতে আর্থিক অনুদান দিয়ে থাকে। বেসরকারী মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও সরকার উৎসাহ প্রদান করছে। এছাড়াও সরকার এইচপিএসপি (HPSP) -এর ইএসপি (ESP)-র আওতায় এনজিও (NGO) দেরকে সেবা প্রদানের (service delivery) কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আর্থিক সহায়তা প্রদান করছে।

নারী ও শিশু উন্নয়ন

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেক নারী হলেও দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে মহিলা শ্রমের অবদান সঠিকভাবে নিরূপিত হয় না। তাই নারী -পুরুষের অসমতা দূরীকরণের লক্ষ্যে সরকারী পর্যায়ে বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। পঞ্চম পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনায় মহিলা উন্নয়ন ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়। অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে নারী ও শিশু বিষয়ক বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী

বাস্তবায়ন করছে। এই মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রকল্পসমূহের উদ্দেশ্য মোটামুটিভাবে (ক) দারিদ্র্য বিমোচন, (খ) কর্মসংস্থান সৃষ্টি, (গ) প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধাদি এবং (ঘ) সচেনতা সৃষ্টিসহ জেন্ডার সমতা নির্ধারণ, নেতৃত্ব ও সমর্থনমূলক ভূমিকা পালন। প্রকল্পসমূহ মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, জাতীয় মহিলা সংস্থা ও বাংলাদেশ শিশু একাডেমীর মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে। বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন বৃত্তি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ, ঘূর্ণায়মান ঋণ প্রদান, অল্প শিক্ষিত মেয়েদের হাতে কলমে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান, কর্মজীবি মহিলাদের জন্য হোস্টেল সুবিধা, অসহায় ও নির্যাতিতা মেয়েদের সাময়িক আশ্রয়, চিকিৎসা, আইনগত সহায়তা প্রদান, সমাজের নারী পুরুষের সমতা আনয়নের লক্ষ্যে সচেনতা বৃদ্ধি, শিশু পাচার প্রতিরোধ, শিশুদের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ, জেন্ডার সমতার লক্ষ্যে নীতি, নেতৃত্ব ও এ্যাডভোকেসীর উদ্দেশ্যে জাতীয় কর্ম পরিকল্পনা, জাতীয় নারী নীতি বাস্তবায়ন এবং সুশীল সমাজ ও সরকারের অংশগ্রহণের সমন্বয় সাধন ইত্যাদি উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন মহিল বিষয়ক অধিদপ্তর ও জাতীয় মহিলা সংস্থা কর্তৃক ২০০১/০২ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসূচীতে মোট ২৩ টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। প্রকল্পসমূহের অনুকূলে মোট বরাদ্দ ৪৬.০৩ কোটি টাকা। মহলিা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১৯৯১/৯২ অর্থ বছর হতে ২০০১/০২ অর্থ বছর পর্যন্ত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে বরাদ্দ ও ব্যয় নিম্নের সারণীতে উপস্থাপন করা হলোঃ

সারণীঃ ১২.৮ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে সংশোধিত বরাদ্দ ও ব্যয়

(লক্ষ টাকায়)

বছর	বরাদ্দ	ব্যয়	এডিপি বাস্তবায়নের শতকরা হার
১৯৯১-৯২	১১১২.৮১	৫৬৫.৭০	৬১.০০
১৯৯২-৯৩	১০৭৮.৪৫	৭০১.৩৮	৬৫.০০
১৯৯৩-৯৪	১৪৩৬.৫৬	১১২২.০০	৭৮.০০
১৯৯৪-৯৫	২৬১৪. ০০	২৬২৫.১২	১০০.০০
১৯৯৫-৯৬	৩০৩১.০০	২৯২৪.০০	৯৬.০০
১৯৯৬-৯৭	৩৯৪১.০০	৪০৫৪.৭০	১০৩.০০
১৯৯৭-৯৮	৪৫৫৪.৫০	৩৩৩৯.৬৭	৭৩.০০
১৯৯৮-৯৯	৪৭৭৩.২৫	৪৭২৩.৮০	৯৯.০০
১৯৯৯-০০	৪৬৭৬.০০	৪৩৯৮.৬২	৯৪.০০
২০০০-০১	৪৯৫৪.০০	৪৬৮৭.০০	৯৫.০০
২০০১-০২	৪৬০২.৯৫	১৫২০.৫৮ (মার্চ/০২ পর্যন্ত)	১৯.২৪

উৎস ঃ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি), পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় ।

মহিলাদের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে নারী উন্নয়ন নীতি ঘোষিত হয়। উক্ত নীতি বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। নারী উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন নীতি নির্ধারণ ও কর্মসূচী ফলো আপের জন্য ৪৪ সদস্য বিশিষ্ট জাতীয় মহিলা উন্নয়ন পরিষদ গঠন করা হয়েছে। নারী উন্নয়ন মালটি-সেক্টরাল বিষয় বিধায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তরসমূহে নারী উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও মনিটরিং এর জন্য ৪৯টি ফোকাল পয়েন্ট কাজ করছে।

যুব ও ক্রীড়া উন্নয়ন

বাংলাদেশের ন্যায় উন্নয়নশীল দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে যুব সমাজের সম্পৃক্ততা অপরিহার্য। যুব সমাজের প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ ব্যতীত জাতীয় উন্নয়নে কাঙ্খিত সাফল্য লাভ করা সম্ভব নয়। জাতীয় উন্নয়নে যুব সমাজের সম্পৃক্ততার কথা উপলব্ধি করে সরকার দেশব্যাপী বেকার যুবদের দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ, প্রশিক্ষণোত্তর আত্ম-কর্মসংস্থানে উদ্বুদ্ধকরণ, ক্ষুদ্র ঋণ সহায়তা প্রদান, দারিদ্র বিমোচন ও অন্যান্য উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচীর মাধ্যমে যুব সমাজকে মানব সম্পদে পরিণত করার ব্যাপক

কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। বর্তমানে দেশের ৬৪টি জেলা ও সকল উপজেলায় যুব কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হয়েছে। যুব কার্যক্রমকে গতিশীল ও জোরদার করার জন্য যুব খাতে সরকার প্রতি বছর বর্ধিত হারে অর্থ বরাদ্দ করছে।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের আওতায় বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে ১৯৯১/৯২ অর্থ বছর থেকে ২০০০/০১ অর্থ বছর পর্যন্ত মোট ১৬,৮৭,১৯৪ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়ার লক্ষমাত্রা নির্ধারিত ছিল। এ সকল প্রশিক্ষণ অধিদপ্তরের বিদ্যমান ৩০০টি প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও দেশের ৪৭৫টি উপজেলা (১০টি মেট্রোপলিটন ইউনিট থানাসহ) ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়। প্রাতিষ্ঠানিক কেন্দ্রসমূহের মধ্যে আবাসিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ৪৭টি। তবে বর্তমানে ২৮টি আবাসিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু আছে। নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে একই সময়ে ১৬,৮৭,৩২৮ জনকে (১০০%) প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। উক্ত সময়ে আত্ম-কর্মসংস্থানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত ছিল ১০,৫৯,৯৪৩ জন তন্মধ্যে ৯,১৯,৬০৭ জন (৮৬.৭৬%) আত্মকর্মী হয়েছে। উপজেলা সম্পদ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান কর্মসূচীর আওতায় ১৯৯১/৯২ অর্থ বছর থেকে ২০০০/০১ অর্থ বছর পর্যন্ত ৫,০৪,৩৬০ জনকে আত্ম-কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা ছিল। এর মধ্যে ঐ সময়ে ৪,০৯,৫৬৭ জনকে (৮১.২১%) প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন কর্মসূচীতে ২০০১/০২ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত আছে ২,৪৭,৪৪২ জন। এর মধ্যে জানুয়ারী, ২০০২ পর্যন্ত সময়ে মোট ১২৫০৯০ জনকে (৫০.৫৫%) প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। ঐ সময়ে আত্মকর্মের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত আছে ১,৫১,১৩৯ জন, এর মধ্যে জানুয়ারী, ২০০২ পর্যন্ত ৭১,০০১ জন সকর্মে নিয়োজিত হয়েছে।

গ্রামীণ দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে উপজেলা সম্পদ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান প্রকল্পের সাফল্যের উপর ভিত্তি করে রাজস্ব খাতে স্থায়ীভাবে ১৯৯৫-৯৬ অর্থ বছর থেকে দেশের নির্বাচিত ৫০টি উপজেলায় "পরিবার ভিত্তিক কর্মসংস্থান কর্মসূচী" নামক একটি কর্মসূচী চালু করা হয়েছে। এ কর্মসূচীর আওতায় জানুয়ারী, ২০০২ পর্যন্ত সময়ে আত্ম-কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে মোট ৪৯,৮৯৪ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

দরিদ্র,অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত যুবক ও যুব মহিলাদের মধ্যে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা, স্যানিটেশন, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, বেকারত্ব দূরীকরণ ও পরিবেশ উন্নয়ন সংক্রান্ত সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ইউএনএফপি -এর আর্থিক সহায়তায় "এ্যাডভোকেসি অন রিপ্রোডাকটিভ হেলথ এন্ড জেন্ডার ইস্যুজ থ্রো ইয়ুথ ক্লাবস" শীর্ষক কারিগরী সহায়তা প্রকল্প দেশের সবকটি জেলার নির্বাচিত ২৯২টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের আওতায় ১৯৯৫/৯৬ অর্থ বছর থেকে ২০০০/০১ অর্থ বছর পর্যন্ত যুবদের প্রজনন স্বাস্থ্য ও জেন্ডার ইস্যু বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণ প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত ছিল ১,১৭,০৮৮ জন। তন্মধ্যে ঐ সময়ে ১,৪১,৮৯৮ জনকে (১২১.১৮%) প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। ২০০১/০২ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা ৩৪,১০৮ জন নির্ধারিত আছে। তন্মধ্যে জানুয়ারী, ২০০২ পর্যন্ত ২২,৭৭২ জনকে (৬৬.৭৬%) প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

গ্রামের যুবগোষ্ঠী এবং অন্যান্য সমাজ ভিত্তিক সংগঠনের সদস্যদের সক্রিয় ও অংশগ্রহণমূলক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত করে উন্নয়নের জন্য সম্পদ আহরণ এবং তা যথাযথভাবে ব্যবহারের জন্য তাদের ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইউনাইটেড নেশনস ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (ইউএনডিপি) -এর আর্থিক সহায়তায় কুমিল্লা জেলার লাকসাম ও চট্টগ্রাম জেলার বোয়ালখালী উপজেলায় ৪০টি যুব ক্লাবের মাধ্যমে "প্রো-এ্যাকটিভ ইনভলভমেন্ট অব রুরাল ইয়ুথ ইন পার্টিসিপেটরী ডেভেলপমেন্ট" শীর্ষক কারিগরী সহায়তা প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের আওতায় ১৯৯৭/৯৮ অর্থ বছর হতে ২০০০/০১ অর্থ বছর পর্যন্ত প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত ছিল ১২,৪৯৫ জন তন্মধ্যে ঐ সময়ে ১২,০৩৪ জনকে (৯৬.৩১%) প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। চলতি ২০০১/০২ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত আছে ৩,৫৮৯ জন। তন্মধ্যে জানুয়ারী, ২০০২ পর্যন্ত ১,২০২ জনকে (৩৩.৪৯%) প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। এছাড়া ৪০টি যুব সংগঠনের ৪,৫৭৬ জন সদস্যকে ১ কোটি ৯২ লক্ষ ৭৭ হাজার টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কর্মকান্ডে বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে যুব সংগঠনগুলোকে সম্পৃক্ত করা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের একটি মুখ্য দায়িত্ব। এ লক্ষ্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে যুব সংগঠন তালিকাভুক্তির কাজ প্রক্রিয়াধীন আছে। এ পর্যন্ত মোট ৫,৮৪০টি যুব সংগঠনকে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক তালিকাভূক্তি করা হয়েছে। ২০০০/০১ অর্থ বছরে যুব কল্যাণ তহবিল ও অনুন্নয়ন খাত হতে যথাক্রমে ৪৪০টি এবং ৬৮টি যুব সংগঠনকে ৪৭.১৫ লক্ষ ও ৪.৭৬ লক্ষ টাকা প্রকল্প ভিত্তিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে। বিগত ১৯৯৭/৯৮ অর্থ বছরে যুব কল্যাণ তহবিলের মূলধন ১ কোটি টাকা থেকে ৫ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। ভবিষ্যতে এ বর্ধিত মূলধনের লভ্যাংশ থেকে আরো অধিক সংখ্যক যুব সংগঠনকে তাদের প্রকল্পের অনুকূলে অনুদান প্রদান করা সম্ভব হবে।

যুবউন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত কর্মসূচীর মধ্যে ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচী (Micro-credit programme) একটি অন্যতম প্রধান কর্মসূচী। গ্রামীণ দারিদ্র বিমোচন ও প্রশিক্ষিত যুবদের আত্ম-কর্মসংস্থান প্রকল্প স্থাপনে এর অবদান গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হচ্ছে। উপজেলা সম্পদ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান প্রকল্পের মাধ্যমে ১৯৮৭ সনে ফরিদপুর জেলার সদরপুর এবং ঝিনাইদহ জেলার হরিণাকুন্ডু উপজেলার মাধ্যমে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচীর সূচনা হলেও প্রকৃত পক্ষে ১৯৯৫/৯৬ অর্থ বছর থেকে তা সারা দেশে সম্প্রসারিত করার প্রক্রিয়া শুরু হয়। অধিদপ্তরের ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচীর আওতায় শুরু থেকে ডিসেম্বর, ২০০১ পর্যন্ত ঘূর্ণায়মান তহবিলসহ মোট ৫,৪৭,২৪৭ জন উপকারভোগীর মধ্যে ৪৫৫ কোটি ০২ হাজার টাকা ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। ঋণ আদায়ের গড় হার ৯০.৫১%।

সমাজকল্যাণ কার্যক্রম

দেশের ভূমিহীন, দুঃস্থ, ভবঘুরে, এতিম, প্রতিবন্ধী ও অন্যান্য অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর দারিদ্র বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সমাজকল্যাণ কার্যক্রমের ভূমিকা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এ লক্ষ্যে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় বিভিন্ন নিয়মিত কার্যক্রম ও উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। এর মধ্যে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প হ'ল সম্প্রসারিত পলশ্ছী সমাজকর্ম,পলশ্ছী মাতৃকেন্দ্রের মাধ্যমে জনসংখ্যা কার্যক্রম জোরদারকরণ এবং শহর সমাজসেবা কার্যক্রম।

১৯৭৪ সালে সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক শুরুকৃত দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচী বর্তমানে দেশের ৪৬১টি থানায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ কার্যক্রমের আওতায় জানুয়ারী, ২০০২ পর্যন্ত ৪,৩২৩টি ইউনিয়নের ২১,৩৪০টি গ্রামের ২৩,৪৬,৪৯৭ টি লক্ষ্যভূক্ত পরিবারকে ১৩,৮১৮.৮১ লক্ষ টাকা ঘূর্ণায়মান ঋণ দেয়া হয়েছে এবং ২৫,০৮,৭৮৭ জনকে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। ঋণ আদায়ের গড় হার ৮৩%। ১৯৭৫ সাল হতে বাস্তবায়নাধীন 'জনসংখ্যা কার্যক্রমে পলশ্ছী মাতৃকেন্দ্রের ব্যবহার' প্রকল্পটির ৫ম পর্ব ডিসেম্বর, ২০০০ সালে শেষ হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের প্রথম থেকে চতুর্থ পর্বের আওতায় ১৬৫ টি উপজেলায় ৪৪,১৮১ জন গ্রামীণ মহিলাকে ১২.২২ কোটি টাকা ঘূর্ণায়মান ঋণ দেয়া হয়। এছাড়া ৬,৩৫,৭৬৭জন মহিলাকে বিভিন্ন ট্রেডের উপর প্রশিক্ষণ দেয়া এবং ৮৮২৯৬৫ জন মহিলাকে পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করা হয়। এ প্রকল্পটির ৫ম পর্বের আওতায় ২২২টি উপজেলার ৮,৩১,৫৬৭ জন গ্রামীণ মহিলাকে বিভিন্ন পেশায় বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মক্ষম করে তোলা হয় এবং আত্ম- কর্মসংস্থানের জন্য ২,৪০৫.০৩ লক্ষ টাকা সুদমুক্ত ঘূণার্য়মান তহবিল প্রদান করা হয়। ৬ষ্ঠ পর্বের কার্যক্রম জানুয়ারী, ২০০১ থেকে শুরু হয়েছে। বর্তমান পর্বে ২০০টি উপজেলায় ৩,০০০টি মাতৃকেন্দ্র নির্মিত হচ্ছে। জানুয়ারী, ২০০২ পর্যন্ত এক বৎসরে ২০০টি উপজেলায় ৯,০১২ জন মহিলাকে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করে ৭৯.৫০ লক্ষ টাকা ঘূর্ণায়মান ঋণ দেয়া হয়েছে।

'শহর সমাজসেবা কার্যক্রম'এর আওতায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের লক্ষ্যে তাদের আয় বৃদ্ধি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য উপযোগী কর্মসূচী রাজস্ব বাজেটের আওতায় ৩৪ টি জেলায় ৫০ টি ইউনিট চালু হয়েছে। এছাড়া, দেশের এতিম শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণ ও পারিবারিক পরিবেশে প্রতিপালনের উদ্দেশ্যে 'চালু সরকারী শিশু সদনসমূহকে শিশুপরিবারে রূপান্তর (২য় পর্যায়)' প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ সব প্রতিষ্ঠানে প্রতিবছর ৭০২৫ জন এতিম ও দুঃস্থ শিশু উপকৃত হচ্ছে। দেশের ৬ টি বিভাগে ৬ টি শান্তি নিবাস নির্মাণ করা হচ্ছে। এই ৬ টি শান্তি নিবাসের প্রতিটিতে ১০০ জন করে বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাকে আশ্রয়, নিরাপত্তা, চিকিৎসা সুবিধাসহ এতিম শিশুদের সাথে পারিবারিক পরিবেশে বসবাসের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এতে ৬০০ জন বৃদ্ধ-বৃদ্ধা উপকৃত হবেন।

সাংস্কৃতিক উন্নয়ন

একটি জাতির ইতিহাস, সভ্যতা এবং জাতীয় চরিত্র ও পরিচিতি সংস্কৃতির মাধ্যমে প্রতিফলিত হয় এবং তার সংস্কৃতির দিক নির্দেশনার সুস্পষ্ট ইংগিত পাওয়া যায় সাংস্কৃতিক অবকাঠামো ও কর্মকাণ্ড দ্বারা। বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক পরিচিতির ব্যাপক বিস্তার ঘটেছে। বিভিন্ন দেশের সংগে পারস্পারিক সম্প্রীতি ও সমঝোতার লক্ষ্যে এ যাবৎ বিশ্বের ৪০টিরও অধিক দেশের সাথে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। সাংস্কৃতিক বিনিময় কার্যক্রমের আওতায় আমাদের সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি দল, ছাত্র, শিক্ষাবিদ, এবং পন্ডিতগণ, সংস্কৃতিবান ব্যক্তিত্ব এবং প্রশাসনিক কর্মকর্তাগণের বিনিময় সফর কার্যকর হচ্ছে। বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করার পর আমাদের সংগীত, নৃত্যশিল্প, চিত্রকর্ম, হস্তশিল্প ও পুস্তক প্রদর্শনীর কার্যক্রম গতিশীল করা হয়েছে। চলমান বিশ্ব সংস্কৃতির উন্নয়ন গতিধারার সাথে সংগতি রেখে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক উন্নয়ন অবকাঠামো সৃষ্টি জোরদার করার লক্ষ্যে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, বাংলা একাডেমী, জাতীয় জাদুঘর, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর, জাতীয় আর্কাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র, নজরুল ইনস্টিটিউট, লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন, কপিরাইট অফিস, কক্সবাজার সাংস্কৃতিক কেন্দ্র এবং রাংগামাটি, বান্দরবন ও বিরিশিরি উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইন্সটিটিউটসমূহ সারা দেশে সাংস্কৃতিক নবজাগরণের নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

স্বাধীনতা উত্তর সাংস্কৃতিক অংগনে পর্যাপ্ত প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধা না থাকায় এর গতিধারা কাংখিত পর্যায়ে পৌছাতে সফল হয়নি। এ প্রেক্ষাপটে সরকার কর্তৃক নতুন আংগিকে নাট্য আন্দোলনের চলমান ধারাকে গতিশীল করার নিমিত্তে দেশের নাট্যমোদী ও নাট্যশিল্পীদের দীর্ঘ দিনের কাংখিত "জাতীয় নাট্যশালা নির্মাণ" প্রকল্পের বাস্তবায়ন প্রায় সমাপ্ত হয়েছে। এছাড়া সংগীত ও নৃত্যকলায় উৎকর্ষতা সাধনের লক্ষ্যে "জাতীয় সংগীত ও নৃত্যকলা কেন্দ্র স্থাপন" প্রকল্পের বাস্তব কাজ আরম্ভ হয়েছে। দেশের চিত্র শিল্পের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে "জাতীয় চিত্রশালা স্থাপন" প্রকল্পের কার্যক্রম দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে। এছাড়া লালন সংস্কৃতিকে ধরে রাখার জন্য লালন একাডেমী কমপ্লেক্স নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। ঐতিহ্যবাহী কারুশিল্প ও হস্তশিল্প প্রায় বিলুপ্তির পথে। গ্রামীণ শিল্পের পুনঃজাগরণের উদ্দেশ্যে প্রতি বছর লোকশিল্প মেলা কর্মসূচী ও কারুশিল্প প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়া সোনারগাঁয়ে কারুশিল্পগ্রাম উন্নয়নের কর্মসূচী দ্রুততার সাথে বাস্তবায়িত হচ্ছে। পর্যটন নগরী কক্সবাজারে একটি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপনের বাস্তব কাজ হাতে নেয়া হয়েছে এবং জুন, ২০০২ নাগাদ প্রকল্পটি সমাপ্ত হবে বলে আশা করা যায়। উপজাতীয় সংস্কৃতির লালন ও উন্নয়নের লক্ষ্যে রাজশাহী বিভাগীয় শহরে উপজাতীয় সাংস্কৃতিক একাডেমী এবং একই সাথে খাগড়াছড়ি উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইন্সটিটিউট ও মৌলভীবাজার জেলায় মনিপুরী ললিতকলা একাডেমীর উন্নয়ন কর্মসূচী জুন, ২০০২ নাগাদ সমাপ্ত হবে বলে আশা করা যায়। রাংগামাটিতে উপজাতীয় যাদুঘর-কাম-লাইব্রেরী স্থাপনের বাস্তব কাজ দ্রুততার সাথে এগিয়ে চলছে এবং জুন, ২০০২ নাগাদ সমাপ্ত হবে বলে আশা করা যায়। তাছাড়া বান্দরবনে উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইন্সটিটিউট স্থাপনের ১ম পর্যায়ের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। রাজবাড়ীতে ফাইন ও পারফরমিং আর্টের উপর প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের ১ম পর্যায়ের কাজ সমাপ্ত করা হয়েছে। এ ছাড়া দেশব্যাপী সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে এবং জেলা পর্যায়ে সাংস্কৃতিক অবকাঠামো সৃষ্টির লক্ষ্যে ২৮টি জেলায় উন্নয়ন কর্মসূচী হাতে নেয়া হয়েছে।

উচ্চশিক্ষা, সাহিত্য ও লোক গাঁথা উন্নয়নে বাংলা একাডেমী বহু গ্রন্থ প্রকাশ করেছে এবং বই প্রকাশনা ক্ষেত্রে জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে বিভিন্ন বই মেলার আয়োজনও করেছে। মীর মোশাররফ হোসেনের স্মৃতি রক্ষার্থে মীর মোশাররফ হোসেনের স্মৃতি কেন্দ্র স্থাপনের কাজ হাতে নেয়া হয়েছে। লাইব্রেরী সার্ভিস উন্নয়নের জন্য দেশের জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বাস্তব সুযোগ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে বেসরকারী গ্রন্থাগার/পাঠাগারসমূহের একটি সম্প্রসারিত নেটওর্য়াক গড়ে তোলার প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে। দেশব্যাপী শিক্ষা বিস্তারে ও নব প্রজন্মের মধ্যে পাঠাভ্যাস গড়ে তোলা, জনগণের পাঠ চর্চা ও নিরক্ষরতা দূরীকরণে এর প্রভাব গুরুত্বপূর্ণ । জাতীয় গ্রন্থাগার, কেন্দ্রীয় গণগ্রন্থাগার, বিভাগীয় ও জেলা সদরে গ্রন্থাগারসমূহ ও জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র এ উদ্দেশ্যে স্থাপিত হয়েছে।

জাতীয় গৌরবময় প্রাচীন ইতিহাস ও স্থাপত্যকীর্তিসমূহ রক্ষার্থে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর এবং জাতীয় জাদুঘর নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। পাহাড়পুরের বৃহত্তম বৌদ্ধমন্দির ও বাগেরহাটের ঐতিহাসিক ষাট গম্বুজ মসজিদ সংস্কারের কর্মসূচী অব্যাহত রয়েছে। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীনের সৃষ্টিকর্ম রক্ষার্থে ময়মনসিংহের শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন মিউজিয়াম স্থাপনের কর্মসূচী জুন, ২০০২ নাগাদ সমাপ্ত হবে বলে আশা করা যায়। নারী জাগরণের অগ্রপথিক বেগম রোকেয়া সাখাওয়াতের স্মৃতিকে চিরজাগ্রত রাখার লক্ষ্যে তাঁর জন্ম ভিটা রংপুরের পায়রাবন্দে "বেগম রোকেয়া স্মৃতি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র" প্রকল্পটির বাস্তবায়ন শেষ পর্যায়ে রয়েছে। এছাড়াও দেশব্যাপী চারুশিল্পকে জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে ভ্রাম্যমান চারুকলা প্রদর্শনী আয়োজনের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো সৃষ্টির প্রয়াস নেয়া হয়েছে।

মুক্তিকামী জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধির সমন্বয়ে গঠিত সরকার গঠনের ঐতিহাসিক ঘটনা প্রবাহের স্মৃতি, মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ও চেতনা সমৃদ্ধ তথ্য ও নিদর্শন দেশবাসী, ভবিষ্যত প্রজন্ম এবং বিদেশীদের কাছে মূর্ত করে তোলার উদ্দেশ্যে ২,০৯০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে মেহেরপুর জেলায় "মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি কেন্দ্র স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্পের বাস্তব কাজ দ্রুততার সাথে এগিয়ে চলছে। প্রকল্পটির বাস্তবায়ন সম্প্রতি মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

সংস্কৃতি খাতের উন্নয়ন প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এ খাতের বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে। ১৯৯৮ থেকে ২০০০ সময়ের ত্রি-বার্ষিক আবর্তক কর্মসূচীতে উল্লেখযোগ্য হারে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং ২০০১/০২ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে ৩৬টি চলতি প্রকল্পসহ মোট ৪২টি প্রকল্পের জন্য ৪৭.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। ২০০১/০২ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে এ মন্ত্রণালয়ের মোট ৫৫টি প্রকল্পের জন্য ৯,৯১৮.১৮ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রস্তাব রাখা হয়েছে।

১৯৯১/৯২ থেকে ২০০১/০২ অর্থবছর পর্যন্ত সংস্কৃতি উপ-খাতের প্রকল্পসমূহের অনুকূলে বছর ওয়ারী লক্ষ্যমাত্রা, বরাদ্দ ও ব্যয়ের একটি চিত্র নিম্ন সারণীতে দেখানো হলো ঃ

সারণীঃ ১২.৯ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে সংশোধিত বরাদ্দ ও ব্যয়

(লক্ষ টাকায়)

অর্থবছর	বরাদ্দ	প্রকৃত ব্যয়	এডিপি বাস্তবায়নের শতকার হার
১৯৯১-৯২	৯২১.৪৯	৭৯৭.৬৫	৮৬.৫৬
১৯৯২-৯৩	১১৭৯.৭৪	৯৪৬.৭৬	৮০.২৫
১৯৯৩-৯৪	১৫৩৯.৯৫	১২২৭.৯৫	৭৯.৭৪
১৯৯৪-৯৫	২৫০০.০০	২৪১৩.৪৯	৯৬.৫৪
১৯৯৫-৯৬	১২৪৪.০০	১২৯২.৪৭	১০৩.৯০
১৯৯৬-৯৭	২২২৬.০০	১৯৯৫.১০	৮৯.৬৩
১৯৯৭-৯৮	১৬৫৬.০০	১৫৫৬.২৪	৯৩.৯৮
১৯৯৮-৯৯	২২৪৬.০০	১৬৮৫.০০	৭৫.০২
১৯৯৯-০০	৩৭১৫.০০	৩৫৫২.২৪	৯৫.৬২
২০০০-০১	৪৬৫৯.৫৭	৪৫০৫.৭২	৯৬.৭০
২০০১-০২	৪৭০০.০০	১১৯৩.০০ (ডিসে./০১ পর্যন্ত)	২৫.৩৮

উৎসঃ সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ
দারিদ্র্য বিমোচন

বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন সমার্থক। তাই, দেশের উন্নয়ন কৌশলসমূহের মধ্যে দারিদ্র্য বিমোচন অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। এই লক্ষ্যে বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচী গ্রহণ ও কৌশল নির্ধারণ করা হয়েছে। সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ, বিশেষ করে এনজিওদের কর্মকান্ডে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানকে সরকার মৌল কৌশল হিসাবে গ্রহণ করেছে। সরকার একটি তিন বছর মেয়াদী 'অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং দারিদ্র্য নিরসনের উদ্দেশ্যে জাতীয় পরিকল্পনা' (National Strategy for Economic Growth and Poverty Reduction) প্রণয়নের কাজ শুরু করেছে। এই পরিকল্পনার ভিত্তিতে প্রণয়ন করা হবে তিন বছর মেয়াদী 'ক্রম আবর্তিত বিনিয়োগ কর্মসূচী' (Rolling Investment Programme) যা হবে বর্তমান সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনার ভিত্তি।

দারিদ্র্য পরিস্থিতি

অনপেক্ষ (Absolute) দারিদ্র্যঃ বিভিন্ন তথ্য মতে, দেশে দারিদ্র্য ক্রমহ্রাসমান, তথাপি এখনও দারিদ্র্যের উপস্থিতি সুবিস্তৃত ও গভীর। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)-এর সর্বশেষ পরিচালিত খানা আয় ও ব্যয় নির্ধারণ জরীপ, ২০০০ (Preliminary Report of Household Income and Expenditure Survey, 2000)-এর প্রাথমিক প্রতিবেদন অনুযায়ী দৈনিক মাথাপিছু ২১২২ কিলো ক্যালরী গ্রহণ পরিমাপে ২০০০ সালে পল্লী দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ৪২.৩ শতাংশ দারিদ্র্য সীমার[১৬] নীচে এবং দৈনিক ১৮০৫ কিলো ক্যালরী গ্রহণ পরিমাপে ১৮.৭ শতাংশ ছিল চরম দারিদ্র্য সীমার[১৭] নীচে। ১৯৮৩/৮৪ অর্থবছরে গ্রাম অঞ্চলে দরিদ্র জনগোষ্ঠী ছিল ৬১.৯ শতাংশ এবং ২০০০ সালে তা নেমে আসে ৪২.৩ শতাংশে (সারণী ১৩.১)। ১৯৮৩/৮৪ অর্থবছরে গ্রাম অঞ্চলে চরম দরিদ্র জনগোষ্ঠী ছিল যথাক্রমে ৩৬.৭ শতাংশ। অপরদিকে ২০০০ সালে শহর অঞ্চলে ৫২.৫ শতাংশ দারিদ্র্য এবং ২৫.০ শতাংশ চরম দারিদ্র্য বিরাজমান ছিল। ১৯৮৩/৮৪ অর্থবছরে তা ছিল যথাক্রমে ৬৭.৭ শতাংশ এবং ৩৭.৪ শতাংশ। তথ্য বিশ্লেষণে সার্বিক দারিদ্র্য পরিস্থিতির ক্রমাগত উন্নতি লক্ষ্য করা যায়।

সারণী ১৩.১ঃ ক্যালরী গ্রহণ ভিত্তিক দারিদ্র্য ও চরম দারিদ্র্য (%)

দারিদ্র্যের ধরন		১৯৮৩/৮৪	১৯৮৫/৮৬	১৯৮৮/৮৯	১৯৯১/৯২	১৯৯৫/৯৬	২০০০
দারিদ্র্য	জাতীয়	৬২.৬	৫৫.৭	৪৭.৮	৪৭.৫	৪৭.৫	৪৪.৩
	পল্লী	৬১.৯	৫৪.৭	৪৭.৮	৪৭.৬	৪৭.১	৪২.৩
	শহর	৬৭.৭	৬২.৬	৪৭.৬	৪৬.৭	৪৯.৭	৫২.৫
চরম দারিদ্র্য	জাতীয়	৩৬.৮	২৬.৯	২৮.৪	২৮.০	২৫.১	২০.০
	পল্লী	৩৬.৭	২৬.৩	২৮.৬	২৮.৩	২৪.৬	১৮.৭
	শহর	৩৭.৪	৩০.৭	২৬.৪	২৬.৩	২৭.৩	২৫.০

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর খানা আয় ও ব্যয় নির্ধারণ জরীপ, ২০০০(প্রাথমিক প্রতিবেদন)

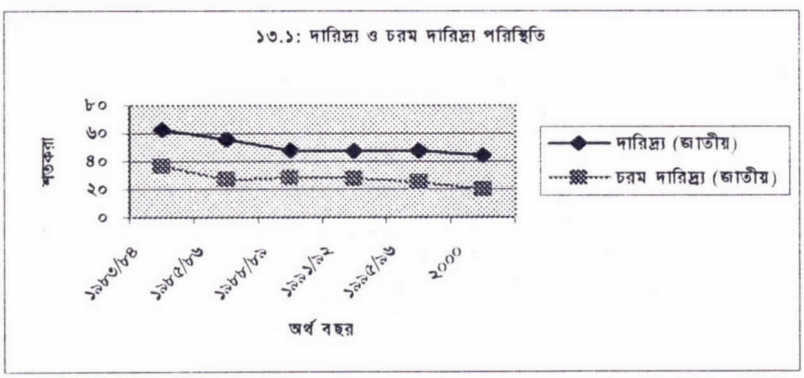

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর খানা ব্যয় নির্ধারণ জরীপ, ১৯৯৫/৯৬-এ দারিদ্র্য পরিমাপে ক্যালরী গ্রহণ প্রক্রিয়া ছাড়াও প্রথম বারের মত মৌলিক চাহিদার খরচ প্রক্রিয়া (Cost of Basic Needs Method) ব্যবহার করা হয়েছে। এতে দারিদ্র্য দু'টি

---

১৬ দারিদ্র্য সীমা- প্রতিদিন মাথাপিছু ২১২২ কিলো ক্যালরীর কম গ্রহণ হিসেবে (১৯৮৮/৮৯, ১৯৯১/৯২ ও ১৯৯৫/৯৬ অর্থবছরের ভিত্তিতে) এবং প্রতিদিন মাথাপিছু ২২০০ কিলো ক্যালরীর কম গ্রহণ হিসেবে (১৯৮৩/৮৪ ও ১৯৮৫/৮৬ অর্থবছরের ভিত্তিতে)।

১৭ চরম দারিদ্র্য- প্রতিদিন মাথাপিছু ১৮০৫ কিলো ক্যালরীর কম গ্রহণ হিসেবে (১৯৮৮/৮৯, ১৯৯১/৯২ ও ১৯৯৫/৯৬ অর্থবছরের ভিত্তিতে) এবং প্রতিদিন মাথাপিছু ১৮০০ কিলো ক্যালরীর কম গ্রহণ হিসেবে (১৯৮৩/৮৪ ও ১৯৮৫/৮৬ অর্থবছরের ভিত্তিতে)।

পর্যায়ে নিরূপিত হয়েছে যথা- উচ্চ পর্যায় ও নিম্ন পর্যায়। এ প্রক্রিয়ায় খানা আয় ও ব্যয় নির্ধারণ জরীপ, ২০০০ (প্রাথমিক প্রতিবেদন) অনুসারে ২০০০ সালে জাতীয় পর্যায়ে ৩৩.৭ শতাংশ জনগোষ্ঠী নিম্ন পর্যায়ে (চরম দারিদ্র্য) এবং ৪৯.৮ শতাংশ উচ্চ পর্যায়ে (দারিদ্র্য) রয়েছে। বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস)-এর এক প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, পল্লী অঞ্চলে শতকরা ৫০ ভাগের বেশী জনগণ দরিদ্র (৫১.৭%, ১৯৯৪ সন)। এর মধ্যে চরম দারিদ্র্য প্রায় ২২.৫ ভাগ (সারণী ১৩.২)। প্রতিবেদনে অবশ্য পল্লী অঞ্চলে এ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নয়ন সাধিত হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এর মধ্যে অর্থনৈতিক, শিক্ষা, বাসস্থান, পোষাক পরিচ্ছদ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।[১৮]

সারণী ১৩.২ঃ পল্লী অঞ্চলে দারিদ্র্য পরিবর্তন (%), ১৯৮৭-১৯৯৪

সূচক	১৯৮৭	১৯৮৯/৯০	১৯৯৪
চরম দারিদ্র্য	২৫.৮	৩০.৭	২২.৫
দারিদ্র্য	৩১.৭	২৮.৬	২৯.২
দারিদ্র্য ও চরম দারিদ্র্য	৫৭.৫	৫৯.৩	৫১.৭
দারিদ্র্য ব্যবধান (Poverty gap) অনুপাত (%)	২১.৭	২৪.৮	১৯.২
এফজিটি[ক]	১০.৯	১৩.৫	৯.৬

উৎসঃ ১৯৮৭-১৯৯৪ঃ ডায়নামিক অফ রুরাল পভার্টি ইন বাংলাদেশ, বিআইডিএস, এপ্রিল, ১৯৯৬।

সাম্প্রতিক প্রবণতাঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর 'দারিদ্র্য পরিস্থিতির নিয়মিত ও ধারাবাহিক পরিবীক্ষণ' প্রকল্পের তথ্য অনুযায়ী জাতীয় পর্যায়ে দারিদ্র্য গত ৪(চার) বছরে ৪৭ শতাংশ থেকে ৪৪.৭ শতাংশে নেমে এসেছে। ১৯৯৯ সালে শহর অঞ্চলে শতকরা ৪৩.৩ ভাগ দারিদ্র্য সীমার নীচে ছিল এবং গ্রাম অঞ্চলে একই সময়ে এ দারিদ্র্যের পরিমাণ ছিল ৪৪.৯ শতাংশ (সারণী ১৩.৩, ১৩.৪ ও ১৩.৫)। অনপেক্ষ দারিদ্র্যের পরিমাপে, সব ক'টি গবেষণার ফলাফলের ভিত্তিতে বলা চলে- আশির দশকের তুলনায় নব্বই দশকে দারিদ্র্য পরিস্থিতির সার্বিক উন্নতি হয়েছে।

সারণী ১৩.৩ঃ সাম্প্রতিক দারিদ্র্য পরিস্থিতিঃ মাথা গণনা অনুপাত

	১৯৯৬	১৯৯৭	১৯৯৮	১৯৯৯
জাতীয়	৪৭.০	৪৬.০	৪৬.৭	৪৪.৭
পল্লী	৪৭.৯	৪৬.৮	৪৭.৬	৪৪.৯
শহর	৪৪.৪	৪৩.৪	৪৪.৩	৪৩.৩

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর 'দারিদ্র্য পরিস্থিতির নিয়মিত ও ধারাবাহিক পরিবীক্ষণ' প্রকল্প।

১৩.২: সাম্প্রতিক দারিদ্র্য পরিস্থিতি

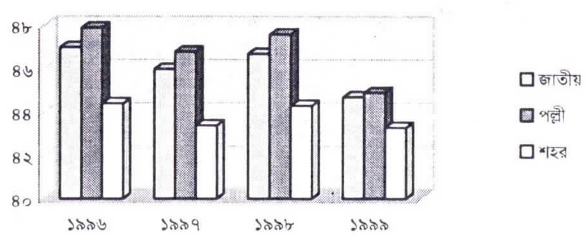

[১৮] BIDS: 1987-1994: Dynamics of Rural Poverty in Bangladesh. April. 1996.

[ক] Foster-Greer-Thorbeck (FGT)- এটা এক ধরনের দারিদ্র্যের পরিমাপ যা দারিদ্র্যের ব্যাপকতা, গভীরতা ও চরমতা প্রকাশ করে।

সারণী ১৩.৪ঃ শহরের দারিদ্র্য পরিস্থিতি

দারিদ্র্যের পরিমাণ	১৯৯৫	১৯৯৬	১৯৯৭	১৯৯৮	১৯৯৯
দারিদ্র্য সীমা ব্যয় (টাকা)	৭০৭.৮০	৬৬৮.৯০	৭৩৯.৮৫	৮৪৯.২৬	৯৫৬.৫০
মাথা গণনা অনুপাত (%)	৪৩.৩০	৪৪.৪০	৪৩.৪০	৪৪.৩০	৪৩.৩০
দারিদ্র্য ব্যবধান (P১)	০.১৪৫	০.১৪২	০.১৩৫	০.১৩৬	০.১১১
দারিদ্র্য ব্যবধানের বর্গমূল (P২)	০.০৬১	০.০৬১	০.০৫৮	০.০৫৭	০.০৪২

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর 'দারিদ্র্য পরিস্থিতির নিয়মিত ও ধারাবাহিক পরিবীক্ষণ' প্রকল্প।

সারণী ১৩.৫ঃ গ্রামের দারিদ্র্য পরিস্থিতি

দারিদ্র্যের পরিমাণ	১৯৯৫	১৯৯৬	১৯৯৭	১৯৯৮	১৯৯৯
দারিদ্র্য সীমা ব্যয় (টাকা)	৪১৯.৭০	৪৩৭.৬০	৪৪৭.৮০	৫০৮.৯০	৭০৪.৪০
মাথা গণনা অনুপাত (%)	৪৬.৮০	৪৭.৯০	৪৬.৮০	৪৭.৬০	৪৪.৯০
দারিদ্র্য ব্যবধান (P১)	০.১১৬	০.১২০	০.১১২	০.১২৩	০.১১০
দারিদ্র্য ব্যবধানের বর্গমূল (P২)	০.০৪২	০.০৪৪	০.০৩৯	০.০৪৬	০.০৪২

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর 'দারিদ্র্য পরিস্থিতির নিয়মিত ও ধারাবাহিক পরিবীক্ষণ' প্রকল্প।

সারণী ১৩.৬ হতে দেখা যায় যে, ১৯৮৬ সালে যেখানে শহর ও গ্রামে মাথাপিছু গড় ক্যালরী গ্রহণের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২১০৭ ও ২২০৩ কিলো ক্যালরী, ২০০০ সালে তা এসে দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ২১৫০ ও ২২৬৩ কিলো ক্যালরীতে।

সারণী ১৩.৬ঃ মাথা পিছু দৈনিক ক্যালরী গ্রহণের পরিমাণ

জরীপ বর্ষ	জাতীয়	পল্লী	শহর
২০০০	২২৪০	২২৬৩	২১৫০
১৯৯৫-৯৬	২২৪৪	২২৫১	২২০৯
১৯৯১-৯২	২২৬৬	২২৬৭	২২৫৮
১৯৮৮-৮৯	২২১৫	২২১৭	২১৮৩
১৯৮৫-৮৬	২১৯১	২২০৩	২১০৭

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর খানা আয় ও ব্যয় নির্ধারণ জরীপ, ২০০০ (প্রাথমিক প্রতিবেদন)

সারণী ১৩.৭ঃ শহরঃ প্রতিদিন মাথাপিছু ক্যালরী গ্রহণের ছবি

(কিলো ক্যালরী)

খাদ্য	মে'৯৯			এপ্রিল'৯৮			এপ্রিল'৯৭			এপ্রিল'৯৬		
	সকল	দরিদ্র	স্বচ্ছল	সকল	দরিদ্র	স্বচ্ছল	সকল	দরিদ্র	স্বচ্ছল	সকল	দরিদ্র	স্বচ্ছল
চাল	১৩৪৫.০	১৩৩৪.০	১৩৫২.৩	১৩৬৮.০	১৩৫৯.১	১৩৭৪.৭	১৩৬৬.৭	১৩৭৯.৮	১৩৫৭.২	১৩২২.৯	১৩৩১.৩	১৩১৬.৬
অন্যান্য খাদ্য শস্য	২৩৯.৯	১৬৭.২	২৮৮.৮	২১.৩৯	১৭৪.৮	২৪৩.২	২০৪.১	১৪১.৮	২৪৯.৪	২১৮.৫	১৭৩.১	২৫২.৯
আলু	৭০.৫	৬১.৪	৭৬.৭	৭০.০	৭০.৫	৬৯.৭	৭০.৩	৭০.১	৭০.৪	৫৮.৮	৫৪.০	৬২.৫
শাকসবজি	৬৪.৯	৫০.১	৭৪.৯	৭১.৩	৫৭.৯	৮১.৩	৭০.৬	৫১.৬	৮৪.৪	৭৪.৩	৬১.৬	৮৪.০
ডাল	৮১.৫	৬৬.৭	৯২.২	৭১.৪	৫২.৩	৮৫.৯	৬৮.৪	৪৮.৭	৮২.৮	৭২.৩	৫২.০	৮৭.৭
দুধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য	৩৮.৫	১১.৪	৫৬.৭	৩৪.৪	৮.৯	৫৩.৫	৩৫.২	১০.০	৫৩.৫	৩৫.৪	৯.৭	৫৪.৮
মাছ, মাংস ও ডিম	১২০.২	৫৯.৭	১৬০.৫	৯৬.৬	৪১.৭	১৩৭.৮	৯২.১	৪১.২	১২৯.১১	৯১.৭	৪৭.২	১২৫.৩
ভোজ্য তেল	১৫৮.৮	৯৭.০	২০০.৩	১৭৯.৮	১১১.৮	২৩০.৯	১৭৬.২	১০১.৬	২৩০.৪	১৬৩.৩	৯২.১	২১৭.২
ফল	৩৩.০	১২.০.	৪৭.১	২৭.৪	৯.৭	৪০.৮	৪০.৮	৮.১	৬৭.৩	৩৮.৫	১৩.৬	৫৭.৩
অন্যান্য	১২১.৯	৬৮.১	১৫৮.০	১১০.৩	৭২.১	১৩৯.০	১১৫.৩	৭২.১	১৪৩.৯	১৩০.৪	৮৩.৪	১৬৫.৯
মোট	২২৭৪.২	১৯২২.৬	২৫০৭.৫	২২৪৩.১	১৯৫৮.৮	২৪৫৬.৮	২২৩৯.৭	১৯২৫.০	২৪৬৮.৪	২২০৬.১	১৯১৮.০	২৪২৪.২

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর 'দারিদ্র্য পরিস্থিতির নিয়মিত ও ধারাবাহিক পরিবীক্ষণ' প্রকল্প।

সারণী ১৩.৮ঃ গ্রামঃ প্রতিদিন মাথাপিছু ক্যালরী গ্রহণের ছবি

(কিলো ক্যালরী)

খাদ্য	মে' ৯৯			এপ্রিল'৯৮			এপ্রিল'৯৭			এপ্রিল'৯৬		
	সকল	দরিদ্র	স্বচ্ছল	সকল	দরিদ্র	স্বচ্ছল	সকল	দরিদ্র	স্বচ্ছল	সকল	দরিদ্র	স্বচ্ছল
চাল	১৬৫০.২	১৪৪৪.৪	১৬৪৭.০	১৬০১.৬	১৪৪৭.৪	১৭৩৮.২	১৬৫০.৭	১৪৯৪.৪	১৭৮০.২	১৬৪৫.৬	১৫২৪.৬	১৭৫১.৫
অন্যান্য খাদ্য শস্য	১৬৯.৪	১৯৯.৪	২০৬.৯	১৮১.৭	১৬৬.৩	১৯৫.৩	১৪৬.৮	১০১.২	১৮৪.৬	১৩২.৫	৮৭.৮	১৭১.৫
আলু	৫৬.৩	৪৪.৩	৬৪.৩	৬৭.৪	৫৮.৯	৭৫.০	৫২.৫	৪৪.৬	৫৯.১	৪৬.৩	৩৪.৭	৫৬.৪
শাকসবজি	৭৭.৮	৬৬.৯	৮৬.০	৬৬.০	৫৮.৬	৭২.৫	৭০.৯	৫৭.৫	৮২.০	৬৫.০	৫৬.৬	৭২.৪
ডাল	৮৫.৬	৬২.৯	১০২.৬	৬২.২	৪৬.২	৭৬.৩	৫৭.৫	৩৮.২	৭৩.৪	৫৯.০	৪৫.৬	৭০.৭
দুধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য	২৯.১	১১.১	৪২.৬	২২.২	৯.৬	৩৩.৩	২০.৮	৭.৪	৩২.০	১৯.৪	৮.৪	২৯.০
মাছ, মাংস ও ডিম	৭৪.৬	৩৯.২	১০১.৫	৫১.১	২৬.৬	৭২.৭	৬১.১	৩২.০	৮৫.৩	৬০.৬	৩৬.০	৮২.১
ভোজ্য তেল	১০২.৩	৬৭.৪	১২৮.৬	৯১.৬	৬২.৯	১১৭.০	৯৪.১	৬৩.৬	১১৯.৩	৮৬.৩	৫৬.৬	১১০.৪
ফল	২৭.০	১৩.২	৩৭.৪	১৬.৭	৬.৬	২৫.৭	১৪.৩	৫.০	২২.০	১৮.০	৬.৬	২৮.০
অন্যান্য	১০৫.৭	৬৩.২	১৩৭.৬	১০৩.৫	৭০.৫	১৩২.৫	১০৯.৯	৭৪.১	১৩৯.৩	৮৮.৫	৬১.৬	১১২.২
মোট	২২৮৮.৩	১৯৩২.০	২৫৫৫.৩	২২৬৪.০	১৯৫৩.৩	২৫৩৮.৫	২২৭৮.৬	১৯১৮.০	২৫৭৭.২	২২২০.২	১৯১৮.৫	২৪৮৪.২

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর 'দারিদ্র্য পরিস্থিতির নিয়মিত ও ধারাবাহিক পরিবীক্ষণ' প্রকল্প।

সারণী ১৩.৯ ও ১৩.১০-এ ১৯৯৬ হতে ১৯৯৯ সময়ে যথাক্রমে শহর ও গ্রাম অঞ্চলের মাথাপিছু মাসিক ব্যয়ের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এ সারণীদ্বয় হতে দেখা যায় যে, ১৯৯৬ সালে শহরে ও গ্রামে গড়ে যথাক্রমে ৫৫.৯% এবং ৬৯.৩% ব্যয় হতো খাদ্যের উপর। ১৯৯৯ সালে তা এসে দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৬১.১% এবং ৭১.৩%-এ।

সারণী ১৩.৯ঃ শহরঃ মাথাপিছু মাসিক ব্যয়

(টাকা)

ব্যয়	মে'৯৯			এপ্রিল'৯৮			এপ্রিল'৯৭			এপ্রিল'৯৬		
	সকল	দরিদ্র	স্বচ্ছল	সকল	দরিদ্র	স্বচ্ছল	সকল	দরিদ্র	স্বচ্ছল	সকল	দরিদ্র	স্বচ্ছল
খাদ্য	৭৮৫.৫	৪৪৩.২	১০৪৬.৯	৬৩৯.৩	৩৯৩.৫	৮৫১.১	৫৯৪.৭	৩৩১.০	৭৯৫.৪	৫৮১.৬	৩২৩.৭	৭৮৬.৬
খাদ্য শস্য	২২১.১	১৮১.৬	২৫১.৩	২২৬.১	১৯৭.৪	২৫৪.৬	১৮৯.২	১৫১.৩	২১৭.৮	১৮৫.৬	১৫০.১	২১৩.৭
অন্যান্য	৫৬৪.৪	২৬১.৬	৭৯৫.৬	৪১৩.২	১৯৬.১	৫৯৬.৫	৪০৫.৫	১৭৯.৭	৫৭৭.৬	৩৯৬.০	১৭৩.৬	৫৭২.৯
খাদ্য-বহির্ভূত	৫০০.১	১৭০.৫	৭৫১.৯	৫৩২.১	১৯১.৫	৮১৪.৩	৫৪৬.৫	১৬৭.৫	৮৩৫.৯	৪৫৮.৪	১১৯.৮	৭২৮.৪
শিক্ষা	৪৬.৮	৯.৬	৭৫.৩	৫৭.২	১৫.৫	৯১.৮	৬৪.৪	১১.৮	১০৪.৬	৫৯.৫	১০.০	১০০.০
স্বাস্থ্য সেবা	১৯.৯	৬.৯	২৯.৮	২২.৮	১০.৭	৩২.৯	২৬.৩	৫.৪	৪২.২	২২.১	৫.৭	৩৫.১
অন্যান্য	৪৩৩.৪	১৫৪.০	৬৪৬.৮	৪৫২.১	১৬৫.৩	৬৮৯.৬	৪৫৫.৮	১৫০.৩	৬৮৯.১	৩৭৬.৮	১০৪.১	৫৯৩.৩
মোট	১২৮৫.৬	৬১৩.৭	১৭৯৮.৮	১১৭১.৪	৫৮৫.০	১৬৬৫.৪	১১৪১.২	৪৯৮.৫	১৬৩১.৪	১০৪০.০	৪৪৩.৫	১৫১৫.০
খাদ্য (%)	৬১.১	৭২.২	৫৮.২	৫৪.৭	৬৭.২	৫১.০	৫২.১	৬৬.৪	৪৮.৮	৫৫.৯	৭৩.০	৫১.৯
খাদ্য-বহির্ভূত (%)	৩৮.৯	২৭.৮	৪১.৮	৪৫.৩	৩২.৮	৪৯.০	৪৭.৯	৩৩.৬	৫১.২	৪৪.১	২৭.০	৪৮.১

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর 'দারিদ্র্য পরিস্থিতির নিয়মিত ও ধারাবাহিক পরিবীক্ষণ' প্রকল্প।

সারণী ১৩.১০ঃ গ্রামঃ মাথাপিছু মাসিক ব্যয়

(টাকা)

ব্যয়	মে'৯৯			এপ্রিল'৯৮			এপ্রিল'৯৭			এপ্রিল'৯৬		
	সকল	দরিদ্র	স্বচ্ছল	সকল	দরিদ্র	স্বচ্ছল	সকল	দরিদ্র	স্বচ্ছল	সকল	দরিদ্র	স্বচ্ছল
খাদ্য	৫৩৮.৫	৩৩০.২	৭০৮.২	৪৩০.০	২৯২.৩	৫৫৫.৭	৩৯২.৭	২৫৭.৮	৫০৫.৯	৩৭৪.০	২৫৬.৩	৪৮২.১
খাদ্য শস্য	১৯৭.৬	১৫৮.২	২২৯.৩	২১৪.৫	১৮১.০	২৪৪.৫	১৭৮.৯	১৪৮.২	২০৩.৫	১৭৮.১	১৫০.৮	২০৩.৩
অন্যান্য	৩৪০.৯	১৭২.৫	৪৭৮.৯	২১৫.৫	১১১.৩	৩১১.২	২১৩.৮	১০৯.৬	৩০২.৪	১৯৫.৯	১০৫.৫	২৭৮.৮
খাদ্য-বহির্ভূত	২১৬.৭	৯২.৫	৩১৭.৯	২০০.০	৮৩.৭	৩০৬.৩	১৭৮.৮	৮১.১	২৬৩.২	১৬৫.৫	৭৫.১	২৪৮.১
শিক্ষা	১৩.০	৩.৮	২০.৫	১৬.৩	৪.৩	২৮.০	১৪.৫	৪.০	২৩.৬	১২.১	৩.৪	২০.১
স্বাস্থ্য সেবা	১২.৪	৫.৮	১৭.৭	১২.৭	৫.৮	১৯.৩	৯.৪	৪.২	১৩.৯	১২.৩	৪.১	১৯.৮
অন্যান্য	১৯১.৩	৮২.৯	২৭৯.৭	১৭১.০	৭৩.৬	২৫৯.০	১৫৪.৯	৭২.০	২২৫.৭	১৪১.১	৬৭.৬	২০৮.২
মোট	৭৫৫.২	৪২২.৭	১০২৬.১	৬৩০.০	৩৭৬.০	৮৬২.০	৫৭১.৫	৩৩৮.৯	৭৬৯.১	৫৩৯.৫	৩৩১.৪	৭৩০.২
খাদ্য (%)	৭১.৩	৭৮.১	৬৯.০	৬৮.৩	৭৭.৭	৬৪.৫	৬৮.৭	৭৬.১	৬৫.৮	৬৯.৩	৭৭.৩	৬৬.০
খাদ্য-বহির্ভূত (%)	২৮.৭	২১.৯	২১.০	৩১.৭	২২.৩	৩৫.৫	৩১.৩	২৩.৯	৩৪.২	৩০.৭	২২.৭	৩৪.০

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর 'দারিদ্র্য পরিস্থিতির নিয়মিত ও ধারাবাহিক পরিবীক্ষণ' প্রকল্প।

আপেক্ষিক **(Relative)** দারিদ্র্য

ভূমি বন্টনঃ পল্লী অঞ্চলে অসম ভূমি মালিকানা এবং শহর ও পল্লী অঞ্চলে অসম আয় বন্টন, কর্মসংস্থানের অভাব এবং সার্বিকভাবে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির নিম্নহার দারিদ্র্য পরিস্থিতিকে প্রভাবিত করে। বিবিএস-এর খানা ব্যয় নির্ধারণ জরীপ, ১৯৯৫/৯৬-এর তথ্য মতে জমির শ্রেণীবিন্যাস হিসাবে পল্লী অঞ্চলে ১৮.৭৭ শতাংশ পরিবারের জমি ছিল ০.০৫ একর পর্যন্ত

এবং ০.৫০ একর পর্যন্ত পরিবারের সংখ্যা ছিল ৫৫.২৩ শতাংশ। এর মধ্যে সর্বাধিক অর্থাৎ ৩৬.৪৬ শতাংশ পরিবারের জমি ছিল ০.০৫ হতে ০.৫০ একর পর্যন্ত। অপরদিকে, প্রায় ১৪.১৩% পরিবারের জমি ছিল ২.৫০ একরের উপর (সারণী ১৩.১১)।

সারণী ১৩.১১ঃ পরিবার ভিত্তিক জমির মালিকানা বন্টন (%)

মালিকানা জমির আয়তন (একর)	জাতীয়	পল্লী	শহর
মোট	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০
ভূমিহীন	৯.৯৭	৬.৪৩	২৮.০২
০.০১-০.০৪	১৪.০৫	১২.৩৪	২২.৭৮
০.০৫-০.৪৯	৩৫.১৯	৩৬.৪৬	২৮.৭১
০.৫০-১.৪৯	১৯.০৩	২০.৮০	১০.০৪
১.৫০-২.৪৯	৮.৮৯	৯.৮৪	৪.০৪
২.৫০-৭.৪৯	১০.৮৮	১১.৯৭	৫.৩৬
৭.৫০ এবং এর অধিক	১.৯৮	২.১৬	১.০৮

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর খানা ব্যয় নির্ধারণ জরীপ, ১৯৯৫/৯৬।

সারণী ১৩.১২ঃ শহরঃ পরিবার ভিত্তিক জমির মালিকানা [২০]

পরিবার	গৃহস্থালী (%)											
	মে'৯৯			এপ্রিল'৯৮			এপ্রিল'৯৭			এপ্রিল'৯৬		
	সকল	দরিদ্র	স্বচ্ছল	সকল	দরিদ্র	স্বচ্ছল	সকল	দরিদ্র	স্বচ্ছল	সকল	দরিদ্র	স্বচ্ছল
ভূমিহীন	৩১.৫	৩৫.০	২৯.১	২১.৩	২৮.৩	১৫.৯	১৯.৫	২৪.১	১৬.২	২৩.৬	২৭.০	২১.০
ছোট	৬১.৬	৬২.৪	৬১.১	৭১.৫	৬৯.৭	৭২.৯	৭০.৭	৭৪.০	৬৮.৩	৬৭.৯	৭১.১	৬৫.৪
মাঝারী	৪.৬	১.৯	৬.৪	৫.১	১.৬	৭.৭	৭.৮	১.১	১২.৬	৬.৫	০.৯	১০.৮
বড়	২.৩	০.৭	৩.৪	২.১	০.৪	৩.৫	১.৮	০.৫	২.৭	১.৮	০.৭	২.৬
মোট	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর 'দারিদ্র্য পরিস্থিতির নিয়মিত ও ধারাবাহিক পরিবীক্ষণ' প্রকল্প।

সারণী ১৩.১৩ঃ গ্রামঃ পরিবার ভিত্তিক জমির মালিকানা [২১]

পরিবার	গৃহস্থালী (%)											
	মে'৯৯			এপ্রিল'৯৮			এপ্রিল'৯৭			এপ্রিল'৯৬		
	সকল	দরিদ্র	স্বচ্ছল	সকল	দরিদ্র	স্বচ্ছল	সকল	দরিদ্র	স্বচ্ছল	সকল	দরিদ্র	স্বচ্ছল
ভূমিহীন	৭.৭	১১.১	৫.১	৩.৩	৫.৬	১.৪	৩.৬	৫.৬	২.০	৩.১	৪.২	২.১
ছোট	৭৪.৫	৮০.৩	৭০.২	৭৭.৫	৮৫.১	৭০.৭	৭৬.৯	৮৫.২	৭০.১	৭৭.৪	৮৬.৮	৬৯.৩
মাঝারী	১১.৮	৬.৩	১৫.৯	১২.৪	৬.৮	১৭.৪	১৩.১	৭.০	১৮.১	১৪.১	৭.৬	১৯.৯
বড়	৬.০	২.৩	৮.৮	৬.৬	২.৩	১০.৩	৬.৪	২.২	৯.৮	৫.২	১.৩	৮.৬
মোট	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর 'দারিদ্র্য পরিস্থিতির নিয়মিত ও ধারাবাহিক পরিবীক্ষণ' প্রকল্প।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর 'দারিদ্র্য পরিস্থিতির নিয়মিত ও ধারাবাহিক পরিবীক্ষশ' প্রকল্পের ফলাফল অনুযায়ী ১৯৯৬ সালে শহরাঞ্চলে ৯১.৫ শতাংশ পরিবার ছিল ভূমিহীন বা ছোট জমির মালিক এবং মাত্র ৮.৩ শতাংশ পরিবার ছিল মাঝারী বা বড় জমির মালিক। ১৯৯৯ সালে তা এসে দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৯৩.১ শতাংশে ও ৬.৯ শতাংশে (সারণী ১৩.১২)। একই গবেষণায় দেখা যায়- ১৯৯৬ সালে গ্রামাঞ্চলে ৮০.৫ শতাংশ পরিবার ছিল ভূমিহীন বা ছোট জমির মালিক ও ১৯.৩ শতাংশ পরিবার ছিল মাঝারী বা বড় জমির মালিক। ১৯৯৯ সালে তা হয়েছে যথাক্রমে ৮২.২ ও ১৭.৮ শতাংশ (সারণী ১৩.১৩)।

আয় বন্টনঃ আয় বন্টন ভিত্তিতেও বৈষম্য লক্ষ্য করা যায়। বিবিএস-এর খানা আয় ও ব্যয় নির্ধারণ জরীপ, ২০০০ (প্রাথমিক প্রতিবেদন) অনুযায়ী ২০০০ সালে জাতীয় পর্যায়ে (National) সর্বোচ্চ আয় অধিকারী ৫% পরিবারের আয়ের অংশ মোট আয়ের ২৮.৬৬ শতাংশ যা ১৯৮৩/৮৪ ও ১৯৯৫/৯৬ অর্থবছরে ছিল যথাক্রমে ১৮.৩০ শতাংশ ও ২৩.৬২ শতাংশ। ২০০০ সালে সর্বনিম্ন ৫% পরিবারের আয়ের অংশ ছিল ০.৯২ শতাংশ (সারণী ১৩.১৪)। ১৯৮৩/৮৪ ও ১৯৯৫/৯৬ অর্থবছরে এর অংশ ছিল যথাক্রমে ১.১৭ শতাংশ ও ০.৮৮ শতাংশ। ২০০০ সালে জাতীয় পর্যায়ে নিম্ন পর্যায়ের ১০% পরিবারের আয় ছিল ২.৪০ শতাংশ, ১৯৮৩/৮৪ ও ১৯৯৫/৯৬ অর্থবছরে এর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২.৮৯ শতাংশ ও ২.২৪ শতাংশ এবং উচ্চ পর্যায়ের ১০% পরিবারের আয় ছিল ২০০০ সালে ৩৮.১৪ শতাংশ, ১৯৯৫/৯৬ ও ১৯৮৩/৮৪ অর্থবছরে ছিল যথাক্রমে ৩৪.৬৮ শতাংশ ও ২৮.৩০ শতাংশ (সারণী ১৩.১৪)। পল্লী এবং শহর অঞ্চলেও আয়ের বৈষম্য বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায় (সারণী ১৩.১৫)।

---

[২০] ছোট $\leq$ ২.৪৯ একর, মাঝারী ২.৫০-৭.৪৯ একর এবং বড় $\geq$ ৭.৫০ একর।

[২১] ছোট $\leq$ ১.৯৯ একর, মাঝারী ২.০০-৪.৯৯ একর এবং বড় $\geq$ ৫.০০ একর।

সারণী ১৩. ১৪: জাতীয় পর্যায়ে পরিবার ভিত্তিক আয় বন্টন (%)

পরিবার গ্রুপ	২০০০	১৯৯৫/৯৬	১৯৯১/৯২	১৯৮৮/৮৯	১৯৮৫/৮৬	১৯৮৩/৮৪
জাতীয় পর্যায়	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০
সর্বনিম্ন ৫%	০.৯২	০.৮৮	১.০৩	১.০৬	১.১৮	১.১৭
ডিসাইল-১	২.৪০	২.২৪	২.৫৮	২.৬৪	২.৮১	২.৮৯
ডিসাইল -২	৩.৭৫	৩.৪৭	৩.৯৪	৪.০০	৪.১৮	৪.৩১
ডিসাইল -৩	৪.৪৫	৪.৪৬	৪.৯৫	৪.৯৬	৫.১৩	৫.৩৯
ডিসাইল -৪	৫.২৩	৫.৩৭	৫.৯৪	৫.৯৩	৬.০৫	৬.৩৬
ডিসাইল -৫	৬.০৯	৬.৩৫	৭.০৮	৬.৯৫	৬.৯৮	৭.৩৮
ডিসাইল -৬	৭.০৮	৭.৫৩	৮.৪৫	৮.১০	৮.০৯	৮.৫৬
ডিসাইল -৭	৮.৪৪	৯.১৫	১০.০৯	৯.৬১	৯.৪৮	৯.৯৯
ডিসাইল -৮	১০.৩৫	১১.৩৫	১২.১০	১১.৬২	১১.২৫	১১.৭৪
ডিসাইল -৯	১৩.৯৩	১৫.৪০	১৫.৬৪	১৫.২০	১৪.৫৮	১৫.০৮
ডিস্যাইল -১০	৩৮.১৪	৩৪.৬৮	২৯.২৩	৩১.০০	৩১.৪৬	২৮.৩০
সর্বোচ্চ ৫%	২৮.৬৬	২৩.৬২	১৮.৮৫	২০.৫১	২১.৩৫	১৮.৩০
জিনি অনুপাত	০.৪১৭	০.৪৩২	০.৩৮৮	০.৩৭৯	০.৩৭০	০.৩৬০

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর খানা আয় ও ব্যয় নির্ধারণ জরীপ, ২০০০ (প্রাথমিক প্রতিবেদন)।

সারণী ১৩.১৫ঃ পল্লী ও শহর এলাকার পরিবার ভিত্তিক আয় বন্টন (%)

পরিবার গ্রুপ	২০০০	১৯৯৫/৯৬	১৯৯১/৯২	১৯৮৮/৮৯	১৯৮৫/৮৬	১৯৮৩/৮৪
পল্লী	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০
সর্বনিম্ন ৫%	১.০৬	১.০০	১.০৭	১.১০	১.২৩	১.১৯
ডিসাইল-১	২.৭৭	২.৫৬	২.৬৭	২.৭৪	২.৯২	২.৯৫
ডিসাইল -২	৪.৩২	৩.৯৩	৪.০৭	৪.১৩	৪.৩০	৪.৩৭
ডিসাইল -৩	৫.২৩	৪.৯৭	৫.১০	৫.১০	৫.৩০	৫.৪৬
ডিসাইল -৪	৫.৯৫	৫.৯৭	৬.০৫	৬.০৫	৬.২০	৬.৪৬
ডিসাইল -৫	৬.৮২	৬.৯৮	৭.২১	৭.২১	৭.১৬	৭.৫৩
ডিসাইল -৬	৭.৮৫	৮.১৬	৮.৫৭	৮.২৫	৮.২০	৮.৬৭
ডিসাইল -৭	৯.০৭	৯.৭৫	১০.২৮	৯.৬৯	৯.৫৫	১০.১১
ডিসাইল -৮	১০.৯১	১১.৮৭	১২.৩০	১১.৭৪	১১.৩০	১১.৭৫
ডিসাইল -৯	১৪.০৭	১৫.৫৮	১৫.৭১	১৫.১০	১৪.০৭	১৪.৮১
ডিস্যাইল -১০	৩২.৯৫	৩০.২৩	২৮.০৪	৩০.০৮	৩১.০০	২৭.৮৯
সর্বোচ্চ ৫%	২৪.১২	১৯.৭৩	১৭.৮০	১৯.৮১	২১.৩৬	১৮.১৪
জিনি অনুপাত	০.৩৬৬	০.৩৮৪	০.৩৬৪	০.৩৬৮	০.৩৬০	০.৩৫০
শহর	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০
সর্বনিম্ন ৫%	০.৭৭	০.৭৪	১.০৯	১.১২	১.২০	১.১৮
ডিসাইল-১	১.৯৯	১.৯২	২.৬৪	২.৭৬	২.৮৪	২.৮২
ডিসাইল -২	৩.০৫	৩.২০	৪.০৬	৪.০৫	৪.০৮	৪.১০
ডিসাইল -৩	৩.৮৪	৪.০৬	৫.০১	৪.৯১	৫.০৯	৫.০২
ডিসাইল -৪	৪.৬৫	৪.৯৮	৫.৮৮	৫.৮০	৫.৯৯	৫.৯৩
ডিসাইল -৫	৫.৫৮	৬.৯৭	৬.৮০	৬.৮৪	৭.০৪	৭.০০
ডিসাইল -৬	৬.৬৭	৭.২০	৮.১১	৭.৯১	৮.২৯	৮.৩৪
ডিসাইল -৭	৮.২৪	৮.৯৮	৯.৬৬	৯.৪২	১০.৩০	১০.০৯
ডিসাইল -৮	১০.৪০	১১.৩৫	১১.৭৭	১১.৫৭	১২.২৪	১২.৪৮
ডিসাইল -৯	১৩.৯২	১৬.২৯	১৫.৬৪	১৫.৫৬	১৫.৭৩	১৬.৩৯
ডিস্যাইল -১০	৪১.৬২	৩৬.০৫	৩০.৪৩	৩১.১৯	২৮.৪১	২৭.৮৩
সর্বোচ্চ ৫%	৩২.৪০	২৪.৩০	১৯.৪২	২০.০২	১৮.০৪	১৬.৯৩
জিনি অনুপাত	০.৪৫২	০.৪৪৪	০.৩৯৮	০.৩৮১	০.৩৭০	০.৩৭০

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর খানা আয় ও ব্যয় নির্ধারণ জরীপ, ২০০০ (প্রাথমিক প্রতিবেদন)।

সারণী ১৩.১৬ঃ শহরঃ পরিবার ভিত্তিক আয় বন্টন

(শতকরা হার)

ডিসাইল গ্রুপ	মে'৯৯		এপ্রিল'৯৮		এপ্রিল'৯৭		এপ্রিল'৯৬	
	লোকসংখ্যা	আয়	লোকসংখ্যা	আয়	লোকসংখ্যা	আয়	লোকসংখ্যা	আয়
১	৭.৮	১.৩	৭.৮	১.২	৮.১	১.৫	৮.২	১.০
২	৮.২	২.৯	৭.৮	২.৬	৮.২	২.৮	৭.৯	২.১
৩	৯.০	৩.৯	৮.১	৩.৪	৮.৩	৩.৫	৮.৬	২.৭
৪	৯.৪	৪.৭	৯.৩	৪.২	৯.৪	৪.৪	৯.২	৩.৩
৫	৯.৯	৫.৬	৯.৭	৫.২	১০.৪	৫.৩	৯.৬	৪.০
৬	৯.৮	৬.৯	১০.৩	৬.৫	১০.০	৬.৫	১০.২	৫.০
৭	১০.৫	৮.৭	১০.৭	৮.৩	১০.১	৮.৪	১০.৫	৬.৪
৮	১০.৯	১১.১	১১.১	১০.৪	১০.৫	১১.০	১১.৪	৮.৫
৯	১১.৯	১৫.০	১১.৩	১৪.৬	১১.৮	১৫.৮	১১.৪	১২.৭
১০	১২.৬	৩৯.৯	১৪.০	৪৩.৬	১৩.১	৪০.৯	১৩.০	৫৪.৪
জিনি অনুপাত		০.৪২		০.৪৩		০.৪৩		০.৪৪

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর 'দারিদ্র্য পরিস্থিতির নিয়মিত ও ধারাবাহিক পরিবীক্ষণ' প্রকল্প।

সারণী ১৩.১৭ঃ গ্রামঃ পরিবার ভিত্তিক আয় বন্টন

(শতকরা হার)

ডিসাইল গ্রুপ	মে'৯৯		এপ্রিল'৯৮		এপ্রিল'৯৭		এপ্রিল'৯৬	
	লোকসংখ্যা	আয়	লোকসংখ্যা	আয়	লোকসংখ্যা	আয়	লোকসংখ্যা	আয়
১	৭.৭	১.৩	৬.৯	১.৫	৭.৩	১.৬	৬.৯	১.৩
২	৮.০	৩.২	৭.৯	৩.১	৭.৮	২.৯	৭.৫	২.৯
৩	৮.৪	৪.২	৮.৪	৪.১	৮.৫	৩.৯	৮.২	৩.৮
৪	৯.২	৫.২	৯.২	৫.২	৯.০	৪.৮	৯.২	৪.৭
৫	৯.৭	৬.৩	৯.৮	৬.২	৯.৬	৫.৭	৯.৫	৫.৭
৬	১০.০	৭.৫	১০.১	৭.৬	১০.৩	৬.৮	১০.৫	৬.৮
৭	১০.৩	৯.৩	১০.৩	৯.১	১০.৪	৮.৪	১০.৬	৮.৬
৮	১১.০	১১.৭	১১.৪	১১.৭	১১.৪	১০.৭	১১.৩	১১.১
৯	১২.০	১৬.১	১২.২	১৫.৯	১২.১	১৫.৫	১২.২	১৬.২
১০	১৩.৭	৩৫.২	১৩.৮	৩৫.৬	১৩.৬	৩৯.৭	১৩.৭	৩৮.৪
জিনি অনুপাত		০.৩৬		০.৩১		০.৩৯		০.৩৮

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর 'দারিদ্র্য পরিস্থিতির নিয়মিত ও ধারাবাহিক পরিবীক্ষণ' প্রকল্প।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর খানা আয় ও ব্যয় নির্ধারণ জরীপ, ২০০০-এর তথ্যানুযায়ী প্রতীয়মান হয়- ১৯৮৩/৮৪ অর্থবছর হতে ২০০০ সাল পর্যন্ত শহর ও পল্লী-উভয় ক্ষেত্রেই আয়ের অসমতা বেড়েছে (সারণী ১৩.১৪ ও ১৩.১৫)।[২২] অবশ্য ব্যুরোর 'দারিদ্র্য পরিস্থিতির নিয়মিত ও ধারাবাহিক পরিবীক্ষণ' প্রকল্পের গবেষণার সর্বশেষ ফলাফল সাম্প্রতিক বছরগুলোতে শহর ও পল্লী-উভয় অঞ্চলেই আয় বৈষম্যের কিছুটা ভিন্ন প্রবণতা নির্দেশ করে (সারণী ১৩.১৬ ও ১৩.১৭)।

সামষ্টিক মাথাপিছু ভোগ্য পণ্য ও সেবা বাবদ ব্যয়ঃ ১৯৮৯/৯০ অর্থবছর হতে ২০০১/০২ অর্থবছর পর্যন্ত সামষ্টিক প্রকৃত মাথাপিছু ভোগ্য পণ্য ও সেবা বাবদ ব্যয় ১০,৮০০ টাকা থেকে বেড়ে ১১,৫৪১ টাকায় এসে দাঁড়িয়েছে (১৯৯৫/৯৬ অর্থবছরের মূল্যে)। মাথাপিছু প্রকৃত ভোগ্য পণ্য ও সেবা বাবদ ব্যয় বৃদ্ধির পরিমাণ ০.৬% (সারণী ১৩.১৮)।

সারণী ১৩.১৮ঃ মাথাপিছু ভোগ্য পণ্য ও সেবা বাবদ ব্যয়

(টাকায়)

	মাথাপিছু বাজার মূল্যে ভোগ্য পণ্য ও সেবা বাবদ ব্যয়[φ]	মাথাপিছু প্রকৃত ভোগ্য পণ্য ও সেবা বাবদ ব্যয়
১৯৮৯/৯০	৭৭৪০	১০৮০০
১৯৯০/৯১	৮১৯৭	১০৫৬০
১৯৯১/৯২	৮৬১৮	১০৬১৮
১৯৯২/৯৩	৮৯৮২	১০৭৭১
১৯৯৩/৯৪	৯৪৩৫	১০৯৫৬
১৯৯৪/৯৫	১০৪৬২	১১১৫৮
১৯৯৫/৯৬	১১০১৭	১১০১৭
১৯৯৬/৯৭	১১৫৯১	১১৩০৬
১৯৯৭/৯৮	১২৩২১	১১২৩৩
১৯৯৮/৯৯	১৩৩২৭	১১১৫৬
১৯৯৯/০০	১৪১৩২	১১৪৩৬
২০০০/০১	১৪৯৪২	১১৩৬৬
২০০১/০২	১৫৭৯২	১১৫৪১
যৌগিক প্রবৃদ্ধি (১৯৯০-০২)	৬.১	০.৬

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর 'Statistical Year Book' -এর বিভিন্ন সংখ্যা।

১৩.৩: মাথাপিছু ভোগ্যপণ্য ও সেবা বাবদ ব্যয়ের চিত্র

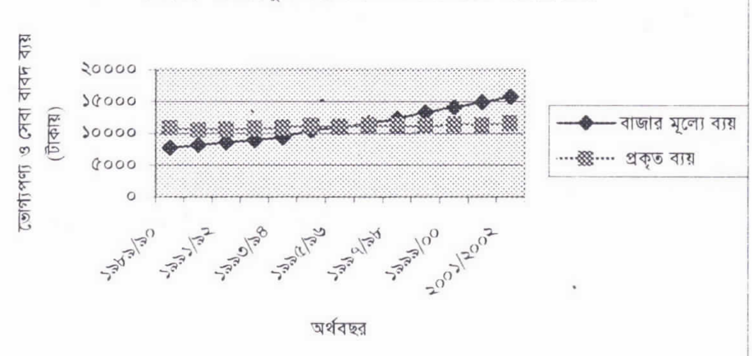

---

[২২] প্রাপ্ত তথ্য হতে দেখা যায়- এ সময় জিনি অনুপাত পল্লী ও শহর অঞ্চলে যথাক্রমে ০.৩৫ ও ০.৩৭ হতে বেড়ে ০.৩৭ ও ০.৪৫-এ দাঁড়ায়।

[φ] নতুন জাতীয় আয়ের হিসাব হতে প্রাপ্ত ব্যক্তি ভোগ্য পণ্য ও সেবার ব্যক্তি খাত (Private Consumption) তথ্য থেকে নির্ণীত।

দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার ক্রমাগত বৃদ্ধিসহ সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন অত্যাবশ্যক। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর যাতে দারিদ্র্য লাঘব এবং টেকসই (Sustainable) উন্নয়ন হয়, সে জন্য তাদের কর্মসংস্থান বৃদ্ধির সাথে মাথাপিছু আয় এবং সঞ্চয় বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচী গ্রহণ আবশ্যক। যার ফলে তাদের নিজস্ব অর্থনৈতিক ভিত্তি সৃষ্টি হয় এবং বিভিন্ন সামাজিক খাত (শিক্ষা, পুষ্টি, স্বাস্থ্য, বাসস্থান ইত্যাদি) উন্নয়নের মাধ্যমে জীবন যাত্রার মান উন্নীত হয়। পল্লী অঞ্চলে বিভিন্ন অকৃষি খাতসহ শহর অঞ্চলে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি প্রয়োজন এবং এর জন্য শিল্প, ব্যবসা ও অন্যান্য সেবা খাতসহ অর্থনৈতিক কাঠামো উন্নয়ন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এর সাথে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ, বিশেষ করে খাদ্য দ্রব্যাদির, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রকৃত আয় বৃদ্ধির সহায়ক হবে।

দরিদ্র্য জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধি এবং তাদের উন্নয়নের জন্য সরকারী ও বেসরকারী (এনজিও) পর্যায়ে কর্মসূচী রয়েছে। এ সকল কর্মসূচী দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উৎপাদন-স্বত্ব (Entitlement) বৃদ্ধির সাথে তাদের ক্ষমতায়ন ও সচেতনায়নের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। সরকারী পর্যায়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থা যথা- কৃষি মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি), স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা ইত্যাদির কর্মসূচী রয়েছে। এ ছাড়া কাজের বিনিময়ে খাদ্য, ভিজিডি কর্মসূচী, গ্রামীণ সড়ক/অবকাঠামো নির্মাণ/রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি কর্ম সৃষ্টি করছে। অপরদিকে শিক্ষা সম্প্রসারণ কর্মসূচী যথা- শিক্ষার জন্য খাদ্য, বিশেষ বৃত্তি ও আর্থিক সাহায্য, অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা সরাসরি শিক্ষার ব্যয়ভার লাঘব করছে। সমাজ কল্যাণ, নারী ক্ষমতায়ন, শিশু অধিকার বিষয়ে এক সামাজিক সচেতনতা পরিলক্ষিত হচ্ছে যা তাদেরকে উন্নত জীবনে উৎসাহিত করছে।

নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচীঃ চরম দারিদ্র্যে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর জন্য খাদ্য সরবরাহের এবং তাদের আয়-বর্ধনকারী কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকার প্রতিবছর রাজস্ব বাজেট হতে সম্পদের সংস্থান করছে। ১৯৯৫/৯৬ অর্থবছর হতে ২০০১/০২ অর্থবছরে যে পরিমাণ সম্পদ কাজের বিনিময়ে খাদ্য (কাবিখা), জিআর (Gratuitious Relief), টিআর (Test Relief), ভিজিডি (Vulnerable Group Development), ভিজিএফ (Vulnerable Group Feeding) ইত্যাদি কর্মসূচী বাবদ ব্যবহার করছে তার বিবরণ সারণী ১৩.১৯-এ তুলে ধরা হলো।

সারণী ১৩.১৯ঃ নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচী

(কোটি টাকায়)

কর্মসূচী	১৯৯৫/৯৬	১৯৯৬/৯৭	১৯৯৭/৯৮	১৯৯৮/৯৯	১৯৯৯/০০	২০০০/০১	২০০১/০২ [২৪]
১. কাবিখা	৫৫৮.৫৩	৮১০.৮১	৮৩৬.০০	৭১৫.৫৮	৮০৬.০০	৮৮৫.০০	৭০৫.০০
২. জিআর ও টিআর	৪০০.৭৬	২৫৬.১০	২৫৮.৭১	২১০.২৩	২৭২.০০	১৯৯.০০	২৪৮.০০
৩. ভিজিডি	০	২১৫.২৭	২২৫.০৯	২০৮.৯০	২২৮.০০	২৩৬.০০	২৪৩.০০
৪. ভিজিএফ	০	০	৭৬.২৪	৫৮৪.৮১	২২৯.০০	২৯৭.০০	১৩১.০০
৫. স্কুল ফিডিং	০	০	১.০২	০	-	০	০
৬. অন্যান্য	১.৭৪	১৫.২৪	০.৫১	৬৫.৮৮	১.০০	০	০
মোট	৯৬১.০৩	১২৯৭.৪২	১৩৯৭.৫৭	১৭৮৫.৪০	১৫৩৬.০০	১৬১৭.০০	১৩২৭.০০
প্রবৃদ্ধি	-১২.৬৫%	৩৫.০০%	৭.৭২%	২৭.৭৫%	-১৩.৯৬%	৫.২৭%	-১৭.৯৩
জিডিপি"	১৬৬৩২৪.০	১৮০৭০১.৩	২০০১৭৬.৬	২১৯৬৯৭.২	২৩৭০৮৫.৬	২৫৩২৫৪.৭	২৭১১২৪.০
মোট/জিডিপি	০.৫৮%	০.৭২%	০.৭০%	০.৮১%	০.৬৫%	০.৬৪%	০.৪৯%

উৎসঃ বাজেট বইসমূহ।

বিশেষ কর্মসূচীঃ দারিদ্র্য বিমোচন বর্তমান সরকারের অন্যতম প্রধান অর্থনৈতিক কর্মসূচী। এ লক্ষ্যে মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর ঘোষিত সরকারের "১০০ দিনের কর্মসূচী"-তে দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রম জোরদার করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়। দারিদ্র্য বিমোচনে অবদান রাখতে পারে এমন নতুন কর্মসূচীও সরকার গ্রহণ করতে যাচ্ছে। অনুরূপ কর্মসূচীর

---

২৪ পরিবেশিত সকল তথ্য সাময়িক এবং সংশোধিত বাজেট অনুযায়ী। চলতি অর্থ বছরে কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ না ঘটার কারণে এ কর্মসূচীতে তুলনামূলক কম খরচ হয়েছে। তবে অর্থবছরের শেষে এ খরচ আরও কিছু বৃদ্ধি পাবে।

" নতুন জিডিপি সিরিজ।

আওতায় গৃহীত ক) আবাসন এবং খ) দারিদ্র্য বিমোচন ও ছাগল উন্নয়ন প্রকল্প দু'টি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়াও, ইতিপূর্বে গৃহীত কয়েকটি সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী বর্তমান অর্থবছরেও সরকার অব্যাহত রেখেছে। এ কর্মসূচীগুলো হলোঃ (১) বয়স্ক দরিদ্রদের জন্য বয়স্ক ভাতা, (২) গৃহহীন দরিদ্রদের ঋণ ও অনুদান প্রদানের জন্য গৃহায়ণ তহবিল, (৩) দেশের বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে কর্মসংস্থান ব্যাংক, (৪) দুঃস্থ মহিলা ভাতা, (৫) দরিদ্র বৃদ্ধ/বৃদ্ধাদের জন্য গৃহায়ন কর্মসূচী ও (৬) আশ্রয়ণ প্রকল্প।

১০০ দিনের কর্মসূচীঃ মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর ঘোষিত সরকারের "১০০ দিনের কর্মসূচী"-তে দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রম জোরদার করণের অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়। এরই প্রেক্ষিতে দারিদ্র্য বিমোচন সংক্রান্ত সচিব কমিটির সুপারিশের উপর ভিত্তি করে "দারিদ্র্য বিমোচন ও কর্মসংস্থান সংক্রান্ত সরকারের বিভিন্ন ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচী এবং কর্মসংস্থান ব্যাংকের কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য" একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়। এর উপর ভিত্তি করে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে পরিচালিত ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচীর মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম পরিচালনাকারী সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের মাননীয় মন্ত্রীদের সমন্বয়ে একটি মন্ত্রিসভা কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ ছাড়াও, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে অগ্রণী ব্যাংক কর্তৃক পরিচালিত ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচীর অনুরূপ কর্মসূচী অন্যান্য রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে চালু করার সম্ভাবনা পরীক্ষা করার সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়।

আবাসন প্রকল্পঃ গ্রামাঞ্চলের ভূমিহীন, গৃহহীন ও দুঃস্থ দরিদ্র জনগোষ্ঠির জন্য স্বল্প ব্যয়ে গৃহ সংস্থানের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার প্রকল্পটি গ্রহণ করছে। এর প্রাথমিক প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয়েছে ৪৪৭.২০ কোটি টাকা। প্রকল্পটির আওতায় ৫০ হাজার পরিবারকে গৃহ নির্মাণের মাধ্যমে পুনর্বাসিত করা হবে। প্রকল্পটি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত হবে। এ'টি বাস্তবায়িত হলে দারিদ্র্য বিমোচনে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে বলে আশা করা যায়।

দারিদ্র্য বিমোচন ও ছাগল উন্নয়ন প্রকল্পঃ ছাগল পালনের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন ও আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনে 'দারিদ্র্য বিমোচন ও ছাগল উন্নয়ন' শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাধ্যমে ছাগল পালনের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ করা হবে। এ লক্ষ্যে প্রকল্পের প্রাথমিক প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয়েছে ২১৭.৯৮ কোটি টাকা যার মধ্যে ক্ষুদ্র ঋণের সংস্থান আছে ৭৩.২০ কোটি টাকা। প্রকল্পটি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়িত হলে তা দারিদ্র্য বিমোচনে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে বলে ধারনা করা হয়। মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়ের পাশাপাশি মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য মন্ত্রণালয়ও এ ধরনের কর্মসূচী বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করতে যাচ্ছে।

বয়স্ক ভাতা কর্মসূচীঃ দেশের প্রায় প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদের প্রতিটি ওয়ার্ডে দশজন সর্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ ও দরিদ্র ব্যক্তিকে মাসিক একশত টাকা হারে বয়স্ক ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। এ দশজনের মধ্যে অন্ততঃ পাঁচজন মহিলা থাকছে। এ অবস্থায় সারা দেশে ৪৬১টি উপজেলার ৪৪৭৯টি ইউনিয়ন ও ১৩৫টি 'গ' শ্রেণীভুক্ত পৌরসভায় চার লক্ষাধিক দরিদ্র বয়স্ক ব্যক্তি উপকৃত হচ্ছে। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর সার্বিকভাবে এ কর্মসূচী বাস্তবায়নের দায়িত্বে রয়েছে। ১৯৯৭/৯৮ ও ১৯৯৮/৯৯ অর্থবছরে এ বাবদ বাজেটে যথাক্রমে ২৬ কোটি ও ৪৯ কোটি টাকার সংস্থান ছিল। ১৯৯৯/০০ হতে ২০০১/০২ অর্থবছর পর্যন্ত বাজেটে এ বাবদ ৫০ কোটি টাকা করে সংস্থান রাখা হচ্ছে।

গৃহায়ণ তহবিলঃ দারিদ্র্য বিমোচনে নির্দিষ্ট কর্মসূচী হিসাবে দেশের গৃহহীন, দরিদ্র ও নিম্নবিত্ত জনগোষ্ঠীর গৃহায়ণের জন্য গৃহায়ণ তহবিল গঠন করা হয়েছে। গৃহায়ণ তহবিলের জন্য সরকার প্রথম ১৯৯৭/৯৮ অর্থবছরের রাজস্ব বাজেটে ৫০(পঞ্চাশ) কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করে। বর্তমানে এ তহবিলে বাজেট বরাদ্দের মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ ৯৮ কোটি টাকা। ২০০১/০২ অর্থবছরে এ বাবদ বাজেটে ১৫ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। ক্রমপুঞ্জিভূত হিসাবে ২০০১/০২ অর্থবছরের ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত এ লক্ষ্যে ৮৮.১০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে যার মধ্যে ৭৬.১০ কোটি টাকা ঋণ এবং ১২ কোটি টাকা অনুদান। প্রকল্পের অধীনে ২৮শে ফেব্রুয়ারী/০২ পর্যন্ত মোট ২১,৮২২টি গৃহ নির্মাণ করা হয়েছে যার ফলে ১ লক্ষ ৯ হাজার ১১০ জন লোক উপকৃত হচ্ছে (সারণী- ১৩.২০)। জুন, ২০০২-এর মধ্যে বরাদ্দকৃত ৩৩,০৫০টি গৃহের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন

করা হলে দেশের প্রায় ১ লক্ষ ৬৫ হাজার ২৫০ জন লোক উপকৃত হবে। তহবিল পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে মাননীয় অর্থমন্ত্রী, মাননীয় গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রী, মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী ভূমি মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্ণর ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিবগণ, সরকার কর্তৃক মনোনীত দু'জন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ও বাংলাদেশ ব্যাংকের একজন ডেপুটি গভর্ণর সমন্বয়ে একটি ট্রাস্টি বোর্ড কাজ করছে।

সারণী ১৩.২০ঃ গৃহায়ণ তহবিল

(কোটি টাকায়)

বিষয়	১৯৯৮/৯৯	১৯৯৯/০০	২০০০/০১	২০০১/০২ (ফেব্রুয়ারী' ০২ পর্যন্ত)	ফেব্রুয়ারী ২০০২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত
ক) বরাদ্দ				-	
(১) ঋণ	১৭.৮০	২৫.৭০	৩২.৬০	-	৭৬.১০
(২) অনুদান	৫.০০	-	৭.০০	-	১২.০০
মোটঃ	২২.৮০	২৫.৭০	৩৯.৬০	-	৮৮.১০
খ) বিতরণ					
(১) ঋণ	৪.৫৫	২১.২৮	১৬.১৫	১.৯০	৪৩.৮৮
(২) অনুদান	৫.০০	-	৭.০০	-	১২.০০
মোটঃ	৯.৫৫	২১.২৮	২৩.১৫	১.৯০	৫৫.৮৮
গ) আদায়					
(১) লক্ষ্যমাত্রা	-	১.১৬	৩.২১	৪.০০	৮.৩৭
(২) অর্জন	-	১.১৪	৩.১৮	৩.৫৬	৭.৮৭
(৩) অর্জনের হার	-	৯৮.২৮%	৯৯.০৭%	৮৯.০০%	৯৪.০৩%
(ঘ) সুবিধাভোগী					
(১) গৃহের সংখ্যা	২,২৭৫ টি	৮,৮৫২ টি	৮,৩৩৪ টি	২,৩৬১ টি	২১,৮২২ টি
(২) জনসংখ্যা	১১,৩৭৫ জন	৪৪,২৬০ জন	৪১,৬৭০ জন	১১,৪৩০ জন	১,০৯,১১০ জন

উৎসঃ গৃহায়ন তহবিল, বাংলাদেশ ব্যাংক

কর্মসংস্থান ব্যাংকঃ কর্মসংস্থান ব্যাংক দেশের বেকার যুবক ও যুব মহিলাদের বিভিন্ন লাভজনক ও উৎপাদনমুখী খাতে কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ঋণ প্রদানের উদ্দেশ্যে ২২শে সেপ্টেম্বর, ১৯৯৮ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে কাজ শুরু করেছে যা একটি বোর্ড কর্তৃক পরিচালিত হচ্ছে। ফেব্রুয়ারী, ২০০২ পর্যন্ত মোট ঋণের পরিমাণ ৫৯.৫০ কোটি টাকা এবং আদায়ের পরিমাণ ২০.৯০ কোটি টাকা। আদায়ের হার ৬৯%। দেশের ৬৩টি জেলাতে সুবিধাভোগীর সংখ্যা ১৯,৬৬১ জন (সারণী ১৩.২১)। এ ব্যাংকের কার্যক্রমের ক্ষেত্রসমূহের মধ্যে তাঁত, হাঁস-মুরগী পালন, দুগ্ধ খামার, ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

সারণী ১৩.২১ঃ কর্মসংস্থান ব্যাংকের ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচী

বিষয়	১৯৯৮/৯৯	১৯৯৯/০০	২০০০/০১	২০০১/০২ (ফেব্রুয়ারী'০২ পর্যন্ত)	ফেব্রুয়ারী'০২ পর্যন্ত 'ক্রমপুঞ্জিভূত
বিতরণ (কোটি টাকায়)	০.৮৭	৫.৭৭	৩৩.৭৪	১৯.১২	৫৯.৫০
আদায় (কোটি টাকায়)	০.১২	১.০০	৭.৯৩	১১.৮৫	২০.৯০
আদায়যোগ্য (কোটি টাকায়)	০.২৫	১.২৩	১০.৫৫	১৮.৩৯	৩০.৪২
আদায়ের হার (%)	৪৮%	৮১%	৭৫%	৬৪%	৬৯%
গড় ঋণ (প্রতিজন, টাকায়)	২০০০০	৪০০১৩	২৯৮৬৪	২৯৪৭৯	৩০২৬৩
ঋণ বিতরণের প্রধান খাতসমূহ (হাজার টাকায়)					
তাঁত	৩৩০০	৯০০	৪৩৫৫	১১৮০	৯৭৩৫
হাঁস-মুরগী খামার	১১৩৯	২৯১৪১	৭৮১২১	১২৭২৯	১২১১৩০
দুগ্ধ খামার	১৩৬৫	১১৬৯৭	২৬৫২১	৬১২২	৪৫৭০৫
অন্যান্য	২৮৯৬	১৫৯৬২	২২৮৪০৩	১৭১১৬৯	৪১৮৪৩০
মোটঃ	৮৭০০	৫৭৭০০	৩৩৭৪০০	১৯১২০০	৫৯৫০০০
সমিতি/সহযোগী সংগঠন/শাখা	৬	২৪	৭১	৮৪	৮৪
জেলার সংখ্যা	৬	২৩	৫৬	৬৩	৬৩
সুবিধা ভোগীর সংখ্যা	৪৩৫	১৪৪২	১১২৯৮	৬৪৮৬	১৯৬৬১

উৎসঃ কর্মসংস্থান ব্যাংক।

দুঃস্থ মহিলা ভাতা কর্মসূচীঃ অসহায় ও স্বামী পরিত্যক্ত দুঃস্থ মহিলাদের জন্য ভাতা প্রদান কর্মসূচী চালু আছে। এর অধীনে ১৯৯৮ ও ১৯৯৯ সালে মোট ৪৬১টি উপজেলার ৪৪৭৯টি ইউনিয়নে ৪ লক্ষ অসহায় ও স্বামী পরিত্যক্ত মহিলাকে ভাতা দেয়া হয়েছে। বর্তমানে ৪৪৭৯টি ইউনিয়ন ও ১৫৩টি 'গ' শ্রেণীর পৌরসভার ৪১,৫২৬ টি ওয়ার্ডে (প্রতি ওয়ার্ডে ৫ জন হিসেবে) ২ লক্ষাধিক দরিদ্র, দুঃস্থ, অসহায় বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তাকে প্রতিমাসে ১০০ টাকা করে ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। ১৯৯৯/০০ হতে ২০০১/০২ অর্থবছর পর্যন্ত বাজেটে এ কর্মসূচী বাবদ ২৫ কোটি টাকা করে বরাদ্দ রাখা হচ্ছে।

দরিদ্র ও অসহায় বৃদ্ধ/বৃদ্ধাদের জন্য গৃহায়ণ কর্মসূচীঃ এ কর্মসূচীর আওতায় ৬টি বিভাগীয় শহরে ৬টি শান্তি নিবাস স্থাপন করা হচ্ছে যার প্রতিটিতে ১০০ জন অসহায় ষাটোর্ধ্ব বয়সের মানুষ (৬০ জন মহিলা ও ৪০ জন পুরুষ) বসবাস করবে। তারা সেখানে পর্যাপ্ত খাদ্য, কাপড়, চিকিৎসা ও বিনোদন সুবিধাসহ সুস্থ থাকার প্রশিক্ষণ পাবেন। কর্মসূচী বাস্তবায়নে মোট ব্যয় হবে ১৩ কোটি ৫৪.৩০ লক্ষ টাকা। ২০০১/০২ অর্থবছরের বাজেটে এ কর্মসূচী বাবদ ৪.৩৫ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

আশ্রয়ণ প্রকল্পঃ দেশের ছিন্নমূল তথা গৃহহীন জনগোষ্ঠীর জন্য আত্মকর্মসংস্থান ও গৃহায়নের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে 'আশ্রয়ণ' প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। এ প্রকল্পে ৫ বছর (১৯৯৭/৯৮ থেকে ২০০১/০২) মেয়াদে সংশোধিত মোট ব্যয় হবে ৩০০.০০ কোটি টাকা। প্রকল্পের আওতায় ৫ বছরে ৫০,০০০টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে আশ্রয় দানের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। বছরে প্রায় ১০,০০০ পরিবারের জন্য প্রায় ১,০০০ টি ব্যারাক হাউজ নির্মাণ করা হবে। প্রকল্পের আওতায় দক্ষতা উন্নয়ন, সচেতনতা সৃষ্টি এবং মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য ৫০,০০০ পরিবারকে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে যাতে ব্যয় হবে ১০ কোটি টাকা। আবার এ ৫০,০০০ পরিবারকে পরিবার পিছু গড়ে ১০,০০০ টাকা করে ঋণ সুবিধাও দেয়া হবে। এ উদ্দেশ্যে প্রকল্পে ঋণ বাবদ ৫০ কোটি টাকার সংস্থান রাখা হয়েছে। জানুয়ারী, ২০০২ পর্যন্ত ৩৯৫টি সমবায় সমিতি গঠন করে ৫২,৮৯১ জন (২৫,৩৮০ জন পুরুষ ও ২৭,৫১১ জন মহিলা) কে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। অন্যদিকে ফেব্রুয়ারী, ২০০২ পর্যন্ত নির্মিত ৪,৩০৩টি ব্যারাক হাউজে ৪৩,০৩০টি পরিবারকে পুনর্বাসিত করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৬৯৭টি ব্যারাক হাউজের নির্মাণ কাজ চলছে যেখানে আরও ৬,৯৭০টি পরিবারকে পুনর্বাসিত করা হবে। এ কার্যক্রমের জন্য ২০০১/০২ অর্থ বছরে ৩৬.০০ কোটি টাকা (সংশোধিত) বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

এ ছাড়া উন্নয়ন বাজেটের আওতায় সরাসরি দারিদ্র্য বিমোচনে অবদান রাখার লক্ষ্যে আদর্শ গ্রাম, সমন্বিত মৎস্য কার্যক্রমের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন, পশু সম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রমে আত্মকর্মসংস্থান, গ্রামীণ মহিলাদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি, কৃষি বহুমুখীকরণ ও নিবিড়করণ, তাঁতীদের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচী, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের মাধ্যমে আত্ম-কর্মসংস্থান, দারিদ্র্য বিমোচনে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ বৃদ্ধিকরণ, সামাজিক ক্ষমতায়ন, পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন, পল্লী বিদ্যুতায়ন, গ্রামীণ স্যানিটেশন প্রকল্প, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম, মাধ্যমিক স্তরের ছাত্রীদের উপ-বৃত্তি প্রদান, মসজিদ ভিত্তিক দারিদ্র্য বিমোচন, পল্লী মাতৃকেন্দ্রের মাধ্যমে জনসংখ্যা কার্যক্রম জোরদারকরণ, সম্প্রসারিত পল্লী সমাজকর্ম, দরিদ্র মহিলাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, যুব প্রশিক্ষণ ও আত্মকর্মসংস্থান ইত্যাদি কর্মসূচী বাস্তবায়িত হচ্ছে।

পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মসূচী

স্থানীয় সরকার ও প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)ঃ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়াধীন এ অধিদপ্তর বিভিন্ন অবকাঠামোমূলক উন্নয়ন প্রকল্প, বিশেষ করে পল্লী অঞ্চলে গ্রামীণ সড়ক, গ্রোথ সেন্টার, বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়ন করে আসছে। এতে পল্লী অঞ্চলে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে। ১৯৯১/৯২ হতে ২০০১/০২ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত প্রায় ৭৮.১২ কোটি জন দিবস কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে। এ সময়ে মোট ৬১,২৩৩ কি.মি.(কাঁচা রাস্তা ৩৮,৪৮২ কিঃ মিঃ এবং পাকা রাস্তা ২২,৭৫১ কিঃ মিঃ) বি-টাইপ ফিডার রাস্তা ও গ্রামীণ সড়ক এবং ২,৯৩,৬১২ মিটার ব্রীজ/কালভার্ট নির্মিত হয়েছে। এছাড়াও ১,৩৪০টি গ্রোথ সেন্টারের উন্নয়ন করা হয়েছে। ২০০১/০২ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত ৪.৬৭ কোটি জন দিবস কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে (সারণী ১৩.২২)।

সারণী ১৩.২২ঃ এলজিইডি'র অধীনে পল্লী অবকাঠামোগত উন্নয়ন কর্মসূচী

কার্যক্রম	জুন'৯৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভুত	১৯৯৮/৯৯	১৯৯৯/০০	২০০০/০১	২০০১/০২ (ফেব্রু'০২ পর্যন্ত)	ফেব্রু.'০২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভুত
কাঁচা রাস্তা (কিঃ মিঃ)	১৪৮৪৪	৫৮৮৮	৫৫২৫	১০১০২	২১২৩	৩৮৪৮২
পাকা রাস্তা (কিঃ মিঃ)	১১৬২১	১৯৪৬	২১৪২	৩৮৭০	৩১৭২	২২৭৫১
ব্রীজ/কালভার্ট (মিটার)	১১৮৮৭৬	৩৪৭৫৭	৪৬৪৪৮	৬৭৪৪৯	২৬০৮২	২৯৩৬১২
গ্রোথ সেন্টার (সংখ্যা)	৬২৩	২১৩	১৭৬	২২৫	১০৩	১৩৪০
কর্মসংস্থান সৃষ্টি (লক্ষ জন দিবস)	৩৪৬৪.৩১	১১৪১.৩৪	১৫৬৫.৯৫	১১৭৩.০০	৪৬৭.৩১	৭৮১১.৯১

উৎসঃ এলজিইডি

নগর দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচীঃ সরকার নগর দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে নগর অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করছে। এর পাশাপাশি ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচীও অব্যাহত রয়েছে। ১৯৮৭ হতে ১৯৯৫ পর্যন্ত এলজিইডি'র অধীনে জাতিসংঘ শিশু তহবিল (ইউনিসেফ)-এর আর্থিক সহায়তায় বস্তি উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে ৪টি সিটি কর্পোরেশন ও ২১টি পৌরসভার নির্বাচিত বস্তির দরিদ্র জনগোষ্ঠির পারিবারিক আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রায় ২.৫০ কোটি টাকা আবর্তক ঋণ প্রদান করা হয়। এ প্রকল্প হতে প্রদানকৃত আবর্তক ঋণ তহবিল পরবর্তী পর্যায়ে বৃদ্ধি পেয়ে ৩.২২ কোটি টাকায় উন্নীত হয় যা উক্ত ৪টি সিটি কর্পোরেশন ও ২১টি পৌরসভার তত্ত্বাবধানে 'আরবান বেসিক সার্ভিস ডেলিভারী' প্রকল্পে আবর্তক ঋণ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এ প্রকল্পগুলোর অভিজ্ঞতার আলোকে বর্তমানে উক্ত সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভার সরাসরি ব্যবস্থাপনায় দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে আবর্তক ঋণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এ ছাড়াও এলজিইডি'র আওতায় মাঝারী শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-২, স্থানীয় অংশীদারিত্বের মাধ্যমে নগর দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্প ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা (ইউএসএআইডি)-এর সহায়তায় সমন্বিত খাদ্য নিরাপত্তা কর্মসূচী-এর মাধ্যমে আত্ম-কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ করা হচ্ছে। মাঝারী শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-২-এর আওতায় ১৯৯৫-৯৬ সাল হতে ২২টি পৌরসভার ১১৯টি বস্তিতে ১৪,০৬১টি পরিবারকে ৪.২৩ কোটি টাকা ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। আবার ইউএসএআইডি'র সহায়তায় সমন্বিত খাদ্য নিরাপত্তা কর্মসূচীর আওতায় ১৯৯৯-২০০০ অর্থবছর হতে যশোর টঙ্গী, দিনাজপুর ও ময়মনসিংহ পৌরসভার বস্তি এলাকায় ২৪,৮৪৮টি পরিবারকে ১৪.৯৫ কোটি টাকা আবর্তক ঋণ দেয়া হয়েছে। আরও ৮,৩৯৫টি পরিবারকে ৪.৬৬ কোটি টাকার আবর্তক ঋণ দেয়া হবে।

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)ঃ সমগ্র দেশব্যাপী সমবায় ও অনানুষ্ঠানিক গ্রুপ নেটওয়ার্কের মাধ্যমে বিআরডিবি বাংলাদেশ সরকার ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার আর্থিক ও কারিগরী সহায়তায় পল্লী উন্নয়ন বিশেষ করে, পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। দরিদ্রের টার্গেট গ্রুপের মধ্যে রয়েছে ক্ষুদ্র কৃষক (০.৫০ একর পর্যন্ত) বিত্তহীন মহিলা ও পুরুষ। ঋণ ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের সাথে রয়েছে পরিবার পরিকল্পনা, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা কর্মসূচী। ১৯৯০/৯১ হতে ২০০১/০২ অর্থবছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত ৪৪৯টি উপজেলায় ৫৪,২০৪টি সমিতির অধীনে ১৪.০৬ লক্ষ সদস্যকে ২০০৫.০৯ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে যার বিপরীতে আদায় হয়েছে ১৬৯৬.৬৭ কোটি টাকা। দারিদ্র্য বিমোচনে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য প্রকল্পসমূহের মধ্যে রয়েছে ২৭টি উপজেলায় পল্লী উন্নয়ন-৫, ১৫২টি উপজেলায় রুরাল লাইভলীহুড প্রকল্প, ১২৩টি উপজেলায় পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্প, বৃহত্তর যশোর জেলার ২১টি উপজেলায় মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থান প্রকল্প, ৩৭৭টি উপজেলায় ক্ষুদ্র ও বর্গাচাষী উন্নয়ন প্রকল্প, ২০০টি উপজেলায় সমন্বিত মহিলা উন্নয়ন প্রকল্প, সিলেট, রাজশাহী ও পটুয়াখালী জেলার ৭টি উপজেলায় দারিদ্র্য বিমোচনে স্থানীয় জনগণের অংশ গ্রহণের মাধ্যমে সামাজিক উন্নয়ন প্রকল্প।

পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশনঃ এ ফাউন্ডেশনটি গত ৩০শে এপ্রিল, ২০০০ তারিখে পল্লী উন্নয়ন-১২ প্রকল্পের ১৩৯টি থানা বিত্তহীন কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির যাবতীয় সম্পদ ও লোকবল নিয়ে গঠিত হয়েছে। এর লক্ষ্য গ্রাম বাংলার দরিদ্র ও অসুবিধাগ্রস্ত ব্যক্তিদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতি বৃদ্ধি এবং নারী-পুরুষের সমতার বিকাশ সাধন। ১৯৮৪ সাল থেকে পল্লী উন্নয়ন-২ ও পরবর্তীতে পল্লী উন্নয়ন-১২-এর সফল কার্যক্রমের ফলশ্রুতিতে ফাউন্ডেশনের জন্য ১৩৪ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার সম্পদের একটি ক্রমপুঞ্জিভূত শক্তিশালী আর্থিক ভিত গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছে। ডিসেম্বর'০১ পর্যন্ত ৮০৮ কোটি ০৪ লক্ষ টাকা বিত্তহীনদের নিকট ঋণ হিসাবে বিতরণ করা হয়েছে এবং যার মধ্যে আদায়যোগ্য ঋণ হল ৭৬৬ কোটি ১২ লক্ষ টাকা। একই সময়ে ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ আদায়ের পরিমাণ ৭৩৬ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা (ঋণ আদায়ের হার ৯৬%)। বিত্তহীন সদস্যরা সঞ্চয় হিসাবে ৪০ কোটি ৮৪ লক্ষ টাকা জমা করেছে। এর আওতায় মোট সমিতি রয়েছে ১৫,৪৬২টি এবং সুবিধাভোগীর সংখ্যা ৪ লক্ষ ২০ হাজার ১৬৮ জন।

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমীঃ বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, কুমিল্লা ৮টি জেলার ৩০টি থানায় ক্ষুদ্র কৃষক ও ভূমিহীন শ্রমিক উন্নয়ন প্রকল্প নামে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পের মাধ্যমে ক্ষুদ্র কৃষক, ভূমিহীন মজুর ও দরিদ্র মহিলাদেরকে বিভিন্ন অনানুষ্ঠানিক গ্রুপে সংগঠিত করে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান এবং তাদের আয় বৃদ্ধি ও মূলধন গঠনের জন্য ঋণ দেয়া হচ্ছে। প্রথমোক্ত প্রকল্পটি ছাড়াও সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচী (সিভিডিপি) পরিচালিত হচ্ছে। ২০০১ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ৭৬ হাজারের অধিক সুবিধাভোগীর মধ্যে মোট প্রায় ৭০.২০ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। ঋণ আদায়ের হার ৯১.২৭% (সারণী ১৩.২৮)।

পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বগুড়া)ঃ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচী, প্রাথমিক বনায়ন ও ক্ষমতায়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। ডিসেম্বর, ২০০১ পর্যন্ত এসব প্রকল্পে মোট ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ বিতরণের পরিমাণ ৬.৬১ কোটি টাকা এবং আদায়ের পরিমাণ ৬.৩৫ কোটি টাকা (সারণী ১৩.২৮)।

ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচী

এনজিও'দের কার্যক্রম

বিভিন্ন বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ (এনজিও) জুন, ২০০১ পর্যন্ত ১৪,৩৯৮.৩২ কোটি টাকা ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ করেছে (সারণী ১৩.২৩)। এসব ক্ষুদ্র ঋণের সুবিধাভোগীর সংখ্যা ১১৬.০৫ লাখ। এসব ঋণের শতকরা ২৩.৫০ ভাগ ও শতকরা ৯.১৫ ভাগ যথাক্রমে পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন ও স্থানীয় ব্যাংকসমূহ হতে সংগৃহীত হয় (সারণী ১৩.২৪)।

বাংলাদেশ রুরাল এডভান্সমেন্ট কমিটি (ব্র্যাক)ঃ ১৯৭২ সালে প্রধানত ত্রাণ কার্যক্রমের জন্য গঠিত ব্র্যাক বর্তমানে বহুমুখী কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এর মধ্যে রয়েছে ঋণ প্রদান, শিশু ও বয়স্কদের জন্য অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা, মহিলাদের অধিকার সম্বন্ধীয় আইনগত পরামর্শ দান ইত্যাদি। ডিসেম্বর,২০০১ পর্যন্ত ৬৪টি জেলার ৪৬০টি উপজেলায় প্রায় ৪১.৩৮ লক্ষ সুবিধাভোগীকে (মহিলা ৯৯%) ৬৯৫৩.৭৮ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে এবং ঋণ আদায়ের হার ৯৮.৮৫% (সারণী ১৩.২৫)। ডিসেম্বর,২০০১ পর্যন্ত সময়ে উপকারভোগী গ্রুপের সঞ্চয়ের পরিমাণ ৪৩০ কোটি টাকা ।

সারণী ১৩.২৩ঃ প্রধান ৪ (চার)টি এনজিও-র ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ কর্মসূচী (জুন'০১ পর্যন্ত)

(কোটি টাকায়)

এনজিও	সদস্য (হাজারে)			মোট-এর %	ক্রমপুঞ্জিভূত বিতরণ	মোট বিতরণ-এর %	আদায়ের হার	সঞ্চয়	মোট সঞ্চয়ের %
	মহিলা	পুরুষ	মোট						
১। ব্রাক	৩৬৫৪	৮১	৩৭৩৫	৩২.১৮	৬১৭৩.৬৫	৪২.৮৮	৯৮.৬০	৩৯৭.৪৩	৪১.৪৪
২। প্রশিকা	১৩৪২	৯৫৫	২২৯৭	১৯.৭৯	১৬৫২.৫৬	১১.৪৮	৯৩.০০	১১৮.০৫	১২.৩১
৩। আশা	১২৭২	৬০	১৩৩২	১১.৪৯	৩০৪৫.০৪	২১.১৫	৯৯.৯০	১৪৮.০৯	১৫.৪৪
৪। স্বনির্ভর বাংলাদেশ	৫২৭	১৮৯	৭১৬	৬.১৭	২২৯.৪৬	১.৫৯	৮৪.৭১	১৭.৫১	১.৮৩
মোট (অন্যান্য এনজিওসহ)	৯৮৩০	১৭৭৫	১১৬০৫	১০০.০০	১৪৩৯৮.৩২	১০০.০০	৯৫.৪০	৯৫৯.০৭	১০০.০০

উৎসঃ সিডিএফ ষ্ট্যাটিসটিকস, ভলিউম ১২

সারণী ১৩.২৪ঃ এনজিও-দের ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ ও ঘূর্ণায়মান ঋণ তহবিলের উৎস

(কোটি টাকায়)

উৎস	জুন'৯৭	জুন'৯৮		জুন'৯৯		জুন'০০		জুন'০১	
	%	তহবিল	%	তহবিল	%	তহবিল	%	তহবিল	%
১। পিকেএসএফ	১২.৪৭	২৮৮.০৮	১৮.৯৭	৪৭৮.৪০	২৩.৪৮	৬৫৯.৭৭	২৪.০৩	৭৫৯.৮৭	২৩.৫০
২। স্থানীয় ব্যাংক	১৪.৮২	১৮৩.৩৬	১২.০৭	২৩৪.৩০	১১.৫০	৩১০.০০	১১.২৯	২৯৫.৯৬	৯.১৫
৩। বৈদেশিক অনুদান	৩৩.৫১	৩৯৪.২৯	২৫.৯৬	৪১৫.৭০	২০.৪১	৪৬৪.৮২	১৬.৯৩	৫৬৩.৩০	১৭.৪৩
৪। সদস্যদের সঞ্চয়		৩০২.০২	১৯.৮৯	৪৮১.৩০	২৩.৬৩	৬৯৪.৩৫	২৫.২৯	৮৩২.১৯	২৫.৭৪
৫। সার্ভিস চার্জ		২২৭.৫৩	১৪.৯৮	২৩৩.৮০	১১.৪৮	৩৮৬.২১	১৪.০৬	৫৫৬.৩৩	১৭.২১
৬। অন্যান্য	৩৯.২০	১২৩.৫৫	৮.১৩	১৯৩.৬০	৯.৫০	২৩০.৯০	৮.৪০	২২৫.১৮	৬.৯৭
মোট	১০০.০০	১৫১৮.৮০	১০০.০০	২০৩৭.১০	১০০.০০	২৭৪৬.০০	১০০.০০	৩২৩২.৮৩	১০০.০০

উৎসঃ সিডিএফ ষ্ট্যাটিসটিকস, ভলিউম ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১ ও ১২।

১৭—

সারণী ১৩.২৫ঃ প্রধান প্রধান এনজিওসমূহের ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচীর খতিয়ান

(কোটি টাকায়)

এনজিও	ডিসেঃ ১৯৯৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত	১৯৯৮	১৯৯৯	২০০০	২০০১	ক্রমপুঞ্জিভূত (ডিসেম্বর'০১পর্যন্ত)
আশা						
বিতরণ	৭৩৬.২৯	৪৩২.৮১	৬৬১.৯৩	৭৭৮.২৩	৯৯৬.৬৭	৩৬০৫.৯৩
আদায়	৫৬৯.৪৪	৩৭৮.৫৭	৫১৩.৫৯	৭৪৯.১৪	৮৫৭.৬৩	৩০৬৮.৩৭
আদায়ের হার (%)	৯৯.৯৩	৯৯.৯৬	৯৯.৯৩	৯৯.৯০	৯৯.৯৩	৯৯.৭৯
			ডিসেম্বর'৯৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত			
শাখার সংখ্যা	৬৮৬		৮০০			১০৬০
গ্রামের সংখ্যা	১২৬৯১		২২০৭৮			২৯৯৯৮
সুবিধাভোগীর সংখ্যা	১১৪৪৫৪১		১৪৬৭১৪৫			১৫৭৯৩৭২
মহিলা	১০৫৯৫৫৩		১৩৫৫৬৫৭			১৫১১৫৬১
পুরুষ	৮৪৯৮৮		১১১৪৮৮			৬৭৮১১
ব্র্যাক						
বিতরণ	২১৫৯.৮০	৮৪৫.১০	১০৮৪.৩০	১৩৫৪.৬০	১৫০৯.৯৮	৬৯৫৩.৭৮
আদায়	১৭৮৮.৮৬	৭১১.৩৯	৯১৬.৪৩	১২৫৩.৯২	১৪৫৭.৪৭	৬১২৮.০৭
আদায়ের হার (%)	৯৮.৩০	৯৮.২০	৯৮.৪০	৯৮.৬০	৯৮.৮৫	৯৮.৮৫
			ডিসেম্বর'৯৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত			
গ্রামের সংখ্যা	৩৭৭৪০		৫০৯১০			৬২৯৯১
গ্রামীণ সংগঠনের সংখ্যা	৬৩৮৪৬		৯০৯৫০			১০৯২৮৮
সুবিধাভোগীর সংখ্যা	২২৩৪৬৬৮		৩৩৪৮৬৪৬			৪১৩৮১৩৩
মহিলা	২১২২৯৩৫		৩২৫৬৬১১			৪০৮০০৬৭
পুরুষ	১১১৭৩৩		৯২০৩৫			৫৮০৬৬
প্রশিকা						
বিতরণ	৫৪১.১৯	২৭৭.৩৬	৩১২.০৯	৩২৭.৯৫	৩৯৪.১০	১৮৫২.৬৯
আদায়	৩৯২.৯৬	২৩৪.৮২	২৯১.৪০	৩৩০.২০	৩৬০.০৭	১৬০৯.৪৫
আদায়ের হার (%)	৯৭.০০	৯৬.০০	৯৭.০০	৯৫.০০	৯৩.০০	৯৩.০০
			ডিসেম্বর'৯৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত			
গ্রাম ও বস্তির সংখ্যা	১১৪৩৮		১৪৫৫৯			২৩৯৪৩
গ্রুপ-এর সংখ্যা	৭৪৬২৩		৯৯০৯৬			১৩৮৫৫৪
সুবিধাভোগীর সংখ্যা	১৪১৭৮৩৭		১৮৯৯৬৬০			২৬৪৫৩৯৩
মহিলা	৮৫৬৭০২		১১৫৩৯৫০			১৫৬৮৯২৪
পুরুষ	৫৭১১৩৫		৭৪৫৭১০			১০৭৬৪৬৯
স্বনির্ভর						
বিতরণ	১৫০.১৪	১৫.৪৬	১৯.০৪	২৯.৩৬	৩৯.৮৬	২৫৩.৮৬
আদায়	১২১.২৬	৬.৫৯	১৩.১০	২১.৩১	৩১.৭২	১৯৩.৯৮
আদায়ের হার (%)	৯০.৫০	৮২.৬২	৯১.৫৪	৮৩.২৪	৯৫.৬৫	৮৫.২৭
			ডিসেম্বর'৯৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত			
গ্রুপ	-		১৩৮৭০৫			১৫০৩৭৩
সুবিধাভোগীর সংখ্যা	-		৬৯৩৫২৫			৭৫১৮৬৫
মহিলা	-		৫০৯২৯২			৫৬০২৬১
পুরুষ	-		১৮৪২৩৩			১৯১৬০৪

উৎসঃ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান।

আশাঃ আশা ১৯৯২ সাল হতে ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচী পরিচালনা করে আসছে। ২০০১ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ ৩,৬০৫.৯৩ কোটি টাকা এবং আদায়ের পরিমাণ ৩,০৬৮.৩৭ কোটি টাকা। আদায়ের হার ৯৯.৭৯%। উপকারভোগীর সংখ্যা ১৫.৭৯ লাখ যার মধ্যে মহিলার সংখ্যা ৯৫.৭১% (সারণী ১৩.২৫)।

প্রশিকাঃ ১৯৭৬ সালে স্থাপিত এ সংস্থাটি বহুমুখী কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এর মধ্যে রয়েছে ঋণ প্রদান, মৎস্য ও পশু সম্পদ উন্নয়ন, রেশম সম্পদ উন্নয়ন, সেচ কর্মসূচী, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, নলকূপ স্থাপন ও বিতরণ, পরিবেশ সম্মত কৃষি, সামাজিক বনায়ন ও গৃহায়ন কর্মসূচী ইত্যাদি। ডিসেম্বর, ২০০১ পর্যন্ত ৫৭টি জেলার ২২,০১৯টি গ্রাম ও ১,৯২৪টি বস্তির ২৬.৪৫ লক্ষ সদস্য/সদস্যাকে (মহিলা ৫৯.৩১%) ১,৮৫২.৬৯ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে। ঋণ আদায়ের হার ৯৩% (সারণী ১৩.২৫)।

স্বনির্ভর বাংলাদেশঃ ১৯৭৫ সালে স্থাপিত এ সংস্থাটি ঋণদান কর্মসূচীর পাশাপাশি জন্ম নিয়ন্ত্রণ এবং মাতৃ শিশু পরিচর্যা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বর্তমানে ১৬৮টি উপজেলায় ১৩,০০০টি গ্রামে এর কার্যক্রম বিস্তার লাভ করছে। ডিসেম্বর'০১ পর্যন্ত প্রায় ৭.৫২ লক্ষ ঋণ গ্রহীতাকে ২৫৩.৮৬ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে যার মধ্যে মহিলা ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা প্রায় ৫.৬০ লক্ষ(৭৫%)। ঋণ আদায়ের হার ৮৫.২৭% (সারণী ১৩.২৫)।

তিনটি জন-প্রতিষ্ঠানের ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচীঃ

গ্রামীণ ব্যাংকঃ ১৯৮৩ সালে এক অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে এ ব্যাংক স্থাপিত হলেও এর কার্যক্রম একটা পরীক্ষামূলক প্রকল্পের অধীনে ১৯৭৬ সালে শুরু হয় এবং বিত্তহীনদের সংগঠিত করে ঋণের মাধ্যমে তাদের আয়, পুঁজি ও সম্পদ গঠনের উদ্দেশ্যে এর কার্যক্রম বিস্তার লাভ করে। ডিসেম্বর, ২০০১ পর্যন্ত ১,১৭৩টি শাখার মাধ্যমে ৪০,৪৪৭টি গ্রামে প্রায় ২৩.৭৯ লক্ষ সদস্য/সদস্যাকে (মহিলা প্রায় ৯৫%) ১৫,৪১০.৫০ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে। এ সময়ে ঋণ আদায়ের পরিমাণ ১৪,১৩৭.১৫ কোটি টাকা (সারণী ১৩.২৬)। আয়বর্ধক কর্ম-সংস্থানমূলক কার্যক্রম ব্যতীতও গ্রামীণ ব্যাংক দরিদ্রদের জন্য অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে যেমন, গৃহ নির্মাণ। ডিসেম্বর'০১ পর্যন্ত গৃহ নির্মাণ বাবদ ৭৫৬.৫৬ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)ঃ ১৯৯০ সালে স্থাপিত এ প্রতিষ্ঠানটি সহযোগী সংস্থা (এনজিও) এর মাধ্যমে লক্ষ্য ভিত্তিক দরিদ্রের (০.৫০ একর জমি মালিকানা পর্যন্ত এবং বিত্তহীন জনগোষ্ঠী) ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করে আসছে। ঋণ প্রদান কার্যক্রমের মধ্যে ধান ভাঙ্গা, নার্সারী, বেতের কাজ, গরু মোটাতাজাকরণ, হাঁস-মুরগী পালন, রিক্সা ও ভ্যান ক্রয় এবং অন্যান্য ক্ষুদ্র ব্যবসা উল্লেখযোগ্য। ডিসেম্বর'০১ পর্যন্ত ১৮৪টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে প্রায় ৩৫.০৭ লক্ষ ঋণ গ্রহীতাকে (মহিলা ৮৬.৪৩%) ১,০৪০.৮৯ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে এবং ঋণ আদায়ের হার ৯৮.১২% (সারণী ১৩.২৬)।

সারণী ১৩.২৬ঃ তিনটি বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানের ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচী

(কোটি টাকায়)

প্রতিষ্ঠান	জুন'৯৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত	১৯৯৭/৯৮	১৯৯৮/৯৯	১৯৯৯/০০	২০০০/০১	২০০১/০২ (ডিসেম্বর পর্যন্ত)	ডিসেম্বর'০১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত
গ্রামীণ ব্যাংক							
বিতরণ	৭৯০৯.২০	১৯০৭.৯১	১৮৫৫.৩৫	১৪৩১.৬২	১৬০০.৭৯	৭০৫.৬৩	১৫৪১০.৫০
আদায়	৬৬৩৪.৮০	১৬৯০.৫০	১৮৩৬.৮৬	১৬২৬.৩২	১৬০১.২২	৭৪৭.৪৫	১৪১৩৭.১৫
আদায়ের হার (%)	৯৭.১২	৯৪.০৪	৯২.২৮	৮৮.৭৭	৮৯.১৮	৯১.০০	৯২.০০
		ডিসেম্বর'৯৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত					
শাখার সংখ্যা	১০৮৬		১১৪১				১১৭৩
গ্রামের সংখ্যা	৩৭১০৯		৩৯৩৯৫				৪০৪৪৭
সুবিধাভোগীর সংখ্যা	২১৫৭৯০৫		২৩৬৯৪৫৮				২৩৭৮৬০১
মহিলা	২০৩৭২৮৬		২২৪৫৭৬২				২২৫৭০১২
পুরুষ	১২০৬১৯		১২৩৬৯৬				১২১৫৮৯
পিকেএসএফ							
বিতরণ	১৮৯.১৬	১৭৮.৬১	১৯৮.৭০	২২৭.২৩	১০৪.৮০	১৪২.৩৯	১০৪০.৮৯
আদায়	৬৭.০৮	৩৯.৮৫	৪৬.৮৩	৫৬.০৭	৬৬.২৭	৩৯.৫৬	৩১৫.৬৬
আদায়ের হার (%)	৯৭.৮২	৯৮.০৩	৯৮.২১	৯৮.১৭	৯৮.৩০	৯৬.৮৭	৯৮.১২
		ডিসেম্বর'৯৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত					
সহযোগী সংগঠন	১৪০		১৭০				১৮৪
সুবিধাভোগীর সংখ্যা	৬৭২১১৯		১৫৩৩১১৭				৩৫০৬৬৪০
মহিলা	৬১৫৫৪৩		১৩৯৮২৫০				৩০৩০৬৪০
পুরুষ	৫৬৫৭৬		১৩৪৮৬৭				৪৭৬০০০
বিআরডিবি							
বিতরণ	৭৩৬.৭০	২৯৫.৬৬	৩০৪.৯৫	৩০৫.৭৭	২১৯.৮০	১৪২.২১	২০০৫.০৯
আদায়	৬২১.৩৬	২০৫.৭৬	২৬৬.৯৩	২৭১.০৩	২০৫.৪৪	১২৬.১৫	১৬৯৬.৬৭
আদায়ের হার (%)	৮৫.৫৯	৮৮.৯১	৯৬.০০	৯০.১৭	৯৩.৪৭	৯৫.০০	৯৩.০০
		ডিসেম্বর'৯৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত					
সমিতি			-				৫৪২০৪
সুবিধাভোগীরসংখ্যা			-				১৫৭৯৪৮৭
মহিলা			-				৯৮৭০৭১
পুরুষ			-				৫৯২৪১৬

উৎসঃ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ।

দারিদ্র্য বিমোচনে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহও অংশগ্রহণ করছে। এ কর্মসূচীর অধীনে ভূমিহীন ক্ষুদ্র কৃষককে ঋণ সরবরাহ করা হয়। এনজিওসহ বিভিন্ন সংস্থার (পূর্বে উল্লিখিত) মাধ্যমে এ ঋণ সরবরাহ করা হয় এবং এক্ষেত্রে ব্যাংকসমূহের নিজস্ব কর্মসূচীও রয়েছে। সারণী ১৩.২৭-এ কয়েকটি ব্যাংকের প্রদত্ত ঋণ দেখানো হয়েছে। ডিসেম্বর, ২০০১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ বিতরণের পরিমাণ ৭,৯৪২.০৭ কোটি টাকা এবং আদায়ের পরিমাণ ৭,৫৩৭.০৫ কোটি টাকা। আদায়ের হার ৯৪.৯০% এবং মোট সুবিধাভোগীর সংখ্যা ১ কোটি ১৫ লক্ষ ৩০ হাজার ৩৭৫ জন।

সারণী ১৩.২৭ঃ জাতীয়করণকৃত তফসিলী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ পরিস্থিতি[২৬]

(কোটি টাকায়)

ব্যাংক	১৯৯৬/৯৭ ক্রমপুঞ্জিভূত	১৯৯৭/৯৮	১৯৯৮/৯৯	১৯৯৯/০০	২০০০/০১	২০০১/০২ (ডিসেম্বর পর্যন্ত)	ডিসেম্বর, ২০০১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত
সোনালী ব্যাংক							
বিতরণ	২৮১৩.৯২	২৯৪.৯৩	২৫৫.৪৮	১৬৭.৪৫	৩৩০.৪৩	১৫৬.৯৬	৪২৫২.১৯
আদায়	২৪৮৮.৭৮	২৭৬.১০	১২৩.৬১	২৪৩.৯২	৩৪৫.৫০	২০১.১৯	৪২২৫.৩৬
আদায়ের হার (%)	৮৮.৪৫	৯৩.৬২	৪৮.৩৮	১৪৫.৬৭	১০৪.৫৬	১২৮.১৮	৯৯.৩৭
সুবিধাভোগীর সংখ্যা	৪৪১০০০০	৭৩০০০০	৫০০০০০	১৮৬৪৫৭	৪৯০৮১৫	২২৭০৩৬	৬৫৪৪৩০৮
অগ্রনী ব্যাংক							
বিতরণ	৬৩৬.৭৮	১০০.১৮	১৯৫.৭৫	১২৯.০৪	৯১.৩৪	৪৯.২০	১২০২.২৯
আদায়	৬৪৫.২৯	৮৭.০৫	১৪১.৭৫	১২৫.১১	১১৩.৭৪	৫১.৭০	১১৬৪.৬৪
আদায়ের হার (%)	১০১.৩৪	৮৬.৮৯	৭২.৪১	৯৬.৯৫	১২৪.৫২	১০৫.০৪	৯৬.৮৭
সুবিধাভোগীর সংখ্যা	২২৮৮০৮২	১১৪৭২৩	২৪০৬০০	১৪৪০১৯	৭৫৪৮৫	৩৫৭২৪	২৮৯৮৬৩৩
জনতা ব্যাংক							
বিতরণ	১০২১.২১	৯৫.০৬	১৪২.২১	১১১.৯২	১৩১.৯৩	৫৮.৩৭	১৫৬০.৭১
আদায়	৮৯৩.১৮	১০৬.৪২	৭৮.৩১	১১৬.৮৯	১২৭.৩১	৭৯.০৭	১৪০১.১৮
আদায়ের হার	৮৭.৪৬	১১১.৯৫	৫৫.০৭	১০৪.৪৪	৯৬.৫০	১৩৫.৪৬	৮৯.৭৮
সুবিধাভোগীর সংখ্যা	২৮৭৩৬৮	২৮৭৭৫	২৫৬৭০	৮৮৭৭৮	৮৯৫০০	৪০০০০	৫৬০০৯১
রূপালী ব্যাংক লিঃ							
বিতরণ	১৭.১৮	০.৪৮	০.৮৪	০.৮৯	১.০৫	০.৪৮	২০.৯২
আদায়	১৫.৯৫	০.৬৪	০.৫৩	০.৮০	১.১০	০.৫৪	১৯.৫৬
আদায়ের হার (%)	৯২.৮৪	১৩৩.৩৩	৬৩.১০	৮৯.৮৯	১০৪.৭৬	১১২.৫০	৯৩.৫০
সুবিধাভোগীর সংখ্যা	২৩২৭৪	৬৩১	১২৯০	১৩০২	১১৮৯	৫২৭	২৮২১৩
বংলাদেশ কৃষি ব্যাংক							
বিতরণ	২৪৩.২৪	৯৮.১০	১৪৪.৪৩	১২৩.৩৮	১২০.৩৬	৪৭.৬৮	৭৭৭.১৯
আদায়	১৬৭.৫৫	৭৬.৪৪	১০১.৮৪	১১৮.১৭	১১৮.১৮	৪৬.২৬	৬২৮.৪৪
আদায়ের হার (%)	৬৮.৮৮	৭৭.৯২	৭০.৫১	৯৫.৭৮	৯৮.১৯	৯৭.০২	৮০.৮৬
সুবিধাভোগীর সংখ্যা	৫৩৮৪৪৫	১৩৬৮৩৪	৩৭৬৬৩৮	১৩৪৫৫৬	১২০৮৮২	৪৩৮০৮	১৩৫১১৬৩
রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক							
বিতরণ	৫৬.৮৪	৭.২৭	১৩.৪৩	২১.৪৩	২১.৮১	৭.৯৯	১২৮.৭৭
আদায়	৪৪.২৭	৫.৯৬	৮.৪৮	১৪.৭১	১৭.০৬	৭.৩৯	৯৭.৮৭
আদায়ের হার (%)	৭৭.৮৯	৮১.৯৮	৬৩.১৪	৬৮.৬৪	৭৮.২২	৯২.৪৯	৭৬.০৭
সুবিধাভোগীর সংখ্যা	৭১০৫০	৮০৭৭	১৪৯২০	২২৫৬০	২২৯৫০	৮৪১০	১৪৭৯৬৭
মোট							
বিতরণ	৪৭৮৯.১৭	৫৯৬.০২	৭৫২.১৪	৫৫৪.১১	৬৯৬.৯২	৩২০.৬৮	৭৯৪২.০৭
আদায়	৪২৫৫.০২	৫৫২.৬১	৪৫৪.৫২	৬১৯.৬০	৭২২.৮৯	৩৮৬.১৫	৭৫৩৭.০৫
আদায়ের হার (%)	৮৮.৮৫	৯২.৭২	৬০.৪৩	১১১.৮২	১০৩.৭৩	১২০.৪২	৯৪.৯০
সুবিধাভোগীর সংখ্যা	৭৬১৮২১৯	১০১৯০৪০	১১৫৯১১৮	৫৭৭৬৭২	৮০০৮২১	৩৫৫৫০৫	১১৫৩০৩৭৫

উৎসঃ সংশ্লিষ্ট ব্যাংকসমূহ

প্রশাসনিক বিভাগের ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচী

সরকার বিভিন্ন প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ করছে। ডিসেম্বর, ২০০১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ বিতরণের পরিমাণ ৩,৭৭৭.০৭ কোটি টাকা ও আদায়ের পরিমাণ ৩০৩১.৪০ কোটি টাকা। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক গৃহীত ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচীর আওতায় বরাদ্দকৃত মোট অর্থের শতকরা ৫৫.১৩ ভাগ পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের, শতকরা ১২.৭৬ ভাগ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ১২.০৫ ভাগ যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং অবশিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের (সারণী ১৩.২৮)। দারিদ্রি বিমোচনে ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচীকে টেকসই করার লক্ষ্যে সরকার ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা সৃষ্টির প্রতিও অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করছে। এ লক্ষ্যে অর্থ মন্ত্রণালয়সহ মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে। অর্থ মন্ত্রণালয় ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে অগ্রণী ব্যাংকের মাধ্যমে স্মল এন্টারপ্রাইজ ডেভেলপমেন্ট ও মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ ডেভেলপমেন্ট ইউনিট এবং গ্রামীণ মৎস্য ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে কমিউনিটি লাইভষ্টক এন্ড ডেইরী ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

---

[২৬] সারণী ১৩.২৭ ও ১৩.২৮-এ আদায়ের হার ধরা হয়েছে নিম্নরূপঃ
আদায়ের হার= (আদায়/বিতরণ)x ১০০

সারণী ১৩.২৮ঃ প্রশাসনিক বিভাগের ক্ষুদ্র ঋণ পরিস্থিতি

(কোটি টাকায়)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	সংস্থা	ক্রমপুঞ্জিভূত জুন' ৯৮ পর্যন্ত	১৯৯৮/৯৯	১৯৯৯/০০	২০০০/০১	২০০১/০২ (ডিসে.'০১)	ক্রমপুঞ্জিভূত (ডিসে.'০১পর্যন্ত)
অর্থ মন্ত্রণালয়	ব্যাংকিং অনুবিভাগঃ বিতরণ আদায় এবং হার (%) অংশ(%)	৩৫.১৯ ১৬.৯৯(৪৮.২৮) ২.১২	৩৪.৬২ ১৮.৩৬ (৫৩.০৩) ৬.৩৬	৪০.৫৩ ৩২.৩০(৭৯.৬৯) ৭.৭৮	৩৬.৩০ ২৬.৫৩(৭৩.০৯) ৫.৫১	২৪.৬৫ ২৬.৬৯(১০৮.২৮) ৬.২২	১৭১.২৯ ১২০.৮৭(৭০.৫৬) ৪.৫৩
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	বিআরডিবিঃ বিতরণ আদায় এবং হার (%) অংশ (%)	১০৩২.৩৬ ৮২৭.১২(৮০.১২) ৬২.৩৪	৩০৪.৯৫ ২৬৬.৯৩(৮৭.৫৩) ৫৬.০২	৩০৫.৭৭ ২৭১.০৩(৮৮.৬৪) ৫৮.৬৮	২১৯.৮০ ২০৫.৪৪(৯৩.৪৭) ৩৩.৩৬	১৪২.২১ ১২৬.১৫(৮৮.৭১) ৩৫.৮৬	২০০৫.০৯ ১৬৯৬.৬৭(৮৪.৬২) ৫৩.০৯
	বিএআরডিঃ বিতরণ আদায় এবং হার (%) অংশ (%)	৪৪.৪৭ ৩৭.২২(৮৩.৭০) ২.৬৯	৭.৪৪ ৭.১১(৯৫.৫৬) ১.৩৭	৫.৯৮ ৭.৪৭(১২৪.৯২) ১.১৫	৮.১৭ ৮.৩০(১০১.৫৯) ১.২৪	৪.১৪ ৩.৯৭(৯৫.৮৯) ১.০৪	৭০.২০ ৬৪.০৭(৯১.২৭) ১.৮৬
	আরডিএঃ বিতরণ আদায় এবং হার (%) অংশ (%)	১.৮৩ ১.৬৫(৯০.১৬) ০.১১	০.৭৯ ০.৭৮(৯৮.৭৩) ০.১৫	১.৪২ ১.৩৯(৯৭.৮৯) ০.২৭	১.৪১ ১.৪০(৯৯.২৯) ০.২১	১.১৬ ১.১৩(৯৭.৪১) ০.২৯	৬.৬১ ৬.৩৫(৯৬.০৭) ০.১৮
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	মহিলা বিষয়ক অদিপ্তরঃ বিতরণ আদায় এবং হার (%) অংশ (%)	৮১.৯০ ৬১.১৭(৭৪.৬৯) ৪.৯৫	৩৮.৯০ ৩৪.৪০ (৮৮.৪৩) ৭.১৫	১৫.১২ ১৩.৫৩ (৮৯.৪৮) ২.৯০	২০২.২৪ ১০১.৮৪(৫০.৩৬) ৩০.৭০	১২৪.১৫ ১০২.২৪(৮২.৩৫) ৩১.৩১	৪৬২.৩১ ৩১৩.১৮(৬৭.৭৪) ১২.২৪
	জাতীয় মহিলা সংস্থাঃ বিতরণ আদায় এবং হার (%) অংশ (%)	৭.৩৯ ৪.৯৮(৬৭.৩৯) ০.৪৫	২.৯৮ ৩.৬৯ (১২৩.৮৩) ০.৫৫	৪.২৭ ৬.৩১(১৪৭.৭৮) ০.৮২	৪.৪৯ ৮.০৯(১৮০.১৮) ০.৬৮	০.৫৩ ৯.২৪(১৭৪৩.৪০) ০.১৩	১৯.৬৬ ৩২.৩১(১৬৪.৩৪) ০.৫২
সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়	সমাজ কল্যাণ অধি। বিতরণ আদায় এবং হার (%) অংশ (%)	১২০.৭৪ ১১৫.৬৮(৯৫.৮১) ৭.২৯	১৫.৯৯ ১৪.৬৫ (৯১.৬২) ২.৯৪	৭.৫৮ ৬.৯৬ (৯১.৮২) ১.৪৫	১১.৯৯ ৬.৭৭ (৫৬.৪৬) ১.৮২	২৩.২০ ১৩.২১(৫৬.৯৪) ৫.৮৫	১৭৯.৫০ ১৫৭.২৭(৮৭.৬২) ৪.৭৫
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	বিএমইটিঃ বিতরণ আদায় এবং হার (%) অংশ (%)	৫.৭০ ৩.৪০(৫৯.৬৫) ০.৩৪	৩.৯৬ ৪.৬৮(১১৮.১৮) ০.৭৩	২.১৫ ৬.৫৪(৩০৪.১৯) ০.৪১	০.৩৮ ৭.২৮(১৯১৫.৭৯) ০.০৬	- -	১২.১৯ ২১.৯০(১৭৯.৬৬) ০.৩২
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	বিতরণ আদায় এবং হার (%) অংশ (%)	১.৫৬ ১.৫২(৯৭.৪৪) ০.০৯	০.৫৮ ০.৫৫ (৯৪.৮৩) ০.১১	০.৬৪ ০.৬০ (৯৩.৭৫) ০.১২	১.২৭ ১.১৫(৯০.৫৫) ০.১৯	১.০৭ ০.৮১ (৭৫.৭০) ০.২৭	৫.১২ ৪.৬৩ (৯০.৪৩) ০.১৪
মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়	মৎস্য অধিদপ্তরঃ বিতরণ আদায় এবং হার (%) অংশ (%)	৪.৬৬ ২.০৬(৪৪.২১) ০.২৮	৩.১৮ ১.৩০(৪০.৮৮) ০.৫৮	০.২৮ ০.১১(৩৯.২৯) ০.০৫	৬.৮৪ ৫.২০(৭৬.০২) ১.০৪	২.৫০ ২.৬২(১০৪.৮০) ০.৬৩	১৭.৪৬ ১১.২৯(৬৪.৬৬) ০.৪৬
	পশুসম্পদ অধিদপ্তরঃ বিতরণ আদায় এবং হার (%) অংশ (%)	১৭.৮৬ ৫.৭৪ (৩২.১৪) ১.০৮	১৫.২১ ১১.৯৯(৭৮.৮৩) ২.৭৯	২৮.৫৩ ২৮.৪৪(৯৯.৬৮) ৫.৪৭	১২.২১ ১১.৩৯(৯৩.২৮) ১.৮৫	৬.৭৫ ০.০০(০.০০) ১.৭০	৮০.৫৬ ৫৭.৫৬(৭১.৪৫) ২.১৩
শিল্প মন্ত্রণালয়	বিসিকঃ বিতরণ আদায় এবং হার (%) অংশ (%)	৫৩.৬৫ ৩৭.৭০(৭০.২৭) ৩.২৪	১৫.৭৩ ১২.৯৮ (৮২.৫২) ২.৮৯	১৬.৪২ ১৪.৭৮(৯০.০১) ৩.১৫	১৮.৯৭ ১৬.৬০(৮৭.৫১) ২.৮৮	৮.৭৫ ৯.৫১(১০৮.৬৯) ২.২১	১১৩.৫২ ৯১.৫৭(৮০.৬৬) ৩.০১
	সিরোটসি ট্রাস্ট বিতরণ আদায় এবং হার (%) অংশ (%)	১১.১১ ৭.২৪(৬৫.১৭) ০.৬৭	১.৪০ ১.২৭ (৯০.৭১) ০.২৬	০.৬০ ০.৮০ (১৩৩.৩৩) ০.১২	১.০৯ ১.০৬ (৯৭.২৫) ০.১৭	০.৫৬ ০.৪৫ (৮০.৩৬) ০.১৪	১৪.৭৬ ১০.৮২ (৭৩.৩১) ০.৩৯
কৃষি মন্ত্রণালয়	তুলা উন্নয়ন বোর্ডঃ বিতরণ আদায় এবং হার (%) অংশ (%)	২.১৩ ২.২৪(১০৫.১৬) ০.১৩	০.২৭ ০.২৯ (১০৭.৪১) ০.০৫	০.৩৫ ০.৩৭ (১০৫.৭১) ০.০৭	০.১৯ ০.২০(১০৫.২৬) ০.০৩	০.১৯ ০.০০(০.০০) ০.০৫	৩.১৩ ৩.১০ (৯৯.০৪) ০.০৮
	কৃষি সম্প্রঃ অধিদপ্তরঃ বিতরণ আদায় এবং হার (%) হার (%)	১৫.৬৫ ১৬.২৪(১০৩.৭৭) ০.৯৪	৭.৬৮ ৪.৮০ (৬২.৫০) ১.৪১	১০.৫৯ ৭.৩৭ (৬৯.৫৯) ২.০৩	১৬.৩০ ৭.৮৪ (৪৮.১০) ২.৪৭	১৯.৯৬ ১৪.২৮(৭১.৫৪) ৫.০৩	৭০.১৮ ৫০.৫৩(৭২.০০) ১.৮৬
ভূমি মন্ত্রণালয়	বিতরণ আদায় এবং হার (%) অংশ (%)	১৩.৯৫ ১২.১১(৮৬.৮১) ০.৮৪	৮.০০ ৬.০০ (৭৫.০০) ১.৪৭	৭.৩২ ৪.২৪ (৫৭.৯২) ১.৪০	৬.৬৫ ৪.৮৫ (৭২.৯৩) ১.০১	- -	৩৫.৯২ ২৭.২০(৭৫.৭২) ০.৯৫
স্থানীয় সরকার বিভাগ	স্থানীয় সরকার বিভাগঃ বিতরণ আদায় এবং হার (%) অংশ (%)	৩.৯২ ৪.০৯(১০৪.৩৪) ০.২৪	২.২৫ ১.৯৪ (৮৬.২২) ০.৪১	৩.২৯ ২.৭৬ (৮৩.৮৯) ০.৬৩	১৮.৯১ ৩.১৫ (১৬.৬৬) ২.৮৭	১৩.২৫ ৩.০৪(২২.৯৪) ৩.৩৪	৪১.৬২ ১৪.৯৮ (৩৫.৯৯) ১.১০
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরঃ বিতরণ আদায় এবং হার (%) অংশ (%)	২০২.০৭ ১৫৬.১২(৭৭.২৬) ১২.২০	৭৮.১০ ৬০.৩৯ (৭৭.৩২) ১৪.৩৫	৬৮.৭৫ ৪৫.৯৯ (৬৬.৮৯) ১৩.১৯	৮৬.৬৬ ৫০.০৭ (৫৭.৭৮) ১৩.১৫	১৯.৬৬ ৩১.৫৪(১৬০.৪৩) ৪.৯৬	৪৫৫.২৪ ৩৪৪.১১(৭৫.৫৯) ১২.০৫
বস্ত্র মন্ত্রণালয়	তাঁত বোর্ডঃ বিতরণ আদায় এবং হার (%) অংশ (%)	-- --	২.৩৫ - ০.৪৩	১.৫৩ ০.৬০(৩৯.২২) ০.২৯	৪.৯৯ ০.৫৫(১১.০২) ০.৭৬	৩.৮৪ ১.৮৪(৪৭.৯২) ০.৯৭	১২.৭১ ২.৯৯(২৩.৫২) ০.৩৪
মোটঃ	বিতরণ আদায় এবং হার (%) অংশ (%)	১৬৫৬.১৪ ১৩১৩.২৭(৭৯.৩০)	৫৪৪.৩৮ ৪৫২.১১(৮৩.০৫)	৫২১.১২ ৪৫১.৫৯(৮৬.৬৬)	৬৫৮.৮৬ ৪৬৭.৭১(৭০.৯৯)	৩৯৬.৫৭ ৩৪৬.৭২(৮৭.৪৩)	৩৭৭৭.০৭ ৩০৩১.৪০(৮০.২৬)

উৎসঃ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ।

নোটঃ বন্ধনীর ভিতরের সংখ্যা 'আদায়ের হার' নির্দেশ করে। 'অংশ (%)' মোট বিতরণের অংশ হিসেবে দেখানো হয়েছে।

উপর্যুক্ত পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, সরকার, বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ ও বিভিন্ন ব্যাংক দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। মাথাপিছু আয় ও ভোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে। অকৃষি খাতে কর্মকান্ডের বিস্তৃতি ঘটছে ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাচ্ছে। আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডের সাথে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সমাজ কল্যাণমূলক সেবাসমূহ স্বাস্থ্য ও শিক্ষা উন্নয়নে ফলদায়ক প্রভাব রাখছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও মৃত্যু হার হ্রাস পেয়েছে, গড় আয়ুকাল বৃদ্ধি পেয়েছে, পুরুষ ও মহিলা উভয় ক্ষেত্রে শিক্ষার হার বৃদ্ধি পেয়েছে (পরিচ্ছেদ-১২)।

বস্তুতপক্ষে, উল্লেখযোগ্যভাবে দারিদ্র্য বিমোচন তথা অর্থনৈতিক উন্নয়ন একটি বহুমাত্রিক, জটিল ও বিরাট চ্যালেঞ্জের বিষয়। দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন অর্থনীতিতে উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জন। প্রবৃদ্ধি বাড়ায় ও দ্রুত শ্রম চাহিদা সৃষ্টি করে এমন খাতসমূহে অধিকহারে বিনিয়োগ প্রয়োজন। সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে বার্ষিক প্রবৃদ্ধি ৭ থেকে ১০ শতাংশে উন্নীত করা ছাড়া অন্য কোন বিকল্প নেই।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ
বেসরকারী খাত উন্নয়ন

নতুন গণতান্ত্রিক সরকার মুক্ত বাজার অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি হিসেবে সার্বিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে বেসরকারী খাতের সম্পৃক্ততা এবং কার্যকর অংশগ্রহণের অনুকূলে তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণে অঙ্গীকারাবদ্ধ । বাজার অর্থনীতির কাঠামো জোরদার ও দক্ষ বেসরকারী খাতের বিকাশের লক্ষ্যে সংস্কার ও উদারীকরণ কর্মসূচী গভীর ও নিবিড়তর করা হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে সরকার নিয়ন্ত্রণমূলক ভূমিকা পরিহার করে উত্তরোত্তর একটি সহায়ক ভূমিকা গ্রহণ করছে। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সরকারী মালিকানাধীন সংস্থাকে বিরাষ্ট্রীয়করণ করা হচ্ছে। প্রচলিত উৎপাদন খাত ছাড়াও বিদ্যুৎ, জ্বালানী, খনিজ সম্পদ, টেলিযোগাযোগ, বন্দর উন্নয়ন, রেল যোগাযোগ ও বিভিন্ন সেবাধর্মী কর্মকাণ্ডে বেসরকারী খাতের অংশগ্রহণ ক্রমাগত বৃদ্ধি করা হবে।

ব্যক্তি খাতে বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নয়ন

বর্তমান সরকার এমন এক সময় ক্ষমতায় আসে যখন বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা চলছিল। উপরন্তু, ১১ই সেপ্টেম্বর, ২০০১ তারিখে যুক্তরাষ্ট্রে সংগঠিত ঘটনাবলী বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দাকে আরো প্রকট করে তোলে। যার ঋণাত্মক প্রভাব বাংলাদেশের অর্থনীতিতেও পরিলক্ষিত হয়। তৈরি পোশাক ও নীটওয়ার রপ্তানি দ্রুত কমতে থাকে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ১০৮ (একশ আট) কোটি মার্কিন ডলারে নেমে যায়। ক্রমাবনতিশীল অর্থনীতিতে গতি সঞ্চারের জন্য সরকার ১০০ (একশ) দিনের বিশেষ কর্মসূচী গ্রহণ করে। বিনিয়োগ বৃদ্ধি, অধিক উৎপাদন, রপ্তানি বৃদ্ধি, ও শেয়ার বাজারে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের সুদের হার (ব্যাংক রেট) ৭ (সাত) শতাংশ থেকে ৬ (ছয়) শতাংশে নির্ধারণ, রপ্তানী ঋণের সুদের হার ৮-১০ শতাংশ থেকে ৭ (সাত) শতাংশে হ্রাস এবং বিভিন্ন ধরণের সঞ্চয়পত্রের সুদের হার ১.২৮ শতাংশ থেকে সর্বোচ্চ ২.০ শতাংশ পর্যন্ত হ্রাস করা হয়েছে।

বেসরকারী খাতের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপের মাধ্যমে শিল্পায়নের ধারাকে গতিশীল করে তোলাই বিদ্যমান শিল্প নীতির প্রধান লক্ষ্য। আর সেই লক্ষ্যে শিল্প স্থাপনের ক্ষেত্রে সকল পদ্ধতিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়া সহজতর ও নিয়ন্ত্রণমুক্ত রাখা হয়েছে। বর্তমান শিল্প নীতিতে মাত্র চারটি খাত ব্যতীত অন্যান্য সকল শিল্প খাত বেসরকারী খাতের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে। এই শিল্প নীতিতে বৈদেশিক বিনিয়োগকারীগণকে সংরক্ষিত শিল্প খাত ব্যতীত অন্য যে কোন শিল্প স্থাপনে সরকারের কোন অনুমতির প্রয়োজন হয় না। এমনকি বিনিয়োগের পরিমাণ এবং অংশীদারিত্বের সীমা নির্বিশেষে যৌথ উদ্যোগে বা ১০০% বিদেশী বিনিয়োগেও কোন শিল্প স্থাপন এবং বিদ্যমান শিল্পের সামঞ্জস্যকরণ, আধুনিকীকরণ, প্রতিস্থাপন ও সম্প্রসারণ (বিএমআরই)- এর ক্ষেত্রে সরকারের অনুমতির প্রয়োজন পড়ে না। তবে প্রাতিষ্ঠানিক সুযোগ-সুবিধা গ্রহণের জন্য সব শিল্পকে বিনিয়োগ বোর্ডে নিবন্ধন করতে হয়। বেসরকারী খাতকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ আইন শিথিলসহ অধিকতর রেয়াতী শুল্ক হার, ১০০% রপ্তানিমুখী শিল্পের আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির শুল্ক রেয়াত, কর অবকাশ সুবিধা, শিল্পজাত দ্রব্যকে ট্যারিফ সমন্বয়ের মাধ্যমে সংরক্ষণ, কাঁচামাল আমদানী নীতি সহজীকরণ এবং শুল্ক হার হ্রাস ইত্যাদি ব্যবস্থা বিদ্যমান রয়েছে। বৈদেশিক বিনিয়োগ ও রপ্তানিমুখী শিল্পকে অগ্রাধিকার প্রদানের লক্ষ্যে বিশেষ সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এ ছাড়া বৈদেশিক বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা হয়েছেঃ

- ৫ থেকে ৭ বৎসর পর্যন্ত কর অবকাশ (রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলে ১০ বৎসর পর্যন্ত) এবং পাওয়ার জেনারেশন-এর ক্ষেত্রে ১৫ বৎসর পর্যন্ত কর অবকাশের ব্যবস্থা;
- যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশের উপর ৫% পর্যন্ত আমদানী কর প্রদান। তবে ১০০% রপ্তানিমুখী শিল্পের যন্ত্রপাতি আমদানীর ক্ষেত্রে কোন আমদানী কর প্রদান করতে হবে না;
- বিদেশী বিনিয়োগকারী কর্তৃক লভ্যাংশ, বিনিয়োগকৃত অর্থ, রয়্যালটি, টেকনিক্যাল ফি ইত্যাদি ফেরৎ পাঠানোর ব্যবস্থা সহজতর হয়েছে;
- ১০০% বিদেশী বিনিয়োগের অনুমতি প্রদান;

- দ্বিপাক্ষিক চুক্তি সাপেক্ষে দ্বৈত কর থেকে অব্যাহতি প্রদান;
- রয়্যালটি, কারিগরি ফি, বাংলাদেশে কর্মরত বিদেশী শ্রমিকের বেতন ইত্যাদির উপর কর অব্যাহতি প্রদান; এবং
- কমপক্ষে ৭৫,০০০ মার্কিন ডলার পর্যন্ত বিনিয়োগকারী বিদেশী নাগরিককে বাংলাদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করার অনুমতি প্রদান এবং ৫,০০,০০০ মার্কিন ডলার পর্যন্ত বিনিয়োগকারীকে নাগরিকত্ব প্রদানের ব্যবস্থা।

বাংলাদেশে প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিযোগ ও বেসরকারী পুঁজি বিনিয়োগের সুবিধার্থে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে, যথাঃ

- বেসরকারী উদ্যোগে রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল স্থাপন সংক্রান্ত আইন প্রবর্তন;
- ব্যক্তিমালিকানাধীন বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপনের নীতি গ্রহণ;
- পেট্রোলিয়াম খাতে বেসরকারী সংস্থার অংশ গ্রহণের জন্য পেট্রোলিয়াম এ্যাক্ট সংশোধন;
- টেলিকমিউনিকেশন খাতকে বিদেশী ও ব্যক্তি পুঁজির জন্য উন্মুক্ত করা ও
- অবকাঠামো উন্নয়ন ও সেবা খাতে বেসরকারী বিনিয়োগ উৎসাহিত করা ইত্যাদি।

এ সকল পদক্ষেপ বাংলাদেশে বৈদেশিক বিনিয়োগকারীদের মধ্যে আস্থা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। তেল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ আহরণে বৈদেশিক বিনিয়োগ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। টেলিযোগাযোগ ক্ষেত্রে সরকারী সংস্থার পাশাপাশি একাধিক বেসরকারী প্রতিষ্ঠান কাজ করছে।

বিনিয়োগ বোর্ড মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন। বিনিয়োগ উন্নয়নের যথাযথ প্রচারণার জন্য তিনি নির্দেশ প্রদান করেছেন। সেই প্রেক্ষিতে বিনিয়োগ বোর্ডও দেশে-বিদেশে শক্তিশালী প্রচারাভিযান শুরু করেছে, এবং দেশী ও বিদেশী বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার জন্য বিভিন্ন কৌশল নির্ধারণ করেছে। বিনিয়োগ বোর্ডের দপ্তরকে আধুনিক করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে কম্পিউটার পদ্ধতি চালু ও অন্যান্য আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার শুরু হয়েছে।

দেশী-বিদেশী বেসরকারী উদ্যোক্তাগণকে শিল্প স্থাপনে সর্বপ্রকার সহায়তা ও উন্নতমানের সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বিনিয়োগ বোর্ডের কার্যক্রমকে ঢেলে সাজানো হয়েছে। বিনিয়োগ বোর্ডে একটি সেবা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। সেখান থেকে উদ্যোক্তাগণকে শিল্প স্থাপনের সর্বপ্রকার পরামর্শ এবং বিনিয়োগ বোর্ড সম্পৃক্ত কাজে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। তথ্যাদি সঠিকভাবে প্রদান সাপেক্ষে সর্বোচ্চ ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে শিল্প প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে নিবন্ধন পত্র জারী করা হয়। এ ছাড়াও একই জায়গা থেকে বিনিয়োগকারীদেরকে শিল্প স্থাপনে বিভিন্ন সহায়তা দেয়ার জন্য বিনিয়োগ বোর্ডে সম্প্রতি ওয়ান স্টপ সার্ভিস (One-Stop-Service) স্থাপন করা হয়েছে এবং বিদেশ থেকে আগত পুঁজি বিনিয়োগকারীদের বিমান বন্দরে স্বাগত জানানোর জন্য ওয়েলকাম সেন্টার (Welcome Centre) স্থাপন করা হয়েছে।

জুলাই, ২০০০ হতে জুন, ২০০১ পর্যন্ত সময়ে বিনিয়োগ বোর্ড কর্তৃক মোট ১,৮৬৮টি শিল্প প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে নিবন্ধন প্রদান করা হয়েছে। এই সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহের মোট প্রস্তাবিত বিনিয়োগের পরিমাণ ১,৪৮,০২১ মিলিয়ন টাকা। ১,৮৬৮টি শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যৌথ উদ্যোগ এবং ১০০% বিদেশী বিনিয়োগ সম্বলিত শিল্প প্রতিষ্ঠান রয়েছে ৮০টি, যার মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ৬৯,৯২৮ মিলিয়ন টাকা (১,২৭১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার)। জুলাই, ২০০১ থেকে ডিসেম্বর, ২০০১ পর্যন্ত সময়ে বিনিয়োগ বোর্ড কর্তৃক নিবন্ধকৃত মোট শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৬৬০টি। এ সব শিল্প প্রতিষ্ঠানে মোট প্রস্তাবিত বিনিয়োগের পরিমাণ ৩৪,২১৭ মিলিয়ন টাকা। তন্মধ্যে ১০০% বিদেশী বিনিয়োগ এবং যৌথ উদ্যোগে বিনিয়োগকৃত শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৩৩ এবং বিনিয়োগকৃত মূলধনের পরিমাণ ২,১২৩ মিলিয়ন টাকা ।

শিল্প নীতিকে সংশোধন করে আরও সহজতর, গতিশীল ও যুগোপযোগী করার জন্য শিল্পনীতিটি পর্যালোচনাধীন আছে এবং শীঘ্রই সংশোধিত নীতিটি অনুমোদিত হবে বলে আশা করা যায়।

অবকাঠামো খাত

গ্যাস

নতুন নতুন গ্যাস ক্ষেত্রের অনুসন্ধান এবং আবিস্কৃত গ্যাস ক্ষেত্রের উন্নয়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। গ্যাস সম্পদের দ্রুত অনুসন্ধান ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সারা দেশকে ২৩ (তেইশ)টি বশ্বকে বিভক্ত করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে সুবিধাজনক শর্তে উৎপাদন বন্টন চুক্তির আওতায় বিদেশী বিনিয়োগের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। এর ফলে বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক তৈল কোম্পানীর পক্ষ থেকে আশানুরূপ সাড়া পাওয়া গেছে। প্রথম ও দ্বিতীয় রাউণ্ড পিএসসি (Production Sharing Contract) বিডিং এর আওতায় এ পর্যন্ত মোট ১২ (বার)টি বশ্বকের জন্য উৎপাদন বন্টন চুক্তি (পিএসসি) স্বাক্ষরিত হয়েছে। কোম্পানীগুলো হচ্ছে অক্সিডেন্টাল এক্সপেশ্বারেশন অব বাংলাদেশ লিমিটেড, ইউনোকল, কেয়ার্ণ এনার্জি এন্ড হল্যান্ড সী সার্চ জেভি, রেক্সউড অকল্যান্ড জেভি, ইউনাইটেড মেরিডিয়ান কর্পোরেশন, ইউনোকল/বাপেক্স, তালেশ্বা, শেভরন, টেক্সাকো, বাপেক্স ও শেল বাংলাদেশ এক্সপেশ্বারেশন এন্ড ডেভলপমেন্ট বি.ভি.। ইতোমধ্যে এ সকল কোম্পানীর মধ্যে ১টি কোম্পানী বঙ্গোপসাগরে ১টি গ্যাস ক্ষেত্র (সাঙ্গু) আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছে এবং ১৯৯৮ হতে পিএসসি ব্যবস্থার অধীনে সাঙ্গু ক্ষেত্র হতে উৎপাদন শুরু হয়েছে। আরও ১টি কোম্পানী নতুন দুটি স্থানে (বিবিয়ানা এবং মৌলভীবাজার) গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছে।

বিদ্যুৎ

বিভিন্ন সংস্থাকে সংগঠিত, সমন্বিত এবং অধিকতর দক্ষ সংস্থায় পরিণত করার উদ্দেশ্যে সংস্কারমূলক কর্মসূচীর আওতায় আনার প্রয়োজনে বিভিন্ন সংস্কার কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য সরকার ১৯৯৫ সালে বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ (বিজ্বাখস) মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি পাওয়ার সেল গঠন করে। পাওয়ার সেল সরকারের বিভিন্ন নতুন খসড়া নীতি প্রণয়নের কাজও করেছে। পাওয়ার সেলের বিভিন্ন কাজের মধ্যে ইলেকট্রিসিটি এ্যাক্ট প্রণয়ন, সরকারের প্রভাবমুক্ত ইলেকট্রিসিটি রেগুলেটরী অথরিটি গঠন, সরকারের ভবিষ্যৎ দিক নির্দেশনা (Vision Statement) ও নীতি নির্দেশনা (Policy Statement) প্রণয়ন ইত্যাদি অন্যতম।

সরকার অনুমোদিত ভবিষ্যৎ দিক নির্দেশনা (Vision Statement) ও নীতি নির্দেশনা (Policy Statement) অনুযায়ী সরকার ২০২০ সালের মধ্যে সকলের কাছে বিদ্যুৎ পৌঁছিয়ে দেবার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে। এ লক্ষ্যে বিদ্যুৎ খাতে ব্যক্তি খাতের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করা হয়েছে। পূর্বে বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণের পূর্ণ দায়িত্ব বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের উপর ন্যস্ত ছিল। সরকার পর্যায়ক্রমে এ অবস্থার পরিবর্তনের পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এর ফলে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে বেসরকারী খাতের ভূমিকা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিদ্যুৎ খাতে বেসরকারী বিনিয়োগের প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করে সরকার ১৯৯৬ সালে বেসরকারী খাতে বিদ্যুৎ উৎপাদন নীতি প্রণয়ন করে। ব্যক্তি খাতে ২২৩৮ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। বর্তমানে ৮১০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ ব্যক্তি খাতে উৎপাদিত হচ্ছে। এছাড়া, ১৯৯৮ সালে বেসরকারী খাতে ক্ষুদ্র মাপের বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র (১০ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন) স্থাপনের সুবিধার্থেও নীতি প্রণয়ন করা হয়েছে। এ নীতির আওতায় বিনিয়োগকারী নিজের জন্য ব্যবহারের পর অতিরিক্ত বিদ্যুৎ এলাকায় গ্রাহকদের নিকট বিক্রি করতে পারবে। প্রয়োজনে ১০ মেগাওয়াট এর বেশী ক্ষমতার বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করা যাবে। ইতোমধ্যে ৩টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র (প্রতিটি ১০ মেগাওয়াট) হতে মোট ৩০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হচ্ছে যা পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড সরাসরি ক্রয় করছে। এ পর্যন্ত ৭টি বেসরকারী বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী সংস্থার সাথে বিদ্যুৎ উৎপাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এ সকল পদক্ষেপের ফলশ্রুতিতে ইতোমধ্যে বেসরকারী উদ্যোগে ৯০-১১০ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন ৩ (তিন)টি বার্জ-মাউন্টেড বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। এইএস, হরিপুর হতে গত অক্টোবর থেকে ৩৬০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু হয়েছে। এছাড়া বেসরকারী খাতে আগামী ২০০২/০৩ সালের মধ্যে মেঘনা ঘাটে ৪৫০ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপিত হবে। এ সকল বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপিত হলে আগামী ২০০২/০৩ সালে বেসরকারী খাতে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ১২৯০ মেগাওয়াটে দাঁড়াবে। এ ছাড়া ক্যাপটিভ জেনারেশন উৎসাহিত করা হয়েছে। যার ফলে বিগত ২/৩ বছর হতে প্রায় ৫০০ মেগাওয়াট ক্যাপটিভ জেনারেশন হচ্ছে যা সান্ধ্যকালীন পিকআওয়ারে বিদ্যুৎ চাহিদা মেটাতে সাহায্য করছে।

বিদ্যুৎ সঞ্চালন ও বিতরণের কিছু কাজ বেসরকারী খাতে হস্তান্তরের লক্ষ্যেও প্রয়োজনীয় সংস্কার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। সরকার প্রবর্তিত সংস্কার কর্মসূচীর অংশ হিসেবে ১৯৯৪ সালের কোম্পানী আইনের আওতায় ১৯৯৬ সালে বিদ্যুৎ সঞ্চালন ব্যবস্থা আলাদা করার জন্য পাওয়ার গ্রীড কোম্পানী অব বাংলাদেশ (পিজিসিবি) এবং ঢাকা ইলেকট্রিসিটি কোম্পানী (ডেসকো) গঠিত হয়েছে। পিজিসিবি কোম্পানী প্রাথমিক পর্যায়ে মেঘনা ঘাট বিদ্যুৎ কেন্দ্রে উৎপাদিতব্য বিদ্যুৎ সঞ্চালনের জন্য সংশ্লিষ্ট লাইন নির্মাণ ও ন্যাশনাল লোড ডেসপাচ সেন্টার স্থাপনের কার্যক্রম শুরু করেছে। এছাড়া হাসনাবাদ-আমিনবাজার (সাভার) ২৩০ কেভি সঞ্চালন লাইন নির্মাণ কাজও শুরু করেছে। পিজিসিবি পর্যায়ক্রমে ২০০২ সালের মধ্যে সারা দেশের বিদ্যুৎ সঞ্চালন অধিগ্রহণ করবে এবং এর পরিচালন, সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের দায়িত্বে থাকবে। আশুগঞ্জ বিদ্যুৎ কেন্দ্রকে পাবলিক কোম্পানীতে রুপান্তর করা হয়েছে। এছাড়া বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের পশ্চিমাঞ্চল বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা কোম্পানীতে রুপান্তর করার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

টেলিযোগোযোগ খাত

বেসরকারী খাতকে উৎসাহিত করার প্রচেষ্টায় বিগত ১৯৮৯ সনে প্রথম বেসরকারী খাতে রেডিও ট্রাংকিং. সেলুলার রেডিও টেলিফোন, নৌ-রেডিও টেলিফোন নেটওয়ার্ক ও পেজিং চালু করার জন্য বাংলাদেশ টেলিকম প্রাইভেট লিমিটেড নামে একটি প্রতিষ্ঠানকে অনুমতি দেয়া হয়। পরবর্তীতে ১৯৯৫ সালে আন্‌জ্র্জাতিক দরপত্র আহবানের মাধ্যমে বেসরকারীখাতে ডিজিটাল সেলুলার মোবাইল চালুকরণের জন্য প্রতিষ্ঠান নিয়োগের উদ্যোগ নেয়া হয়। এ উদ্যোগের ফলে ১৯৯৬ সনে ৩ (তিন)টি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান (গ্রামীণ ফোন লিমিটেড, টেলিকম মালয়েশিয়া ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ ও সেবা টেলিকম প্রাইভেট লিমিটেড) এর অনুকূলে লাইসেন্স প্রদান করা হয়। বাংলাদেশ টেলিকম লিমিটেড - এর সেলুলার টেলিফোন সংক্রান্‌জ্ব উক্ত প্রতিষ্ঠান প্যাসিফিক বাংলাদেশ টেলিকম লিমিটেড এর নিকট হস্‌জ্বান্‌জ্বর করে। বর্তমানে ৪ (চার)টি বেসরকারী সেলুলার মোবাইল কোম্পানী দেশে কর্মরত রয়েছে। ৪ (চার)টি বেসরকারী সেলুলার মোবাইল কোম্পানীর বর্তমানে প্রায় ৭(সাত) লক্ষ গ্রাহক রয়েছে। তন্মধ্যে গ্রামীণ ফোন লিমিটেড এর গ্রাহক রয়েছে প্রায় ৫.৫০ লক্ষ। বেসরকারী সেলুলার মোবাইল অপারেটর ছাড়াও আরো ২টি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ল্যান্ড লাইন টেলিফোন সার্ভিস খাতে নিয়োজিত রয়েছে। এদের মধ্যে বাংলাদেশ রুরাল টেলিকম অথরিটি (বিআরটিএ) বিভিন্ন থানায় সর্বমোট ২২,০০০ লাইন স্থাপন করেছে। তাছাড়া সেবা টেলিকম প্রাইভেট লিমিটেড তাদের রুবাল টেলিকমিউনিকেশন প্রকল্পের মাধ্যমে ২,২০০ লাইন স্থাপন করে গ্রাহক সেবা প্রদান করছে।

ইতোপূর্বে ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় টেলিযোগাযোগ খাতে নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পালন করতো। টেলিযোগাযোগ আইন, ২০০১, কার্যকর করার ফলে "বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন রেগুলেটরী কমিশন" টেলিযোগাযোগ খাতে নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পালন করছে। কমিশনের সাধারণ উদ্দেশ্যসমূহ হচ্ছে নিম্নরূপঃ

- বাংলাদেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত এবং সুসংহত করতে পারে এমন একটি টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার সুশৃংখল উন্নয়ন এবং তাতে উৎসাহ দান;
- বাংলাদেশের বিরাজমান অর্থনৈতিক ও সামাজিক বাস্‌জ্ববতা অনুসারে যতদূর সম্ভব বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর জন্য একটি নির্ভরযোগ্য, যুক্তিসংগত ব্যয়-সাপেক্ষ ও আধুনিক মানের টেলিযোগাযোগ সেবা ও ইন্টারনেট সেবা প্রাপ্তির সুযোগ নিশ্চিত করা;
- জাতীয় ও আন্‌জ্র্জাতিক পরিসরে দেশীয় টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার দক্ষতা এবং প্রতিযোগিতা করার ক্ষমতা বৃদ্ধি করা;
- টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা প্রতিরোধ ও অবসান, প্রতিযোগিতামূলক এবং বাজারমুখী ব্যবস্থার উপর ক্রমবর্ধমান হারে নির্ভরতা অর্জন এবং সে লক্ষ্যে কমিশনের উদ্দেশ্যের সাথে সংগতি রেখে যথাযথ ক্ষেত্রে কার্যকর নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করা;.ও
- নূতন নূতন টেলিযোগাযোগ সেবা প্রবর্তন এবং টেলিযোগাযোগ খাতে দেশী-বিদেশী ও প্রবাসী বাংলাদেশী যারা এই খাতে বিনিয়োগে আগ্রহী তাদেরকে টেলিযোগাযোগ সংক্রান্‌জ্ব ব্যবসাস্থল স্থাপনের জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা ইত্যাদি।

বাংলাদেশ রেলওয়ে

যাত্রী সাধারণকে প্রদত্ত সেবার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন রুটে চলাচলকারী ট্রেনের বাণিজ্যিক কার্যক্রম বেসরকারী খাতে দেয়া হয়েছে। এতে সেবার মান বৃদ্ধি পেয়েছে এবং অধিক সংখ্যক যাত্রীর জন্য দূর পাল্লার স্বাচ্ছ্যন্দ/আরামদায়ক ভ্রমণ নিশ্চিত হয়েছে। ১৯৯৭ সাল হতে বাংলাদেশ রেলওয়েতে বেসরকারী খাতকে সম্পৃক্তকরণের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এ যাবৎ মোট ৪৬টি মেইল, এক্সপ্রেস ও লোকাল ট্রেন পরিচালনার দায়িত্ব বেসরকারী খাতে ন্যস্ত করা হয়েছে। তাছাড়া আগষ্ট, ২০০০ থেকে মার্চ, ২০০১ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে মোট ২৩টি ইন্টারসিটি ট্রেন পরিচালনার দায়িত্ব বেসরকারী খাতে ন্যস্ত করা হয়েছে।

আর্থিক খাত

ব্যাংক ও বীমা

ব্যাংক ও বীমা সেক্টরে বেসরকারী খাতের অংশগ্রহণ অত্যন্ত বলিষ্ঠ ও ব্যাপক। বর্তমানে দেশে ৪২টি বেসরকারী (৩০টি দেশী ও ১২টি বিদেশী) ব্যাংক চালু রয়েছে। এ পর্যন্ত ৬০টি বেসরকারী বীমা কোম্পানীকে (৫৯টি দেশী ও ১টি বিদেশী) অনুমোদন দেয়া হয়েছে। দেশী বীমা কোম্পানীগুলোর মধ্যে ৪৩টি সাধারণ ও ১৬টি জীবন বীমা কোম্পানী। ব্যাংক ও বীমা ছাড়াও, বর্তমানে বেসরকারী ও যৌথ খাতে ২৭টি আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও লিজিং কোম্পানী চালু রয়েছে। বেসরকারী খাতে ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান চালু হওয়ায় সেবার মান বৃদ্ধি পেয়েছে এবং আর্থিক খাতে সুস্থ প্রতিযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।

মূলধন বাজার

যদিও স্টক এক্সচেঞ্জের ধারণা ১৯৫০ এর দশক থেকেই সুবিদিত, একে একটি কার্যকর পুঁজি বাজারে রুপান্তরের প্রক্রিয়া শুরু হয় ১৯৯০ দশকের গোড়ার দিকে যখন সরকার পূর্বের যে কোন সময়ের তুলনায় অধিক কার্যকর ভাবে মুক্তবাজার অর্থনীতি অনুসরণ করা শুরু করে। ঐ সময় থেকেই পুঁজি বাজার বিভিন্নমুখী পরিবর্তন ও উন্নয়নের ধারার মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হয়। উন্নয়ন ও সংস্কারের গতি ধারা বেগবান হয় যখন ১৯৯৩ সালে সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (এসইসি) প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৯০ এর দশকের উল্লেখযোগ্য দিক ছিল নিয়ন্ত্রণ কাঠামো গড়ে তোলা এবং আন্তর্জাতিক মান ও পদ্ধতি সমূহের গ্রহণ ও পরিপালন, যা মূলতঃ মূল্য কারসাজি ও সুবিধাভোগী ব্যবসাকে বন্ধ করতে উদ্যোগী ভুমিকা পালন করে। অভিজ্ঞতার আলোকে নতুন সহস্রাব্দের শুরুতে সংস্কার কার্যসূচীতে প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসন, ইন্টারনেট ট্রেডিং ইত্যাদির মত ইস্যু যুক্ত হয়েছে, তবে বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ রক্ষার বিষয়টি সবসময়ই অগ্রাধিকার পেয়ে এসেছে।

মূলধন বাজারে গতিশীলতা ও স্বচ্ছতা আনয়নের লক্ষ্যে অন্যান্য পদক্ষেপের পাশাপাশি বেসরকারী খাতের ভূমিকা জোরদার করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। সিকিউরিটিজ এণ্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (মিউচ্যুয়াল ফাণ্ড) প্রবিধানমালা, ১৯৯৭ প্রণয়ন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে বেসরকারী খাতে ৫ কোটি টাকার একটি মিউচ্যুয়াল ফাণ্ড গঠন করা হয়েছে। মিউচ্যুয়াল ফাণ্ড রেগুলেশনের আওতায় সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন, এ ফাণ্ডকে অনুমোদন দিয়েছে। দেশের মূলধন বাজারে বেসরকারী খাতের মিউচ্যুয়াল ফাণ্ড একটি মাইল ফলক হিসাবে বিবেচিত হবে। বেসরকারী উদ্যোগে ডিপজিটরি সেবা প্রদানের জন্য একটি ডিপজিটরি কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ইনভেষ্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ সম্পদ ব্যবস্থাপনা, মার্চেন্ট ব্যাংকিং এবং সিকিইরিটিজ ব্রোকিং এর জন্য তিনটি সাবসিডিয়ারী কোম্পানী নিবন্ধিত করেছে যা প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকে সহজতর করবে। প্রতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে কমিশন বাণিজ্যিক ব্যাংক সমূহকে সাবসিডিয়ারী কোম্পানী ছাড়াই একটি পৃথক উইং - এর মাধ্যমে মার্চেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনার জন্য মার্চেন্ট ব্যাংকার নিবন্ধন সনদ প্রদান করার ব্যবস্থা নিয়েছে। ইতোমধ্যে প্রাইম ব্যাংক-কে মার্চেন্ট ব্যাংকার হিসাবে লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। সরকারী মালিকানাধীন বিশেষ করে গ্যাস, বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও কমিউনিকেশন সেক্টরের শেয়ার স্টক এক্সচেঞ্জ - এর মাধ্যমে বাজার ছাড়লে মূলধন বাজারে মৌলভিত্তি সম্পন্ন শেয়ারের যোগান বাড়বে। এ কারণে অন্যান্য ব্যবস্থার পাশাপাশি বহুজাতিক এবং অন্যান্য কোম্পানীতে সরকারের শেয়ার স্টক এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে বাজারে ছাড়ার জন্য কমিশন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

ঊর্দ্ধতন গবেষণা
বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন

বিমান চলাচল খাত

দেশের অভ্যন্তরীণ রুটে বাণিজ্যিক ফ্লাইট পরিচালনার জন্য এ পর্যন্ত বেশ কিছু বেসরকারী বিমান চলাচল সংস্থাকে অনুমতি দেয়া হয়েছে। মোট ৩টি বেসরকারী বিমান সংস্থাকে বিমান পরিচালনার অনুমতি প্রদান করা হয়েছিল। বেসরকারী বিমান সংস্থাগুলো হলো জিএমজি এয়ারলাইন্স লিমিটেড, এ্যারোবেঙ্গল এয়ারলাইন্স ও এয়ার পারাবত লিমিটেড। বর্তমানে এ্যারোবেঙ্গল ও এয়ার পারাবাত তাদের বিমান পরিচালনা বন্ধ রেখেছে। আরো বেসরকারী এয়ার লাইন্স স্টল সার্ভিস অপারেট করার পরিকল্পনা করছে। বেস্ট এভিয়েশন ও বিসমিল্লাহ এয়ারলাইন্স নামক দুটি সংস্থা বেসরকারী কার্গো সার্ভিস প্রদান করছে। এছাড়া, বেসরকারী খাতে হেলিকপ্টার সার্ভিস পরিচালনারও অনুমতি দেয়া হয়েছে। বর্তমানে এরো টেকনোলজি লিমিটেড ও সাউথ এশিয়ান এয়ারলাইন্স নামক ২টি সংস্থা বেসরকারী হেলিকপ্টার সার্ভিসে নিয়োজিত রয়েছে। বিমানের পুনর্গঠন ও বাণিজ্যিকীকরণের লক্ষ্যে কোন প্রতিষ্ঠিত এয়ারলাইন্স এবং/অথবা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে "স্ট্রাটেজিক পার্টনারশীপ" গঠনের যে প্রচেষ্টা ১৯৯৯ সালে সূচনা করা হয়, তা ২০০১ সালেও অব্যাহত থাকে। এ লক্ষ্যে কনসালটেন্ট কর্তৃক সমীক্ষার কাজ সম্পন্ন হলেও, এভিয়েশন বাজারের সাম্প্রতিক মন্দা অবস্থার কারণে উক্ত প্রয়াস ফলপ্রসূ হয়নি।

বেসরকারীকরণ

১৯৯৩ সালে বেসরকারীকরণ বোর্ড (বর্তমানে প্রাইভেটাইজেশন কমিশন) গঠনের পর থেকে ২৮শে ফেব্রুয়ারী, ২০০২ পর্যন্ত মোট ৪১ (একচল্লিশ)টি প্রতিষ্ঠান বেসরকারীকরণ করা হয়েছে। তম্মধ্যে ২৬টি প্রতিষ্ঠান সরাসরি বিক্রির মাধ্যমে এবং ১৫টি প্রতিষ্ঠান শেয়ার বিক্রির মাধ্যমে বেসরকারীকরণ করা হয়েছে। আরও ৭ (সাত)টি প্রতিষ্ঠান হস্তান্তরের জন্য ক্রেতাদের অনুকূলে ইচ্ছাপত্র (Letter of Intent) জারী করা হয়েছে। তম্মধ্যে ৪ (চার)টি প্রতিষ্ঠান শীঘ্রই বেসরকারী মালিকানায় হস্তান্তরকরণ সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়। বর্তমানে এর অতিরিক্ত ৫১ (একান্ন)টি শিল্প প্রতিষ্ঠানের বেসরকারীকরণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

শিক্ষা খাত

শিক্ষা খাতে রাজস্ব বাজেটের উপর ব্যয়ভার নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে বেসরকারী খাতকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। দেশে বেসরকারী খাতে বহুসংখ্যক স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেছে। বর্তমানে দেশে বেসরকারী খাতে ২,৮৪৬টি নিম্নমাধ্যমিক স্কুল, ১৫,৭৭৮টি মাধ্যমিক স্কুল, ২,১৭৬টি সাধারণ কলেজ, ২০টি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, ৫১টি ভোকেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, ৭,২৭৩টি মাদ্রাসা ও ২৯টি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। বেসরকারী শিক্ষা খাতে শৃংখলা আনয়নের লক্ষ্যে এমপিও (Monthly Payment Order) ভুক্ত সকল স্কুল কলেজে শিক্ষক নিয়োগ, পদোন্নতি ও বদলী পরিচালনার জন্য পাবলিক সার্ভিস কমিশনের আদলে একটি প্রাইভেট সার্ভিস কমিশন গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় আইন ১৯৯২ সংশোধন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। নারী শিক্ষার প্রসার ও নারীর ক্ষমতায়নের জন্য বেসরকারী খাতে একটি এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেন প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ২০০১ সাল পর্যন্ত নিবন্ধনকৃত ও অনিবন্ধনকৃত মোট বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ২৪,৬৬৭টি ।

স্বাস্থ্য খাত

সরকারী প্রচেষ্টার পাশাপাশি চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রমে বেসরকারী খাতের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। বেসরকারী খাতকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন বেসরকারী হাসপাতাল ও সংস্থাকে রাজস্ব খাত হতে অনুদান দেয়া হয়। বর্তমানে দেশে ১১,৬৬০টি শয্যাসহ ৬৪২টি বেসরকারী হাসপাতাল/ক্লিনিক চালু রয়েছে। মেডিকেল শিক্ষার ক্ষেত্রে বেসরকারী মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠায় সরকার উৎসাহ প্রদান করছে। বর্তমানে দেশে রেজিষ্ট্রিকৃত ২০টি বেসরকারী মেডিকেল কলেজ এবং ৫টি ডেন্টাল কলেজ রয়েছে। এছাড়াও এনজিও সিলেকশনের মাধ্যমে এইচআইভি/এইডস্ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ১৪০ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে।

কৃষি খাত

মধ্য আশির দশক হতে বাস্তবায়নাধীন বাজারমুখী সংস্কার কার্যক্রমের অধীনে কৃষিনীতির ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। সার্বিকভাবে সংস্কার নীতির ফলে ব্যক্তি খাতকে উৎসাহিত করা হচ্ছে ব্যক্তি খাতের উদ্যোগ ও বিনিয়োগ সহায়ক পরিবেশ (অবকাঠামো, প্রতিষ্ঠান এবং নীতি) সৃষ্টির জন্য সরকারি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে এবং ভবিষ্যতেও করবে।

অগভীর নলকূপ বিক্রয় শুরুর মাধ্যমে ১৯৭০-৭১ সালে সেচ ব্যবস্থা বেসরকারীকরণের উদ্যোগ শুরু হয়, ফলে সেচ সম্প্রসারণের গতি দ্রুততর হয়। গভীর নলকূপ ও লো-লিফট পাম্প বেসরকারীকরণের প্রক্রিয়া শুরু হয় ১৯৭৯-৮০ সালে। পাশাপাশি সেচ ব্যবস্থায় উন্নয়ন ও বেসরকারীকরণের লক্ষ্যে ১৯৮০'র দশকের শেষভাগে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়নের নীতিমালায় ব্যাপক পরিবর্তন আনা হয়। এর মধ্যে কৃষি খাতে ক্ষুদ্র যন্ত্র অনেক কৃষকের নাগালে চলে আসে। বর্তমানে সেচ ব্যবস্থা পুরোপুরি ব্যক্তি খাতে পরিচালিত হচ্ছে।

কৃষি উন্নয়নে ব্যবহৃত আধুনিক প্রযুক্তি এবং উপকরণ সমূহের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ উন্নতমানের বীজ। কৃষি ব্যবস্থায় উন্নত উফশী জাতের বীজের সীমিত ব্যবহার ও জাতের অবক্ষয় বাস্তবে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির একটি প্রধান বাঁধা হিসাবে দাঁড়িয়েছে। এ বাঁধাকে অতিক্রমণের লক্ষ্যে বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাতকরণে ব্যক্তি খাতকে ব্যাপক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। বর্তমানে গবেষণা, উন্নয়ন ও ভিত্তি বীজ উৎপাদনের লক্ষ্যে ব্যক্তি খাতে উন্নত ধরণের জার্মপ্লাজম (germplasm) আমদানীর ব্যবস্থা আছে। ধান, গম, ইক্ষু, আলু এবং পাট ব্যতীত সকল প্রকার ফসলের বীজ আমদানী ও বিক্রয় ব্যক্তি খাতের জন্য উন্মুক্ত রাখা হয়েছে। কিছু নিয়মনীতি মেনে বেসরকারী পর্যায়ে হাইব্রীড ধানের বীজ আমদানীর অনুমতিও দেয়া হয়েছে। তাছাড়া গবেষণা সংস্থার থেকে ব্রিডার সীড সংগ্রহ করে ভিত্তি বীজ ও অন্যান্য বীজ উৎপাদন ও বিতরণের অনুমতিও বেসরকারী খাতকে দেওয়া হয়েছে।

রাসায়নিক সার একটি গুরুত্বপূর্ণ কৃষি উপকরণ। ১৯৭৯ সালে পরীক্ষামূলক ভাবে একটি বিভাগে এবং ১৯৮০ সাল থেকে সারা বাংলাদেশে সারের বিতরণ ব্যবস্থা বেসরকারী খাতে সম্প্রসারণ করা হয়। পাইকারী ব্যবসাকে উৎসাহিত করার জন্য সার কারখানা, বন্দর (আমদানিকৃত সারের জন্য) থেকে সরাসরি সার উত্তোলন করে দেশের যে কোন স্থানে বিক্রয়ের অনুমতি ব্যবসায়ীদের দেয়া হয়। বর্তমানে ব্যক্তিগতখাতে তাদের নেটওয়ার্কের মাধ্যমে বাজার নিয়ন্ত্রিত দামে সারের আমদানী ও বিতরণ প্রক্রিয়া চালু আছে।

নীতিগত সংস্কারের পাশাপাশি প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তনের ফলে কৃষিখাতে কৃষি উপকরণ এবং কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণে বেসরকারীখাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সার্বিকভাবে বলা যায় যে, কৃষিখাতে বেসরকারীকরণের উপযোগী নীতি বর্তমানে বিরাজমান। বর্তমান নীতি কাঠামোতে সরকারের ভূমিকা মূলতঃ কৃষিখাতের প্রবৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় কতিপয় সরকারী সেবা/দ্রব্য সরবরাহের মধ্যে কেন্দ্রীভূত; যেমন; গবেষণা, সম্প্রসারণ বৃহদায়তান সেচ, ভূমি সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা, বাজার সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ ইত্যাদি।

পাট শিল্প

কাঁচা পাটঃ বেসরকারী খাতে বাংলাদেশে কাঁচা পাটের উৎপাদন, অভ্যন্তরীণ ব্যবহার এবং রপ্তানি কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। বিশ্বে প্রায় ৪০/৪২টি দেশে বেসরকারী খাতে পাট রপ্তানির কার্যক্রম চলছে। বিজেএ (বাংলাদেশ জুট এসোসিয়েশন) কর্তৃক কাঁচা পাটের বৈদেশিক বাজার উন্নয়ন, সংরক্ষণ এবং অব্যাহতভাবে রপ্তানি কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে প্রতি বছর প্রায় ৩৫০-৪০০ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হচ্ছে।

পাটজাত দ্রব্যঃ বেসরকারী খাতে বিজেএমএ (বাংলাদেশ জুট মিলস্ এসোসিয়েশন) এবং বিজেএসএ (বাংলাদেশ জুট স্পীনার্স এসোসিয়েশন) পাটজাত পণ্য উৎপাদন ও রপ্তানি কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। বেসরকারী খাতে মোট ৯৪টি পাট কল রয়েছে (বিজেএমএ-এর অধীন ৪৪টি ও বিজেএসএ-এর আওতায় ৫০টি)। বিভিন্ন কারণে বর্তমানে ৩০টি পাটকল বন্ধ রয়েছে।

বেসরকারীকরণ প্রক্রিয়াঃ ১৯৮২ সাল থেকে সরকার কর্তৃক পাটকলগুলোকে ক্রমশঃ বেসরকারী খাতে হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ১৯৮০-র দশকে পূর্বতন মালিকদের কাছে ৩৫টি মিল হস্তান্তরের পরে বেসরকারীকরণ কার্যক্রমে খুব একটা অগ্রগতি হয়নি। এ পর্যন্ত মাত্র ১টি মিল বেসরকারীকরণ করা হয়েছে এবং ২/৩টি মিল বেসরকারী খাতে হস্তান্তরের প্রক্রিয়া চলছে। তবে বর্তমান সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর থেকে বেসরকারীকরণ কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে।

পাটের বহুমুখী ব্যবহারঃ বেসরকারী উদ্যোক্তাদের মাধ্যমে পাটপণ্যের বহুমুখীকরণ প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। এ প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে নভেম্বর, ১৯৯৯ মাসে পাট মন্ত্রণালয়, বিনিয়োগ বোর্ড, আইজেও, ইসি ডেলিগেশন, ঢাকা এবং ঢাকা শিল্প বণিক সমিতির সমন্বয়ে একটি ''ইনভেষ্টরস ফোরাম'' আয়োজন করা হয়েছিল। ব্যবহারের ক্ষেত্রে ১৫টি প্রকল্পে বিনিয়োগের আগ্রহ প্রকাশ করেছে। এ ফোরামের মাধ্যমে বেসরকারী খাতে বাস্তবায়নের জন্য এ পর্যন্ত ১৫টি প্রকল্প চিহ্নিত করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সার্বিক সহায়তা প্রদানের জন্য জুট ডাইভারসিফিকেশন প্রমোশন সেন্টার (জেডিপিসি) নামে একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সৃষ্টি করা হয়েছে। তাছাড়া পাট থেকে পাল্প প্রস্তুতের জন্য সিলেটের ছাতকে 'ইমপ্রুভমেন্ট অব দি কোয়ালিটি অব জুট পাল্প ইন সিলেট পাল্প এন্ড পেপার মিলস' নামে একটি প্রকল্প এবং আইজেএসজি (পূর্বতন আইজেও) এর মাধ্যমে 'বায়োটেকনোলজিক্যাল এপ্লিকেশন অব এনজাইম ফর মেকিং পেপার পাল্প ফ্রম গ্রীণ জুট' নামে অন্য একটি প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে।

বস্ত্র শিল্প

দেশে বর্তমানে ১৬৫টির অধিক স্পিনিং মিল রয়েছে তন্মধ্যে ১৪০টি বেসরকারী খাতে। স্পিনিং উপখাতে বার্ষিক প্রায় ২৪.৫০ কোটি কেজি তুলা ও কৃত্রিম আঁশ ব্যবহার হচ্ছে। উইভিং উপখাতে ৫.১২ লক্ষ হস্ত চালিত তাঁতের মধ্যে প্রায় ৩. ১৭ লক্ষ হস্ত চালিত তাঁত চালু রয়েছে এবং স্পেশালাইজড টেক্সটাইল ও পাওয়ারলুম এবং উইভিং মিলে প্রায় ৩২ হাজার তাঁত রয়েছে - যা সবটাই বেসরকারী উদ্যোক্তা দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। দেশে মোট ১৮৩টি সেমি-মেকানাইজড এবং ৯৯টি মেকানাইজড ডাইং ও ফিনিশিং ইউনিট রয়েছে - যার বার্ষিক উৎপাদনের পরিমাণ যথক্রমে ৯৬ মিলিয়ন এবং ৫৮০ মিলিয়ন মিটার। ডাইং, প্রিন্টিং ও ফিনিশিং কারখানাসমূহের অধিকাংশই দেশীয় চাহিদা মিটিয়ে থাকে এবং দেশীয় বাজারের উপর নির্ভরশীল। বেসরকারী ভাবে পরিচালিত এ সকল ইউনিটসমূহের মধ্যে স্বল্পসংখ্যক ইউনিট রপ্তানিমুখী তৈরী পোষাক শিল্পে ব্যবহৃত কাপড় সরবরাহ করে থাকে।

বস্ত্র শিল্পে বেসরকারী ভাবে পরিচালিত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপ-খাত তৈরী পোষাক শিল্প। বর্তমানে প্রায় ৩,৩০০টি রপ্তানিমুখী তৈরী পোষাক শিল্প রয়েছে, যার উৎপাদন ক্ষমতা ১৬৫ মিলিয়ন ডজন পোষাক। এ শিল্পে নিয়োজিত জনবল প্রায় ১.৬ মিলিয়ন।

বেসরকারী খাতের উন্নয়নে কতিপয় কর্মসূচী হচ্ছে সার্ভিস চার্জ পদ্ধতি, উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়নের মাধ্যমে বেসরকারী উদ্যাক্তাদের পশ্চাদ সংযোগ শিল্প স্থাপনে উৎসাহিতকরণ, বস্ত্র মিলসমূহ বেসরকারীকরণ, গার্মেন্টস পল্লী স্থাপন, রেশম অধ্যুষিত এলাকা রাজশাহীতে ''রাজশাহী রেশম শিল্প নগরী'' নামে একটি প্রকল্প বাস্তবায়িতকরণ, মিরপুর এলাকায় বেনারসী তাঁতীদের বেসরকারী খাতে তাতঁ বস্ত্র তৈরী ও বাজারজাতকরণের লক্ষ্যে মিরপুর এলাকায় ১৭নং সেকশনে বেনারসী তাঁতীদের কারখানা -কাম-আবাস সহ প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্র নির্মাণের জন্য তাঁতী পরিবারকে ৯০৬টি প্লট বিতরণ, বেসরকারী খাতে তাঁত বস্ত্র উন্নয়নের লক্ষ্যে ৫০ কোটি টাকা বিনিয়োগ ব্যয়ে তাঁতীদের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচী প্রকল্প গ্রহণ ।

নৌ-পরিবহন

সরকার কর্তৃক গৃহীত জাতীয় নৌ-নীতিমালা ২০০০-এ নৌ-পরিবহন সেক্টরে বেসরকারীখাতের অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে তা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশ ইনল্যান্ড ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট অথিরিটি (বিআইডব্লিউটিএ)'র নিয়ন্ত্রণাধীন ঘাটসমূহ লীজ ব্যবস্থায় বেসরকারী ইজারাদার কর্তৃক পরিচালিত হচ্ছে। বাংলাদেশ ইনল্যান্ড ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন (বিআইডব্লিউটিসি)'র ট্যাংকারসমূহও একইভাবে বেসরকারী অপারেটরগণ পরিচালনা করছে। চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দরের ষ্টিভিডরিং ব্যবস্থা সম্পূর্ণরুপে বেসরকারীখাতে ন্যস্ত । তাছাড়া চট্টগ্রাম বন্দরের কন্টেইনার হ্যাণ্ডলিং সীমিত আকারে এবং ঢাকা ইনল্যান্ড কনটেইনার ডিপোর্ট (আইসিডি)'র সম্পূর্ণ কন্টেইনার বেসরকারী অপারেটর কর্তৃক হ্যাণ্ডলিং করা হচ্ছে।

চট্টগ্রামের পতেংগায় বেসরকারীখাতে একটি কন্টেইনার টার্মিনাল নির্মাণের প্রস্তাব সরকারের বিবেচনাধীন আছে। নারায়ণগঞ্জের খানপুর ও ঢাকার পানগাঁয়ে বেসরকারীখাতে অভ্যন্তরীণ কন্টেইনার টার্মিনাল নির্মাণের পরিকল্পনা সরকারের রয়েছে। তাছাড়া মংলা বন্দরের কর্মকাণ্ডকে বণিজ্যিক ভিত্তিক করার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিশ্বব্যাংক সহায়তায় প্রতিষ্ঠিত ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ফ্যাসিলিটেশন সেন্টার (আইআইএফসি) -এর সাথে মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ একটি দীর্ঘমেয়াদী চুক্তি স্বাক্ষর করেছে।

সরকার সম্প্রতি বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করেছে। 'স্থল বন্দর' সমূহের অবকাঠামো নির্মাণসহ উহার পরিচালনা বেসরকারীখাতে ন্যস্ত করার জন্য সরকার নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

নৌ-পরিবহন সেক্টরে বেসরকারী খাতের অংশ গ্রহণ বিষয়ে নীতিমালা প্রণয়নের জন্য বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষের সদস্য (অর্থ) -কে আহ্বায়ক করে সরকার ৯ (নয়) সদস্য বিশিষ্ট একটি কারিগরি কমিটি গঠন করেছে। নীতিমালা প্রণীত হলে নৌ-পরিবহন সেক্টরে বেসরকারী খাতের অংশ গ্রহণের পথ সুগম হবে।

ব্যক্তি খাত নির্ভর উন্নয়নের নীতি অনুসৃত হওয়ায় সার্বিক অর্থনীতির উপর ইতিবাচক প্রভাব পড়ছে। বেসরকারী খাতে বিনিয়োগও বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৯০-৯১ অর্থ বছরে যেখানে ব্যক্তি খাতে বিনিয়োগের হার ছিল জিডিপি'র মাত্র ১০.২৭ শতাংশ তা ২০০০-০১ অর্থ বছরে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৫.৮৬ শতাংশে। আশা করা হচ্ছে ২০০১/০২ অর্থ বছরে তা বেড়ে দাঁড়াবে ১৬.১ শতাংশে।

পরিসংখ্যান পরিশিষ্ট

পরিসংখ্যান পরিশিষ্ট

সারণী নং	সারণীর শিরোনাম	পৃষ্ঠা নং
১.১	সমষ্টিক অর্থনীতির নির্দেশিকা (১৯৯০/৯১-২০০১/০২)	১৪৮
১.২	সমষ্টিক অর্থনীতির নির্দেশিকা (জিডিপি'র শতকরা হিসেবে)	১৪৯
২.	চলতি মূল্যে দেশজ উৎপাদন	১৫০ .
৩.	স্থির মূল্যে (১৯৯৫/৯৬) দেশজ উৎপাদন	১৫১
৪.	দেশজ উৎপাদনের প্রবৃদ্ধির হার (১৯৯৫/৯৬ স্থির মূল্যে)	১৫২
৫.	স্থির মূল্যে (১৯৯৫/৯৬) দেশজ উৎপাদনে খাতওয়ারী অবদান (%)	১৫৩
৬.	ঢাকা নগরীর মধ্যবিত্ত পরিবারের ভোক্তা মূল্যসূচক (১৯৭৩/৭৪ ভিত্তি বছর)	১৫৪
৭.	জাতীয় **(National)** পর্যায়ে ভোক্তা মূল্য সূচক	১৫৪
৮.	সমগ্র নগর **(All Urban)** এলাকার ভোক্তা মূল্য সূচক	১৫৪
৯.	সমগ্র গ্রামীন **(All Rural)** এলাকার ভোক্তা মূল্য সূচক	১৫৫
১০.	কৃষি ও শিল্পজাত পণ্যের পাইকারী মূল্য সূচক	১৫৫
১১.	নারায়নগঞ্জ, চট্টগ্রাম ও খুলনার শিল্প শ্রমিকদের জীবনযাত্রার ব্যয় সূচক	১৫৬
১২.	প্রধান খাত ভিত্তিক মজুরী হার সূচক	১৫৬
১৩.১	রাজস্ব বাজেট (রাজস্ব আয় ১৯৮৬/৮৭ -১৯৯৬/৯৭)	১৫৭
১৩.২	রাজস্ব বাজেট (রাজস্ব আয় ১৯৯৭/৯৮ -২০০১/০২)	১৫৮
১৩.৩	রাজস্ব বাজেট (রাজস্ব ব্যয় ১৯৮৬/৮৭ -১৯৯৬/৯৭)	১৫৯
১৩.৪	রাজস্ব বাজেট (রাজস্ব ব্যয় ১৯৯৭/৯৮-২০০১/০২)	১৬০
১৪.	বাষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (বরাদ্দ ও ব্যয়)	১৬১
১৫.১	রাজস্ব ব্যয়ের অর্থনৈতিক শ্রেণী বিন্যাস (১৯৮৯/৯০-১৯৯৬/৯৭)	১৬২
১৫.২	রাজস্ব ব্যয়ের অর্থনৈতিক শ্রেণী বিন্যাস (১৯৯৭/৯৮-২০০১/০২)	১৬৩
১৬.	অর্থ সরবরাহ এবং উহার বিভিন্ন অংশ	১৬৪
১৭.	অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যের প্রকারভেদে আগামসমূহ	১৬৪
১৮.	অর্থনৈতিক খাতের প্রকারভেদে আগামসমূহ	১৬৫
১৯.	ব্যাংক ব্যবস্থার অধীনে অভ্যন্তরীণ ঋণ	১৬৬
২০.	ব্যাংক আমানতের পরিমাণ	১৬৬
২১.	কতিপয় প্রধান কৃষি ফসলের উৎপাদন ও চাষাধীন ভূমির পরিমাণ	১৬৭
২২.	বিদেশ হতে খাদ্যশস্য আমদানীর হিসাব	১৬৮

সারণী নং	সারণীর শিরোনাম	পৃষ্ঠা নং
২৩.	কৃষি ঋণ বিতরণ, আদায় ও স্থিতি	১৬৯
২৪.	সেচকৃত জমির পরিমাণ	১৬৯
২৫.	রাসায়নিক সারের ব্যবহার	১৬৯
২৬.	শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন সূচক (ভিত্তি বছরঃ ১৯৮৮/৮৯ = ১০০)	১৭০
২৭.	প্রধান প্রধান শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদম	১৭১
২৮.	রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সংস্থার উৎপাদন ও আর্থিক বিবরণ	১৭২
২৯.	রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাসমূহের নীট মুনাফা/লোকসানের বিবরণ	১৭৩
৩০.	রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাসমূহ কর্তৃক প্রদত্ত সরকারী কোষাগারে লভ্যাংশের বিবরণ	১৭৪
৩১.	রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার ডিএসএল এর বিবরণ	১৭৫
৩২.	রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাসমূহের খেলাপী ও মোট ঋণের পরিমান (ক্রমপুঞ্জিত)	১৭৬
৩৩.	প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা, ছাত্র/ছাত্রী ভর্তি সংখ্যা এবং সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক/শিক্ষিকার সংখ্যা	১৭৭
৩৪.	মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক, কারিগরী ও বৃত্তিমূলক এবং ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক/শিক্ষিকা ও ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা	১৭৮-১৭৯
৩৫.	উচ্চ শিক্ষা পর্যায়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক/শিক্ষিকা ও ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা	১৮০-১৮১
৩৬.	সরকারী হাসপাতাল, ডিসপেনসারী, ডাক্তার, নার্স ও শয্যা সংখ্যা	১৮২
৩৭.	বাংলাদেশ রেলওয়ের কিলোমিটারে গমন পথ, রেল ইঞ্জিন এবং গাড়ীর সংখ্যা	১৮৩
৩৮.	রেলওয়ে পরিবাহিত যাত্রী ও মালামাল	১৮৪
৩৯.	সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের অধীন বিভিন্ন শ্রেণীর সড়ক পথ	১৮৪
৪০.	বাণিজ্য শর্ত **(Terms of Trade)**	১৮৫
৪১.	বৈদেশিক মুদ্রার গড় বিনিময় হার	১৮৫
৪২.	পণ্য রপ্তানী আয়	১৮৬
৪৩.	পণ্য আমদানী ব্যয়	১৮৭
৪৪.	বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশীদের সংখ্যা এবং তাঁদের প্রেরিত অর্থের পরিমান	১৮৭
৪৫.	বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্য	১৮৮
৪৬.	বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ	১৮৯
৪৭.	বৈদেশিক অর্থনৈতিক সাহায্যের অংগীকার ও অবমুক্তি	১৮৯
৪৮.	বৈদেশিক দায় পরিশোধ	১৯০
৪৯.	বৈদেশিক দায়ের স্থিতি	১৯১

সারণী ১.১ : সমষ্টিক অর্থনীতির নির্দেশিকাঃ ১৯৯০/৯১ - ২০০১/০২

(বিলিয়ন টাকায়)

	১৯৯০/৯১	১৯৯১/৯২	১৯৯২/৯৩	১৯৯৩/৯৪	১৯৯৪/৯৫	১৯৯৫/৯৬	১৯৯৬/৯৭	১৯৯৭/৯৮	১৯৯৮/৯৯	১৯৯৯/০০	২০০০/০১	২০০১ /০২
চলতি বাজার মূল্যে জিডিপি	১১০৫.২	১১৯৫.৪	১২৫৩.৭	১৩৫৪.১	১৫২৫.২	১৬৬৩.২	১৮০৭.০	২০০১.৮	২১৯৭.০	২৩৭০.৯	২৫৩২.৫	২৭১১.২
স্থিরকৃত মূল্যে জিডিপি	১৩২৫.২	১৩৯২.০	১৪৫৫.৭	১৫১৫.১	১৫৮৯.৮	১৬৬৩.২	১৭৫২.৮	১৮৪৪.৫	১৯৩৪.৩	২০৪৯.৩	২১৫৫.১	২২৫৮.৫
স্থিরকৃত মূল্যে জিডিপির প্রবৃদ্ধি(%)	৩.৩	৫.০	৪.৬	৪.১	৪.৯	৪.৬	৫.৪	৫.২	৪.৯	৫.৯	৫.২	৪.৮
চলতি মূল্যে জনপ্রতি জিডিপি (টাকায়)	১০০৮৩.৮	১০৫৫১.০	১০৮৫৪.৫	১১৫০৪.৯	১২৭২০.৪	১৩৬২১.৯	১৪৫৩৭.৫	১৫৮২৪.২	১৭১৫০.৪	১৮২৬৯.৭	১৯২৬৬.২	২০৩৬৬.৪
জনসংখ্যা (মিলিয়নে)	১০৯.৬	১১৩.৩	১১৫.৫	১১৭.৭	১১৯.৯	১২২.১	১২৪.৩	১২৬.৫	১২৮.১	১২৯.৮	১৩১.৫	১৩৩.১
ভোগ	৯৪৪.১	১০২৯.৭	১০৯৯.৫	১১৭৬.৭	১৩২৫.০	১৪১৮.৪	১৫১৯.৬	১৬৫৩.২	১৮০৮.০	১৯৪৬.৯	২০৭৯.২	২২২৫.৬
সরকারী	৮৯৮.৪	৯৭৬.৫	১০৩৭.৪	১১১০.৬	১২৫৪.৪	১৩৪৫.২	১৪৪০.৮	১৫৫৮.৬	১৭০৭.১	১৮৩৮.৫	১৯৬৪.৯	২১০৫.১
বেসরকারী	৪৫.৭	৫৩.২	৬২.১	৬৬.১	৭০.৬	৭৩.২	৭৮.৯	৯৪.৭	১০০.৮	১০৮.৪	১১৪.৩	১২০.৪
সঞ্চয়												
অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়	১৬১.১	১৬৫.৭	১৫৪.২	১৭৭.৪	২০০.২	২৪৪.৮	২৮৭.৪	৩৪৮.৫	৩৮৯.০	৪২৩.৯	৪৫৩.৪	৪৮৫.৭
জাতীয় সঞ্চয়	২১৭.২	২৩০.৮	২২৫.১	২৫৪.৫	২৯১.৭	৩৩২.৫	৩৭৪.৫	৪৩৫.৯	৪৯০.১	৫৪৭.৬	৫৬৫.২	৬০৮.২
মোট বিনিয়োগ	১৮৬.৭	২০৬.৯	২২৫.০	২৪৯.২	২৯১.৬	৩৩২.৫	৩৭৪.৫	৪৩৩.০	, ৪৮৭.৬	৫৪৫.৯	৫৮৫.৪	৬২৮.৫
সরকারী	১১৩.৪	১২৩.৫	১৪৩.৮	১৫৯.২	১৮৮.৮	২২৫.৮	২৪৭.৫	৩০৫.৬	৩৩৯.৯	৩৭০.১	৪০১.৫	৪৩৬.০
বেসরকারী	৭৩.৩	৮৩.৪	৮১.২	৯০.০	১০২.৮	১০৬.৭	১২৭.০	১২৭.৫	১৪৭.৬	১৭৫.৭	১৮৩.৮	১৯২.৫
বাজেট												
মোট রাজস্ব	৮৩.৫	৯৮.৮	১১৪.৫	১২৪.৯	১৫০.১	১৫৩.৩	১৭৩.৯	১৯০.২	১৯৭.৭	২০০.৭	২৩৫.০	২৬৬.৫
কর রাজস্ব	৬৮.০	৭৮.২	৯১.০	৯৫.৮	১২০.৫	১২১.২	১৪২.৬	১৫৩.৯	১৬১.৭	১৬০.৮	১৯৭.৭	২১৯.৩
এনবিআর কর রাজস্ব	৬১.৫	৭৩.৫	৮৬.৪	৯০.০	১০৫.২	১১৩.৭	১২৫.০	১৩৮.০	১৪৮.৭	১৫১.২	১৮৭.৭	২০৭.৩
এনবিআর বহির্ভূত কর রাজস্ব	৬.৫	৪.৮	৪.৬	৫.৮	১৫.৩	৭.৫	১৭.৬	১৫.৯	১৩.০	৯.৬	৯.৯	১২.০
কর বহির্ভূত রাজস্ব/১	১৫.৫	২০.৬	২৩.৫	২৯.১	২৯.৫	৩২.১	৩১.২	৩৬.৩	৩৬.০	৪০.০	৩৭.৪	৪৭.২
মোট ব্যয়	১৪৯.৮	১৫৫.৫	১৬২.৫	২০৩.৭	২২০.১	২৩১.৬	২৪০.৮	২৫৮.৬	২৯৭.৮	৩৪৪.৬	৩৭৪.০	৩৮৪.৭
রাজস্ব ব্যয়/২	৭৩.৯	৭৯.৫	৮৪.৭	৯১.১	১০১.৫	১১৭.১	১২৩.০	১৪২.৩	১৬৫.৬	১৮২.০	২০৫.৪	২১৪.৫
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী/৩	৪৮.৯	৫৬.৬	৬২.৯	৮৭.৯	১০১.২	৯৮.৭	১০৮.৯	১০৮.৭	১২৩.৩	১৫২.২	১৫৯.০	১৫৮.৫
অন্যান্য খরচ/৪	২৭.১	১৯.৪	১৪.৯	২৪.৮	১৭.৫	১৫.৯	৮.৯	৭.৬	৮.৯	১০.৫	৯.৬	১১.৭
সার্বিক বাজেট ঘাটতি (অনুদান ব্যতীত)	-৬৬.৩	-৫৬.৭	-৪৮.০	-৭৮.৮	-৭০.১	-৭৮.৩	-৬৭.০	-৬৮.৪	-১০০.১	-১৪৩.৯	-১৩৯.০	-১১৮.২
সার্বিক বাজেট ঘাটতি (অনুদান সহ)	-৩৬.৬	-২৫.৫	-১৬.০	-৫০.৪	-৩৪.৩	-৫০.৭	-৩৫.৬	-৪২.৫	-৭০.৯	-১০৭.৪	-১১১.৮	-৮০.৭
অর্থায়ন	৬১.৩	৭৬.০	৭০.৭	৭৫.৮	৬৭.৯	৭৫.৫	৭৬.৫	৭৭.৭	৯৭.১	১২৬.৮	১২২.৬	১৩৬.১
নীট বৈদেশিক অর্থায়ন	৫৪.৮	৫৩.৫	৫৬.১	৫১.৭	৫৭.৩	৪৬.০	৪৯.৭	৪৫.৯	৫৪.৫	৫৯.৩	৫১.৫	৬৩.২
অনুদান	২৯.৭	৩১.২	৩২.০	২৮.৪	৩৫.৮	২৭.৬	৩১.৪	২৫.৯	২৯.২	৩৬.৫	২৭.২	৩৭.৬
ঋণ	৩২.১	৩০.৩	৩৩.৫	৩৩.৯	৩৪.১	৩১.৩	৩১.৮	৩৪.০	৪১.৭	৪২.৭	৪৬.৭	৫০.৬
আসল পরিশোধ	-৭.০	-৮.০	-৯.৪	-১০.৬	-১২.৬	-১২.৯	-১৩.৫	-১৪.০	-১৬.৪	-১৯.৯	-২২.৪	-২৫.০
অভ্যন্তরীণ অর্থায়ন	৬.৫	২২.৫	১৪.৬	২৪.১	১০.৬	২৯.৫	২৬.৮	৩১.৮	৪২.৬	৬৭.৫	৭১.১	৭২.৯
ব্যাংক ঋণ	১.৭	১৪.৪	৩.০	৭.৬	-০.৭	১৭.০	১৭.১	১২.৬	১৯.৮	৩৫.২	২৯.০	২৯.৭
কেন্দ্রীয় ব্যাংক	০.০	-৪.৮	২.৫	-৪.৪	২.৪	১৭.৮	১৪.৫	৮.১	১০.৭	১৭.৪	২০.১	২৭.২
বাণিজ্যিক ব্যাংক	১.৭	১৯.২	০.৫	১২.০	-৩.১	-০.৯	২.৬	৪.৫	৯.১	১৭.৯	৯.০	২.৫
জন ঋণ (নীট)	৪.৮	৮.১	১১.৭	১৬.৫	১১.২	১২.৫	৯.৭	১৯.২	২২.৯	৩২.৩	৪২.১	৪৩.২
আমদানী	১২৩.৮	১৩৪.৫	১৫৯.৩	১৬৭.৬	২৩৪.৫	২৮৩.৭	৩০৫.৮	৩৪২.০	৩৮৫.৪	৪২২.৮	৫০৫.২	৪৬১.৯
রপ্তানী	৬০.৭	৭৫.৯	৯২.৬	১০১.০	১৩৯.৩	১৫৮.৮	১৮৮.১	২৩৪.২	২৫৪.৯	২৮৮.২	৩৪৮.৬	৩৪৫.৮
বাণিজ্য ঘাটতি	-৬৩.১	-৫৮.৬	-৬৬.৭-	৬৬.৬-	৯৫.২	-১২৪.৯	-১১৭.৭	-১০৭.৮	-১৩০.৫	-১৩৪.৬	-১৫৬.৬	-১১৬.১
চলতি হিসাব ঘাটতি	-৪২.৬	-৪.৬	-১০.৬	-৪.১	-২৭.১	-৩৮.৯	-২৩.৫	-১১.৭	-১৮.৯	-০.৯	-৪৩.৩	---
বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ (মি. মা. ডলারে)	৮৮০.০	১৬০৮.০	২১২১.০	২৭৬৫.০	৩০৭০.০	২০৩৯.০	১৭১৯.০	১৭৩৯.০	১৫২৩.০	১৬০২.০	১৩০৭.০	১৪৭৮.০
নীট বৈদেশিক সম্পদ	১৭.৫	৪০.৩	৬০.৮	৯১.৫	১০৪.৬	৬৭.৪	৬৫.৫	৬৭.৯	৬৪.০	৮৫.৭	৭৪.৯	৮৩.০
ব্যপক অর্থ সরবরাহ (M২)	২৫০.০	২৮৫.৩	৩১৫.৪	৩৬৪.০	৪২২.৭	৪৫৭.৬	৫০৭.১	৫৫৫.৭	৬৩০.৩	৭৪৭.৬	৮৭১.৭	৯৫৮.৯
মুদ্রাস্ফীতির হার	৮.৩	৪.৬	২.৭	৩.৩	৮.৯	৬.৭	২.৫	৭.০	৮.৯	৩.৯	১.৬	২.৭৯

উৎস ঃ বাংলাদেশ ব্যাংক, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, অর্থ বিভাগ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ ও জাতীয় সঞ্চয় পরিদপ্তর।

নোট ঃ * ২০০১/০২ অর্থ বছরের তথ্য প্রাক্কলিত।অন্যান্য বছরের তথ্য প্রকৃত। শুধুমাত্র 'রাজস্ব ব্যয়' ও 'অন্যান্য ব্যয়' সংশোধিত বাজেট ভিত্তিক ।

** ১৯৯৫-৯৬ ভিত্তি বছর ধরে জিডিপি এবং এর উপাদানসমূহ নির্ণীত।

১। আই.এফ.এম এর রীতি অনুযায়ী রেলওয়ে ও পোষ্ট অফিসের লোকসান কর রাজস্ব আয় থেকে বিয়োগ/বিয়োজন করা হয়নি।

২। রাজস্ব ব্যয়ের সাথে রেলওয়ে ও পোষ্ট অফিসের লোকসান যোগ করা হয়েছে এবং খাদ্য ভর্তুকি বিয়োগ করা হয়েছে।

৩। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী থেকে নিজস্ব অর্থায়ন (Self-finance) বিয়োজন করা হয়েছে।

৪। অন্যান্য খরচের মধ্যে রয়েছে খাদ্য হিসাব বাবদ ব্যয়,মূলধন ব্যয় ও অন্যান্য উন্নয়ন ব্যয় ।

সারণী ১.২: সমষ্টিক অর্থনীতির নির্দেশিকাঃ ১৯৯০/৯১ - ২০০১/০২
(জিডিপির শতকরা হিসেবে)

	১৯৯০/৯১	১৯৯১/৯২	১৯৯২/৯৩	১৯৯৩/৯৪	১৯৯৪/৯৫	১৯৯৫/৯৬	১৯৯৬/৯৭	১৯৯৭/৯৮	১৯৯৮/৯৯	১৯৯৯/০০	২০০০/০১	২০০১/০২
ভোগ	৮৫.৪	৮৬.১	৮৭.৭	৮৬.৯	৮৬.৯	৮৫.৩	৮৪.১	৮২.৬	৮২.৩	৮২.১	৮২.১	৮২.১
সরকারী	৮১.৩	৮১.৭	৮২.৭	৮২.০	৮২.২	৮০.৯	৭৯.৭	৭৭.৯	৭৭.৭	৭৭.৫	৭৭.৬	৭৭.৬
বেসরকারী	৪.১	৪.৫	৫.০	৪.৯	৪.৬	৪.৪	৪.৪	৪.৭	৪.৬	৪.৬	৪.৫	৪.৪
সঞ্চয়												
অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়	১৪.৬	১৩.৯	১২.৩	১৩.১	১৩.১	১৪.৭	১৫.৯	১৭.৪	১৭.৭	১৭.৯	১৭.৯	১৭.৯
জাতীয় সঞ্চয়	১৯.৭	১৯.৩	১৮.০	১৮.৮	১৯.১	২০.০	২০.৭	২১.৮	২২.৩	২৩.১	২২.৩	২২.৪
মোট বিনিয়োগ	১৬.৯	১৭.৩	১৭.৯	১৮.৪	১৯.১	২০.০	২০.৭	২১.৬	২২.২	২৩.০	২৩.১	২৩.২
সরকারী	১০.৩	১০.৩	১১.৫	১১.৮	১২.৪	১৩.৬	১৩.৭	১৫.৩	১৫.৫	১৫.৬	১৫.৯	১৬.১
বেসরকারী	৬.৬	৭.০	৬.৫	৬.৬	৬.৭	৬.৪	৭.০	৬.৪	৬.৭	৭.৪	৭.৩	৭.১
বাজেট												
মোট রাজস্ব	৭.৬	৮.৩	৯.১	৯.২	৯.৮	৯.২	৯.৬	৯.৫	৯.০	৮.৫	৯.৩	৯.৮
কর রাজস্ব	৬.২	৬.৫	৭.৩	৭.১	৭.৯	৭.৩	৭.৯	৭.৭	৭.৪	৬.৮	৭.৮	৮.১
এনবিআর কর রাজস্ব	৫.৬	৬.১	৬.৯	৬.৬	৬.৯	৬.৮	৬.৯	৬.৯	৬.৮	৬.৪	৭.৪	৭.৬
এনবিআর বহির্ভূত কর রাজস্ব	০.৬	০.৪	০.৪	০.৪	১.০	০.৫	১.০	০.৮	০.৬	০.৪	০.৪	০.৪
কর বহির্ভূত রাজস্ব/১	১.৪	১.৭	১.৯	২.১	১.৯	১.৯	১.৭	১.৮	১.৬	১.৭	১.৫	১.৭
মোট ব্যয়	১৩.৬	১৩.০	১৩.০	১৫.০	১৪.৪	১৩.৯	১৩.৩	১২.৯	১৩.৬	১৪.৫	১৪.৮	১৪.২
রাজস্ব ব্যয়/২	৬.৭	৬.৬	৬.৮	৬.৭	৬.৭	৭.০	৬.৮	৭.১	৭.৫	৭.৭	৮.১	৭.৯
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী/৩	৪.৪	৪.৭	৫.০	৬.৫	৬.৬	৫.৯	৬.০	৫.৪	৫.৬	৬.৪	৬.৩	৫.৮
অন্যান্য খরচ/৪	২.৫	১.৬	১.২	১.৮	১.১	১.০	০.৫	০.৪	০.৪	০.৪	০.৪	০.৪
সার্বিক বাজেট ঘাটতি (অনুদান ব্যতীত)	-৬.০	-৪.৭	-৩.৮	-৫.৮	-৪.৬	-৪.৭	-৩.৭	-৩.৪	-৪.৬	-৬.১	-৫.৫	-৪.৪
সার্বিক বাজেট ঘাটতি (অনুদান সহ)	-৩.৩	-২.১	-১.৩	-৩.৭	-২.২	-৩.০	-২.০	-২.১	-৩.২	-৪.৫	-৪.৪	-৩.১
অর্থায়ন	৫.৫	৬.৪	৫.৬	৫.৬	৪.৪	৪.৫	৪.২	৩.৯	৪.৪	৫.৩	৪.৮	৪.৪
নীট বৈদেশিক অর্থায়ন	৫.০	৪.৫	৪.৫	৩.৮	৩.৮	২.৮	২.৮	২.৩	২.৫	২.৫	২.০	২.২
অনুদান	২.৭	২.৬	২.৬	২.১	২.৩	১.৭	১.৭	১.৩	১.৩	১.৫	১.১	১.৩
ঋণ	২.৯	২.৫	২.৭	২.৫	২.২	১.৯	১.৮	১.৭	১.৯	১.৮	১.৮	১.৯
আসল পরিশোধ	-০.৬	-০.৭	-০.৭	-০.৮	-০.৮	-০.৮	-০.৭	-০.৭	-০.৭	-০.৮	-০.৯	-০.৯
অভ্যন্তরীণ অর্থায়ন	০.৬	১.৯	১.২	১.৮	০.৭	১.৮	১.৫	১.৬	১.৯	২.৮	২.৮	২.১
ব্যাংক ঋণ	০.২	১.২	০.২	০.৬	০.০	১.০	০.৯	০.৬	০.৯	১.৫	১.১	০.৬
কেন্দ্রীয় ব্যাংক	০.০	-০.৪	০.২	-০.৩	০.২	১.১	০.৮	০.৪	০.৫	০.৭	০.৮	০.৫
বাণিজ্যিক ব্যাংক	০.২	১.৬	০.০	০.৯	-০.২	-০.১	০.১	০.২	০.৪	০.৮	০.৪	০.১
জন ঋণ (নীট)	০.৪	০.৭	০.৯	১.২	০.৭	০.৮	০.৫	১.০	১.০	১.৪	১.৭	১.৫
আমদানী	১১.২	১১.৩	১২.৭	১২.৪	১৫.৪	১৭.১	১৬.৯	১৭.১	১৭.৫	১৭.৮	১৯.৯	১৭.০
রপ্তানী	৫.৫	৬.৩	৭.৪	৭.৫	৯.১	৯.৫	১০.৪	১১.৭	১১.৬	১২.২	১৩.৮	১২.৮
বাণিজ্য ঘাটতি	-৫.৭	-৪.৯	-৫.৩	-৪.৯	-৬.২	-৭.৫	-৬.৫	-৫.৪	-৫.৯	-৫.৭	-৬.২	-৪.৩
চলতি হিসাব ঘাটতি	-৩.৯	-০.৪	-০.৮	-০.৩	-১.৮	-২.৩	-১.৩	-০.৬	-০.৯	০.০	-১.৭	০.০
নীট বৈদেশিক সম্পদ	১.৬	৩.৪	৪.৯	৬.৮	৬.৯	৪.০	৩.৬	৩.৪	২.৯	৩.৬	৩.০	৩.১
ব্যাপক অর্থ সরবরাহ (গ২)	২২.৬	২৩.৯	২৫.২	২৬.৯	২৭.৭	২৭.৫	২৮.১	২৭.৮	২৮.৭	৩১.৫	৩৪.৪	৩৫.৪

উৎস ঃ বাংলাদেশ ব্যাংক, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, অর্থ বিভাগ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ ও জাতীয় সঞ্চয় পরিদপ্তর।

সারণী ২ঃ চলতি মূল্যে দেশজ উৎপাদন

(কোটি টাকা)

খাত/উপ-খাত	১৯৯১/৯২	১৯৯২/৯৩	১৯৯৩/৯৪	১৯৯৪/৯৫	১৯৯৫/৯৬	১৯৯৬/৯৭	১৯৯৭/৯৮	১৯৯৮/৯৯	১৯৯৯/০০	২০০০/০১	২০০১/০২ (সাময়িক)
১. কৃষি ও বনজ	২৯৫৩২	২৬১৮৭	২৬৯০০	৩১০০৬	৩২৪৩৮	৩৫০৪৬	৩৮১৩৬	৪২৯৯০	৪৪৬৯২	৪৫৬৩১	৪৭৩৬৮
(ক) শস্য ও শাকসব্জি	২২৮৩১	১৯১৪৪	১৯৪৯০	২৩০৫৭	২৩৯৯২	২৫৯৯৭	২৮৪২৪	৩২৩৯৫	৩৩৪১৮	৩৪০৬৪	৩৫৪৪১
(খ) পশুসম্পদ	৪২৬৮	৪৪৯৮	৪৭৬২	৫০৫৫	৫৩৬২	৫৬৯৭	৬০৫০	৬৪৪৩	৬৮৫৮	৬৮৯৩	৬৯৭৯
(গ) বনজ সম্পদ	২৪৩৩	২৫৪৫	২৬৪৮	২৮৯৪	৩০৮৪	৩৩৫২	৩৬৬২	৪১৫২	৪৪১৭	৪৬৭৪	৪৯৪৮
২. মৎস্য সম্পদ	৪৪০৮	৫৫০৭	৬৫৮২	৭৬৩১	৮৫৫০	৯৬৪২	১০৮৭৪	১২৪৮৫	১৩৬৭৪	১৩৪০৬	১৩৭৪৯
৩. খনিজ ও খনন	১০৫২	১২৭১	১৩৭০	১৫৪৪	১৬৬৯	১৮০০	১৯৫২	২০৬৬	২৩১১	২৬৪০	২৯২৫
(ক) প্রাকৃতিক গ্যাস ও অপরিশোধিত তৈল	৬৫০	৮০২	৮৪১	৯২৩	৯৯২	৯৯০	১০৪২	১০৮০	১২৭৭	১৫০২	১৭৩৬
(খ) অন্যান্য খনিজ সম্পদ	৪০২	৪৬৯	৫২৯	৬২১	৬৭৭	৮১০	৯১০	৯৮৬	১০৩৪	১১৩৮	১১৮৯
৪. শিল্প (ম্যানুফ্যাকচারিং)	১৬০৬২	১৭৯৯৫	১৯৯৭৯	২২৪৫৬	২৪৬৩৫	২৭০৬০	৩১২৬৯	৩২৭৮৩	৩৪৮৩৭	৩৭৯৪৩	৪১০৯৩
(ক) বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প	১১১৮৬	১২৬১৬	১৪০৮৪	১৬০৩৪	১৭৫৭৩	১৯০৩১	২২১৭৫	২৩৫২৭	২৪৯৩৯	২৭০৪৯	২৮৯৭৪
(খ) ক্ষুদ্রায়তন শিল্প	৪৮৭৬	৫৩৭৯	৫৮৯৫	৬৪২২	৭০৬২	৮০২৯	৯০৯৪	৯২৫৬	৯৮৯৮	১০৮৯৪	১২১১৯
৫. বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সম্পদ	১৭৯২	১৯৫২	২১১২	২২৬৯	২৪০১	২৫৫৪	২৬৪৩	২৮৩৮	৩০৭২	৩৩৪৬	৩৬৫৩
(ক) বিদ্যুৎ	১৫৫০	১৬৭৪	১৭৯০	১৯০৬	২০২০	২১৫৯	২২১৩	২৩৮৮	২৫৭৯	২৮০৪	৩০৫৩
(খ) গ্যাস	১৮১	২০০	২২৫	২৬৪	২৮১	২৯০	৩১০	৩১৮	৩৪৩	৩৭৫	৪১২
(গ) পানি	৬১	৭৮	৯৭	৯৯	১০০	১০৫	১২০	১৩২	১৫০	১৬৭	১৮৮
৬. নির্মাণ	৭০৫৬	৭৫৩৫	৮৩২০	৯৬৯৬	১০৯৯৯	১২১৬৯	১৩৮৫৯	১৫৬২৫	১৭৬২২	১৯৩৩৪	২১০১১
৭. পাইকারী ও খুচরা বাণিজ্য	১৪১৫৬	১৪৯৮৭	১৬৩৫৯	১৮৮.৭৩	২০৬০৮	২২০৩৭	২৪৮৪৪	২৭২৩২	২৯২০৪	৩২৪৭৯	৩৫৩৮৯
৮. হোটেল ও রেঁস্তোরা	৬৮৩	৭৩০	৮০৪	৮৮৪	৯৭৮	১০৩৩	১১৫৬	১৩১৭	১৪৬৩	১৫৯০	১৭৩০
৯. পরিবহন, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ	১১২১৬	১১৯৪৮	১২৬৮৩	১৩৫২৫	১৪৪৮৩	১৫৫৮৪	১৬৭৪১	১৮০৪১	১৯৭৪৩	২২১২৯	২৪১৪১
(ক) স্থল পথ পরিবহন	৭৮১৬	৮৩৮৯	৮৯০৩	৯৫৩১	১০২৭৬	১১০৫০	১২০২৪	১৩০৮৩	১৪৪৬৩	১৬০৯৮	১৭৬৯৪
(খ) পানি পথ পরিবহন	২২৮৯	২২৯২	২২৮৮	২২৭০	২২৮২	২৩১০	২৩২৬	২৪০৪	২৪৯০	২৬১৬	২৭০৪
(গ) আকাশ পথ পরিবহন	১৯৪	২৩৮	২৬৬	২৪৪	২৫০	২৩৯	২৮০	৩২০	৩৭৩	৩৯৩	৪১৩
(ঘ) সহযোগী পরিঃ সেবা ও সংরক্ষণ	৩৪৮	৪১১	৪২৯	৫৩০	৫৮৫	৬১৬	৬৪১	৬৭৬	৭৭২	৯৩৪	১০২০
(ঙ) ডাক ও তার যোগাযোগ	৫৬৯	৬১৮	৮৯৭	৯৫০	১০৯০	১৩৬৯	১৪৭০	১৫৫৮	১৬৪৫	২০৮৮	২৩১০
১০. আর্থিক প্রাতিষ্ঠানিক সেবা	১৬৩৯	১৮০৩	২০০৬	২২৪৬	২৫১৭	২৭৬০	২৯৯২	৩৩৫১	৩৬৪৮	৩৯১১	৪১৮৯
(ক) ব্যাংক	১৪৩৭	১৫৯৭	১৭৫৫	১৯৩০	২১০২	২২৪৩	২৩৯১	২৬৩৯	২৮২৮	২৯৮৮	৩১৪৯
(খ) বীমা	১৭৪	১৭৩	২১১	২৬৬	৩৭৭	৩৯৮	৪৭১	৫৬৫	৬৬০	৭৬১	৮৭৪
(গ) অন্যান্য	২৮	৩৩	৪০	৫০	৭৮	১১৯	১৩০	১৪৭	১৬০	১৬২	১৬৬
১১. রিয়েল এষ্টেট, ভাড়া ও অন্যান্য ব্যবসা	৯৮৮৪	১০৮৫৬	১১৯৯৬	১৩০৯৫	১৫১০৪	১৬২৯৫	১৭৬২৯	১৯৫৮৪	২১১৩৯	২২৩৬৫	২৩৯৯৫
১২. লোক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা	২৫৯০	৩১০৬	৩৩৮১	৩৬৮৭	৪০১৬	৪৪১৯	৪৯৬০	৫৫৫২	৬২৩৪	৬৬৯৫	৭২২৯
১৩. শিক্ষা	২২৮৯	২৫৭১	২৮২৪	৩৬৭৩	৩৩০৪	৩৬১০	৪১৩৭	৪৭১৮	৫৩৮৬	৫৮৫২	৬৩৪৮
১৪. স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা	২৬৫৯	২৯২৬	৩১৫৪	৩৩৮০	৩৬৩৯	৩৯৪২	৪৩৭১	৪৮৪২	৫৩৭৬	৫৭২২	৬০৬১
১৫. কমিউনিটি, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সেবা	১০৪৮২	১১৩৫৭	১২১৭৪	১৩০৭৩	১৪২৯৫	১৫৩৮১	১৭০২৯	১৮৪৯৭	২০৩৬০	২১৬৬৫	২৩০৪৮
আমদানী শুল্ক	৪০৪২	৪৬৩৮	৪৭৬৮	৬০৮০	৬৬৮৮	৭৩৬৯	৭৫৮৫	৭৭৭৬	৮৩২৫	৮৫৪৭	৯১৯৫
জিডিপি চলতি বাজার মূল্যে	১১৯৫৪২	১২৫৩৬৯	১৩৫৪১২	১৫২৫১৮	১৬৬৩২৪	১৮০৭০১	২০০১৭৭	২১৯৬৯৭	২৩৭০৮৬	২৫৩২৫৫	২৭১১২৪
প্রবৃদ্ধির হার (%)	৮.১৭	৪.৮৭	৮.০১	১২.৬৩	৯.০৫	৮.৬৪	১০.৭৮	৯.৭৫	৭.৯১	৬.৮২	৭.০৬

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

নোটঃ জিডিপি এসএনএ '৯৩ অনুযায়ী প্রণীত। ভিত্তি বছর ১৯৯৫/৯৬।

সারণী ৩ঃ স্থির মূল্যে (১৯৯৫/৯৬) দেশজ উৎপাদন

(কোটি টাকা)

খাত/উপ-খাত	১৯৯১/৯২	১৯৯২/৯৩	১৯৯৩/৯৪	১৯৯৪/৯৫	১৯৯৫/৯৬	১৯৯৬/৯৭	১৯৯৭/৯৮	১৯৯৮/৯৯	১৯৯৯/০০	২০০০/০১	২০০১/০২ (সাময়িক)
১. কৃষি ও বনজ	৩২১৯৭	৩২৬৩২	৩২৪২০	৩১৭৯৩	৩২৪৩৮	৩৪২৪৬	৩৪৮০৮	৩৫৯৩৭	৩৮৪২৫	৪০৫৫১	৪১৭৮৫
(ক) শস্য ও শাকসব্জি	২৪৫৯১	২৪৮২৯	২৪৪১৭	২৩৫৮২	২৩৯৯২	২৫৫৩৮	২৫৮১০	২৬৬১৪	২৮৭৬৯	৩০৫৪৮	৩১৪১৫
(খ) পশুসম্পদ	৪৮৬৮	৪৯৮৪	৫১০৫	৫২৩১	৫৩৬২	৫৫০০	৫৬৪৬	৫৭৯৮	৫৯৫৭	৬১২৪	৬৩০১
(গ) বনজ সম্পদ	২৭৩৮	২৮১৯	২৮৯৮	২৯৮০	৩০৮৪	৩২০৮	৩৩৫২	৩৫২৬	৩৭০০	৩৮৭৯	৪০৬৯
২. মৎস্য সম্পদ	৬৩৬৮	৬৯০৯	৭৪৫৫	৭৯৬১	৮৫৫০	৯২০০	১০০২৬	১১০২৪	১২০০২	১১৪৫৮	১১৬৯৮
৩. খনিজ ও খনন	১২৩৩	১৩৪৩	১৪১২	১৫৪৮	১৬৬৯	১৭২৯	১৮২৮	১৮৫২	২০২৮	২২২৫	২৩৮৬
(ক) প্রাকৃতিক গ্যাস ও অপরিশোধিত তৈল	৭১৪	৮০২	৮৪১	৯২৩	৯৯২	৯৮২	১০২৯	১০০৪	১১৫০	১৩১১	১৪৪২
(খ) অন্যান্য খনিজ সম্পদ	৫১৯	৫৪১	৫৭১	৬২৫	৬৭৭	৭৪৭	৭৯৯	৮৪৮	৮৭৮	৯১৪	৯৪৪
৪. শিল্প (ম্যানুফ্যাকচারিং)	১৭৮৩৯	১৯৩৭৭	২০৯৫৫	২৩১৫২	২৪৬৩৫	২৫৮৭৯	২৮০৯১	২৮৯৮৮	৩০৩৬৮	৩২২৭৭	৩৩৮৯৩
(ক) বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প	১২৬৪৬	১৩৭৮৫	১৪৯২২	১৬৬৩০	১৭৫৭৩	১৮২৭০	১৯৯৬৭	২০৮০৩	২১৭০৯	২৩০১০	২৩৯৩১
(খ) ক্ষুদ্রায়তন শিল্প	৫১৯৩	৫৫৯২	৬০৩১	৬৫২২	৭০৬২	৭৬০৯	৮১২৪	৮১৮৫	৮৬৫৯	৯২৬৭	৯৯৬২
৫. বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সম্পদ	১৮৯৭	২০৩০	২১৬৩	২২৭৭	২৪০১	২৪৪৭	২৪৯৬	২৬৪৬	২৮২৬	৩০৩৫	৩২৬৮
(ক) বিদ্যুৎ	১৬০১	১৭১৫	১৮২০	১৯১৪	২০২০	২০৫৯	২০৮৬	২২২৭	২৩৮০	২৫৬১	২৭৬০
(খ) গ্যাস	২২২	২২৯	২৪৬	২৬৪	২৮১	২৮৫	৩০০	৩০২	৩১৯	৩৩৮	৩৬২
(গ) পানি	৭৪	৮৬	৯৭	৯৯	১০০	১০৩	১১০	১১৭	১২৭	১৩৬	১৪৬
৬. নির্মাণ	৭৯৮৯	৮৪৬৭	৯২৫২	১১৩৭	১০৯৯৯	১১৯৫০	১৩০৮৩	১৪২৫০	১৫৪৫৯	১৬৭৯৬	১৮১২৩
৭. পাইকারী ও খুচরা বাণিজ্য	১৬৭৬৭	১৭২৮৩	১৮২৪৩	১৯৬৯৫	২০৬০৮	২১৭৩৭	২৩০৩৮	২৪৫৩৮	২৬৩২৮	২৭৯১২	২৯৪৮৩
৮. হোটেল ও রেঁস্তোরা	৮০৫	৮৪৫	৮৮৮	৯৩২	৯৭৮	১০২৭	১০৯৪	১১৬৭	১২৪৭	১৩৩৫	১৪২১
৯. পরিবহন, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ	১২২৪৫	১২৩৬১৭	১৩১২৪	১৩৭৭৪	১৪৪৮৩	১৫২৮০	১৬১৪৯	১৭১০২	১৮১৪২	১৯৫৭৯	২০৭৬০
(ক) স্থল পথ পরিবহন	৮৫৮১	৮৯১৬	৯২৬৫	৯৭৪০	১০২৭৬	১০৮৩৫	১১৫৬৬	১২৩৩২	১৩১১২	১৩৯৪৭	১৪৮২৬
(খ) পানি পথ পরিবহন	২৪৮৫	২৪১১	২৩৬৬	২৩১৬	২২৮২	২২৬৪	২২৪২	২২৭৯	২৩১৯	২৩৩২	২৩২৭
(গ) আকাশ পথ পরিবহন	২১২	২৩৭	২৫৬	২৩৫	২৫০	২২৩	২৬১	২৯৮	৩৪৮	৩৬৪	৩৮১
(ঘ) সহযোগী পরিঃ সেবা ও সংরক্ষণ	৩৯৮	৪৩৪	৪৪০	৫৩২	৫৮৫	৫৮৯	৬০৯	৬৩৫	৭১৮	৮৪৮	৯১৬
(ঙ) ডাক ও তার যোগাযোগ	৫৬৯	৬১৯	৭৯৭	৯৫১	১০৯০	১৩৬৯	১৪৭১	১৫৫৮	১৬৪৫	২০৮৮	২৩১০
১০. আর্থিক প্রাতিষ্ঠানিক সেবা	২১১৫	২১৭৫	২২৮৪	২৪০০	২৫১৭	২৬৪৬	২৭৮৬	২৯৩৭	৩০৯৮	৩২৭০	৩৪৪০
(ক) ব্যাংক	১৮৫৫	১৯২৫	১৯৯৮	২০৬২	২১০২	২১৫১	২২২৭	২৩১২	২৪০২	২৪৯৮	২৫৮৬
(খ) বীমা	২২৪	২১০	২৪০	২৮৪	৩৩৭	৩৮১	৪৩৮	৪৯৬	৫৬০	৬৩৬	৭১৮
(গ) অন্যান্য	৩৬	৪০	৪৬	৫৪	৭৮	১১৪	১২১	১২৯	১৩৬	১৩৬	১৩৭
১১. রিয়েল এষ্টেট, ভাড়া ও অন্যান্য ব্যবসা	১৩২১৫	১৩৬৬১	১৪১১৬	১৪৬০৭	১৫১০৪	১৫৬৩৮	১৬২৩৩	১৬৮৫৩	১৭৪৯৯	১৮০৯৬	১৮৭১৫
১২. লোক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা	৩০৪৪	৩৪৯৪	৩৬৯১	৩৮৫৬	৪০১৬	৪২৩৮	৪৪৮৮	৪৭৪৩	৫০২৬	৫৩২২	৫৬৯৫
১৩. শিক্ষা	২৬৯০	২৮৯২	৩০৮৩	৩২২২	৩৩০৪	৩৪৬২	৩৭৪২	৪০৩০	৪৩৪২	৪৬৫১	৫০০১
১৪. স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা	৩১২৫	৩২৯১	৩৪৪৪	৩৫৪৩	৩৬৩৯	৩৭৮১	৩৯৫৪	৪১৩৬	৪৩৩৫	৪৫৪৮	৪৭৭৫
১৫. কমিউনিটি, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সেবা	১২৮৩৫	১৩১৭৪	১৩৫৩৫	১৩৯০৭	১৪২৯৫	১৪৬৯৩	১৫১১২	১৫৫৫৮	১৬০৩৩	১৬৫৩৮	১৭০৭৩
আমদানী শুল্ক	৪৮৪৬	৫৩৭৮	৫৪৪৯	৬১৭২	৬৬৮৮	৭৩৩২	৭৫২০	৭৬৬৯	৭৭৬৯	৭৯১৩	৮৩৩২
স্থির মূল্যে জিডিপি'র পরিমাণ	১৩৯২০০	১৪৫৫৬৮	১৫১৫১৪	১৫৮৯৭৬	১৬৬৩২৪	১৭৫২৮৫	১৮৪৪৪৮	১৯৩৪২৯	২০৪৯২৮	২১৫৫০৬	২২৫৮৪৮
প্রবৃদ্ধির হার (%)	৫.০৪	৪.৫৭	৪.০৮	৪.৯৩	৪.৬২	৫.৩৯	৫.২৩	৪.৮৭	৫.৯৪	৫.১৬	৪.৮০

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

নোটঃ জিডিপি এসএনএ '৯৩ অনুযায়ী প্রণীত। ভিত্তি বছর ১৯৯৫/৯৬।

সারণী ৪ঃ দেশজ উৎপাদনের প্রবৃদ্ধির হার (১৯৯৫/৯৬ স্থির মূল্যে)

(শতকরা হার)

খাত/উপ-খাত	১৯৯১/৯২	১৯৯২/৯৩	১৯৯৩/৯৪	১৯৯৪/৯৫	১৯৯৫/৯৬	১৯৯৬/৯৭	১৯৯৭/৯৮	১৯৯৮/৯৯	১৯৯৯/০০	২০০০/০১	২০০১/০২ (সাময়িক)
১. কৃষি ও বনজ	১.৩৯	১.৩৫	-০.৬৫	-১.৯৩	২.০৩	৫.৫৭	১.৬৩	৩.২৪	৬.৯২	৫.৫৩	৩.০৪
(ক) শস্য ও শাকসব্জি	১.১১	০.৯৭	-১.৬৬	-৩.৪২	১.৭৪	৬.৪৪	১.০৫	৩.১১	৮.১০	৬.১৮	২.৮৪
(খ) পশুসম্পদ	২.৩৪	২.৩৮	২.৪২	২.৪৭	২.৫১	২.৫৮	২.৬৪	২.৬৯	২.৭৪	২.৮১	২.৮৮
(গ) বনজ সম্পদ	২.২৯	২.৯৭	২.৮০	২.৮৪	৩.৪৬	৪.০৩	৪.৫১	৫.১৬	৪.৯৪	৪.৮৫	৪.৯১
২. মৎস্য সম্পদ	৮.২৪	৮.৪৯	৭.৯১	৬.৭৯	৭.৩৯	৭.৬০	৮.৯৮	৯.৯৬	৮.৮৭	-৪.৫৩	২.০৯
৩. খনিজ ও খনন	৬.৬১	৮.৯১	৫.১৫	৯.৬৫	৭.৮১	৩.৫৬	৫.৭৬	১.৩২	৯.৪৮	৯.৭৫	৭.২২
(ক) প্রাকৃতিক গ্যাস ও অপরিশোধিত তৈল	৯.৭৯	১২.২৫	৪.৮৩	৯.৮৮	৭.৪১	-০.৯৯	৮.৮০	-২.৪৬	১৪.৫৫	১৩.৯৯	৯.৯৮
(খ) অন্যান্য খনিজ সম্পদ	২.৫৩	৪.৩০	৫.৬২	৯.৩৩	৮.৪০	১০.২৩	৭.০২	৬.১৮	৩.৪৭	৪.১৯	৩.২৬
৪. শিল্প (ম্যানুফ্যাকচারিং)	৭.৩৮	৮.৬২	৮.১৫	১০.৪৮	৬.৪১	৫.০৫	৮.৫৪	৩.১৯	৪.৭৬	৬.২৯	৫.০০
(ক) বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প	৭.৩৪	৯.০০	৮.২৫	১১.৪৪	৫.৬৭	৩.৯৭	৯.২৮	৪.১৯	৪.৩৫	৬.০০	৪.০০
(খ) ক্ষুদ্রায়তন শিল্প	৭.৪৮	৭.৭০	৭.৮৮	৮.১০	৮.২৮	৭.৭৫	৬.৭৭	০.৭৫	৫.৮০	৭.০২	৭.৫০
৫. বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সম্পদ	৬.৩৫	৭.০১	৬.৫৪	৫.২৯	৫.৪৩	১.৯৩	২.০১	৬.০০	৬.৭৮	৭.৪০	৭.৬৮
(ক) বিদ্যুৎ	৫.৬৮	৭.১২	৬.১১	৫.১৭	৫.৫২	১.৯৮	১.৩০	৬.৭৫	৬.৮৭	৭.৬০	৭.৭৮
(খ) গ্যাস	৮.৬৬	৩.২৪	৭.৪২	৭.৪৩	৬.২৪	১.৩৯	৫.৩০	০.৬৩	৫.৬১	৬.০৫	৭.০০
(গ) পানি	১৪.৭১	১৫.৯২	১২.৬৯	২.০৭	১.৫২	২.৪৯	৭.২০	৬.৪৪	৮.০৬	৭.০৫	৭.৫২
৬. নির্মাণ	৫.৯৪	৫.৯৯	৯.২৮	৯.৫৬	৮.৫০	৪.৬৪	৯.৪৮	৮.৯২	৮.৪৮	৮.৬৫	৭.৯০
৭. পাইকারী ও খুচরা বাণিজ্য	৫.৫১	৩.০৮	৫.৫৫	৭.৯৬	৪.৬৩	৫.৪৮	৫.৯৮	৬.৫১	৭.৩০	৬.০১	৫.৬৩
৮. হোটেল ও রেঁস্তোরা	৪.৯৮	৪.৯৮	৪.৯৮	৪.৯৮	৪.৯৮	৪.৯৮	৬.৫০	৬.৬৫	৬.৯৪	৭.০০	৬.৫০
৯. পরিবহন, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ	৩.৬৬	৩.০৪	৪.০২	৪.৯৫	৫.১৫	৫.৫০	৫.৬১	৫.৯০	৬.০৮	৭.৯২	৬.০৩
(ক) স্থল পথ পরিবহন	৩.৪৯	৩.৯১	৩.৯১	৫.১৩	৫.৫০	৫.৪৪	৬.৭৫	৬.৬২	৬.৩২	৬.৩৭	৬.৩০
(খ) পানি পথ পরিবহন	-১.৪৩	-২.৯৯	-১.৮৩	-২.১২	-১.৪৬	-০.৮৪	-০.৯২	১.৬০	১.৭৮	০.৫৭	-০.২২
(গ) আকাশ পথ পরিবহন	০.৫৮	১১.৮১	৮.১৭	-৮.৪৪	৬.২৫	-১০.৬৮	১৬.৮৯	১৪.৪৬	১৬.৮০	৪.৬২	৪.৫৪
(ঘ) সহযোগী পরিঃ সেবা ও সংরক্ষণ	৮.৮৭	৯.১৭	১.২০	২১.০২	৯.৯৮	০.৭২	৩.৩৬	৪.২৪	১৩.১৫	১৮.১০	৮.০৩
(ঙ) ডাক ও তার যোগাযোগ	৩৪.০৩	৮.৬৮	২৮.৮৫	১৯.২৯	১৪.৭১	২৫.৫৭	৭.৪২	৫.৯৬	৫.৫৭	২৬.৯২	১০.৬৪
১০. আর্থিক প্রাতিষ্ঠানিক সেবা	৩.৭৯	২.৮৪	৫.০১	৫.০৯	৪.৮৭	৫.১৪	৫.২৭	৫.৪০	৫.৫০	৫.৫৪	৫.২২
(ক) ব্যাংক	৪.৫৬	৩.৮৩	৩.৭৫	৩.২২	১.৯৪	২.৩৪	৩.৪৯	৩.৮৫	৩.৮৭	৪.০১	৩.৫১
(খ) বীমা	-৩.৫৩	-৬.৬০	১৪.৭০	১৮.৩৫	১৮.৩৫	১৩.২৮	১৪.৯৫	১৩.০৫	১৩.০৯	১৩.৪৬	১২.৯৫
(গ) অন্যান্য	১৪.৭০	১০.৮৬	১৪.৮২	১৭.০৭	৪৬.৩৬	৪৫.৩৪	৬.৫০	৬.২০	৫.৫৪	-০.০৩	০.৫০
১১. রিয়েল এষ্টেট, ভাড়া ও অন্যান্য ব্যবসা	৩.২৭	৩.৩৭	৩.৩৩	৩.৪৮	৩.৪০	৩.৫৪	৩.৮০	৩.৮২	৩.৮৩	৩.৪১	৩.৪২
১২. লোক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা	১২.৮৩	১৪.৭৭	৫.৬৪	৪.৪৭	৪.১৬	৫.৫০	৫.৯০	৫.৭০	৫.৯৭	৫.৮৮	৭.০২
১৩. শিক্ষা	৬.১৫	৭.৫০	৬.৬১	৪.৪৯	২.৫৭	৪.৭৭	৮.১০	৭.৭০	৭.৭৪	৭.১১	৭.৫৩
১৪. স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা	৪.৫২	৫.৩২	৪.৬৩	২.৮৯	২.৭০	৩.৯০	৪.৫৯	৪.৬০	৪.৮০	৪.৯২	৪.৯৯
১৫. কমিউনিটি, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সেবা	২.৭১	২.৭২	২.৭৪	২.৭৫	২.৭৮	২.৭৯	২.৮৫	২.৯৫	৩.০৬	৩.১৫	৩.২৪
আমদানী শুল্ক	২৮.৩৮	১০.৯৭	১.৩৩	১৩.২৭	৮.৩৫	৯.৬৩	২.৫৭	১.৯৭	১.৩১	১.৮৫	৫.৩০
জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার (%)	৫.০৪	৪.৫৭	৪.০৮	৪.৯৩	৪.৬২	৫.৩৯	৫.২৩	৪.৮৭	৫.৯৪	৫.১৬	৪.৮০

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

সারণী ৫ঃ স্থির মূল্যে (১৯৯৫/৯৬) দেশজ উৎপাদনে খাতওয়ারী অবদান (%)

(শতকরা হার)

খাত/উপ-খাত	১৯৯১/৯২	১৯৯২/৯৩	১৯৯৩/৯৪	১৯৯৪/৯৫	১৯৯৫/৯৬	১৯৯৬/৯৭	১৯৯৭/৯৮	১৯৯৮/৯৯	১৯৯৯/০০	২০০০/০১	২০০১/০২ (সাময়িক)
১. কৃষি ও বনজ	২৩.৯৬	২৩.২৮	২২.২০	২০.৮১	২০.৩২	২০.৩৯	১৯.৬৭	১৯.৩৫	১৯.৪৯	১৯.৫৩	১৯.২১
(ক) শস্য ও শাকসব্জি	১৮.৩০	১৭.৭১	১৬.৭২	১৫.৪৩	১৫.০৩	১৫.২১	১৪.৫৯	১৪.৩৩	১৪.৫৯	১৪.৭২	১৪.৪৪
(খ) পশুসম্পদ	৩.৬২	৩.৫৬	৩.৪৯	৩.৪২	৩.৩৬	৩.২৭	৩.১৯	৩.১২	৩.০২	২.৯৫	২.৯০
(গ) বনজ সম্পদ	২.০৪	২.০১	১.৯৮	১.৯৫	১.৯৩	১.৯১	১.৮৯	১.৯০	১.৮৮	১.৮৬	১.৮৭
২. মৎস্য সম্পদ	৪.৭৪	৪.৯৩	৫.১০	৫.২১	৫.৩৬	৫.৪৮	৫.৬৭	৫.৯৩	৬.০৯	৫.৫২	৫.৩৮
৩. খনিজ ও খনন	০.৯২	০.৯৬	০.৯৭	১.০১	১.০৫	১.০৩	১.০৩	১.০০	১.০৩	১.০৭	১.১০
(ক) প্রাকৃতিক গ্যাস ও অপরিশোধিত তৈল	০.৫৩	০.৫৭	০.৫৮	০.৬০	০.৬২	০.৫৮	০.৫৮	০.৫৪	০.৫৮	০.৬৩	০.৬৬ ০.৪৩
(খ) অন্যান্য খনিজ সম্পদ	০.৩৯	০.৩৯	০.৩৯	০.৪১	০.৪২	০.৪৪	০.৪৫	০.৪৬	০.৪৫	০.৪৪	
১. শিল্প (ম্যানুফ্যাকচারিং)	১৩.২৮	১৩.৮২	১৪.৩৫	১৫.১৫	১৫.৪৩	১৫.৪১	১৫.৮৮	১৫.৬০	১৫.৪০	১৫.৫৫	১৫.৫৮
(ক) বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প	৯.৪১	৯.৮৩	১০.২২	১০.৮৮	১১.০১	১০.৮৮	১১.২৯	১১.২০	১১.০১	১১.০৮	১১.০০
(খ) ক্ষুদ্রায়তন শিল্প	৩.৮৭	৩.৯৯	৪.১৩	৪.২৭	৪.৪২	৪.৫৩	৪.৫৯	৪.৪০	৪.৩৯	৪.৪৬	৪.৫৮
২. বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সম্পদ	১.৪১	১.৪৫	১.৪৮	১.৪৯	১.৫০	১.৪৬	১.৪১	১.৪২	১.৪৩	১.৪৬	১.৫০
(ক) বিদ্যুৎ	১.১৯	১.২২	১.২৫	১.২৫	১.২৭	১.২৩	১.১৮	১.২০	১.২১	১.২৩	১.২৭
(খ) গ্যাস	০.১৭	০.১৬	০.১৭	০.১৭	০.১৮	০.১৭	০.১৭	০.১৬	০.১৬	০.১৬	০.১৭
(গ) পানি	০.০৬	০.০৬	০.০৭	০.০৬	০.০৬	০.০৬	০.০৬	০.০৬	০.০৬	০.০৭	০.০৭
৩. নির্মাণ	৫.৯৫	৬.০৪	৬.৩৩	৬.৬৩	৬.৮৯	৭.১২	৭.৩৯	৭.৬৭	৭.৮৪	৮.০৯	৮.৩৩
৪. পাইকারী ও খুচরা বাণিজ্য	১২.৪৮	১২.৩৩	১২.৪৯	১২.৮৯	১২.৯১	১২.৯৪	১৩.০২	১৩.২১	১৩.৩৫	১৩.৪৫	১৩.৫৫
৫. হোটেল ও রেঁস্তোরা	০.৬০	০.৬০	০.৬১	০.৬১	০.৬১	০.৬১	০.৬২	০.৬৩	০.৬৩	০.৬৪	০.৬৫
৬. পরিবহন, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ	৯.১১	৯.০০	৮.৯৯	৯.০১	৯.০৭	৯.১০	৯.১৩	৯.২১	৯.২০	৯.৪৩	৯.৫৪
(ক) স্থল পথ পরিবহন	৬.৩৯	৬.৩৬	৬.৩৪	৬.৩৭	৬.৪৪	৬.৪৫	৬.৫৪	৬.৬৪	৬.৬৫	৬.৭২	৬.৮২
(খ) পানি পথ পরিবহন	১.৮৫	১.৭২	১.৬২	১.৫২	১.৪৩	১.৩৫	১.২৭	১.২৩	১.১৮	১.১২	১.০৭
(গ) আকাশ পথ পরিবহন	০.১৬	০.১৭	০.১৮	০.১৫	০.১৬	০.১৩	০.১৫	০.১৬	০.১৮	০.১৮	০.১৮
(ঘ) সহযোগী পরিঃ সেবা ও সংরক্ষণ	০.৩০	০.৩১	০.৩০	০.৩৫	০.৩৭	০.৩৫	০.৩৪	০.৩৪	০.৩৬	০.৪১	০.৪২
(ঙ) ডাক ও তার যোগাযোগ	০.৪২	০.৪৪	০.৫৫	০.৬২	০.৬৮	০.৮২	০.৮৩	০.৮৪	০.৮৩	১.০১	১.০৬
৭. আর্থিক প্রাতিষ্ঠানিক সেবা	১.৫৭	১.৫৫	১.৫৬	১.৫৭	১.৫৮	১.৫৮	১.৫৭	১.৫৮	১.৫৭	১.৫৮	১.৫৮
(ক) ব্যাংক	১.৩৮	১.৩৭	১.৩৭	১.৩৫	১.৩২	১.২৮	১.২৬	১.২৪	১.২২	১.২০	১.১৯
(খ) বীমা	০.১৭	০.১৫	০.১৬	০.১৯	০.২১	০.২৩	০.২৫	০.২৭	০.২৮	০.৩১	০.৩৩
(গ) অন্যান্য	০.০৩	০.০৩	০.০৩	০.০৪	০.০৫	০.০৭	০.০৭	০.০৭	০.০৭	০.০৭	০.০৬
৮. রিয়েল এষ্টেট, ভাড়া ও অন্যান্য ব্যবসা	৯.৮৪	৯.৭৪	৯.৬৬	৯.৫৬	৯.৪৬	৯.৩১	৯.১৮	৯.০৭	৮.৮৮	৮.৭২	৮.৬০
৯. লোক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা	২.২৭	২.৪৯	২.৫৩	২.৫২	২.৫২	২.৫২	২.৫৪	২.৫৫	২.৫৫	২.৫৬	২.৬২
১০. শিক্ষা	২.০০	২.০৬	২.১১	২.১১	২.০৭	২.০৬	২.১২	২.১৭	২.২০	২.২৪	২.৩০
১১. স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা	২.৩৩	২.৩৫	২.৩৬	২.৩২	২.২৮	২.২৫	২.২৩	২.২৩	২.২০	২.১৯	২.২০
১২. কমিউনিটি, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সেবা	৯.৫৫	৯.৪০	৯.২৭	৯.১০	৮.৯৫	৮.৭৫	৮.৫৪	৮.৩৭	৮.১৩	৭.৯৭	৭.৮৫
মোট	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

সারণী ৬ঃ ঢাকা নগরীর মধ্যবিত্ত পরিবারের ভোক্তা মূল্য সূচক
(ভিত্তি বছরঃ ১৯৭৩/৭৪ =১০০)

খাতসমূহ	ভার (%)	৮২/৮৩	৮৩/৮৪	৮৪/৮৫	৮৫/৮৬	৮৬/৮৭	৮৭/৮৮	৮৮/৮৯	৮৯/৯০	৯০/৯১	৯১/৯২	৯২/৯৩	৯৩/৯৪	৯৪/৯৫	৯৫/৯৬	৯৬/৯৭	৯৭/৯৮
সাধারণ	১০০	৩২৬	৩৫৭	৩৯৭	৪৩৬	৪৮১	৫৩৬	৫৭৯	৬৩৩	৬৮৯	৭২৪	৭৩৪	৭৪৭	৭৮৬	৮১৮	৮৫০	৯০৪
খাদ্য	৬৩.০০	৩১৩	৩৫০	৩৮৮	৪২৯	৪৮৩	৫৩৫	৫৬৬	৬০৬	৬৪৮	৬৮৪	৬৭৬	৬৭৯	৭৩২	৭৭৪	৮১২	৮৭১
জ্বালানী ও বিদ্যুৎ	৭.০	৪৬১	৪৬৬	৫০৩	৫৩৯	৫৪২	৫৬২	৬২১	৬৭৪	৯৪৫	১০০৮	১০৫৫	১০৬১	১০১৪	১০৩০	১০৫৬	১০৮২
গৃহায়ন ও গৃহস্থালী সামগ্রী	১২.০	৪০২	৪১৭	৪৫৪	৫০৭	৫৫১	৬৪৮	৭২৩	৮০৮	৮৬৭	৮৯৩	৯৪৬	১০১৯	১০৪০	১০৪৭	১০৬৭	১১১০
বস্ত্র ও পাদুকা	৬.০	২০০	২২৫	২৫৫	২৭৪	২৯৩	৩১৯	৩৪৮	৩৭৪	৩৯৯	৪১০	৪২২	৪৩১	৪৩৯	৪৩৯	৪৭৩	৪৯৩
বিবিধ	১২.০	২৯৯	৩৩৫	৩৯২	৪১৯	৪৬০	৫২৪	৫৯৮	৭০৭	৭২০	৭৫৬	৭৮৮	৮০৫	৮৬০	৮৮৩	৮৯৯	৯৭৬
বৃদ্ধির শতকরা হার																	
সাধারণ	-	৯.৮	৯.৭	১০.৯	৯.৯	১০.৪	১১.৪	৮.০	৯.৩	৮.৯	৫.১	১.৪	১.৮	৫.২	৪.১	৩.৯	৬.৪
খাদ্য	-	৮.৭	১১.৮	১০.৯	১০.৬	১২.৬	১০.৮	৫.৮	৭.১	৬.৯	৫.৬	-১.২	০.৪	৭.৮	৭.৭	৪.৯	৭.৩
খাদ্য বহির্ভূত	-	১১.৯	৬.০	১০.৯	৯.১	৮.৬	১২.০	১০.৩	১১.৮	১২.০	৪.৫	৪.৮	৩.৭	১.৯	১.৫	২.৫	৪.৭

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

নোটঃ ১৯৯৭/৯৮ অর্থ বছরের পর ঢাকা নগরীর মধ্যবিত্ত পরিবারের ভোক্তা মূল্য সূচক (ভিত্তি বছরঃ ১৯৭৩/৭৪=১০০) বিবিএস প্রকাশ করেনি।

সারণী ৭ঃ জাতীয় (National) ভোক্তা মূল্য সূচক
(ভিত্তি বছরঃ ১৯৮৫/৮৬ =১০০)

খাতসমূহ	ভার (%)	৮৯/৯০	৯০/৯১	৯১/৯২	৯২/৯৩	৯৩/৯৪	৯৪/৯৫	৯৫/৯৬	৯৬/৯৭	৯৭/৯৮	৯৮/৯৯	৯৯/০০	২০০০/০১
সাধারণ	১০০.০০	১৩৬.৩৭	১৪৭.৭০	১৫৪.৪৪	১৫৮.৬৭	১৬৩.৮৭	১৭৮.৪০	১৯০.২৭	১৯৫.০৭	২০৮.৭০	২২৭.২৯	২৩৬.১৬	২৩৯.৯১
খাদ্য	৬৪.৪৭	১৩৭.০৪	১৪৮.১১	১৫৪.৩০	১৫৭.১৭	১৬১.৮০	১৭৬.৭৭	১৮৯.১৩	১৯১.৮৫	২০৫.৫৫	২২৯.৭২	২৩৯.১৩	২৪১.৪০
খাদ্য বহির্ভূত	৩৫.৫৩	১৩৫.১৫	১৪৬.৯৫	১৫৪.৬৯	১৬১.৩৮	১৬৭.৬৯	১৮১.৩৮	১৯১.৮৬	২০০.৯৯	২১৪.৪৬	২২৩.১০	২৩০.৭৭	২৩৭.২০
বৃদ্ধির শতকরা হার													
সাধারণ		৩.৮৬	৮.৩১	৪.৫৬	২.৭৪	৩.২৮	৮.৮৭	৬.৬৫	২.৫২	৭.০	৮.৯	৩.৯	১.৬
খাদ্য		২.৫৩	৮.০৮	৪.১৮	১.৮৬	২.৯৫	৯.২৫	৬.৯৯	১.৪৪	৭.১	১১.৮	৪.১	১.০
খাদ্য বহির্ভূত		৬.৪০	৮.৭৩	৫.২৭	৪.৩২	৩.৯১	৮.১৬	৫.৭৮	৪.৭৬	৬.৭	৪.০	৩.৪	২.৮

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

সারণী ৮ঃ সমগ্র নগর এলাকার (All Urban) ভোক্তা মূল্য সূচক
(ভিত্তি বছরঃ ১৯৮৫/৮৬ =১০০)

খাতসমূহ	ভার (%)	৮৯/৯০	৯০/৯১	৯১/৯২	৯২/৯৩	৯৩/৯৪	৯৪/৯৫	৯৫/৯৬	৯৬/৯৭	৯৭/৯৮	৯৮/৯৯	৯৯/০০	২০০০/০১
সাধারণ	১০০.০০	১৩৭.১১	১৪৬.০৫	১৫৩.২৪	১৫৭.৭৪	১৬২.৭০	১৭৫.২৬	১৮৫.৯৬	১৯১.২৭	২০৪.৪১	২২২.৫৯	২২৯.৮৮	২৩৩.৯১
খাদ্য	৫৭.২৭	১৩৭.৭৫	১৪৬.৩৬	১৫৩.৯৫	১৫৮.২৫	১৬২.৮৮	১৭৫.২৭	১৮৮.২২	১৯১.৩৬	২০৬.৫৭	২৩৩.২২	২৪২.৬৫	২৪৫.৩০
খাদ্য বহির্ভূত	৪২.৭৩	১৩৬.২৫	১৪৫.৬৪	১৫২.২৮	১৫৭.০৬	১৬২.৪৬	১৭৫.২৫	১৮২.৯৩	১৯১.১৭	২০১.৫২	২০৮.৩৩	২১২.৭৭	২১৪.৬৪
বৃদ্ধির শতকরা হার													
সাধারণ		৪.২৭	৬.৫২	৪.৯২	২.৯৪	৩.১৪	৭.৭২	৬.১১	২.৮৬	৬.৭	৮.৯	৩.৩	১.৮
খাদ্য		৮.১০	৬.২৫	৫.১৯	২.৭৯	২.৯৩	৭.৬১	৭.৩৯	১.৬৯	৭.৯	১২.৯	৪.০	১.১
খাদ্য বহির্ভূত		৪.৫০	৬.৮৯	৪.৫৬	৩.১৪	৩.৪৪	৭.৮৩	৪.৩৮	৪.৫০	৫.৪	৩.৪	২.১	২.৮

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

সারণী ৯ঃ সমগ্র গ্রামীণ এলাকার (All Rural) ভোক্তা মূল্য সূচক
(ভিত্তি বছরঃ ১৯৮৫/৮৬ =১০০)

খাতসমূহ	ভার (%)	৮৯/৯০	৯০/৯১	৯১/৯২	৯২/৯৩	৯৩/৯৪	৯৪/৯৫	৯৫/৯৬	৯৬/৯৭	৯৭/৯৮	৯৮/৯৯	৯৯/০০	২০০০/০১
সাধারণ	১০০.০০	১৩৫.৯৪	১৪৮.০২	১৫৪.৪৭	১৫৮.১০	১৬৩.৬৬	১৭৯.০৬	১৯১.৫০	১৯৬.৩৫	২১০.১৫	২২৮.৮৮	২৩৬.৭৯	২৪০.৩৯
খাদ্য	৬৬.৯০	১৩৬.৮০	১৪৮.৭০	১৫৪.৪২	১৫৬.৮০	১৬১.৪৩	১৭৭.৩৬	১৮৯.৬০	১৯২.৩১	২০৫.৮৪	২২৯.২৬	২৩৭.৯৪	২৪০.০৮
খাদ্য বহির্ভূত	৩৩.১০	১৩৪.২০	১৪৬.৬৪	১৫৪.৫৬	১৬১.৭৮	১৬৮.১৬	১৮২.৪৮	১৯৫.৩৪	২০৪.৪৪	২১৮.৮৭	২২৮.১০	২৩৪.৪৬	২৪১.০৩
বৃদ্ধির শতকরা হারঃ													
সাধারণ		৩.৪৮	৮.৮৯	৪.৩৬	২.৩৫	৩.৫২	৯.৪১	৬.৯৫	২.৫৩	৭.০	৮.৯	৩.৫	১.৫
খাদ্য		২.০১	৮.৭০	৩.৮৫	১.৫৪	২.৯৫	৯.৮৭	৬.৯০	১.৪৩	৭.০	১১.৪	৩.৮	০.৯
খাদ্য বহির্ভূত		৬.৬৫	৯.২৭	৫.৪০	৪.৬৭	৩.৯৪	৮.৫২	৭.০৬	৪.৬৫	৭.১	৪.২	২.৮	২.৮

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

সারণী ১০ঃ কৃষি ও শিল্পজাত পণ্যের পাইকারী মূল্য সূচক

খাতসমূহ	ভার (%)	৮৪/৮৫	৮৫/৮৬	৮৬/৮৭	৮৭/৮৮	৮৮/৮৯	৮৯/৯০	৯০/৯১	৯১/৯২	৯২/৯৩	৯৩/৯৪	৯৪/৯৫	৯৫/৯৬	৯৬/৯৭	৯৭/৯৮	৯৮/৯৯	৯৯/০০	২০০০/০১
কৃষি পণ্য	৬৭.৯	৮৮৩	৯১৯	১০২৩	১০৮৭	১১৭৪	১২৭৬	১২৯৭	১৩৩৩	১৩৫৩	১৪৩৭	১৫১৯	১৬০৬	১৬১১	১৭০১	১৮৪৮	১৮৪৭	১৮০২
খাদ্য	৪১.১	৮১৭	৯১১	১০২৯	১০৭৩	১১৫২	১২৩১	১২৩৬	১২৮৫	১২৮৯	১৩৭০	১৪৬৯	১৫৬৪	১৫১৩	১৬০৪	১৮২১	১৮১৩	১৭২৯
কাঁচামাল	২৫.৯	৯৮৯	৯১৯	১০০২	১০৯৬	১২০০	১৩৩৮	১৩৮৫	১৪০০	১৪৪৩	১৫৩৬	১৫৯৩	১৬৬৬	১৭৫৪	১৮৪২	১৮৮২	১৮৯০	১৯১৬
জ্বালানী	০.৯	১০১৩	১২৯১	১৩২৭	১৩৯৯	১৪৪২	১৫৩৬	১৫৪৯	১৫৮০	১৬৭৫	১৬৭০	১৬৯২	১৭৯৮	১৯৪০	২০৫২	২১০১	২১৪৮	২১৬৪
শিল্পজাত পণ্য	৩২.১	৮৫৪	৯০৪	৯১৫	৯৬৪	১০৩৩	১১১৮	১২৩২	১৩০৩	১৩৩১	১৩৬১	১৩৯২	১৪৫৯	১৪৭৮	১৫৩৭	১৫৭৩	১৫২৬	১৫৬৩
খাদ্য	৮.০	৯৩৭	১০১৪	১০১৯	১১০৩	১২১২	১৩২৬	১৩৭৫	১৪১২	১৪১৫	১৪৯৫	১৪৩৫	১৫৭৪	১৬৭৩	১৭৬৯	১৮৪০	১৮১৩	১৮১৩
কাঁচামাল	৬.৩	৭২২	৭৩৬	৭৫৩	৭৭৪	৮৮১	৯৭৮	১০১১	১০২৯	১০৮০	১০৫৯	১০৮৫	১১৬৬	১১৮৬	১২১২	১২৫৩	১২৬৮	১৩০২
জ্বালানী ও বিদ্যুৎ	৬.২	৯৯৯	১০৩৯	১০০৪	১০৫৪	১০৭১	১০৩৬	১৪৭০	১৬২১	১৬২০	১৬৫৫	১৬৪২	১৬১৩	১৬২৮	১৭৮১	১৮৩০	১৮৪০	২০৯৭
ম্যানুফ্যাকচার	১১.৭	৭৯৪	৮৪৮	৮৯২	৯২৪	৯৭৪	১০৮১	১১২৯	১২১০	১২৫৮	১২৮০	১৩৩১	১৪৫৮	১৪২৬	১৪২০	১৪৩০	১৩০৫	১২৮৬
কৃষি ও শিল্প পণ্য	১০০	৮৭৫	৯১৪	৯৮৮	১০৮৭	১১২৯	১২২৫	১২৭৬	১৩২৩	১৩৪৬	১৪১৩	১৪৭৯	১৫৫৯	১৫৬৮	১৬৪৮	১৭৬০	১৭৫৩	১৭২৬
বৃদ্ধির শতকরা হার	-	১৭.২	৪.৫	৮.২	৬.০	৭.৮	৮.৫	৪.২	৩.৭	১.৭	৫.০	৪.৭	৫.৪	০.৬	৫.১	৬.৮	-০.৪	-১.৫

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

সারণী ১১ঃ নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম ও খুলনার শিল্প শ্রমিকদের জীবনযাত্রার ব্যয় সূচক
(ভিত্তি বছরঃ ১৯৭৩/৭৪ =১০০)

বছর	সাধারণ			খাদ্য			বস্ত্র, পাদুকা			বাসস্থান ও গৃহস্থালী		
	নারায়ণগঞ্জ	চট্টগ্রাম	খুলনা	নারায়ণগঞ্জ	চট্টগ্রাম	খুলনা	নারায়ণগঞ্জ	চট্টগ্রাম	খুলনা	নারায়ণগঞ্জ	চট্টগ্রাম	খুলনা
১৯৮২/৮৩	৭০৭	৭০৮	৬৩৬	৬৮২	৬৭৯	৬৪১	৭৬৯	৭৬৬	৬২৬	৯৫৫	১০২৪	৭৩৫
১৯৮৩/৮৪	৭৭১	৮০৭	৭০৬	৭৭৫	৮০১	৭১৩	৮০৯	৯২৭	৭৩৬	৮৯১	৯৪৮	৭৮২
১৯৮৪/৮৫	৮৬৯	৯১৪	৭৮৪	৮৬৩	৯০৮	৭৮৯	৯১৪	১০৩৮	৮৬৮	১০৭৯	১০৬৭	৮৬৩
১৯৮৫/৮৬	৯৫০	৯৯০	৮৮২	৯৩১	৯৮০	৮৭৯	১০৩৫	১০৮২	৯৪৩	১২৫৮	১২৬৫	১০৫৭
১৯৮৬/৮৭	১০৫৯	১১০৫	১০১৮	১০৫২	১১১৭	১০২৯	১১৩২	১১২৩	৯৯৮	১৩৭১	১৪০৯	১২৭০
১৯৮৭/৮৮	১১৫৮	১১৬৬	১০৬৭	১১৫৯	১১৮৮	১০৮১	১১৮০	১১৪০	১০১৩	১৫৩৬	১৪৮৮	১৩৯৭
১৯৮৮/৮৯	১২৩৭	১২২০	১১৬৯	১২২৭	১২৪৩	১১৮৩	১২৬০	১১৮৯	১০৮২	১৬৮২	১৫৪২	১৫৫০
১৯৮৯/৯০	১৩৩৬	১৩১৫	১২৫২	১৩১৮	১৩২৫	১২৬৬	১৩৩২	১২৬৮	১১২৭	১৮৩৩	১৭০১	১৬১৯
১৯৯০/৯১	১৪৩৪	১৪১৩	১৩১০	১৩৯৯	১৪১৭	১২৯০	১৪৮৪	১৩৬৪	১২৩৬	২০৫৮	১৮৯৪	১৮৪৮
১৯৯১/৯২	১৪৯৬	১৪৭২	১৩৭৪	১৪৫৬	১৪৭৭	১৩৫৮	১৫৪৭	১৩৮৩	১২৫০	২১১৪	১৯৭৫	১৯৪৭
১৯৯২/৯৩	১৫১৫	১৪৪৬	১৩৮৫	১৪৫২	১৪২২	১৩৫৯	১৫৬৪	১৪২৩	১২৪৭	২২২০	১৯৯৮	১৯৭৯
১৯৯৩/৯৪	১৫৪৯	১৫০৫	১৪৬৩	১৪৮৯	১৫৮৪	১৪৫১	১৫৮৭	১৪৭০	১২৭১	২২৫৬	২০৩১	২০২০
১৯৯৪/৯৫	১৬৩৫	১৬৩১	১৫৬৩	১৬০৩	১৬৪৩	১৫৮৮	১৬০৫	১৫২০	১২৭৯	২২৯১	২০৯৬	২০২০
১৯৯৫/৯৬	১৭১০	১৭১৬	১৫৮৩	১৭১১	১৭১৬	১৬১৫	১৬২৬	১৫৪৯	১৩০০	২৩৭০	২৩৩৭	২০৩২
১৯৯৬/৯৭	১৭২৩	১৭১৯	১৫৪৭	১৬৯৪	১৬৮৫	১৫৮৪	১৬৫৭	১৫১৭	১৩৪৫	২৪৩৭	২৫৮৭	১৯৫৬
১৯৯৭/৯৮	১৮৩২	১৭৯৪	১৬১৮	১৮২১	১৭৫৮	১৬৪৪	১৭০১	১৫৮০	১৪৭০	২৫১৭	২৭৫৪	১৯৮২
১৯৯৮/৯৯	১৯৯০	২০০৫	১৭৬৮	২০২৭	২০০৩	১৮৩৫	১৭২৭	১৬২১	১৫৪২	২৫৮৭	৩০৪৯	২০৪৬
১৯৯৯/০০	২০৩২	২০৬৫	১৮২৩	২০৭৬	২০৫৯	১৮৮৪	১৭৪৫	১৬৭৪	১৫৮১	২৬২৪	৩১৩৪	২১৪৯
২০০০/০১	২০৪৮	২১৯২	১৮৫৬	২০৮৮	২০৭৮	১৮৯৬	১৭৬২	১৭০৯	১৬১৬	২৬৫০	৩১৯৮	২৩০৩

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

সারণী ১২ঃ প্রধান খাত ভিত্তিক মজুরী হার সূচক (ভিত্তি বছরঃ ১৯৬৯/৭০ =১০০)

	আর্থিক (Nominal) মজুরী হার সূচক					শিল্প শ্রমিকদের	প্রকৃত (Real) মজুরী হার সূচক				
বছর	সাধারণ	শিল্প কারখানা	নির্মাণ	কৃষি	মৎস্য	জীবনযাত্রার সাধারণ ব্যয় সূচক	সাধারণ	শিল্প কারখানা	নির্মাণ	কৃষি	মৎস্য
১৯৮৩/৮৪	৬৮৪	৭২১	৭৫৫	৫৭২	৬৫৪	৭৬১	৯০	৯৫	৯৯	৭৫	৮৬
১৯৮৪/৮৫	৭৩৪	৭৭৬	৭৭৫	৬৪২	৭০২	৮৫৬	৮৬	৯১	৯১	৭৫	৮২
১৯৮৫/৮৬	৮৯৫	৯৫৮	৯৩৮	৭৬৭	৮৫৬	৯৪১	৯৫	১০২	১০০	৮২	৯১
১৯৮৬/৮৭	১০৮৫	১১৫৪	১১২২	৯৪১	১০৫৪	১০৬১	১০২	১০৯	১০৬	৮৯	৯৯
১৯৮৭/৮৮	১২০১	১২২০	১৩২৬	১০৪৯	১১৮৯	১১৩০	১০৬	১০৮	১১৭	৯৩	১০৫
১৯৮৮/৮৯	১২৮৮	১৩২৫	১৪৫২	১১১৫	১২২৫	১২০৮	১০৭	১১০	১২০	৯২	১০১
১৯৮৯/৯০	১৪২৬	১৫০২	১৪৭৫	১২৪৫	১৪০৩	১৩০১	১১০	১১৫	১১৩	৯৬	১০৮
১৯৯০/৯১	১৪৮২	১৫৭৫	১৪৮৭	১৩২১	১৪৫২	১৩৮৬	১০৭	১১৪	১০৭	৯৫	১০৫
১৯৯১/৯২	১৫৫৩	১৬৪১	১৫১২	১৪২৫	১৫৪৭	১৪৪৮	১০৭	১১৩	১০৪	৯৮	১০৭
১৯৯২/৯৩	১৬৩৯	১৭২৪	১৫৭৯	১৫২৩	১৬৪১	১৪৪৯	১১৩	১১৯	১০৯	১০৫	১১৩
১৯৯৩/৯৪	১৭০৯	১৮২৮	১৫৯৮	১৫৯৩	১৬৯৯	১৫০৬	১১৪	১২১	১০৬	১০৬	১১৩
১৯৯৪/৯৫	১৭৮৬	১৯৪৭	১৬১৩	১৬৫৩	১৭৭০	১৬১০	১১১	১২১	১০০	১০৩	১১০
১৯৯৫/৯৬	১৯০০	২০৬৪	১৭৫৪	১৭৩৮	১৮৮২	১৬৭৪	১১৪	১২৩	১০৫	১০৪	১১২
১৯৯৬/৯৭	১৯৯০	২১৬১	১৮৪৮	১৮০৪	১৯৭৪	১৬৬৩	১২০	১৩০	১১১	১০৯	১১৯
১৯৯৭/৯৮	২১৪১	২৩৯৫	১৯৯০	১৮৭০	২০৫৩	১৭৪৮	১২২	১৩৭	১১৪	১০৭	১১৭
১৯৯৮/৯৯	২২৫৯	২৫২২	২১৬৩	১৯৫০	২১৩৮	১৯২১	১১৮	১৩১	১১৩	১০২	১১১
১৯৯৯/০০	২৩৯০	২৭০১	২২৮৬	২০৩৭	২২২০	১৯৭৩	১২১	১৩৭	১১৬	১০৩	১১৩
২০০০/০১	২৪৮৯	২৮৩২	২৩৫৬	২১৪১	২২৯২	২০৩২	১২৫	১৩৯	১১৬	১০৭	১১৫

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

সারণী ১৩.১ঃ রাজস্ব বাজেট

(রাজস্ব আয় ১৯৮৬/৮৭-১৯৯৬/৯৭)

(কোটি টাকা)

রাজস্ব আয়	৮৬/৮৭	৮৭/৮৮	৮৮/৮৯	৮৯/৯০	৯০/৯১	৯১/৯২	৯২/৯৩	৯৩/৯৪	৯৪/৯৫	৯৫/৯৬	৯৬/৯৭
(ক) কর আয়											
১। বহিঃ শুল্ক	১৫৫০	১৬১৮	১৮২০	২১৬৬	২৩২৮	২৮২০	২৮৩৫	৩০৭০	৩৬৭০	৩৯০০	৪২৫২
২। আবগারী শুল্ক	৯০০	১১৭২	১৪০০	১৭০০	১৭১৩	১৩৬০	৩২০	১৭৫.	১৮০	১৮০	২০৭
৩। আয় কর	৫৫০	৬৬৪	৭৫০	৮৭৫	১০৭১	১৩০০	১৭২০	১৭৩৫	১৫৬০	১৫১০	১৭৩৫
৪। বিক্রয় কর	৫৫০	৫২৫	৫৪০	৫৩১	৮২৩	--	--	--	--	--	--
৫। মূল্য সংযোজন কর	--	--	--	--	--	১৬৭৫	২৫০০	২৭৭৫	৩২৭৫	৩৭৪২	৪৪৪০
৬। ভূমি রাজস্ব	৫৬	৮৯	৮৫	১১৪	৬০	৮৫	১০০	১২০	১৫০	১৭০	১৮৫
৭। সম্পূরক শুল্ক	--	--	--	--	--	২০	৯৪৫	১২৯০	১৪৫০	১৭০০	২১৭৩
৮। নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প	১৪০	১৭০	১৭০	১৭৭	১৮৭	২৫১	৩১২	৩৫৫	৪২০	৪৭৭	৫২৭
৯। যানবাহন আয়	১৬	২০	২০	৩৫	৩৫	৪০	৫০	৬০	৮৫	১১০	১৩০
১০। রেজিস্ট্রেশন	৬৫	৬০	৬৩	৭০	৭০	৮০	৯৬	১২০	১৩০	১৫০	১৬৫
১১। মাদক শুল্ক	--	--	--	--	২০	২৫	২২	২৫	২৫	২৬	২৭
১২। অন্যান্য কর ও শুল্ক	২৬	৪৯	৪৮	১১৩	৭৬	৮৫	১৩০	১৫৫	১৬৫	২৬৮	২৩৩
মোট কর হতে আয় (ক)ঃ	৩৮৫৩	৪৩৬৭	৪৮৯৬	৫৭৮১	৬৩৮৩	৭৭৪১	৯০৩০	৯৮৮০	১১১১০	১২২৩৩	১৪০৭৪
(খ) কর বহির্ভূত আয়											
১৩। সরকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ হইতে প্রাপ্ত লভ্যাংশ ও মুনাফা	২৫৭	১৩৫	১৮৫	১২৮	১৬৩	৩২০	৪২৯	৪১৮	৬৫৪	৫২৬	৫২৫
১৪। সরকারী অ-আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ হইতে প্রাপ্ত লভ্যাংশ ও মুনাফা	৯২	৮০	৭০	৫০	২৭৬	৩৮১	৩৬০	৪১৫	২২৭	২১৯	২১৬
১৫। সুদ হইতে প্রাপ্ত আয়	২০০	২২৫	২২০	৩৪৫	৩০০	৩০০	৩৫০	৩৫০	৪৬৫	৪৫০	৫৩০
১৬. অর্থনৈতিক সেবা	৫৮	৫২	৯২	১২০	১৩৩	১৩২	১৪০	১৬৩	৩০০	৩১১	৩১৬
১৭। সাধারণ প্রশাসন ও সেবা	৯৯	১২২	১০৪	১০৯	১২৫	১৫৪	১৮১	২২০	২৪২	৩১০	৪১৪
১৮। যমুনা সেতু সারচার্জ ও লেভি	৪৫	৫৮	৬০	৬৫	৭০	৮০	৪৫	৫৮	--	২	--
১৯। টি এন্ড টি বিভাগ (নীট)	৩৮	৬৫	১১০	৮০	২৪৪	২৮৩	৩২৫	৪৫৯	৬৩৫	৬৫৯	৬৩০
২০। ডাক বিভাগ (নীট)	-৩০	-২৮	-৩২	-২৭০	-২৪	-২৯	-৩০	-২৮	-২৮	-৩৬	-২৬
২১। রেলওয়ে (নীট)	-১০৪	-১৪৯	-১৫০	-১৩৯	-১৪৯	-১২৬	-১০০	-৯৫	-৯০	-১৫৯	-৮৯
২২। কৃষি ও তৎসম্পর্কীয় সেবা	৬০	৬১	৭৮	৩৩	৪০	৪৯	৬৪	৬৯	৭৮	৯২	১০৩
২৩। সামাজিক ও গোষ্ঠী সেবা	৩০	৩৭	৪৪	৪৭	৫৫	৫৫	৭৮	৯৩	১০৮	১৪৩	১৫৮
২৪। যোগাযোগ ও পরিবহন (অন্যান্য)	২০	২৩	৪২	৪২	৪৮	৩৫	৪২	৪৩	৪৬	৬৮	৮৯
২৫। অন্যান্য কর বহির্ভূত রাজস্ব	৩৬	৬৫	৮৯	১২৭	১৩১	১৩৩	১৪৩	১৮৫	৪০০	৬৪৪	১২৭
২৬। মূলধন উদ্ভূত রাজস্ব	৫৯	৩১	১৩	১৭	২৪	৯	৩	৫০	৫৩	৫০	৭৮
২৭। সেচ, পানি সম্পদ, পরিবহন ইত্যাদি	৪	২	১	--	৩	--	--	--	--	--	--
মোট কর বহির্ভূত আয় (খ)ঃ	৮৬৪	৭৭৯	৯২৬	৯৯৭	১৪৩৯	১৭৭৬	২০৩০	২৪০০	৩১০০	৩২৭৯	৩০৭১
মোট রাজস্ব (ক+খ)	৪৭১৭	৫১৪৬	৫৮২২	৬৭৭৮	৭৮২২	৯৫১৭	১১০৬০	১২২৮০	১৪২১০	১৫৫১২	১৭১৪৫

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

সারণী ১৩.২ঃ রাজস্ব বাজেট
(রাজস্ব আয় ১৯৯৭/৯৮-২০০১/০২)

(কোটি টাকা)

বিবরণ	১৯৯৭/৯৮	১৯৯৮/৯৯	১৯৯৯/২০০০	২০০০/০১	২০০১/০২ (মূল)
(ক) জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নিয়ন্ত্রিত করসমূহ হইতে প্রাপ্তি					
১। আয় ও মুনাফার উপর কর	২১০০	২৩৩৫	২৯৮০	৩৬০০	৪১০০
২। সম্পত্তি কর ও সম্পদ হস্তান্তর কর	১১	১০	২	০	০
৩। মূল্য সংযোজন কর	৪৬৯২	৪৮০০	৫৪০৫	৬১৩২	৬৯৮০
৪। আমদানী শুল্ক	৪৪৬০	৪৭৫৫	৪৫৩৬	৪৭৭০	৫৩৫০
৫। আবগারী শুল্ক	২১৪	২০৫	২৪০	২৭৫	৩০০
৬। সম্পূরক শুল্ক	২৩৮৪	২৫৪০	২৬৬৪	৩৩৬৩	৩৮৫০
৭। বিদ্যুৎ শুল্ক	১২০	৯০	৪৫	২০	৮
৮। মোট জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নিয়ন্ত্রিত করসমূহ	১১৯	১১৫	১২৮	১৪০	১৪২
মোট (ক)ঃ	১৪১০০	১৪৮৫০	১৬০০০	১৮৩০০	২০৭৩০
(খ) জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বহির্ভূত করসমূহ হইতে প্রাপ্তি					
৯। মাদক শুল্ক	২৮	৪০	২৭	৪০	৪৫
১০। যানবাহন কর	১১৫	১২৫	১১১	১৪৪	১৫৯
১১। ভূমি রাজস্ব	১৯৭	২১৫	২৬৬	২১৪	২৩৩
১২। ষ্ট্যাম্প বিক্রয় (নন-জুডিশিয়াল)	৫৬১	৬২৫	৬৯২	৭৯২	৮৫৬
মোট (খ)ঃ	৯০১	১০০৫	১০৯৬	১১৯০	১২৯৩
মোট (ক+খ)ঃ	১৫০০১	১৫৮৫৫	১৭০৯৬	১৯৪৯০	২২০২৩
(গ) কর ব্যতীত প্রাপ্তি					
১৩। লভ্যাংশ ও মুনাফা	৮১৫	১০১৭	১০৬৪	৭৭৪	৮৪০
১৪। সুদ	৫৭০	৫২৫	৫৪৭	৫৫০	৫৯০
১৫। রয়্যালিটি এবং সম্পত্তি হইতে আয়	--	--	১	১	১
১৬। প্রশাসনিক ফি	৮৮৯	৯০০	৮৮৭	১০২২	১১১৫
১৭। জরিমানা দন্ড ও বাজেয়াপ্তকরণ	২৩	২৪	১১	১১	১২
১৮। সেবা বাবদ প্রাপ্তি	১৪১	১৪৮	১৯৯	২৫৪	২৬২
১৯। ভাড়া ও ইজারা	৫০	৬৬	৭৬	১২১	১২৫
২০। টোল ও লেভি	৪৮	৫২	৪৩	৪৬	৪৯
২১। অ-বাণিজ্যিক বিক্রয়	১৪৩	১৩৯	১৬৫	২১৩	২২১
২২। সেবা বাবদ প্রাপ্তি	২	১০	১	২	২
২৩। প্রতিরক্ষা বাবদ প্রাপ্তি	৯০	৯০	৭৩	১১১	১১৫
২৪। কর ব্যতীত অন্যান্য রাজস্ব ও প্রাপ্তি	২৪১	১৩৮	২০৩	২৫২	২৯০
২৫। রেলপথ	-৮১	-৭৫	-৭৬	-১৩৪	-১৪২
২৬। ডাক বিভাগ	-৪০	-৫১	-৩৮	-৭৫	-৭৫
২৭। তার ও টেলিফোন বোর্ড	৭৬৫	৭৬৭	১০১৮	১২৬০	১২৮৫
২৮। মূলধন রাজস্ব	১২০	৯৫	৭৫	২৭৫	৫২৬
মোট (গ)ঃ	৩৭৭৬	৩৮৪৫	৪২৪৯	৪৬৮৩	৫২১৬
সর্বমোট রাজস্ব প্রাপ্তি (ক+খ+গ)ঃ	১৮৭৭৭	১৯৭০০	২১৩৪৫	২৪১৭৩	২৭২৩৯

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।

সারণী ১৩.৩ঃ রাজস্ব বাজেট

(রাজস্ব ব্যয় ১৯৮৬/৮৭-১৯৯৬/৯৭)

(কোটি টাকা)

রাজস্ব ব্যয়	৮৬/৮৭	৮৭/৮৮	৮৮/৮৯	৮৯/৯০	৯০/৯১	৯১/৯২	৯২/৯৩	৯৩/৯৪	৯৪/৯৫	৯৫/৯৬	৯৬/৯৭
১। সরকারের বিভাগসমূহ	৩২	৪৩	৩২	৫২	৫৮	৭৯	৫৭	৬৯	৬৪	১৫১	৮৭
২। প্রশাসন ও আইন	২৮	২৯	৩০	৩৪	৩৩	৪০	৫০	৪৭	৫১	৫২	৫৩
৩। নিরীক্ষা	২৫	২৭	২৮	৩৪	৩৫	৩৯	৪৮	৫৭	৬১	৬২	৬৩
৪। রাজস্ব সেবা	১১৪	১২৮	১৩১	১৭৫	১৭৭	২৪৫	২৬৮	২৭৩	২৯৩	২৯২	৩৫০
৫। সচিবালয়	৫৫	৪৪	৪৬	৫২	৫৩	৫৬	৭১	৮১	৮৯	৯৩	৯৩
৬। বৈদেশিক বিষয়	৬২	৯১	৬৭	৭৩	৯৩	১০৫	১০৩	১০৬	১১৭	১১০	১১৩
৭। প্রশাসন (পুলিশ, বিডিআর বাদে)	১৪৯	১৭৫	১৮৯	২১০	১৯৯	২১৯	২৪৫	২৫৩	২৯৪	৩২৪	৩৩৩
৮। পুলিশ	১৯৮	২৩০	২৪৫	৩০৪	৩০৫	৩৫০	৪১৯	৪৪৯	৪৯০	৫১৯	৫৭৯
৯। বাংলাদেশ রাইফেলস্	৯০	১০২	১২৪	১৩০	১৪০	১৭১	২০৫	২০৯	১৩৬	২৪৯	২৫৫
১০। সাধারণ সেবা	১১১	১৫০	১৬১	১৭৪	১৮৮	২০৮	২৩৮	২৪১	২৪৮	২৫৩	২৭৯
১১। প্রতিরক্ষা	৭৩৯	৮৩২	১০১৫	১১৪৯	১১৮০	১৩০১	১৪৯৪	১৬৩৪	১৮৮৭	২০৬৯	২২৬৫
১২। শিক্ষা	৭৪৭	৮২০	৯৪৮	১০৯৪	১১৮২	১৩৮২	১৬৭৪	১৭৫৬	২০০৮	২১৪৮	২২৯৬
১৩। স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ	২৭৫	৩০৫	৩২১	৩৬৭	৩৮৭	৪৩১	৫১৭	৬০৭	৬৮৫	৭৩০	৭৬৯
১৪। পেনশন ও অবসর ভাতা	৯৫	১২৩	১৪৪	১৬৯	২২৪	২৫০	৩০০	৩৭০	৬৫০	৫০৮	৫৬৫
১৫। সামাজিক ও গোষ্ঠী সেবা	৩৩৭	৫২৫	৭২০	৫৬৩	৭০৯	৬২১	৬৮৯	৭২৭	৮০৫	৯৯০	১০৩৯
১৬। সাধারণ অর্থনৈতিক সেবা	৪৬	৫৩	৫৬	৬৩	৬৬	৭৪	৮৬	৯৮	১০৪	১২০	১২২
১৭। কৃষি ও তৎসম্পর্কীয় সেবা ও পানি সম্পদ	১২৮	১৪৯	১৫৬	১৮৮	২০৩	২১২	৩৪৬	৩৯৩	৪৫১	৫৭০	৫২৮
১৮। শিল্প, খনি ও জ্বালানী	২২	২২	২৩	২৮	২৬	২৯	৩৩	৩৬	৪৩	৪০	৪১
১৯। পানি, বিদ্যুৎ ও শক্তি	৪৬	৪৭	৭৮	৬৮	৭৯	৮৭	--	--	--	--	--
২০। যোগাযোগ (রেল, টি এন্ড টি ও পোষ্ট অফিস ব্যতীত)	৬৪	৮৬	৯৮	১১৩	১১৮	১৬৭	২০৯	২৪২	২৪৫	২৯৬	২৭৭
২১। বিশেষ ব্যয়	--	--	-	--	৬৬	৫	--	--	--	--	--
২২। ভর্তুকি	৬৯	৬৫	৭০৬	৯৪১	৭৭১	৫৮৯	২৮৭	২৪২	২৯৬	২৮৫	৪৮৩
২৩। গ্রান্টস ইন এইড কন্ট্রিবিউশন	৭৯	৮৪	১১৯	৯৬	১০১	১০৯	১২৪	১৩৫	১৫৯	১৭৩	১৬২
২৪। অভ্যন্তরীণ দায়ের সুদ	২০৫	২৪০	২৫০	২৮৫	৪১৭	৫৬৫	৫৫০	৫১৯	৬০৬	১০৪০	১০৮০
২৫। বৈদেশিক দায়ের সুদ	২৪০	৩৫০	৪৮৩	৩৭৭	৪৩৮	৪৭৩	৪৭৫	৫৪৯	৬০০	৭০০	৬৭৬
২৬। অপ্রত্যাশিত ব্যয়	২	১০	-	১	৬৩	২৩	২২	৫৭	১৮	৪০	২৭
মোট রাজস্ব ব্যয়	৩৯৫৬	৪৭৩০	৬১৭০	৬৭৪০	৭৩১০	৭৯০০	৮৫১০	৯১৫০	১০৩০০	১১৮১৪	১২৫৩৫

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।

সারণী ১৩.৪ঃ রাজস্ব বাজেট

(রাজস্ব ব্যয় ১৯৯৭/৯৮-২০০১/০২)

(কোটি টাকা)

	বিবরণ	১৯৯৭/৯৮	১৯৯৮/৯৯	১৯৯৯/০০	২০০০/০১	২০০১/০২ (মূল)
১।	রাষ্ট্রপতি	৩	৩	৩	৩	৩
২।	জাতীয় সংসদ	২৬	২৬	৩৫	৩৩	৩৬
৩।	প্রধানমন্ত্রী	৪৬	৪০	৪৮	৫৩	৫০
৪।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	৮	৭	১৩	১৪	৮
৫।	স্পেশাল এ্যাফেয়ার্স বিভাগ	১০৬	--	--	--	--
৬।	নির্বাচন কমিশন •	৫৬	২২	৫১	৮৮	১৯০
৭।	সংস্থাপন মন্ত্রণালয়	২০৮	২১০	২৩৫	২৪৮	২৪৮
৮।	সরকারী কর্ম কমিশন	৪	৪	৫	৫	৫
৯।	অর্থ বিভাগ- ঋণ ও অগ্রিম, অভ্যন্তরীণ ঋণ পরিশোধ ও বিনিয়োগ ব্যতীত	১২৭৪	১৩৩০	১৩৬৩	১৫১৪	২০৬৮
১০।	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ	৩৩৮	৪৬২	৬৯৭	১০৬৩	১০৫৬
১১।	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	২৯	১৮	২০	২১	২২
১২।	পরিকল্পনা বিভাগ	৮	৯	১০	১০	১০
১৩।	বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ	২	২	৩	৩	৩
১৪।	পরিসংখ্যান বিভাগ	২৯	৩২	৩৫	৩৭	৩৭
১৫।	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	১৩৪	১৫৬	১৬৮	১৭৪	৩৭০
১৬।	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	৬৫	৬৯	৬৯	৮৬	৭২
১৭।	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	৬৯	৭৪	৮১	৮৩	৮৫
১৮।	পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	-	৬৯	৮৫	৯১	৭২
১৯।	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়	২৬৪৪	২৯৪০	৩২১৭	৩৩৯২	৩৫৩৪
২০।	আইন ও বিচার মন্ত্রণালয়	৮৮	১০০	১১৬	১২৮	১৩১
২১।	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	১১৮১	১২৯৯	১৫২০	১৫৮৭	১৬১৮
২২।	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ	১১৪৫	১১৯৯	১৩১২	১৩৭৮	১৪০৩
২৩।	শিক্ষা মন্ত্রণালয়	১৫৪৪	১৭৬৯	১৯৪৫	২২০৯	২২৩৩
২৪।	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	৮১৩	৮৮৭	৯৭২	১০৯৯	১২৫২
২৫।	সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়	৮৬	১২৬	১৩৬	১৮১	২০০
২৬।	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	১৩	১৫	৪১	২২	২২
২৭।	খাদ্য মন্ত্রণালয়	৩	২	২	২	২
২৮।	দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	৪৯০	১০৫০	৬৮৮	৭৭২	৫১২
২৯।	গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	২২৮	২৩৩	২৫৯	২৮৫	২৮৮
৩০।	স্থানীয় সরকার বিভাগ	২৭৭	২৯১	৩১৪	৩৪৮	৩৬৪
৩১।	তথ্য মন্ত্রণালয়	১১৭	১১৮	১২৬	১৪৪	১৩১
৩২।	সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়	২৮	২৯	৩১	৩১	৩১
৩৩।	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	১৭	২০	২২	২৭	২৪
৩৪।	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	৩৬	২৬	৪২	৩৬	৩১
৩৫।	বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়	৬	৭	৭	৮	৮
৩৬।	কৃষি মন্ত্রণালয়	২০৫	২৭৩	২৮৪	৩০৭	৩২২
৩৭।	মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়	১১৭	১২১	১৩২	১৪৭	১৫২
৩৮।	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	৪৪	৪৭	৫২	৫৭	৫৮
৩৯।	ভূমি মন্ত্রণালয়	১২২	১৪১	১৪৮	১৬০	১৬৪
৪০।	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	১৩২	১৪৬	১৩৮	১৭৭	১৫২
৪১।	শিল্প মন্ত্রণালয়	২৩	২৩	২৬	২৮	২৯
৪২।	পাট মন্ত্রণালয়	৮	৭	৮	৮	৮
৪৩।	বস্ত্র মন্ত্রণালয়	১০	১১	১২	১৪	১৪
৪৪।	যোগাযোগ মন্ত্রণালয় (রেলওয়ে ব্যতীত)	৩১৩	৩২১	৩৩৭	৩৭৪	৩৭০
৪৫।	নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়	২২	২৩	২৪	২৭	২৮
৪৬।	বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	১	১	১	২	১
৪৭।	ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় (ডাক ও টি এন্ড টি ব্যতীত)	১	১	১	১	১
৪৮।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	৩৫	৩২	২৫	২৪	২৫
৪৯।	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	২৭	২৮	৩১	৩৫	৩৫
৫০।	অভ্যন্তরীণ (সুদ)	১৫৯৪	২২২১	২৭৬৯	৩৩০৬	৩৬৩০
৫১।	বৈদেশিক (সুদ)	৭২৫	৭২৫	৭৮৫	৮২০	৯৩০
	মোটঃ	১৪৫০০	১৬৭৬৫	১৮৪৪৪	২০৬৬২	২২০৩৮

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।

সারণী ১৪ঃ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (বরাদ্দ ও ব্যয়)

(কোটি টাকা)

বছর	বরাদ্দ			ব্যয়		
	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য
১৯৮১/৮২	২৭১৫	১৭১৫	১০০০	২৩৯১ (৮৮%)	১৬১৪ (৯৪%)	৭৭৭ (৭৮%)
১৯৮২/৮৩	৩১২৬	১৮১২	১৩১৪	২৬৮৮ (৮৬%)	১৬৫৭ (৯১%)	১০৩১ (৭৮%)
১৯৮৩/৮৪	৩৫৮৫	১৯৩২	১৬৫৩	৩০০৬ (৮৪%)	১৯০৫ (৯৯%)	১১০১ (৬৭%)
১৯৮৪/৮৫	৩৪৯৮	১৯৩৩	১৫৬৫	৩১৬৭ (৯১%)	১৮৭৫ (৯৭%)	১২৯২ (৮৩%)
১৯৮৫/৮৬	৪০৯৬	১৯১২	২১৮৪	৩৬২৮ (৮৯%)	১৮৮২ (৯৮%)	১৭৪৬ (৮০%)
১৯৮৬/৮৭	৪৫১৩	২০২৫	২৪৮৮	৪৪৩৯ (৯৮%	১৯৯৮ (৯৯%)	২৪৪১ (৯৮%)
১৯৮৭/৮৮	৪৬৫১	২০০৭	২৬৪৪	৪১৫০ (৮৯%)	২০১৫ (১০০%)	২১৩৫ (৮১%)
১৯৮৮/৮৯	৪৫৯৬	১৯৬০	২৬৩৬	৪৬২২ (১০১%)	১৯৮৫ (১০১%)	২৬৩৭ (১০০%)
১৯৮৯/৯০	৫১০৩	১৮৫৩	৩২৫০	৫৭১৭ (১১২%)	২৬৫৩ (১৪৩%)	৩০৬৪ (৯৪%)
১৯৯০/৯১	৬১২৬	২৪৫১	৩৬৭৫	৫২৬৯ (৮৬%)	২২৯৭ (৯৪%)	২৯৭২ (৮১%)
১৯৯১/৯২	৭১৫০	৩১০০	৪০৫০	৬০২৪ (৮৪%)	২৬৩২ (৮৫%)	৩৩৯২ (৮৪%)
১৯৯২/৯৩	৮১২১	৩৮৯২	৪২২৯	৬৫৫০ (৮১%)	৩১৬৩ (৮১%)	৩৩৮৭ (৮০%)
১৯৯৩/৯৪	৯৬০০	৫২৪০	৪৩৬০	৮৯৮৩ (৯৪%)	৪৮৮৬ (৯৩%)	৪০৯৭ (৯৪%)
১৯৯৪/৯৫	১১১৫০	৬৫১০	৪৬৪০	১০৩০৩ (৯২%)	৫৯৯৩ (৯২%)	৪৩১০ (৯৩%)
১৯৯৫/৯৬	১০৪৪৭	৫৯৮৭	৪৪৬০	১০০১৬ (৯৬%)	৬০৬০ (১০১%)	৩৯৫৬ (৮৯%)
১৯৯৬/৯৭	১১৭০০	৬৭৭৬	৪৯২৪	১১০৪১ (৯৪%)	৬৮০৮ (১০০%)	৪২৩৩ (৮৬%)
১৯৯৭/৯৮	১২২০০	৭০৮৬	৫১১৪	১১০৩৭ (৯০%)	৬৮২৩ (৯৬%)	৪২১৪ (৮২%)
১৯৯৮/৯৯	১৪০০০	৮২২৬	৫৭৭৪	১২৫০৯ (৮৯%)	৭৮৪৪ (৯৫%)	৪৬৬৫ (৮১%)
১৯৯৯/০০	১৬৫০০	৯৭৫০	৬৭৫০	১৫৪৭১ (৯৪%)	৯৭৩০ (১০০%)	৫৭৪১ (৮৫%)
২০০০/০১	১৮২০০	১০৭২৬.৪০	৭৪৭৩.৬০	১৬১৫১ (৮৯%)	১০৩২৯ (৯৬%)	৫৮২২ (৭৮%)
২০০১/০২	১৬০০০	৯১৮০	৬৮২০	৭৯৫১ (৪৯.৭%)	৪৭০২ (৫১.২%)	৩২৪৯ (৪৭.৬%)

উৎসঃ আই, এম, ই, ডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়।

নোটঃ বন্ধনীর ভেতরে বরাদ্দের শতকরা হারে ব্যয় দেখানো হয়েছে। ২০০১/০২ অর্থবছরের মার্চ পর্যন্ত ব্যয়ের হিসাব দেখানো হয়েছে।

২১—

সারণী ১৫.১ঃ রাজস্ব ব্যয়ের অর্থনৈতিক শ্রেণীবিন্যাস
(১৯৮৯/৯০ হইতে ১৯৯৬/৯৭ পর্যন্ত)

(কোটি টাকা)

		৮৯/৯০	৯০/৯১	৯১/৯২	৯২/৯৩	৯৩/৯৪	৯৪/৯৫	৯৫/৯৬	৯৬/৯৭
১।	পণ্য ও সেবা খাতে ব্যয়	৪০৩৮.২	৪২৯৪.৬	৪৭৭৪.৮	৫৪৫৯.২	৫৯৯১.১	৬৭৩৫.৭	৭৩২৩.৫	৭৫৯৭.৪
১.১	বেতন ও ভাতা	২২৫১.৩	২৩০৭.৪	২৮১০.৭	৩৩৯.৫	৩৫৯৮.২	৩৯৫৮.২	৪২০৭.৬	৪৩৯১.৫
১.২	পরিচালনা ও সংরক্ষণ	২৭৭.৬	৩১৯.১	৪৩৪.৮	৫৪৮.৩	৬৬৩.৭	৭৮০.৭	৮২৮.০	৮৩৭.১
১.৩	পূর্ত	২৪০.২	২৫০.৮	২৩৫.৬	২৫২.০	১৮৩.৩	১৮৫.০	২০০.০	২১০.০
১.৪	অন্যান্য-বিবিধ	১২৬৯.১	১৪১৭.৩	১২৯৩.৭	১৩১৯.৪	১৫৪৫.৯	১৮১১.৮	২০৮৭.৯	২১৫৮.৮
২।	সুদ বাবদ ব্যয়	৬৬২.১	৮৫৪.৬	১১০৭.৬	১০২৫.০	১০৬৭.৮	১২০৬.১	১৭৩৯.৭	১৭৫৫.৫
২.১	অভ্যন্তরীণ	২৮৫.১	৪১৭.১	৬৩৪.৪	৫৫০.০	৫১৯.০	৬০৬.১	১০৩৯.৭	১০৮০.০
২.২	বৈদেশিক	৩৭৭.০	৪৩৭.৫	৪৭৩.২	৪৭৫.০	৫৪৮.৮	৬০০.০	৭০০.০	৬৭৫.৫
৩।	ভর্তুকি ও অন্যান্য চলতি হস্তান্তর	২২৯৬.৪	২৩৯১.৮	২২৪৮.১	২২৩১.০	২৩৩১.২	২৭২৭.৭	৩১৭৭.৬	৩৪৮০.১
৩.১	খাদ্যশস্য বাবদ ভর্তুকি	৬৩১.৪	৩৭২.৭	৩৪৩.৬	১৫৩.৪	১৪৯.০	২৪৮.০	২৭৩.০	২৯৪.০
৩.২	অন্যান্য ভর্তুকি	৩০৯.৪	৩৯৭.৩	২৪৫.৮	১৩৩.৮	৯২.৬	৪৭.৬	১১.৬	১৮৮.৬
৩.৩	ভিজিডি ও টেস্ট রিলিফ	২৮২.২	৩৮৭.০	২৭৭.৫	২৯৫.০	২৬১.৫	৩২৫.০	৪১৫.০	৪৭১.০
৩.৪	বিভাগীয় এন্টারপ্রাইজসমূহের পরিচালন ঘাটতি	১৬৬.১	১৭৩.০	১৫৫.০	১২৯.৭	১২২.৬	১১৮.০	১৯৪.৮	১১৪.৯
	রেলওয়ে	(১৩৯.৪)	(১৪৯.১)	(১২৫.৮)	(৯৯.৫)	(৯৫.০)	(৯০.০)	(১৫৮.৮)	(৮৯.৩)
	পোষ্ট অফিস	(২৬.৭)	(২৩.৯)	(২৯.২)	(৩০.২)	(২৭.৬)	(২৮.০)	(৩৬.০)	(২৫.৬)
৩.৫	স্থানীয় সরকারে হস্তান্তর	৫০.০	৫৩.৯	৫৪.৫	৫৫.৪	৫৬.৩	৭৩.০	৭০.৯	৭১.৩
৩.৬	গ্রান্টস ইন এইড ও অন্যান্য হস্তান্তর ব্যয়	৬৮৪.৯	৭৮৩.৭	৮৩১.৬	১০৫৭.৬	১১৭৯.২	১৩৫৬.১	১৫৬৩.৯	১৬৩০.১
৩.৭	পেনসন ও অবসর ভাতা	১৬৯.৪	২২৪.১	৩৪০.০	৪০৫.২	৪৭০.০	৫৬০.০	৬৪৮.৪	৭১০.০
৪।	অ-বরাদ্দকৃত ব্যয়	০.৭	৬৩.২	২৩.২	২২.২	৪৫.৮	১৮.১	৩৭.৩	২৭.০
	মোট	৬৯৯৭.৪	৭৬০৪.২	৮১৫৩.৬	৮৭৩৬.৬	৯৪৪৬.৯	১০৬৮৭.৬	১২২৭৭৮.১	১২৮৬০.০
৫।	বাদঃ								
৫.১	আদায়	৯১.০	১২০.৯	৯৮.৬	৯৬.৯	১৭৪.২	২৬৯.৬	২৬৯.৪	২১০.০
৫.২	বিভাগীয় এন্টারপ্রাইজসমূহের ঘাটতি (প্রাপ্তি)	১৬৬.০	১৭৩.১	১৫৫.০	১২৯.৭	১২২৬.৬	১১৮.০	১৯৪.৮	১১৪.৯
	নীট প্রাপ্তিঃ	৬৭৪০.০	৭৩১০.২	৭৯০০.০	৮৫১০.০	৯১৫০.১	১০৩০০.০	১১৮১৩.৯	১২৫৩৪.৯

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।

সারণী ১৫.২ঃ রাজস্ব ব্যয়ের অর্থনৈতিক শ্রেণীবিন্যাস
(১৯৯৭/৯৮ হইতে ২০০১/০২ পর্যন্ত)

(কোটি টাকা)

বিবরণ	১৯৯৭/৯৮	১৯৯৮/৯৯	১৯৯৯/০০	২০০০/০১	২০০১/০২ (মূল)
বেতন ও ভাতা	৪৬৪৫	৫১০০	৫৭১৫	৫৯৪৯	৬১৪২
অফিসারদের বেতন	৫২৭	৫৫১	৫৮৬	৬১২	৬৩০
কর্মচারীদের বেতন	২২৩০	২৪৩৪	২৫২৯	২৬৪৪	২৭২৮
ভাতাদি	১৮৮৮	২১১৫	২৬০০	২৬৯৩	২৭৮৪
পণ্য ও সেবা	২০৪৫	২২৫৬	২৪৫৬	২৮৩৯	২৯৫০
সরবরাহ ও সেবা	১৪২৫	১৪৪০	১৬৪১	১৯৭৪	২০৯১
মেরামত ও সংরক্ষণ	৬২০	৮১৬	৮১৫	৮৬৫	৮৫৯
সুদ পরিশোধ	২৩১৯	২৯৪৬	৩৫৫৪	৪১২৬	৪৫৬০
অভ্যন্তরীণ	১৫৯৪	২২২১	২৭৬৯	৩৩০৬	৩৬৩০
বৈদেশিক	৭২৫	৭২৫	৭৮৫	৮২০	৯৩০
ভর্তুকি ও চলতি স্থানান্তর	৩৮২৯	৪৮৫০	৪৮৪৬	৫৫৭৮	৫৪৭০
ভর্তুকি	৫৫৩	৪৩৩	৫৯৪	৫৪৪	৬০৯
সাহায্য মঞ্জুরী	২৪৬৭	৩৩২২	৩১২৬	৩৬১৫	৩২৬৩
আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে চাঁদা	২৭	১৭	১৮	২০	২০
পেনসন ও গ্রাচুইটি	৭৮২	১০৭৮	১১০৮	১৩৯৯	১৫৭৮
থোক	৭৭৯	৬৪৩	৯১৪	১২৩৮	১৯৮৫
অপ্রত্যাশিত	--	--	১০০	৯০	৪১০
অন্যান্য	--	--	৮১৪	১১৪৮	১৫৭৫
সম্পদ সংগ্রহ ও পূর্ত কার্য	১১৬২	১০২৪	১০১৪	১০২৩	১১৩৯
সম্পদ সংগ্রহ	৯২২	৭৮৬	৭০৯	৭৫৮	৮৯০
ভূমি ক্রয়	১১	১৫	৪৪	৫	৬
নির্মাণ ও পূর্ত	২২৯	২৪২	২৬১	২৬০	২৪৩
মোটঃ	১৪৭৭৯	১৬৮১৯	১৮৪৯৯	২০৭৫৩	২২২৪৬
কর্তন-আদায়	৭৩	৫৪	৫৫	৯১	২০৮
অসাধারণ ব্যয়	২০৬	--	--	--	--
নীটঃ	১৪৫০০	১৬৭৬৫	১৮৪৪৪	২০৬৬২	২২০৩৮

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।

সারণী ১৬ঃ অর্থ সরবরাহ এবং উহার বিভিন্ন অংশ

(কোটি টাকা)

বছর (জুন স্থিতি)	ব্যাংক বহির্ভূত মুদ্রা	তলবী আমানত	সংকীর্ণ অর্থ সরবরাহ (এম-১) (২+৩)	মেয়াদি আমানত	ব্যাপক অর্থ সরবরাহ (এম-২) (৪+৫)	অর্থ সরবরাহে ব্যাংক বহির্ভূত মুদ্রার শতকরা হার	অর্থ সরবরাহে তলবী আমানতের শতকরা হাব	অর্থ সরবরাহে মেয়াদি আমানতের শতকরা হার
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১৯৮১/৮২	৮৭৭	১১৩৫	২০১২	২৫৩৭	৪৫৪৯	১৯.২৯	২৪.৯৪	৫৫.৭৭
১৯৮২/৮৩	১১৩৮	১৪৯৬	২৬৩৪	৩২৬৪	৫৮৯৮	১৯.৩০	২৫.৩৬	৫৫.৩৪
১৯৮৩/৮৪	১৫৫৬	১৯৯৪	৩৫৫০	৪৮৩৬	৮৩৮৬	১৮.৫৬	২৩.৭৭	৫৭.৬৭
১৯৮৪/৮৫	১৭২৩	২৫০৯	৪২৩২	৬৩০২	১০৫৩৪	১৬.৩৫	২৩.৮২	৫৯.৮৩
১৯৮৫/৮৬	১৯৫৩	২৯৭৫	৪৯২৮	৭৪১০	১২৩৩৮	১৫.৮৩	২৪.১১	৬০.০৬
১৯৮৬/৮৭	২০৭৫	৩১৮৮	৫২৬৩	৯০৯০	১৪৩৫৩	১৪.৪৬	২২.২১	৬৩.৩৩
১৯৮৭/৮৮	২৪১৫	২৬৩৩	৫০৪৮	১১৩৬০	১৬৪০৮	১৪.৭২	১৬.০৪	৬৯.২৪
১৯৮৮/৮৯	২৬১৬	২৮৪৫	৫৪৬১	১৩৬১৭	১৯০৭৮	১৩.৭১	১৪.৯১	৭১.৩৮
১৯৮৯/৯০	৩১৮৮	৩১৮১	৬৩৬৯	১৫৯২৯	২২২৯৮	১৪.৩০	১৪.২৬	৭১.৪৪
১৯৯০/৯১	৩৬১২	৩৫৯২	৭২০৪	১৭৮০১	২৫০০৫	১৪.৪৪	১৪.৪৭	৭১.১৯
১৯৯১/৯২	৪০৭৩	৪১৮৫	৮২৫৭	২০২৬৯	২৮৫২৬	১৪.২৮	১৪.৬৭	৭১.০৫
১৯৯২/৯৩	৪৪৮০	৪৫৮৩	৯০৬৩	২২৪৭৩	৩১৫৩৬	১৪.২১	১৪.৫৩	৭১.২৬
১৯৯৩/৯৪	৫৪১৬	৫৭৫১	১১১৬৭	২৫২৩৬	৩৬৪০৩	১৪.৮৮	১৫.৮০	৬৯.৩২
১৯৯৪/৯৫	৬৫৬৫	৬৬১৪	১৩১৭৯	২৯০৮৯	৪২২৬৮	১৫.৫৩	১৫.৬৫	৬৮.৮২
১৯৯৫/৯৬	৭১২৩	৭৩৩৬	১৪৪৫৯	৩১৩০১	৪৫৭৬০	১৫.৫৭	১৬.০৩	৬৮.৪০
১৯৯৬/৯৭	৭৫৭৫	৭৫৯২	১৫১৬৭	৩৫৫৪৪	৫০৭১১	১৪.৯৪	১৪.৯৭	৭০.০৯
১৯৯৭/৯৮	৮১৫৩	৭৭৩৫	১৫৮৮৮	৩৯৯৮১	৫৫৮৬৯	১৪.৫৯	১৩.৮৫	৭১.৫৬
১৯৯৮/৯৯	৮৬৬৭	৮৫৬৩	১৭২৫০	৪৫৭৭৭	৬৩০২৭	১৩.৭৮	১৩.৫৯	৭২.৬৩
১৯৯৯/০০	১০১৭৬	৯৭০৫	১৯৮৮১	৫৪৮৮১	৭৪৭৬২	১৩.৬১	১২.৯৮	৭৩.৪১
২০০০/০১	১১৪৭৮	১০৮৬৯	২২৩৪৭	৬৪৮২৭	৮৭১৭৪	১৩.১৭	১২.৪৭	৭৪.৩৬
২০০১/০২ (মার্চ পর্যন্ত)	১২৯৭০	১০৬৬২	২৩৪৩২	৬৯৯৬৬	৯৩৩৯৮	১৩.৮৯	১১.২০	৭৪.৯১

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণী ১৭ঃ অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যের প্রকারভেদে আগামসমূহ

(কোটি টাকা)

	অর্থনৈতিক খাত	জুন'৯৩	জুন'৯৪	জুন'৯৫	জুন'৯৬	জুন'৯৭	জুন'৯৮	জুন'৯৯	জুন'০০	জুন'০১
ক)	কৃষি, বন ও মৎস্য	৪৭৭৪	৫২৮৮	৫৮৯৫	৬৪৩৪	৬৭৪০	৬৯৯০	৮০৩৮	৮৬৭৫	৯৩১৫
খ)	শিল্প কারখানা (চালু মূলধনে অর্থ যোগান ব্যতীত)	৭৩৮২	৮৩২৯	৯০২৯	৯৭১৩	১১১৭৪	১৪১৪১	১৫৩৫২	১৬৮৯৫	১৮১৫৫
গ)	শিল্প কারখানায় চালু মূলধনে অর্থ যোগান	২৩৬১	২৯১৭	২৮১১	৩৯১৩	৪৯৪৯	৫০৯০	৫৮০৪	৫১৯৯	৬২০৯
ঘ)	নির্মাণ	১৪৫৪	১৫৮৩	১৯৪৩	২০৪৯	২৪২৪	২৬২১	৩১৮৪	৩৪০৬	৩৯১৯
ঙ)	বিদ্যুৎ, গ্যাস এবং স্যানিটারী সার্ভিস	১০	১০	৮০	১০২	১৩	১৬	১১	২০	৯৪
চ)	পরিবহন ও যোগাযোগ	৩৭০	৩৮৪	৫০৫	৫২৭	৬৬১	৯৪৬	৭৬২	৮১৭	৯৯০
ছ)	মজুদ (গুদামজাত)	২৫৬	৩১০	৩২৯	৪৩৫	৫২৪	৭৫৪	৮৪৮	৯০৯	৯৮৭
জ)	ব্যবসা	৮৬৮২	৭৭৮৫	১০১৪২	১১১১৪	১২০৮৫	১৩৩০০	১৪৬৯৩	১৭২২৪	২০৩৬১
ঝ)	বিবিধ	১৫৪০	১৭১৮	২২৪৫	২৮৭৯	৩১৯৫	৪১৩২	৫২৯২	৬২১৭	৮৭৪৮
	মোটঃ	২৬৮২৯	২৮৩২৭	৩২৯৭৯	৩৭১৬৬	৪১৭৬৫	৪৭৯৯০	৫৩৯৮৪	৫৯৩৬২	৬৮৭৭৮

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণী-১৮ঃ অর্থনৈতিক খাতের প্রকারভেদে আগামসমূহ

(কোটি টাকা)

সেক্টর	জুন'৯৩	জুন'৯৪	জুন'৯৫	জুন'৯৬	জুন'৯৭	জুন'৯৮	জুন'৯৯	জুন'০০	জুন'০১
১. পাবলিক সেক্টরঃ	৫১৮৫	৪২৪৮	৪৬৬১	৩৮৭৬	৪৭৩৪	৪৫৭০	৫৪৯৮	৫৬৯১	৫৮২৭
ক) সরকারী	১৩৫	১৭৩	২০৭	৪৩৮	৪৮৫	৩৯৫	৬৭২	৬০০	৫৩৯
খ) স্বায়ত্বশাসিত ও আধা-স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহ	৫৫৪	৫৬৭	৮৬৯	৫৬৯	৬০৮	৬৪৪	৭৯৯	৭৫৬	৭৫৪
গ) আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ (ডিপোজিট মানি ব্যাংক ব্যতীত)	১৩৫	১৩৪	৩	৪	১৮০	৮	১০	১৫	৭৭
ঘ) অ-আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ	৪৩১৫	৩২৫৫	৩৫১৯	২৭৯৩	৩২৮১	৩৪২৩	৩৯০১	৪১৮৫	৪৪১৩
ঙ) স্থানীয় কর্তৃপক্ষ	৪৬	১১৯	৬৩	৭২	১৮০	১০০	১১৬	১৩৫	৪৪
২. প্রাইভেট সেক্টরঃ	২১৬৪৪	২৪০৭৯	২৮৩১৮	৩৩২৯০	৩৭০৩১	৪৩৪২০	৪৮৪৮৬	৫৩৬৭১	৬২৯৫১
ক) কৃষিজীবি ও মৎস্যজীবি	৩৮৬৭	৪২৮৭	৪৭৫৯	৫৩০০	৫৫৪০	৫৬৮৯	৬৭২৬	৭০৮০	৭৫২৬
খ) উৎপাদনশীল কোম্পানী	৭২৮৬	৮৩৬১	৯৪৫৭	১১৬৭৮	১৩৩১৬	১৬৫৮৬	১৮২৭২	১৯৫৩৭	২১৮১৯
গ) ব্যবসা-বাণিজ্য	৭৪০৩	৭৮৭৪	৯৮১৪	১১৪৩০	১২৩২৩	১৪২৭৩	১৫৭১৬	১৭৪৫৯	১৮৯৮৪
ঘ) পরিবহন কোম্পানী	৩২৩	২৫৭	৩১৭	২৯২	৩৫৬	৫০৯	৩৫৩	৪৭৯	১৪০
ঙ) নির্মাণ কোম্পানী	৬৮১	৭৯৩	৭৯৫	৮৫৯	৯০৯	১০০৭	১০৩৮	১১১২	১২৮৫
চ) গুদামজাতকরণ কোম্পানী	২০১	১৭৮	২৫৬	৩৩২	৩৪৬	৪৮৪	৬১৪	৫৬৬	৯৮৭
ছ) ট্রাষ্ট ফান্ড ও অলাভজনক প্রতিষ্ঠানসমূহ	৮০	৩৪	২০	১৫	১০	৩৬	৩৪	২৭	২১
জ) প্রাইভেট আর্থিক প্রতিষ্ঠান (ডিপোজিট মানি ব্যাংক ব্যতীত)	২১৫	২৮২	৪৮০	৪৪২	৫৫৪	৫৩৭	৪৪৮	৫০৫	৭৪০
ঝ) ব্যক্তিগত (পেশাজীবি ও চাকুরীজীবি)	১৪২১	১৭০৩	২০৩৪	২৫৬৮	৩০০৭	৩৪৭২	৩৬০১	৪৬৬৭	৫৪৬২
ঞ) অন্যান্য	২৫৮	৩১০	৩৮৬	৩৭৪	৬৭০	৮২৭	১৬৮৪	২২৩৯	৫৯৮৭
মোটঃ	২৬৮২৯	২৮৩২৭	৩২৯৭৯	৩৭১৬৬	৪১৭৬৫	৪৭৯৯০	৫৩৯৮৪	৫৯৩৬২	৬৮৭৭৮

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণী ১৯ঃ ব্যাংক ব্যবস্থার অধীনে অভ্যন্তরীণ ঋণ

(কোটি টাকা)

বছর (জুন স্থিতি)	সরকারের নিকট ঋণ	সরকারী খাতে স্থুল ঋণ	সরকারী খাতে ঋণ (২+৩)	বেসরকারী খাতে স্থুল ঋণ	মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ (৪+৫)
১	২	৩	৪	৫	৬
১৯৮১/৮২	১৬৬৩	২৪৩৫	৪০৯৮	২৩৬৪	৬৪৬২
১৯৮২/৮৩	১৬০৬	২৪৬৩	৪০৬৯	৩০৯৭	৭১৬৬
১৯৮৩/৮৪	২০৬৯	২৫৫২	৪৬২১	৪৯১৪	৯৫৩৫
১৯৮৪/৮৫	১৯৮৮	৩২৩০	৫২১৮	৬৮৯০	১২১০৮
১৯৮৫/৮৬	১৮৫৩	৩৯৭৩	৫৮২৬	৮৩৫৬	১৪১৮২
১৯৮৬/৮৭	১৯৭৯	৪৩৫৫	৬৩৩৪	৮৯৭৪	১৫৩০৮
১৯৮৭/৮৮	১৮২০	৪৩৬০	৬১৮০	১০৮৯৬	১৭০৭৬
১৯৮৮/৮৯	১৩৭৩	৪৬৩৪	৬০০৭	১৩৩৫৯	১৯৩৬৬
১৯৮৯/৯০	২০১৭	৫০১১	৭০২৮	১৬০০৫	২৩০৩৩
১৯৯০/৯১	২১৮৮	৫৩৫৭	৭৫৪৫	১৭৮২৩	২৫৩৬৮
১৯৯১/৯২	৩৬২৬	৫৬৪৩	৯২৬৯	১৭৯৩৯	২৭২০৮
১৯৯২/৯৩	৩৯২২	৬০৩৪	৯৯৫৬	১৯৩১৮	২৯২৭৪
১৯৯৩/৯৪	৪৬৮২	৫০৪১	৯৭২৩	২০৯৭২	৩০৬৯৫
১৯৯৪/৯৫	৪৬১৪	৫৪১৪	১০০২৮	২৬০৫৭	৩৬০৮৫
১৯৯৫/৯৬	৬৩১০	৫৪৮২	১১৭৯২	৩১৬৬০	৪৩৪৫২
১৯৯৬/৯৭	৮০১৭	৫৮৭৫	১৩৮৯২	৩৫৫০৫	৪৯৩৯৭
১৯৯৭/৯৮	৯২৭২	৬২৫০	১৫৫২২	৪০১১৮	৫৫৬৪০
১৯৯৮/৯৯	১১২৪৯	৬০২১	১৭২৭০	৪৫৬৩৮	৬২৯০৮
১৯৯৯/০০	১৪৭৭৩	৬১৭২	২০৯৪৫	৫০৫৪৪	৭১৪৮৯
২০০০/০১	১৭৬৭৭	৭৩৬০	২৫০৩৭	৫৯০৭১	৮৪১০৮
২০০১/০২ (মার্চ পর্যন্ত)	১৮৯২০	৬৯৩৭	২৫৮৫৭	৬৫৫১১	৯১৩৬৮

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণী ২০ঃ ব্যাংক আমানতের পরিমাণ*

(কোটি টাকা)

ব্যাংক আমানতের প্রকার	জুন'৯৩	জুন'৯৪	জুন'৯৫	জুন'৯৬	জুন'৯৭	জুন'৯৮	জুন'৯৯	জুন'০০	জুন'০১
ক) স্থায়ী আমানত	১১৪৩৮	১১৮৩২	১২৩৫৬	১৩১৯২	১৪৬২১	১৬০০১	১৮৫৪৮	২২৩১২	২৬০৮৫
১. ৩ হতে ৬ মাস সময়ের জন্য	২২২১	২৭১৪	৩১৩০	২০৮৭	৩০৩৩	২৭৫৯	৩১১৬	৪৩২২	৫২৪৫
২. ৬ হতে এক বৎসর সময়ের জন্য	১৫৪৫	১৬২৩	২০৮২	১৮৯৩	২৬০৪	২৩৭০	২৫৩৩	৩০৬২	৩৬৬৫
৩. ১ বৎসর হতে দুই বৎসর সময়ের জন্য	৩২০৩	৩৩৩৩	৩২৪৯	৩৯৮১	৪২১১	৪৩৯০	৫৩৩৬	৬৬৫৯	৮২৩৮
৪. ২ বৎসর হতে তিন বৎসর সময়ের জন্য	১১১৯	১১৬৫	১৫৫৬	২৫০৯	২১১১	২১৬১	২৬০৪	২৬৯৮	২৬১৬
৫. ৩ বৎসর হতে তদুর্ধ্ব সময়ের জন্য	৩৩৫০	২৯৯৬	২৩৩৯	২৭২২	২৬৫৩	৪৩২১	৪৯৫৯	৫৫৭২	৬৩২১
খ) সঞ্চয়ী আমানত	৭৬৪৭	৯১৮৮	১১৩৯৬	১২৯৩১	১৪৪২৯	১৬০৬২	১৭৮২৮	২১০৬৭	২৪৩১৬
গ) চলতি আমানত	৩৯২০	৪৭২৫	৫৭৪৩	৫৮৮৫	৬৩৬১	৬৭৮৪	৭৪১৮	৮৮১৪	৯৪৪৮
ঘ) কল আমানত	৮৯	১৭৫	১৮৭	২১৭	৪৩২	১৯৫	-	-	-
ঙ) উত্তোলনযোগ্য দৃশ্যমান আমানত	১১৫৩	১১৫৪	১৪৭৬	১৫৫৫	১৬২১	১৭২৫	১৮৫২	১৬৮৫	২০১৭
চ) অনাবাসিকদের বৈদেশিক মূল্য হিসাব	৩২৫	৩২৮	৩৪২	৩৬০	৩৩৮	৩৯৩	৩৮৬	৬৯০	৭৭৪
ছ) অনাবাসিকদের টাকা বিনিময় হিসাব	৪৯	৬০	৫৩	৬৯	৬৮	৫৫	৭৩	১৫০	১০৩
জ) নোটিশে উত্তোলনযোগ্য আমানত	৩২৩০	৪০৫৪	৪৫৫৯	৪৬৮৩	৫৬৬৬	৬০৮৩	৬৯৭৩	৮৪৩৮	১০২০৮
ঝ) পেনসন স্কীমে আমানত	১৮৪৯	২২০৭	২৫৬৪	২৮৬২	৩৪৬৫	৪৪৮৩	৫৪৯৪	৭৩৪৯	৮১১৩
ঞ) নেগোসিয়েবল সার্টিফিকেট আমানত	২৪৫	২২৫	২৪৮	১৮৭	১৯৭	২২৩	৪২২	৪৭৬	৫৮৬
মোট আমানতঃ	২৯৯৪৫	৩৩৯৪৮	৩৮৯২৪	৪১৯৪১	৪৭১৯৮	৫২০০৪	৫৮৯৯৪	৭০৯৮১	৮১৬৫০

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক।

* সরকারী আমানত সহ।

সারণী ২১ঃ কতিপয় প্রধান কৃষি ফসলের উৎপাদন ও চাষাধীন ভূমির পরিমাণ।

(হাজার একর, হাজার মেট্রিক টন)

বছর	আউস		আমন		বোরো		গম		বার্লি		তামাক	
	একর	উৎপাদন	একর	উৎপাদন	একর	উৎপাদন	একর	উৎপাদন	একর	উৎপাদন	একর	উৎপাদন
১৯৮১/৮২	৭৭৭৪	৩২৭০	১৪৮৫৪	৭২০৯	৩২১৯	৩১৫২	১৩১৮	৯৬৬	৩৭	১০	১৩৬	৫৭
১৯৮২/৮৩	৭৮০৫	৩০৬৫	১৪৮১২	৭৫১৬	৩৫৪২	৩৫৪৮	১২৮২	১০৯৮	৬১	৯	১২৯	৫০
১৯৮৩/৮৪	৭৭৫৬	৩২২২	১৪৮৪৫	৭৮৪৩	৩৪৬৩	৩৩৫০	১২৯৯	১২২৯	৭১	১৮	১২৮	৪৮
১৯৮৪/৮৫	৭২৬০	২৭৮৩	১৪১১২	৭৯৩০	৩৮৯১	৩৯০৯	১৬৭০	১৪৮৩	৬১	১৫	১২৮	৪৯
১৯৮৫/৮৬	৭০৩১	২৮২৮	১৪৮৭৬	৮৫৪২	৩৭৮৯	৩৬৭১	১৩৩৪	১০৬০	৫৪	১৪	১৩২	৪৬
১৯৮৬/৮৭	৭১৭৬	৩১৩০	১৪৯৫৮	৮২৬০	৪০৮২	৪০১০	১৪৪৪	১০৯২	৪৮	১২	১১৪	৪০
১৯৮৭/৮৮	৬৮৯১	২৯৯৩	১৩৮১৬	৭৬৮৯	৪৮০০	৪৭৩১	১৪৭৫	১০৪৮	৪৪	১১	১১৭	৪২
১৯৮৮/৮৯	৬৩৩৩	২৮৫৬	১২৬০৬	৬৮৫৭	৬০২৬	৫৮৩১	১৩৮৪	১০২২	৪৬	১১	১১৩	৩৯
১৯৮৯/৯০	৫৫৯৩	২৪৮৮	১৪০৯৫	৯২০৯	৬২০৫	৬১৬৭	১৪৬৩	৮৯০	৪৬	১২	১১১	৪১
১৯৯০/৯১	৫২১৬	২৩২৮	১৪২৭৩	৯১৬৭	৬২৯৭	৬৩৫৭	১৪৮০	১০০৪	৪৪	১১	৯৪	৩৪
১৯৯১/৯২	৪৭৩৫	২১৯৯	১৪০৬৭	৯২৬৯	৬৫১২	৬৮০৪	১৪২০	১০৬৫	৪০	১০	৯১	৩৪
১৯৯২/৯৩	৪২৮৮	২০৭৫	১৪৪৪২	৯৬৮০	৬৬২৩	৬৫৮৭	১৫৭৪	১১৭৬	৩০	৮	৮৯	৩৬
১৯৯৩/৯৪	৪০৭৬	১৮৫০	১৪০২৯	৯৪১৯	৬৩৭৮	৬৭৭২	১৫২০	১১৩১	২৫	৬	৯১	৩৮
১৯৯৪/৯৫	৪১১১	১৭৯১	১৩৮২৪	৮৫০৪	৬৫৮২	৬৫৩৮	১৫৮০	১২৪৫	২৩	৬	৮৯	৩৮
১৯৯৫/৯৬	৩৮১০	১৬৭৬	১৩৯৫৩	৮৭৯০	৬৮০৪	৭২২১	১৭৩২	১৩৬৯	২৩	৬	৯০	৩৯
১৯৯৬/৯৭	৩৯৩৫	১৮৭১	১৪৩৯৯	৯৫৫২	৬৮৭৬	৭৪৬০	১৭৪৯	১৪৫৪	২৩	৬	৮৬	৩৮
১৯৯৭/৯৮	৩৮৬৪	১৮৭৫	১৪৩৫৩	৮৮৫০	৭১৩৮	৮১৩৭	১৯৮৮	১৮০৩	২৩	৬	৮১	৩৬
১৯৯৮/৯৯	৩৫১৯	১৬১৭	১২৭৬২	৭৭৩৬	৮৭১৫	১০৫৫২	*২১৮০	১৯০৮	২১	৫	৭৮	২৯
১৯৯৯/০০	৩৩৩৯	১৭৩৪	১৪০৯৭	১০৩০৫	৯০২৪	১১০২৭	২০৫৭	১৮৪০	১৭	৫	৭৭	৩৫
২০০০/০১	৩২৭৪	১৯১৬	১৪১১০	১১২৪৯	৯২৯৫	১১৯২০	১৯০৯	১৬৭৩	১৪	৪	৭৪	৩৭

বছর	ডাল		তৈলবীজ		মশলা		ইক্ষু		পাট		গোল আলু	
	একর	উৎপাদন	একর	উৎপাদন	একর	উৎপাদন	একর	উৎপাদন	একর	উৎপাদন	একর	উৎপাদন
১৯৮১/৮২	৭৬৬	২০৫	৭৪৯	২৫৫	৩৭২	২৯২	৩৯৮	৭১৩৬	১৪১২	৮৪২	২৬২	১০৯৫
১৯৮২/৮৩	৭৪২	২০৩	৭২৬	২৫৩	৩৭০	২৯৯	৪১০	৪২৫৭	১৪২৫	৮৮৬	২৭২	১১৪৯
১৯৮৩/৮৪	১৯৮৫	৯৫১	১৫০৩	৪৬৮	৩৬৯	২৯৫	৪১২	৬৯৬০	১৭০১	৯৪৬	২৭২	১১৬৬
১৯৮৪/৮৫	১৯৩৮	৫৫৩	১৪৭৮	৭৮৪	৩৬২	২৯৯	৪০৪	৬৮৭৮	১৬৭১	৯২৮	২৭৫	১১৫৯
১৯৮৫/৮৬	১৮৩৭	৫১৯	১৪৬২	৪৬৯	৩৫৪	২৯৫	৩৯৬	৬৬৪০	২৬১৪	১৫৭১	২৬৮	১১০২
১৯৮৬/৮৭	১৭৭০	৫১০	১৩৯৩	৪৩৭	৩৪৭	২৮৮	৪০৭	৬৮৯৬	১৯০৮	১২২৫	২৬৩	১০৬৯
১৯৮৭/৮৮	১৮২২	৫৩৯	১৩৫১	৪৪৯	৩৫২	৩০৪	৪২৮	৭২০৭	১২৬৬	৮৫৩	২০৫	১২৭৬
১৯৮৮/৮৯	১৮১৭	৪৯৬	১৪১৫	৪৩৪	৩৫৪	২৯৫	৪২৫	৬৭০৭	১৩৪৩	৮০৫	২৭৫	১০৮৯
১৯৮৯/৯০	১৮২৩	৫১২	১৪১৮	৪৩৮	৩৬৬	৩২৩	৪৬১	৭৪২৩	১৩৩৯	৮১২	২৮৮	১০৬৬
১৯৯০/৯১	১৭৯৯	৫২৩	১৪০৭	৪৪৮	৩৬৪	৩১৯	৪৭২	৭৬৮২	১৪৪২	৯৬২	৩০৬	১২৩৭
১৯৯১/৯২	১৭৮২	৫১৯	১৩৯৯	৪৬১	৩৫৬	৩২২	৪৬৩	৭৪৪৬	১৪৫৩	৯৫৭	৩১৬	১৩৭৯
১৯৯২/৯৩	১৭৬৩	৫১৭	১৩৯২	৪৭৪	৩৫৫	৩২০	৪৫০	৭৫০৭	১২৩৬	৮৯২	৩১৩	১৩৮৪
১৯৯৩/৯৪	১৭৫২	৫৩০	১৩৮২	৪৭০	৩৫৫	৩২৫	৪৪৭	৭১১১	১১৮২	৮০৮	৩২৪	১৪৩৮
১৯৯৪/৯৫	১৭৫৫	৫৩৪	১৩৮১	৪৮০	৩৫৪	৩১৮	৪৪৫	৭৪৪৬	১৩৮৩	৯৬৬	৩২৫	১৪৬৮
১৯৯৫/৯৬	১৭২৫	৫২৫	১৩৭০	৪৭১	৩৫৩	৩১৮	৪৩১	৭১৬৫	১১৩৩	৭৩৯	৩২৭	১৪৯২
১৯৯৬/৯৭	১৭১৫	৫২৮	১৩৭০	৪৭৮	৩৫৫	৩২০	৪৩৪	৭৫২০	১২৫৩	৮৮৩	৩৩১	১৫০৮
১৯৯৭/৯৮	১৫৯০	৫১৯	১৩৮৬	৪৮৩	৩৫৫	৩১৬	৪৩৩	৭৩৭৯	১৪২৭	১০৫৭	৩৩৭	১৫৫৩
১৯৯৮/৯৯	১৩৫১	৪১৭	১২৬৪	৪৪৮	৬২১	৩৯৫	৪৩০	৬৯৫১	১১৮১	৮১১	৬০৫	২৭৬২
১৯৯৯/০০	১২৩১	৩৮৩	১০৭৯	৪০৬	৬২৩	৪০৬	৪২১	৬৯১০	১০০৮	৭১১	৬০১	২৯৩৩
২০০০/০১	১১৭০	৩৬৬	১০৪০	৩৮৫	৬২৪	৩৯৭	৪১৭	৬৭৪২	১১০৭	৮২১	৬১৫	৩২১৬

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

সারণী ২২ঃ বিদেশ হতে খাদ্যশস্য আমদানীর হিসাব

(হাজার মেট্রিক টন)

বছর	চাউল			গম			মোট খাদ্যশস্য		
	খাদ্য সাহায্য	আমদানী	মোট	খাদ্য সাহায্য	আমদানী	মোট	খাদ্য সাহায্য	আমদানী	মোট
১৯৮০/৮১	১৯	৬৫	৮৪	৭৩২	২৬০	৯৯২	৭৫১	৩২৫	১০৭৬
১৯৮১/৮২	৩০	১১৪	১৪৪	১১১১	-	১১১১	১১৪১	১১৪	১২৫৫
১৯৮২/৮৩	১৩১	১৮৬	৩১৭	৮৪৫	৬৮২	১৫২৭	৯৭৬	৮৬৮	১৮৪৪
১৯৮৩/৮৪	১১৭	৬২	১৭৯	১৩২৪	৫৫৩	১৮৭৭	১৪৪১	৬১৫	২০৫৬
১৯৮৪/৮৫	১২৫	৫৭০	৬৯৫	১১৮১	৭১৭	১৮৯৮	১৩০৬	১২৮৭	২৫৯৩
১৯৮৫/৮৬	২৭	১০	৩৭	১০৬০	১০৩	১১৬৩	১০৮৭	১১৩	১২০০
১৯৮৬/৮৭	১০৮	১৫০	২৫৮	১৩১৭	১৯২	১৫০৯	১৪২৫	৩৪২	১৭৬৭
১৯৮৭/৮৮	১৯২	৩৯৮	৫৯০	১৫৯৫	৭৩২	২৩২৭	১৭৮৭	১১৩০	২৯১৭
১৯৮৮/৮৯	৪০	২১	৬১	১৩১৬	৭৫৯	২০৭৫	১৩৫৬	৭৮০	২১৩৬
১৯৮৯/৯০	৪১	২৫৮	২৯৯	৯০৮	৩২৬	১২৩৪	৯৪৯	৫৮৪	১৫৩৩
১৯৯০/৯১	১০	-	১০	১৫৩০	৩৭	১৫৬৭	১৫৪০	৩৭	১৫৭৭
১৯৯১/৯২	৩৯	-	৩৯	১৩৭৫	১৫০	১৫২৫	১৪১৪	১৫০	১৫৬৪
১৯৯২/৯৩	১৯	-	১৯	৭১৬	৪৪৮	১১৬৪	৭৩৫	৪৪৮	১১৮৩
১৯৯৩/৯৪	-	৭৪	৭৪	৬৫৪	২৩৮	৮৯২	৬৫৪	৩১২	৯৬৬
১৯৯৪/৯৫	-	৮১৩	৮১৩	৯৩৫	৮২০	১৭৫৫	৯৩৫	১৬৩৩	২৫৬৮
১৯৯৫/৯৬	১	১১৩৭	১১৩৮	৭৩৭	৫৫২	১২৮৯	৭৩৮	১৬৮৯	২৪২৭
১৯৯৬/৯৭	১০	২৪	৩৪	৬০৮	৩২৫	৯৩৩	৬১৮	৩৪৯	৯৬৭
১৯৯৭/৯৮	-	১১০৫	১১০৫	৫৪৯	২৯৭	৮৪৬	৫৪৯	১৪০২	১৯৫১
১৯৯৮/৯৯	৬০	৩০০৭	৩০৬৭	১১৭৫	১২৪৯	২৪২৪	১২৩৫	৪২৫৬	৫৪৯১
১৯৯৯/০০	৫	৪২৮	৪৩৩	৮৬৫	৮০৬	১৬৭১	৮৭০	১২৩৪	২১০৪
২০০০/০১	৩২	৫২৯	৫৬১	৪৫৯	৫৩৪	৯৯৩	৪৯১	১০৬৩	১৫৫৪

উৎসঃ খাদ্য অধিদপ্তর।

নোটঃ ১৯৯২/৯৩ সাল হতে সরকারী খাতের পাশাপাশি বেসরকারী খাতেও খাদ্য আমদানী অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

সারণী ২৩ঃ কৃষি ঋণ বিতরণ, আদায় ও স্থিতি

(কোটি টাকা)

বছর	বিতরণ	আদায়	স্থিতি
১৯৮২/৮৩	৬৭৯	৩৪২	১৩৫২
১৯৮৩/৮৪	১০০৫	৫১৮	২০৭৭
১৯৮৪/৮৫	১১৫৩	৫৮৪	৩০৩৪
১৯৮৫/৮৬	৬৩২	৬০৭	৩৫১৪
১৯৮৬/৮৭	৬৬৭	১১০৮	৩২৯৪
১৯৮৭/৮৮	৬৫৬	৫৯৬	৩৮৬৩
১৯৮৮/৮৯	৮০৮	৫৭৮	৪৭১২
১৯৮৯/৯০	৬৮৭	৭০২	৫৩৮১
১৯৯০/৯১	৫৯৬	৬২৫	৫৭০৩
১৯৯১/৯২	৭৯৫	৬৬২	৫৩৭০
১৯৯২/৯৩	৮৪২	৮৬৯	৫৬৯৩
১৯৯৩/৯৪	১১০১	৯৭৯	৬২২২
১৯৯৪/৯৫	১৬০৫	১১২৪	৭০৪৫
১৯৯৫/৯৬	১৬৩৬	১৩৪০	৭৭৬৯
১৯৯৬/৯৭	১৬৭২	১৬৪৬	৮২৫৬
১৯৯৭/৯৮	১৮১৫	১৭৭৯	৮৫১৫
১৯৯৮/৯৯	৩২৪৫	২০৪০	৯৭০২
১৯৯৯/০০	২৮৫১	২৯৯৬	১০৬৪৯
২০০০/০১	৩০২০	২৮৭৮	১১১৩৭
২০০১/০২ (৩১ মার্চ পর্যন্ত)	২০৬৩	২১২২	১১৩৯৭

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণী ২৪ঃ সেচকৃত জমির পরিমাণ

(হেক্টর)

সেচ পদ্ধতি	১৯৯৭/৯৮	১৯৯৮/৯৯	১৯৯৯/২০০০	২০০০/২০০১	২০০১/২০০২ (প্রাক্কলিত)
ক) ভূ-উপরিস্থিতি					
মেজর ইরিগেশন	২৯৮৯০২	৩৬০৭৭৯	৪২২৬৫৬*	৩৫২০০০	৩৬৫৬০০
এল এল পি	৬২১৬৫৯	৬২৮১৬২	৬৪৫০৫৩	৬৪৭৩০০	৬৫০২০০
দেশীয় পদ্ধতি	২০১২৩১	২৩২২২৩	২২৪১৭২	২২২০০০	২১০০০০
(ক) উপমোট	১১২১৭৯২	১২২১১৬৪	১২৯১৮৮১	১২২১৩০০	১২২৫৮০০
(খ) ভূগর্ভস্থঃ					
ডি টি ডব্লিউ	৪৬৩৮৭৪	৫০৪২৩০	৫১৭৫৪৮	৫১৯৭৫০	৫৩০৫০০
এস টি ডব্লিউ	২০৭৯২১৪	২৩৮৪৩২০	২৪৬১২৩৮	২৪৮৮৪৩৫	২৫২০৩৫০
এইচ টি ডব্লিউ	৬৩৬৭৩	১০০৪৯৪	৪৬৯০২	৮৬৯০৬	৮৪০০০
এফ এম টি ডব্লিউ	১০৩০	২৯৫৫	৪৫১৮	৪৫৮০	৪৮০০
ডি এস এস টি ডব্লিউ	৮৮৪৯১	১০২৩৩১	১০৬৬০৮	১০৬৫৭১	১১৫২৫০
ভি ডি এস এস টি ডব্লিউ	১৪২৯১	৩৫০৬১	৭৭৬২৮	৭৮৯৩৮	৮২৫০০
(খ) উপমোট	২৭১০৫৭৩	৩১২৯৩৯১	৩২১৪৪৪২	৩২৮৫১৮০	৩৩৩৭৪০০
(গ) অন্যান্য ক্ষুদ্র সেচ	-	-	-	-	২০০০০
মোট সেচ (ক+খ+গ)	৩৮৩২৩৬৫	৪৩৫০৫৫৫	৪৫০৬৩২৩	৪৫১৬৪৮০	৪৫৮৩২০০

উৎসঃ জাতীয় ক্ষুদ্রসেচ শুমারী, জাতীয় ক্ষুদ্র সেচ উন্নয়ন প্রকল্প। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কৃষি মন্ত্রণালয়।

* বিপাউবো-এর আওতাধীন প্রাক্কলিত সেচকৃত এলাকা

সারণী ২৫ঃ রাসায়নিক সারের ব্যবহার

('০০০ মেট্রিক টন)

ব্যবহৃত সার	৯১/৯২	৯২/৯৩	৯৩/৯৪	৯৪/৯৫	৯৫/৯৬	৯৬/৯৭	৯৭/৯৮	৯৮/৯৯	৯৯/০০	২০০০/০১
ইউরিয়া	১৫৩৩.৫	১৫৪৭.৪	১৫৭৯.০	১৭৪৮.৫	২০৪৫.৫	২১৪১.০	১৮৬৭.০	১৯০২.০	২১৫১.১	২১২১.০
টিএসপি	৪৫৬.৭	৪০৭.০	২৩৪.২	১২২.৯	১১১.১	৭২.৬	৬২.৪	১৭০.২	২৫৯.৩	৩৯৯.৫
ডিএপি	০	২.০	২৮.৭	১.৮	০	০	৬.৮	৩৮.৬	১০৯.২	৯০.১
এমপি	১৩৭.১	১২৬.১	১০৩.৯	১৫৪.২	১৫৫.৯	২১৯.৩	১৯৩.৫	২১০.৮	২৩৯.৫	১২৩.৮
এসএসপি	৩৬.২	১১৯.৮	১৭০.৬	৫৩৩.৫	৫৯৬.৯	৫২৫.৩	৪৭৩.৩	৩৬২.৪	২৩৭.২	১৩৮.৬
এনপিকেএস	০	০	০	০	০	০	০	০	০	১০.২
এএস	৪.৮	৫.০	১০.০	২.৫	৮.৭	১১.৭	৯.৭	১২.৪	২৬.০	১২.০
জিংক	৩.৮	০.৭	৫.২	০	১.০	১.২	০.৭	০.৩	১.২	৩.০
জিপসাম	১১৫.৩	১০৮.২	৮৬.১	৭৭.২	১০৩.৬	৮৬.৬	১১৩.৪		১৮৯.৪	১০২.৩
অন্যান্য	০	০	০.১	০	০	০	০	১২৮.২ ০	০	০
মোট	২২৮৭.৪	২৩১৬.২	২২১৭.৮	২৬৪০.৬	৩০২২.৭	৩০৫৭.৭	২৭২৬.৮	২৮২৪.৯	৩২১২.৯	৩০০০.৫

[illegible]ঃ কৃষি মন্ত্রণালয়।

সারণী ২৬ঃ শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন সূচক (ভিত্তি বছরঃ ১৯৮৮/৮৯ = ১০০)

		১৯৯২/৯৩	১৯৯৩/৯৪	১৯৯৪/৯৫	১৯৯৫/৯৬	১৯৯৬/৯৭	১৯৯৭/৯৮	১৯৯৮/৯৯	১৯৯৯/০০	২০০০/০১
১.	সাধারন সূচক	১৪১.৮১	১৫৩.৮৯	১৬৩.৩৩	১৭৩.৫	১৭৯.৩০	১৯৫.৯৪	২০৪.১৭	২১৪.৩১	২২৬.৩২
২.	খাদ্য, পানীয় এবং তামাক প্রস্তুতঃ									
	(ক) মাছ ও মাছজাত খাদ্য	১২৫.২০	১৪৩.৬৪	১৭১.০৭	১৬৯.৪৩	১৬৭.৫৩	১২১.২৫	১২৯.৪৭	১৮৫.১৮	১৯১.৫৯
	(খ) ডালডা তৈল	৯৬.৬৯	৬২.৭৯	৫৬.৬২	৫৮.৫৫	৪৯.৭৯	৫১.৫৪	৪৯.৫৫	৫৯.৩০	৫৯.২৯
	(গ) বেকারী দ্রব্য	১২৮.০৪	১০৬.৬৮	১২৬.০৫	১৫৬.২৮	১৫২.০৮	১৮৪.৪৭	১৯৭.১৮	২০৭.৩০	২৩৮.১১
	(ঘ) চিনি	১৭০.৮৯	২০১.৭৬	২৪৬.২২	১৬৭.৭৫	১২৩.৩৩	১৫১.৭১	১৩৯.০৮	১১২.৪৯	৮৯.১৬
	(ঙ) চা	১১৮.৪৭	১২৩.৫৩	১১২.৯৩	১২৩.৬৫	১২৭.৮৩	১২৮.৬০	১০৫.১১	১২১.৫৭	১২৮.০০
	(চ) পানীয়	১৪৫.৪২	১৬৪.০৯	১৭৩.৯৭	১৪৭.৪৯	১৪০.০৭	১৫৫.৪৯	১৬৩.২৩	১৯৬.৩৬	২৬৬.০৩
	(ছ) তামাক সিগারেট	৮১.৭৪	৮৯.৮৩	১২৩.৩৬	১১৫.১৫	১৩২.০৩	১৪১.১৭	১৩৮.৮২	১৪০.০৬	১৪২.৩৩
৩.	বস্ত্রঃ									
	(ক) পাটজাত	৮৭.৫২	৮২.৭৫	৮৩.৪৬	৭৯.৪৬	৮০.১৩	৮০.৫৯	৭২.১৯	৬৬.৪২	৬৫.৭৩
	(খ) তুলাজাত	১১২.১১	১০৩.১৫	৮৪.৪৭	৮৫.১৬	৮৪.১৩	৯৬.৪৫	৯২.৩৮	৯৮.০৭	৯৮.৭১
	(গ) তৈরী পোশাক	২৮৬.৯৪	২৭৩.৫৬	২৮০.৯৫	৪৩৯.৯৮	৫০৭.১৭	৬৪৪.৮৯	৭১০.৬১	৭৬৬.৩২	৮১১.৬৭
৪.	কাগজ ও কাগজজাত দ্রব্যঃ	১০৪.৭৪	১০৫.৪১	৯৯.১৬	৯৬.১১	৭৮.৭৮	৫৩.৫৮	৬৯.৮৫	৬৪.১৬	৫৯.৬৬
৫.	রসায়ন ও রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুতঃ									
	(ক) সার	১২৮.২৮	১৪৮.০২	১৩৩.০১	১৪০.৬৩	১১০.৮৯	১২৭.০৩	১১২.৫৫	১১৯.১১	১৩০.২১
	(খ) পোকা ধ্বংসকারী ঔষধ	৫৭.৯৪	৫৬.৫৬	৪৭.৩৪	৫৪.৩৭	৩৯.৩০	৪৭.৯৯	৫৬.৬৩	৫৬.৪৮	৫৬.৮৯
	(গ) দিয়াশলাই	৯১.২৯	১০১.০২	৮২.৯০	৮৩.৮৮	৭৮.৪৫	৮০.২১	৭৩.৬১	৭৬.০৫	৮১.২০
	(ঘ) ফার্মাসিউটিক্যাল	২০২.৮৪	২১৭.৯১	২৬৪.৭৯	২৮২.৫৬	৩১৪.৭৩	৩০৯.০৯	৩১২.৫৯	৩১৮.০০	৩৪০.২৫
৬.	সিমেন্ট	৬০.৩১	৯৪.০৪	৯১.৯৮	১২৩.৮৭	১১৭.৪৭	১৫৭.৮০	২৭৭.৫৫	৩৯৯.৩৯	৩৭৯.০৭
৭.	লৌহ ও ইস্পাত	৮.১৬	৭.০২	২৯.৪০	৩৭.৭১	৩১.৮৪	২৬.২১	১৮.৭২	--	--
৮.	প্রাকৃতিক গ্যাস	১৩৫.৩৫	১৪৩.৬২	১৫৮.৬৫	১৭০.২৮	১৬৭.২৭	১৮০.১৪	১৮৬.৬৮	২১৩.১৬	২৩৫.০৩

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

সারণী ২৭ঃ প্রধান শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন

পণ্য দ্রব্য	একক	১৯৯৩/৯৪	১৯৯৪/৯৫	১৯৯৫/৯৬	১৯৯৬/৯৭	১৯৯৭/৯৮	১৯৯৮/৯৯	১৯৯৯/০০	২০০০/০১
পাটজাত দ্রব্যাদি	'০০০' মেঃ টন	৪২১.০০	৪২৫.০০	৪০৫.০০	৪০৫.০০	৪১১.০০	৩৬৭.৯৩	৩৩৯.০০	৩৩৫.০০
সূতা *	মিলিয়ন কেজি	৫৭.৩০	৪৯.১০	৪৯.৯০	৫০.১৬	৫২.৮৮	৫৪.৮০	৫৮.৫৪	৫৮.৫৫
মিলের তৈরী কাপড় *	মিলিয়ন মিটার	৩১.৬০	১৭.০০	১০.২৮	১০.৯০	১০.২৬	১০.৫৭	১২.৪১	১৪.৩০
কাগজ	'০০০' মেঃ টন	৯০.৯০	৮২.৮০	৮২.৩৬	৬৭.৫২	৪৫.৯১	৫৯.৮৬	৫৪.৯৮	৫১.১৬
পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যাদি	'০০০' মেঃ টন	১১৯৪.৭০	১৩৭১.৩০	১১৬০.০০	১৩০৯.৮৫	১১৭৩.৩২	৯৯৬.২৪	১৩৮১.৬০	১৩৩৮.০
সার	'০০০' মেঃ টন	২৩৬৬.১০	২১৪৪.৯০	২২৪৮.০০	১৭৭২.৬৬	২০৩০.৬৭	১৭৯৯.৩৬	১৯০৪.০২	২০৭৩.৪৫
সিমেন্ট	'০০০' মেঃ টন	৩২৩.৭০	৩১৬.৪০	৪২৫.৭০	৬১০.৫১	৫৪২.৮২	১৫১৪.০০	১৪৭৪.৯৫	১৬৭২.০
চিনি	'০০০' মেঃ টন	২২১.৪০	২৭০.১০	১৮৪.০০	১৩৫.৩২	১৬৬.৪৬	১৫২.৯৮	১২৩.৪৩	৯৭.৮২
প্রস্তুতকৃত পোশাক	মিলিয়ন ডজন	৩৪.৩০	৪৭.২০০	৪৮.৮২	৫৩.৪৫	৬৫.৫৯	৬৪.৭৯	৬৬.৬৪	৭১.৪৮
	মিলিয়ন টাকা	৫১৪৭২	৬৭৮৩২	৭৯৭০৬	৯৪৬৫৭	১২৯০০২	১৪৩২০৮	১৫৪৪৩৬	১৮১৩১৩
এম, এস রড	'০০০' মেঃ টন	৯০.২০	১৪৯.০০	১৪০.৮৭	১৫১.৫৩	১৫৭.৩৪	১৩৫.৫৬	১৪০.৩১	১৫২.৪৩
চা	'০০০' মেঃ টন	৫১.০০	৪৭.০০	৫১.০০	৫৪.০৬	৫৩.৫২	৪৩.৭৪	৫০.৬০	৫৩.২৭
পানীয়	মিলিয়ন ডজন বোতল	১১.০০	১২.০০	১০.০০	৯.৪৯	১০.৫২	১১.০৫	১৩.২৯	১৮.০০
সাবান ও ডিটারজেন্ট	'০০০' মেঃ টন	৩৭.০০	৪৬.৫০	৪৯.০০	৫১.০৫	৪৮.০৯	৪৮.৯৪	৩৪.৭১	৪৭.৬৫
চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্যাদি	মিলিয়ন বর্গমিটার	১৪.৬০	১৫.০০	১৫.৯০	১১.৯৫	১২.১২	১৬.২১	১৮.৩১	১৯.৯১

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

* বিটিএমসি ও বিটিএমএ-এর অধীনস্ত বৃহৎ আকারের মিলের উৎপাদিত সূতা ও কাপড়।

সারণী ২৮ঃ রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সংস্থার উৎপাদন ও আর্থিক বিবরণ

বিবরণ	১৯৯৪/৯৫	১৯৯৫/৯৬	১৯৯৬/৯৭	১৯৯৭/৯৮	১৯৯৮/৯৯	১৯৯৯/০০	২০০০/০১ (সাময়িক)	২০০১/০২ (সংশোধিত)
বিসিআইসিঃ								
১. উৎপাদন								
(ক) ইউরিয়া (লাখ মেঃ টন)	১৯.৮১	২১.৩৪	১৬.৪৮	১৮.৭৩	১৬.১১	১৭.০৪	১৮.৮৩	১৫.৫৭
(খ) টিএসপি (লাখ মেঃ টন)	১.৫৮	১.০৭	১.৩২	১.৫০	১.৮৪	১.৯৪	১.৯২	১.৯৫
(গ) নিউজ প্রিন্ট (লাখ মেঃ টন)	০.৪৩	০.৪০	০.২৮	০.০৮	০.২২	০.১৮	০.১১	০.১৮
(ঘ) কাগজ (লাখ মেঃ টন)	০.৪০	০.৪২	০.৪০	০.৩৮	০.৩৮	০.৩৭	০.৪০	০.৪১
(ঙ) সিমেন্ট (লাখ মেঃ টন)	১.১০	১.৮০	১.৬৮	১.৬২	১.৫১	১.৬৮	১.৭৪	১.৫০
২. বিক্রয় রাজস্ব (কোটি টাকা)	১৪২৮.৫৫	১৩৪৪.৯৩	১১৬০.৯০	১২০২.০৬	১২৯০.৭৩	১৩৭৮.৫৮	১৩৮৯.৭৬	১৩০৭.২৩
৩. বিক্রিত দ্রব্যের ব্যয় (কোটি টাকা)	১৪৩০.৩৯	১৪১৯.২৬	১৩৬১.৫৮	১২০৯.৫০	১৩৮৫.৯৫	১৪৮৫.২৬	১৫১৬.১৬	১৫২২.৯১
৪. পরিচালন মুনাফা/লোকসান (কোটি টাকা)	(১.৮৫)	(৭৪.৩৩)	(২০০.৬৮)	(৭.৪৪)	৯৫.২২	(১০৬.৬৮)	(১২৬.৪০)	(২১৫.৬৮)
৫. নীট মুনাফা/লোকসান (কোটি টাকা)	(৭৫.৪৮)	(১২১.৩৫)	(২৩৭.৯২)	(৬৮.৯)	(১৪২.৩৭)	(১৫৩.০৪)	(১৫৫.০৫)	(২৬৭.০১)
বিটিএমসিঃ								
১. উৎপাদন								
(ক) সূতা (লাখ কেজি)	১৭০.০৩	১৪৯.০৩	৬৭.৭৭	৮১.০১	৯৩.৯৬	১২২.৯৭	১৪৮.২০	১৮৮.৯৮
(খ) কাপড় (লাখ মিটার)	৫১.৭০	৩১.০৩	৮.৬৫	-	-	-	-	--
২. বিক্রয় রাজস্ব (কোটি টাকা)	২৪১.২২	১৬৮.৯৫	৮১.৫৭	৫১.৯৯	৪০.৪৮	৩৯.৮৬	৪৮.৪৪	৬৯.২৬
৩. বিক্রিত দ্রব্যের ব্যয় (কোটি টাকা)	৩২৩.৪৮	২৭২.২২	২১১.৮০	১২২.৬৫	৯৯.৫৭	৭৫.৬৬	৮৩.৩৩	৯৫.৪০
৪. পরিচালন মুনাফা/লোকসান (কোটি টাকা)	(৮২.২৬)	(১০৩.২৭)	(১৩০.২৩)	(৭০.৬৬)	(৫৯.০৯)	(৩৫.৮০)	(৩৪.৮৯)	(২৬.১৪)
৫. নীট মুনাফা/লোকসান (কোটি টাকা)	(১১৭.০৪)	(১৩৪.৩৭)	(১৬৩.২৬)	(৯২.৭০)	(৮০.৩২)	(৪৯.৪১)	(৪৫.৭৭)	(৪৪.৬০)
বিএসএফআইসিঃ								
১. উৎপাদন								
(ক) চিনি (লাখ মেঃ টন)	২.০৭	১.৮৪	১.৩৫	১.৬৬	১.৫৪	১.২৪	০.৯২	২.০১
(খ) স্পিরিট (লাখ লিটার)	৩৬.৪৯	২১.৯৭	২৭.১১	২৮.০১	২৮.৪৯	২৭.০৪	২৮.৯৮	৩০.০০
২. বিক্রয় রাজস্ব (কোটি টাকা)	৪৮৪.০৬	৭৩০.৪৬	৩৫৬.০৭	৪২১.৯১	৩৭৪.০০	২৬৫.৩৪	২৪০.০৩	৫২৭.৪০
৩. বিক্রিত দ্রব্যের ব্যয় (কোটি টাকা)	৪৫৭.৬৭	৭৪৬.৯৬	৪১০.৫৩	৪৪৪.৩৪	৪৭৬.২৮	৪৬১.৩১	৩৬২.৫৩	৬০৩.৮৭
৪. পরিচালন মুনাফা/লোকসান (কোটি টাকা)	২৬.৩৯	(১৬.৫০)	(৫৪.৪৬)	(২২.৪৪)	(১০২.২৭)	(১৯৫.৯৭)	(১২২.৫০)	(৭৬.৪৭)
৫. নীট মুনাফা/লোকসান (কোটি টাকা)	২.৫৩	(৩৭.৭৬)	(৬৫.২৯)	(৩৯.২০)	১১.২৯	৬৩.৩৫	(৪৬.৮৫)	(২২.৩৬)
বিজিএমসি								
১. উৎপাদন (পরিমাণ)								
(ক) হেসিয়ান ('০০০' মেঃ টন)	৮৮.৩৭	৮১.৩০	৭৮.৭৬	৬৮.৭৩	৭২.৪৪	৭১.৬৬	৬৭.৬৩	৬৫.৭৭
(খ) সেকিং ('০০০' মেঃ টন)	১৪২.৫০	১৫৬.৮৮	১৪৬.০০	১৪২.৬০	১২৩.১২	১২৬.৮৫	১৪০.৬০	১৬০.৯৭
(গ) সিবিসি ('০০০' মেঃ টন)	৩৪.৪২	৩১.৬১	২২.৯৩	২৯.৫০	২৬.০৪	২৮.০০	২৫.৮৫	২৯.৪০
২. বিক্রয় রাজস্ব (কোটি টাকা)	৮৫২.৮৫	৯১৬.১৯	৬৬৩.৩১	৫৪২.০৫	৭৮৭.৫২	৬৮৯.০০	৭৫৭.১৩	৮৫৭.৬৬
৩. বিক্রিত দ্রব্যের ব্যয় (কোটি টাকা)	৮৬৩.৯২	৯৯১.৮৮	৮৬২.৭৬	৭০০.৫৯	৮৬৭.৪১	৮৭৮.৪৫	৯৮৮.২৩	১১১০.৬০
৪. পরিচালন মুনাফা/লোকসান (কোটি টাকা)	(১১.০৭)	(৭৫.৭০)	(১৯৯.৪৫)	(১৭৬.৫৪)	(৭৯.৮৯)	(১৪৯.৪৫)	(২৩১.১০)	(২৫২.৯৪)
৫. নীট মুনাফা/লোকসান (কোটি টাকা)	(৩১.৪৩)	(৯৬.২০)	(২৫১.৭১)	(২৭৫.৯০)	(২৯৪.৫৯)	(২৯৮.৩৯)	(৩৮০.৩৬)	(৪০৫.৭৭)
বিএসইসি								
১. উৎপাদন (পরিমাণ)								
(ক) বাস, ট্রাক, গাড়ী (নং)	১১০২	১২৩২	১২৩৪	১০৯০	১০৯৭	৮০২	১০৪৯	১০০০
(খ) মটর সাইকেল (নং)	৫৬৪৬	৭২০০	৭০০৯	৫৯৮২	৬৮৪	৭৬৮৪	৮৭৪০	৮২৫০
(গ) ডিজেল ইঞ্জিন (নং)	৫২০	৬০০	৫২৫	৩২৭	১৪৭	৪৩০	২০৪	৫০০
২. বিক্রয় রাজস্ব (কোটি টাকা)	৩৪৮.৮৮	৩৪৪.৪৬	২৮৪.০৩	২৬১.৭২	২৭৫.৮৭	৩০৭.৮০	৩১৩.২৬	৩৩৯.০৩
৩. বিক্রিত দ্রব্যের ব্যয় (কোটি টাকা)	৩৫৬.৭০	৩৩৪.৬৬	২৯৬.৩১	২৭৫.১৪	২৫৪.৯০	২৮৭.০৮	২৯১.৫২	৩১২.৭০
৪. পরিচালন মুনাফা/লোকসান (কোটি টাকা)	(৭.৮২)	৯.৮০	(১২.২৮)	(১৩.৪২)	২১.৭৮	২০.৭২	২১.৭৪	২৬.৩৩
৫. নীট মুনাফা/লোকসান (কোটি টাকা)	(৬৮.৩৬)	(৬৪.৫১)	(১০৩.২৮)	(১১২.৪০)	(৪.১৯)	৩.৪৯	০.১৬	৩.৫১

উৎসঃ মনিটরিং সেল, অর্থ বিভাগ।

সারণী ২৯ঃ রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাসমূহের নীট মুনাফা/লোকসানের বিবরণ

(কোটি টাকা)

কর্পোরেশনের নাম	১৯৯৪/৯৫	১৯৯৫/৯৬	১৯৯৬/৯৭	১৯৯৭/৯৮	১৯৯৮/৯৯	১৯৯৯/০০	২০০০/০১ (সাময়িক)	২০০১/০২ (সংশোধিত)
শিল্পঃ								
বিটিএমসি	(১১৭.০৪)	(১৩৪.৪০)	(১৬৩.২৬)	(৯২.৭০)	(৮০.৩০)	(৪৯.৪১)	(৪৫.৭৭)	(৪৪.৫২)
বিএসইসি	(৬৮.৩৬)	(৬৪.৫০)	(১০৩.২৮)	(১১২.৪০)	(৫.১০)	৩.৪৯	০.১৬	৪.৯৬
বিএসএফআইসি	২.৫৩	(৩৭.৮০)	(৬৫.২৯)	(৩৯.২০)	(৬০.০০)	৬৩.৩৫	(৪৬.৮৫)	(২২.৩৬)
বিসিআইসি	(৭৫.৪৭)	(১২১.৪০)	(২৩৭.৯২)	(৬৮.৯০)	(১৪২.৪০)	(১৫৩.০৪)	(১৫৫.০১)	(২৬৭.০১)
বিএফআইডিসি	১.১৬	৩.০০	১.৭১	(৭.০০)	(৬.৩০)	(১২.৭৭)	(১৫.২০)	৩.৭৯
বিজেএমসি	(৩১.৪৩)	(৯৬.২০)	(২৫১.৭১)	(২৭৫.৯০)	(২৯৫.০০)	(২৯৮.৩৯)	(৩৮০.৩৬)	(৪০৫.৭৭)
উপ-মোটঃ	(২৮৮.৬১)	(৪৫৭.৩০)	(৮১৯.৭৫)	(৫৯৬.১০)	(৫৮৯.০০)	(৪৪৬.৭৭)	(৬৪৩.০৩)	(৭৩০.৯১)
ইউটিলিটিঃ								
বিওজিএমসি	১১৭.০১	১৪৩.৬০	১২৬.০৯	১৩২.১০	১৬৬.৪০	১৭৭.৭৮	১৯৫.৯৭	১৭৯.৩৩
বিপিডিবি	(৬৪৬.৮৯)	(৭৬.৫০)	(৩২৩.৪৪)	(৬৮.৭০)	(৩৭৩.৮০)	(৫১৮.৬৮)	(৪৬৩.১৪)	(৪৫৫.৮৫)
ডেসা	(১৯৮.৫৪)	(১৩৯.২০)	(১৪৪.২১)	(১৫১.৪০)	(২১১.২০)	(২৩০.৫৯)	(৩৬৯.৩৯)	(৩৩৬.১১)
চট্টগ্রাম ওয়াসা	(২.৫৬)	(৩.৩০)	(১.৫০)	(৩.৫০)	(৪.৬০)	(২.৯৯)	(৫.৬২)	(৭.৬৬)
ঢাকা ওয়াসা	(২.৮৭)	(৬.৭০)	(৩.৩৫)	২.৯০	৫.৪০	৫.৩৪	১.৭৫	১৪.২৪
উপ-মোট ঃ	(৭৩৩.৮৫)	(৮২.১০)	(৩৪৬.৪১)	(৮৮.৬০)	(৪১৭.৮০)	(৫৬৯.১৪)	(৬৪০.৪৩)	(৬০৬.০৫)
পরিবহন যোগাযোগঃ								
বিএসসি	(১২.৮৯)	(১৪.৯০)	(২৫.১৯)	(৯.২০)	(৩০.০০)	(৩১.৫৭)	(১২.৪৬)	৫.০৮
বিআইডব্লিউটিসি	(০.৬৬)	১.৭০	৯.০৩	৭.০০	(৮.৫০)	• (১.৮৬)	২.৯৪	১১.০৫
বিবিসি	৭১.৮৫	৪৯.৬০	(৫৭.৪২)	(৫৮.৩০)	(১৬.৭০)	(১৬.৬৯)	(৯৯.৬৮)	(১০৩.৭৪)
বিআরটিসি	(৮.৮৪)	(৫.৪০)	(৪.৬৮)	(৭.৮০)	(৭.৩০)	(১০.৭৮)	(১৫.৮৩)	(১৬.৮৩)
সিপিএ	৬৪.০৮	৯২.৪০	১১০.৯৮	১০২.৫০	১১২.৩০	১২৬.৬৪	১৩০.৯৭	৪১.৫৯
সিডিডব্লিউএমবি	-	-	-	-	৪.৬০	৫.২৭	৬.৪৬	৩.১৫
এমপিএ	২০.৩২	২০.৪০	১৭.১১	২০.৮০	২২.৪০	২১.০৩	১৩.৮২	৩.৭০
এমডিডব্লিউএমবি	-	-	-	-	৩০০	২.৩৭	০.৫৩	(১.৩৮)
উপ-মোট ঃ	১৩৩.৮৬	১৪৩.৮০	৪৯.৮৩	৫৫.০০	৭৬.৮০	৯৪.৪১	২৬.৭৫	(৫৭.৩৮)
বাণিজ্যিক ঃ								
বিপিসি	১২৬.৩৮	৭৫.৭০	(৩৭৭.৭৭)	১১৭.২০	৩২৭.৭০	(১৩৯৪.৪৩)	(১৫৪৩.৯৪)	(৫৬১.৮৮)
বিজেসি	(৬.৩০)	(১.৯০)	(১.৪১)	০.৮০	০.৭০	০.৩৬	০.৪১	০.০৩
টিসিবি	১.৬৪	(১.৩০)	(৩.৭১)	(১.৮০)	(২.৩০)	(২.৭১)	৭.৯২	১৯.৭৩
উপ-মোট ঃ	১২১.৭২	৭২.৫০	(৩৮২.৮৯)	(১১৬.২০)	৩২৬.১০	(১৩৯৬.৭৮)	(১৫৩৫.৬১)	(৫৪২.১২)
কৃষি ও মৎস্য ঃ								
বিএডিসি	(১১.৭৯)	(১৩.৪০)	(১৫.৮০)	৬.৫	(২৪.২০)	(২৬.৯৩)	(২৫.০১)	(৩৩.৩৪)
বিএফডিসি (মৎস্য)	(০.৯২)	১.০০	(০.২২)	.৩০	(০.৪০)	(০.৬৭)	(০.১৮)	১.৪৩
উপ-মোট ঃ	(১২.৭১)	(১২.৪০)	(১৬.০২)	৬.৮	(২৪.৬০)	(২৭.৬০)	(২৫.১৯)	(৩১.৯১)
নির্মাণ ঃ								
রাজউক	১৯.১৫	১৭.৪০	৫.০৯	২.৬০	২৩.৬০	২৪.৪৩	১৫.৫৯	১৩.১১
সিডিএ	৩.৯৩	৩.৮০	৩.৭৯	১.৯০	১.৬০	৮.৪০	৬.৪৫	৪.৯৪
কেডিএ	৬.৮১	৪.২০	৫.১৯	৫.৪০	৫.৫০	৪.৭৮	৪.২৬	১.৬৭
আরডিএ	০.২৫	০.৭০	১.৩৭	১.০০	০.৮০	(৫.৬৪)	১.১৫	(০.৪৩)
উপ-মোট ঃ	৩০.১৪	২৬.১০	১৫.৪৪	১০.৯০	৩১.৫০	৩১.৯৭	২৭.৪৫	১৯.২৯
সার্ভিস ও অন্যান্য ঃ								
বিএফএফডব্লিউটি ঃ	১.৯৯	২.৫০	৯.৯১	১২.৫০	১৩.৮০	১৫.৭০	১৪.২১	৪.৯৪
বিএফডিসি (ফিল্ম)	২.৫৩	০.২০	২.০৫	০.১০	০.৫০	০.৩৮	০.২৩	০.২৩
বিপিআরসি	২.৪০	১.৭০	১.২১	১.৪০	৫.৭০	১.৮০	১১.২১	১০.৬৯
সিএএ	৬১.৫৯	৭১.৮০	৭০.১৮	৭৬.৯০	৭৮.৭০	১০৬.৭৪	১০৪.০৬	৭৪.২৯
বিআইডব্লিউটিএ	(১৬.৬২)	(৬.৯০)	(১৯.৩৯)	(২৬.১০)	(৬.৮০)	(৩০.২৯)	(২৬.৩৪)	(২৭.১৬)
বিসিক	(০.৭০)	(১.৯০)	(৩.৭৭)	৪.৩০	(৮.৭০)	(৯.৩৬)	(৬.২৩)	০.৩৮
বেপজা	৫.১৮	৮.৯০	১৩.০৮	১২.৪০	১৬.২০	৩৪.৬৮	১৭.৮৯	১৯.৭৮
বিডব্লিউডিবি	৯.৩২	২.৪০	১.৪৬	১.৮০	০.৫০	১.৪৪	১.১৫	২.১৮
আরইবি	২২.২৬	২৬.০০	১৭.৫১	২০.২০	২২.৬০	(২.৩৯)	১৩.৬৯	৬৪.১৬
বিটিবি	(০.৬০)	০.৪০	০.২৬	২.০০	১.০০	০.৩১	০.৭৬	০.১৭
বিএইচবি	০.২১	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	-	-	--
বিএসবি	০.০০	০.০০	(১.৪৫)	(১.৯০)	(২.০০)	(২.৬৩)	--	--
উপ-মোট ঃ	৮৭.৫৬	১০৫.১০	৯১.০৫	৯৫.০০	১২১.৫০	১১৬.৬৫	১৩০.৬৩	১৪৯.৬৬
সর্বমোট:	(৬৬১.৮৯)	(২০৪.৩০)	(১৪০৮.৭৫)	(৬৩৩.০০)	(৪৭৫.৫০)	. (২১৯৭.২৬)	(২৬৫৯.৪৩)	(১৭৯৯.৪২)

উৎসঃ মনিটরিং সেল, অর্থ বিভাগ।

নোটঃ বন্ধনীর ভেতরের সংখ্যা লোকসান নির্দেশক এবং ২০০১/০২ অর্থ বছরের হিসাব ৩০শে এপ্রিল ২০০২ পর্যন্ত।

সারণী ৩০ঃ রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাসমূহ কর্তৃক প্রদত্ত সরকারী কোষাগারে লভ্যাংশের বিবরণ

(কোটি টাকা)

কর্পোশনের নাম	১৯৯৩/৯৪	১৯৯৪/৯৫	১৯৯৫/৯৬	১৯৯৬/৯৭	১৯৯৭/৯৮	১৯৯৮/৯৯	১৯৯৯/০০	২০০০/০১ (সাময়িক)	২০০১/০২ (সংশোধিত)
শিল্পঃ									
বিএসএফআইসি	০.০	০.০	০.৩৭	১.০০	-	১.৬৫	২.৫০	৩.০০	৩.০০
বিসিআইসি	১০.০০	০.০	০.০	০.০০	-	-	-	০.০০	০.০০
বিএফআইডিসি	০.০	০.০	০.০	০.৫	-	-	-	০০০	০.১০
উপ-মোটঃ	১০.০০	০.০	০.৩৭	১.৫০	০.০০	১.৬৫	২.৫০	৩.০০	৩.১০
ইউটিলিটিঃ									
বিওজিএমসি	৩০.০০	৬০.০০	৭০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১৫০.০০	১১৫.০০	১০৫.৮৬	১৫০.০০
চট্টগ্রাম ওয়াসা	০.১০	০.১০	০.১২	০.১৫	০.৩০	০.৪০	০.৪৫	০.৪৫	০.৪৫
ঢাকা ওয়াসা	০.৫০	০.৬০	০.৫৬	০.৮০	-	-	১.০০	০.০০	৩.০০
উপ-মোটঃ	৩০.৬০	৬০.৭০	৭০.৬৮	১০০.৯৫	১০০.৩০	১৫০.৪০	১১৬.৪৫	১০৬.৩১	১৫৩.৪৫
পরিবহন ও যোগাযোগ									
বিবিসি	১.৫০	২.০০	২.০০	২.০	২.০০	২.৫০	-	০.০০	০.০০
সিপিএ	৫.০০	২০.০০	২০.০০	২০.০০	৩৫.০০	৪০.০০	-	০.০০	৫০.০০
এমপিএ	৬.০০	৬.০০	৬.৫০	৬.৫০	৯.০০	১২.৫০	০.১৩	৫.৫০	৪.০০
উপ-মোটঃ	১২.৫০	২৮.০০	২৮.৫০	২৮.৫০	৪৬.০০	৫৫.০০	০.১৩	৫.৫০	৫৪.০০
বাণিজ্যিকঃ									
বিপিসি	৪০০.০০	১০০.০০	৬৬.০০	৬০.০০	-	৮০.০০	-	০.০০	০.০০
টিসিবি	২.০০	১.০০	১.০০	.৭৫	০.৫০	-	-	১.০০	২.০০
উপ-মোটঃ	৪০২.০০	১০১.০০	৬৭.০০	৬০.৭৫	০.৫০	৮০.০০	-	১.০০	২.০০
কৃষি ও মৎস্যঃ									
বিএফডিসি (মৎস্য)	০	০	০	০.৫০	০.১	-	-	০.০০	০.২৫
উপ-মোটঃ	০	০	০	০.৫০	০.১	-	-	০.০০	০.২৫
নির্মাণ									
রাজউক	১.০০	১.০০	০.০	০.৭৫	০.৫০	০.৫০	০.৭৫	০.০০	৩.০০
সিডিএ	০.২০	০.২০	০.২০	০.২৫	০.৩	০.৩০	০.৫০	০.৭৫	০.৭৫
কেডিএ	০.০৫	০.০৫	০.১০	০.০৮	০.০৮	০.১০	০.১৫	০.১৫	০.২০
আরডিএ	০.০৩	০.০৩	০.০৩	০.০৪	০.০৫	০.০৫	০.০৫	০.১০	০.১০
উপ-মোটঃ	১.২৮	১.২৮	০.৩৩	১.১১	০.৯৩	০.৯৫	১.৪৫	১.০০	৪.০৫
সার্ভিস ও অন্যান্য									
বিএফডিসি (ফিল্ম)	০.০	০.১০	০.১৫	০.৩৫	০.২০	০.২০	০.২৫	০.৩০	০.৪০
বিপিআরসি	০.৫০	০.৪০	০.০	০.৬০	০.৫৩	০.৬১	০.৫০	০.২৫	০.৪০
সিএএ	১.১৩	৩.০০	১.৫০	৩.৫০	৬.০০	১০.০০	১২.০০	১৫.০০	২০.০০
বেপজা	০.০	০.০	০.০	০.১০	০.২৫	০.৬০	০.৩২	০.২৫	১.২৫
বিটিবি	০.০	০.০	০.০	০.১০	০.২০	০.২০	-	০.২০	০.২৫
উপ-মোটঃ	১.৬৩	৩.৫০	১.৬৫	৪.৬৫	৭.১৮	১১.৬১	১৩.০৭	১৬.০০	২২.৩০
সর্বমোটঃ	৪৫৮.০১	১৯৪.৪৮	১৬৮.৫৫	১৯৭.৯৬	১৫৫.০১	২৯৯.৬১	১৩৩.৬০	১৩২.৮১	২৩৯.১৫

উৎসঃ মনিটরিং সেল, অর্থ বিভাগ।

সারণী ৩১ঃ রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার ডি এস এল বিবরণ

(কোটি টাকায়)

কর্পোরেশনের নাম	১৯৯৫/৯৬	১৯৯৬/৯৭	১৯৯৭/৯৮	১৯৯৮/৯৯	১৯৯৯/০০	২০০০/০১	২০০১/০২ (এপ্রিল '০২ পর্যন্ত)
শিল্পঃ							
বিটিএমসি	০.০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
বিএসইসি	৩.১৯	২.৮৭	০.৯০	২.০০	২.০০	১.০০	১.০০
বিএসএফআইসি	১.৪৩	০.৯০	৩.৯৫	৫.৩৪	৩০.০০	৬.০০	২.০০
বিসিআইসি	২৩২.২২	১৮১.৩৪	৯৯.৩৩	১০২.১৬	১৬২.০৮	১৪১.৫৩	১২৫.৭৮
বিএফআইডিসি	০.০৫	০.১০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
বিজেএমসি	৫.০০	০.০০	২৪.৬১	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
উপ-মোটঃ	২৪১.৮৯	১৮৪.২১৫	১২৮.৭৯	১০৯.৫০	১৯৪.০৮	১৪৮.৫৩	১২৮.৭৮
ইউটিলিটিঃ							
বিওজিএমসি	২৬৩.৬৬	২৮৯.২৩	২৭৪.৩৩	২৭৮.০৫	৩২৫.২১	২৫০.২১	২৫১.৪৪
বিপিডিবি	১৫১.৩৭	২৫০.০০	১২০.০০	১৪৯.৯৯	১৫০.০০	৫০.০০	৫০.০০
ডেসা	০.০	০.০০	০.০০	০.৯০	০.০০	১০.৩৪	১১.২৫
চট্টগ্রাম ওয়াসা	০.৮৭	০.৩৬	১.৯৬	০.৮৫	৩.০৮	১.৫৩	০.৬৯
ঢাকা ওয়াসা	১০.০০	৫.০০	১০.০০	১১.৯৯	৬.০০	১২.০০	১২.০০
উপ-মোটঃ	৪২৫.৯০	৫৪৪.৫৯	৪০৬.২৯	৪৪১.৭৮	৪৮৪.২৯	৩২৪.০৮	৩২৫.৩৮
পরিবহন যোগাযোগঃ							
বিএসসি	০.০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
বিআইডব্লিউটিসি	১.১৮	১.০০	১.১০	০.০৯	১.০০	১.৪৯	২.০৩
বিবিসি	০.০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
বিআরটিসি	০.০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.৫০	০.৫০
সিপিএ	২২.৮৭	২২.৪০	৪২.৭০	২৭.৭৭	১১৮.৪৭	০.০০	৪০.০০
এমপিএ	০.০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
উপ-মোটঃ	২৪.০৫	২৩.৪০	৪৩.৮০	২৭.৮৬	১১৯.৪৭	১.৯৯	৪২.৫৩
বাণিজ্যিকঃ							
বিপিসি	১১৩.৫৮	৬৬.০৪	৬৪.২৩	৬৪.৫৫	৫৯.৫৪	০.০০	৩০.৮৩
বিজেসি	০.০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
টিসিবি	০.০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
উপ-মোটঃ	১১৩.৫৮	৬৬.০৪	৬৪.২৩	৬৪.৫৫	৫৯.৫৪	০.০০	৩০.৮৩
কৃষি ও মৎস্যঃ							
বিএডিসি	০.০৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
বিএফডিসি (মৎস্য)	০.০	০.৪০	১.০০	০.৭০	১.০০	০.৬	০.৭০
উপ-মোটঃ	০.০৫	০.৪০	১.০০	০.৭০	১.০০	০.৬	০.৭০
নির্মাণঃ							
রাজউক	০.০৮	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
সিডিএ	০.১৪	০.৭৫	০.৯৫	০.৫০	০.৭৫	০.২৫	০.৭৬
কেডিএ	০.০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
আরডিএ	০.০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
উপ-মোটঃ	০.২২	০.৭৫	০.৯৫	০.৫০	০.৭৫	০.২৫	০.৭৬
সার্ভিস ও অন্যান্য							
বিএফএফডব্লিউটি	০.০	১.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.৫০
বিএফডিসি (ফিল্ম)	০.১৪	১.৯৪	৩.০০	৩.০৩	২.২৫	২.৯৮	১.৫৫
বিপিআরসি	০.১০	১.৯১	০.৯৫	১.৩২	১৩৭.৫০	২.৭০	২.০২
সিএএ	০.০	০.০০	০.০০	১.২০	৯.০০	১৩.০০	৪.০৫
বিআইডব্লিউটিএ	০.২৫	৫.০০	১.৩৩	৩.০০	৩.০০	১.৫০	১.৫০
বিসিক	০.১৭	১.৫০	১.৪৬	১.০৩	১৪২.০০	১.০২	০.২২
বেপজা	০.০	১.২৫	১.৪৩	২.১০	২.৬৯	৩.৭৪	২.৯১
বিডব্লিউডিবি	৩৭.৯৫	৫৪.৩৮	০.০২	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
আরইবি	৩৮.৬২	৪৩.৪৭	৪২.৭৮	৪৭.১২	৫৫.৭৯	৬২.৩২	৬২.৩৩
বিটিবি	০.০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
বিএইচবি	০.০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০৫	০.০০
বিএসবি	০.১১	০.০০	০.৭০	০.১৫	০.১৫	০.০০	০.০০
উপ-মোটঃ	৮৪.৫৪	১১০.৪৫	৫০.৯৭	৫৮.৯৫	৩৫২.৩৮	৮৭.৩১	৭৫.০৮
সর্বমোটঃ	৮৯০.২৪	৯৩০.৮৬	৬৯৬.০৩	৭০৩.৮৪	১২১১.৫১	৫৬২.৭৪	৬০৪.০৬

উৎসঃ মনিটরিং সেল, অর্থ বিভাগ।

সারণী ৩২ঃ ফেব্রুয়ারী, ২০০২ পর্যন্ত রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাসমূহের বকেয়া ও মেয়াদোত্তীর্ণঋণের পরিমান (ক্রমপুঞ্জিত)

(কোটি টাকায়)

কর্পোরেশনের নাম	বকেয়া ঋণ	মেয়াদোত্তীণ ঋণ
শিল্পঃ		
বিটিএমসি	৫৫৩.০৭	৫৩৯.৬২
বিএসইসি	২১৮.৯০	১১২.১৫
বিএসএফআইসি	৫৬৪.০৮	৪১.৬৬
বিসিআইসি	৭২০.৬৬	৪২.৪৪
বিএফআইডিসি	০.৪৫	--
বিজেএমসি	১৬৮৪.৫৭	২৮০.৭২
উপ-মোটঃ	৩৭৪১.৭৩	১০১৬.৫৯
ইউটিলিটিঃ		
বিওজিএমসি	--	--
বিপিডিবি	১২.২৬	২.৬৮
ডেসা	--	--
চট্টগ্রাম ওয়াসা	--	--
ঢাকা ওয়াসা	--	--
উপ-মোটঃ	১২.২৬	২.৬৮
পরিবহন ও যোগাযোগঃ		
বিএসসি	৬৮.৫২	৪০.৯৭
সিআইডব্লিউটিসি	০.০১	০.০১
বিবিসি	১৭.২১	--
বিআরটিসি	৯.৬৮	৯.৬৮
সিপিএ	--	--
এমপিএ	--	--
উপ-মোটঃ	৯৫.৪২	৫০.৬৬
বাণিজ্যিকঃ		
বিপিসি	১৮৯১.৮৫	০.০১
বিজেসি	--	--
টিসিবি	--	--
উপ-মোটঃ	১৮৯১.৮৫	০.০১
কৃষি ও মৎস্যঃ		
বিএডিসি	১৬৯.১০	১১১.৯১
বিএফডিসি (মৎস্য)	০.১২	--
উপ-মোটঃ	১৬৯.২২	১১১.৯১
সার্ভিস ও অন্যান্যঃ		
বিএফডব্লিউটি	৩৬.০৩	২৭.৫৪
বিডব্লিউডিবি	০.৪২	০.৪২
বিটিবি	০.০৩	--
বিপিআরসি	--	--
বিএফডিসি (ফিল্ম)	০.০৬	০.০৬
বিএসবি	--	--
বিএসসিআইসি	২১.২৪	২১.২৪
আরইবি	৫.৭০	--
উপ-মোটঃ	৬৩.৪৮	৪৯.২৬
সর্বমোটঃ	৫৯৭৩.৯৬	১২৩১.১১

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণী ৩৩ঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা, ছাত্র/ছাত্রী ভর্তি সংখ্যা এবং সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক/শিক্ষিকার সংখ্যা।

(হাজার)

	১৯৯২	১৯৯৩	১৯৯৪	১৯৯৫	১৯৯৬	১৯৯৭	১৯৯৮	১৯৯৯	২০০০	২০০১
১. প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা										
(ক) মোট	৫০	৫৩	৫৬	৬০	৬৩	৬৩	৬৪	৬৩**	৬২	৬২
(খ) সরকারী	৩৮	৩৮	৩৮	৩৮	৩৮	৩৮	৩৮	৩৮**	৩৮	৩৮
(গ) বেসরকারী	১২	১৫	১৮	২২	২৫	২৫	২৫	২৫	২৪	২৪
(১) নিবন্ধনকৃত	৯	৯	১৫	১৭	২১*	২১*	২৩*	২৩*	২২*	২২*
(২) নিবন্ধনকৃত নয়	৩	৬	৩	৫	৪	৪	২	২	২	২
২. প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি সংখ্যা										
(ক) মোট	১৩০১৭	১৪০৬৭	১৫১৮১	১৭২৮৪	১৭৫৮০	১৮০৩২	১৮৩৬১	১৭৬২২	১৭৬৬৮	১৭৬৫৯
(খ) বালক	৭০৪৮	৭৫২৫	৮০৪৮	৯০৯৪	৯২১৯	৯৩৬৫	৯৫৭৭	৯০৬৫	৯০৫৯	৮৯৯০
(গ) বালিকা	৫৯৬৯	৬৫৪২	৭১৩৩	৮১৯০	৮৩৬১	৮৬৬৭	৮৭৮৪	৮৫৫৭	৮৬০৯	৮৬৬৯
৩. সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কর্মরত শিক্ষকের সংখ্যা										
(ক) মোট	১৫৭	১৫৮	১৫৯	১৫৯	১৬১	১৫৮	১৫৩	১৫৮	১৫৮	১৬২
(খ) পুরুষ	১২৩	১২০	১১৯	১১৬	১১৬	১১৪	১০৫	১০৫	১০৪	১০১
(গ) মহিলা	৩৪	৩৮	৪০	৪৩	৪৫	৪৪	৪৮	৫৩	৫৪	৬১

উৎসঃ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ।

* কমিউনিটি বিদ্যালয়সহ

** ২৮টি বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা অতি নগন্য থাকায় উহা বিলুপ্ত করে নিকটবর্তী বিদ্যালয়ের সাথে একীভূত করা হয়েছে।

২৩—

সারণী ৩৪ঃ মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক, কারিগরী ও বৃত্তিমূলক এবং ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক/শিক্ষিকা ও ছাত্র/ছাত্রী সংখ্যা

প্রতিষ্ঠানের ধরণ	প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা							শিক্ষক	
	১৯৯৬	১৯৯৭	১৯৯৮	১৯৯৯	২০০০	২০০১*	২০০২**	১৯৯৬	১৯৯৭
নিম্ন মাধ্যমিক	২৫৫৪	৩০৭০	৩৫১৭	৩০২৪	২৮৪৬	২৮৬৩	২৮৬৩	১৮১১৮	১৯৩০৯
মাধ্যমিক	৯৯০১	১০৭৭৬	১০৭৭৬	১২২৬৯	১২৬১৪	১৩২৩২	১৩২৩২	১৩৬৫৬০	১৩৭৭৬৮
উচ্চমাধ্যমিক	৭৩৩	৯০১	১১৩০	১৩১৬	১৪২২	১৩৬০	১৩৬০	১২৯৩২	১৫৯১৩
পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট	২০	২০	২০	২০	২০	২০	২০	৯১৫	৯১৫
গ্লাস এ্যান্ড সিরামিক ইন্সটিটিউট	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	১০	১০
গ্রাফিক আর্টস ইন্সটিটিউট	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	১৫	১৫
ভকেশনাল ইন্সটিটিউট	৫১	৫১	৫১	৫১	৫১	৫১	৫১	৫৬০	৫৬০
পি, টি, আই	৫৪	৫৪	৫৪	৫৪	৫৪	৫৪	৫৪	৬৩৫	৬৩৫
বাণিজ্যিক কলেজ	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১১৬	১১৬
দাখিল	৪২০৬	৪৭৯৪	৪৭৯৫	৪৮৬৫	৪৮৯০	৪৯৯৫	৪৯৯৫	৫২১৯৬	৫৮৩৬০
আলিম	৮৯৪	৯৬৯	৯৮৩	১০৯০	১০৭৪	১০৯৭	১০৯৭	১৪৮৭৫	১৭২৩০
ফাজিল	৮৯০	৯৫৫	৯৫৭	১০০০	১০১৭	১০৩৯	১০৩৯	১৭৪৫৬	১৭৮৮৫
কামিল	১১০	১১৮	১১৮	১৪১	১৪১	১৪৫	১৪৫	২৫৯৫	২৮৯০
পালি টোল ও কলেজ	১১৫	১১৫	১১৫	১১৭	১২০	১২০	১২০	৪৪৫	৪৪৫
সংস্কৃত টোল ও কলেজ	১৪৫	১৪৫	১৪৫	১৪৫	১৪৫	১৪৫	১৪৫	৪৮০	৪৮০

উৎসঃ ব্যানবেইস, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

* সাময়িক ** প্রাক্কলিত

শিক্ষিকার সংখ্যা					ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা						
১৯৯৮	১৯৯৯	২০০০	২০০১*	২০০২**	১৯৯৬	১৯৯৭	১৯৯৮	১৯৯৯	২০০০	২০০১*	২০০২**
২১৮৮৪	১৯৮৮৫	১৭৭৬৩	১৭৭৬৩	১৭৭৬৩	৫৯৪৫১০	৬৩২২১১	৭৪০৬৬৮	৬৯৮৫০৪	৬৯৫৮০৪	৬১৯৭৭৪	৬২৭২১১
১৩৮২৯৩	১৫৫৭১২	১৫৬৩৮৩	১৫৬৩৮৩	১৫৬৩৮৩	৫০২১৩৯০	৫৪৯২১১৪	৫৫০৩১১৪	৬৬৮১২১২	৬৭৫২৫৪৯	৭১২৭১১১	৭২১২৬৩৬
১৯৯৬৩	২৩৮১৯	২৪৩৭৫	২৫০৭২	২৫০৭২	২২৬৯৪৭	২৫৩৮৪৬	২৫৫৮১৭	৩২৭৪১৪	৩৪৮৮১০	৩৫২২৯৯	৩৫৬১৭৪
৯১৫	৭৭৫	৭৭৫	৮১৬	৮১৬	১৫১৪৩	১৫১৪৩	১৭০৩৯	১৮৮৭৭	১৮৮৭৭	১৯৪২৪	১৯৪২৪
১০	১০	১০	১০	১০	১৫০	১৫০	১৫৮	১৬৩	১৬৩	১৬৩	১৬৩
১৭	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫০	১৫০	৩০০	২৪১	২৪১	২৪১	২৪১
৫৬০	৪৫০	৪৫৫	৪৬৩	৪৬৩	৫৭১৮	৫৭১৮	৫৮২৫	৫৮৩৭	৫৮৩৭	৫২৬১	৫২৬১
৭৪৮	৭৪৫	* ৭৫০	৭৫৬	৭৫৬	৪৬২৭	৪৬৪৭	৬৪৭২	৭১৯২	৭১৯২	৭৫৬৫	৭৫৬৫
১১৬	১২৪	১৩০	১৮৯	১৮৯	৪৮৮৪	৪৮৯৪	৪৮৯৪	২৭৪৭	২৭৪৭	২৬৯৮	২৬৯৮
৫৮৬৯৫	৬০১১৩	৬০৪৮৩	৬৪২১১	৬৪২১১	১১৭৪১৮২	১৩৫৮৫৭৭	১৪৮০৭৪৯	১৭৫৫৪৩৪	১৭৬৬২৫৮	১৮৭৯৭০৭	১৯০০০৩৮
১৭৪৭৮	১৭৫৭৬	১৮০০০	১৮৬৪৮	১৮৬৪৮	২৯২০০১	৩৩২৩৬৮	৩৩৭১৭০	৫০১৫০০	৫০৫১৮০	৫১৮১৭৮	৫২৩৮৭৮
১৭৯৮৭	১৯৫০৯	১৯৬০৬	২১৮৪০	২১৮৪০	৩৪৯৬৭২	৩৫৮২৬২	৩৬০০৯৯	৫৬৫৮২৪	৫৬৮৬৫৩	৫৯৬৪৫৬	৬০৩০১৭
২৯৮৮	৩৬০২	৩৮৩১	৩৭৯২	৩৭৯২	৫৯০৬২	৬০৫৫৪	৬০৭১৩	১১২৫৯০	১১৯৭৭৬	১১৭৮৬৪	১১৯১৬০
৪৪৫	৪১০	৪৪০	৪৪০	৪৪০	৭৪৫	৭৬২	৭৬২	৬৫১৩	৬৬৭৯	৬৬৭৯	৬৬৭৯
৪৭৭	৪৭৭	৪৭৭	৪৭৭	৪৭৭	৪১৩৮	৪১৩৮	৪১৩৮	৪১৩৮	৪১৩৮	৪১৩৮	৪১৩৮

সারণী-৩৫ঃ উচ্চশিক্ষা পর্যায়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক/শিক্ষিকা ও ছাত্র/ছাত্রী সংখ্যা

প্রতিষ্ঠানের ধরণ	প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা							শিক্ষক	
	১৯৯৬	১৯৯৭	১৯৯৮	১৯৯৯	২০০০	২০০১*	২০০২**	১৯৯৬	১৯৯৭
১. (ক) সাধারণ কলেজ (সরকারী)	২২৪	২২৪	২২৫	২২৫	২২৮	২২৮	২২৮	৯১২২	৯৫৭১
(খ) সাধারণ কলেজ (বেসরকারী)	৪৭২	৫৪৩	৫৮০	৭৫৯	৭৮০	৮২১	৮২১	১৫৩৮৬	১৭৯৪০
২. (ক) সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় (সরকারী)	০৬	০৬	০৬	০৮	০৮	০৮	০৮	২৭৩৪	৩০৪৫
(খ) সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় (বেসরকারী)	--	১৬	১৬	১৬	১৬	১৯	১৯	--	৩৬৭১
৩. কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	০১	০১	০১	০২	০২	০২	০২	৩৯৭	৩৯৭
৪. প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	৪২৮	৪২৮
৫. ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	১০৯	১০৯
৬. মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়	--	--	--	০১	০১	০১	০১	--	-
৭. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	--	--	--	০১	০১	০১	০১	--	-
৮. কৃষি মহাবিদ্যালয়	০৪	০৪	০৪	০৪	০৪	০৪	০৪	১৫৩	১৭১
৯. বি, আই, টি (প্রকৌশল মহাবিদ্যালয়)	০৪	০৪	০৪	০৪	০৪	০৪	০৪	২৫০	২৬৭
১০. শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়	১১	১২	১২	৩৩	৩৩	৫৫	৫৫	১৯৫	২২৭
১১. মেডিক্যাল কলেজ (বেসরকারীসহ)	১৮	২২	২২	২২	২২	২৫	২৫	১২৫০	১৪০১
১২. ডেন্টাল কলেজ	০১	০২	০২	০২	০২	০৩	০৩	৫১	৫৩
১৩. আইন মহাবিদ্যালয়	৩৯	৩৯	৩৯	৫১	৫৯	৫৯	৫৯	৩৮৭	৪০৭
১৪. হোমিও প্যাথিক মহাবিদ্যালয়	২১	২১	২১	৩১	৩১	৩১	৩১	৩০৩	৩০৩
১৫. শারীরিক শিক্ষা মহাবিদ্যালয়	০২	০৩	০৩	০৪	১৩	১৩	১৩	১৭	৪৩
১৬. কলেজ অব লেদার টেকনোলজি	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	২৬	২৭
১৭. সংগীত মহাবিদ্যালয়	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	২৩	২৩
১৮. কলেজ অব টেক্সটাইল টেকনোলজি	০১	০১	০১	০১	০১	০১	০১	১৯	২২

উৎসঃ ব্যানবেইস, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

* সাময়িক ** প্রাক্কলিত

শিক্ষিকার সংখ্যা					ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা						
১৯৯৮	১৯৯৯	২০০০	২০০১*	২০০২**	১৯৯৬	১৯৯৭	১৯৯৮	১৯৯৯	২০০০	২০০১*	২০০২**
৯৫৭১	৯৬৯৪	৯৬৯৪	১০০৫১	১০০৫১	৫০৪২৭৮	৫২৬৩১৬	৫৩২৭৭০	৫৫১৩৫৫	৫৫১৩৫৫	৪৯৯০৮২	৫০৪২৭৮
১৯১৬২	২৪৪৮৯	২৫১৬৬	২৫৬৯৩	২৫৬৯৩	৫৮৬৮৩৩	৫৮৬৮৩৩	৫৯২৯৪৬	৭৮৯৯২৯	৮১১৭৮৪	৫৮০৩৫০	৫৮৬৮৩৩
৩০৬৫	৩২৩৩	৪৩১০	৩৪২৫	৩৪২৫	৫৩৪২৮	৫৩৪৩১	৫৩৪৫০	২২৬৮৮১	৩০২৫০৮	৫৭২৫৬	৫৭২৫৬
৩৮৭১	৩৮৭১	৩৮৭১	১৮১৪	১৮১৪	-	৬২১২৫	৬৬৬১১	১৩১৯২	১৩১৯২	১৯০৪৩	১৯০৪৩
৩৯৬	৪৫৮	৪৫৮	৪৮২	৪৮২	৫১০১	৫১০১	৫১০১	৪৮৯৫	৫০০০	৫২৪৬	৫২৪৬
৪২৪	৪৬১	৪৬১	৪৭৯	৪৭৯	৫০৮০	৫০৮০	৫০৮০	৪০০১	৪০০১	৪১৭৯	৪১৭৯
১৭০	২২৯	২২৯	২২৯	২২৯	৩১৭৪	৩১৯২	৫০১৪	৬২০৮	৬৩৩৮	৬৩৩৮	৬৩৩৮
-	১৫৮	১৫৮	--	--	-	-	-	৩৫৮	৩৫৮	--	--
-	১৭৭	১৭৭	৩৩৫	৩৩৫	-	-	-	৪৬৬	৪৬৬	৩৫১৮	৩৫১৮
১৯৬	২১০	২১০	২২১	২২১	১৩৮২	১৬৪৫	১৫০৬	২০৮৯	২০৮৯	২৮৫৮	২৮৫৮
২৩২	২৬৫	২৬৫	২৭৬	২৭৬	২৪৮০	৩৩৯১	৩২৪৬	৩৪৩১	৩৪৩১	৩৭৮২	৩৭৮২
২২৮	৮৩৪	৮৩৪	১১৭২	১১৭২	৫৯৬১	৬৫৪৯	৬৮৬৩	১১০৪৫	১১০৪৫	১৪১৫৩	১৪১৫৩
১৪৭৫	১৮০৮	১৮০৮	১৭৭৮	১৭৭৮	৯৬৬৫	১০৮৫২	১১০৪৬	১১৪৮২	১১৪৮২	১৫৭২৯	১৫৭২৯
৮৬	১০৮	১০৮	১০৮	১০৮	৩০১	৩৪৬	৫২৫	৫৭৫	৫৭৫	৫৭৫	৫৭৫
৪১৭	৫০৭	৫০৭	৬১৯	৬১৯	২৪৭৭৪	৩২১৫৫	৩৩২২৭	১৭৯৩০	১৭৯৩০	১৭২২১	১৭২২১
৩১১	৪৪৬	৪৪৬	৪৬৯	৪৬৯	১২০১২	১১১০৭	১২২৪৯	১৬৭৯১	১৬০৯১	১৬৯১২	১৬৯১২
৪৪	৪৫	৪৫	৯৮	৯৮	৪৩১	৪৮৫	৫৪৬	১১০১	১১০১	১৬৩০	১৬৩০
২৮	২৯	২৯	২৯	২৯	২৮৫	৩৬২	৩৬৪	৩৯২	৩৯২	৩৯২	৩৯২
২৩	২৩	২৩	২৩	২৩	৩০৬	৩০৬	৩০৬	৩০৬	৩০৬	৩০৬	৩০৬
২৪	২০	২০	২০	২০	৩০৭	৪১৬	৫৬৪	৪৫৯	৪৫৯	৪৫৯	৪৫৯

সারণী ৩৬ঃ সরকারী হাসপাতাল, ডিসপেনসারী, ডাক্তার, নার্স ও শয্যা সংখ্যা

বছর	ডিসপেনসারী	হাসপাতাল ও ডিসপেনসারীতে শয্যা	রেজিস্টার্ড ডাক্তার	রেজিস্টার্ড নার্স	রেজিস্টার্ড ধাত্রী	যক্ষ্মা ক্লিনিক	থানা স্বাস্থ্য কেন্দ্র
১৯৮০/৮১	১৩৯৯	১৫৮৪৫	১০০৮১	৩০১৪	১৩৫৩	৪৪	৩০৬
১৯৮১/৮২	১৩৯১	১৬১৭১	১২৩০৬	৩৭৩৪	২২০১	৪৪	৩১৬
১৯৮২/৮৩	১২৭৫	১৬২৭৭	১২৭৩৬	৪৫০০	২৯৩৪	৪৪	৩৩২
১৯৮৩/৮৪	১২৭৫	১৭৪০৮	১৩৯৪৪	৫১৬৪	৩৬৮৮	৪৪	৩৩৭
১৯৮৪/৮৫	১২৭৫	২০১২৬	১৪৯৪৪	৫৩০৩	৪০৩১	৪৪	৩৪৩
১৯৮৫/৮৬	১২৭৫	২০৯২৬	১৫৯৪৪	৫৯০৫	৫৫৫৮	৪৪	৩৪৪
১৯৮৬/৮৭	১২৭৫	২১১২৬	১৬০২৬	৬৭১৬	৫১৪১	৪৪	৩৪৪
১৯৮৭/৮৮	১২৭৫	২১৯২৬	১৬৭৯৩	৭৩৮৫	৫৭৯৯	৪৪	৩৪৪
১৯৮৮/৮৯	১২৭৫	২২০৪৬	১৯৩৪০	৮০৫৬	৬৫৫৬	৪৪	৩৪৫
১৯৮৯/৯০	১২৭৫	২২০৯০	১৯৩৪০	৯২৭৪	৭০৩৫	৪৪	৩৫১
১৯৯০/৯১	১২৭৫	২৩৮৭০	২০৩৯৬	৯২৭৪	৭৪৮৫	৪৪	৩৫১
১৯৯১/৯২	১২৭৫	২৩৮৭০	২০৩৯৬	৯২৭৪	৭৪৮৫	৪৪	৩৫১
১৯৯২/৯৩	১৩৬২	২৭১১১	২১৪৫৫	১১০৬১	৯৩৬৩	৪৪	৩৪৭
১৯৯৩/৯৪	১৩৬২	২৭৪০১	২১৭৪৯	১২০২৫	১০১০৪	৪৪	৩৫৪
১৯৯৪/৯৫	১৩৬২	২৭৫৪৪	২৩৮০৫	১৩০০০	১১০০০	৪৪	৩৬৫
১৯৯৫/৯৬	১৩৬২	২৮২০৪	২৪৩৩৮	১৩৮০০	১১২০০	৪৪	৩৭২
১৯৯৬/৯৭	১৩৬২	২৯১০৬	২৬৫৩৫	১৩৮০০	১৩৫০০	৪৪	৩৯৭
১৯৯৭/৯৮	১৩৬২	২৯৮৫০	২৭৫৪৬	১৫৪০৮	১৩৫০০	৪৪	৪০২
১৯৯৮/৯৯	১৩৬২	৩০৬২৯	২৮৩১২	১৬৯৭২	১৪৯১৫	৪৪	৪০২
১৯৯৯/০০	১৩৬২	৩১৮৭২	৩০৮৬৪	১৭৪৪৬	১৫২৩৫	৪৪	৪০২
২০০০/০১	১৩৬২	৩১৯৭২	৩১৯৫২	১৭৯২২	১৫৬৫২	৪৪	৪০২
২০০১/০২	১৩৬২	৩২০২২	৩২৪৯৮	১৮১৩৫	১৫৭৯৪	৪৪	৪০২

উৎসঃ ইউএমআইএস, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

সারণী ৩৭ঃ বাংলাদেশ রেলওয়ের কিলোমিটারে গমন পথ, রেল ইঞ্জিন এবং গাড়ীর সংখ্যা

বছর	কিলোমিটারে গমন পথ			ইঞ্জিন			গাড়ীর সংখ্যা		
	ব্রডগেজ	মিটারগেজ	মোট	বাষ্প	ডিজেল	মোট	যাত্রী	অন্যান্য কোচ	ওয়াগন
১৯৮১/৮২	৯৭৪	১৯১০	২৮৮৪	১৬৪	২৫৩	৪১৭	১৩৬৮	৩৪৩	১৬০০৭
১৯৮২/৮৩	৯৭৪	১৮৯২	২৮৬৬	১০৮	৩০২	৪১০	১৩৯৫	৩৩৭	১৬৯৭৬
১৯৮৩/৮৪	৯৭৯	১৮৯২	২৮৭১	৮৭	২৯৯	৩৮৬	১৩৮৩	৩১৮	১৬৬৮৩
১৯৮৪/৮৫	৯৭৯	১৮৯২	২৮৭১	-	২৮৮	২৮৮	১৩৩২	৩০৫	১৬৫১৪
১৯৮৫/৮৬	৯৭৯	১৮৩৮	২৮১৮	-	২৯০	২৯০	১৩৭১	২৯৩	১৬৪৩০
১৯৮৬/৮৭	৯৭০	১৮২২	২৭৯২	-	২৯১	২৯১	১৪৪৮	২৯৬	১৬৩৫৬
১৯৮৭/৮৮	৯২৪	১৮২২	২৭৫৫	-	২৯১	২৯১	১৫০২	২৯২	১৬২৪৭
১৯৮৮/৮৯	৯২৪	১৮২২	২৭৪৬	-	৩০৭	৩০৭	১৫০০	২৮৭	১৫৯৪২
১৯৮৯/৯০	৯২৪	১৮২২	২৭৪৬	-	৩০৭	৩০৭	১৪৯০	২০৩	১৫৫৩৬
১৯৯০/৯১	৯২৪	১৮২২	২৭৪৬	-	৩০৭	৩০৭	১৪৩৬	১৯১	১৫২৯৬
১৯৯১/৯২	৯২৪	১৮২২	২৭৪৬	-	৩০৭	৩০৭	১৪৩০	১৮৪	১৫১৬২
১৯৯২/৯৩	৮৮৪	১৮২২	২৭০৬	-	২৮৭	২৮৭	১৩৭২	১৭২	১৪৭০৬
১৯৯৩/৯৪	৮৮৪	১৮২২	২৭০৬	-	২৭৫	২৭৫	১৩৫৯	১৫২	১৪৫৪৪
১৯৯৪/৯৫	৮৮৪	১৮২২	২৭০৬	-	২৭৯	২৭৯	১৩২৩	১৫৫	১৪৩৬৭
১৯৯৫/৯৬	৮৮৪	১৮২২	২৭০৬	-	২৭২	২৭২	১২৭৭	১৫৩	১৩৮১৭
১৯৯৬/৯৭	৮৮৪	১৮২২	২৭০৬	-	২৮৪	২৮৪	১২৪৫	১৫২	১২৭৭৩
১৯৯৭/৯৮	৯০১.০৯	১৮৩২.৪২	২৭৩৩.৫১	-	২৭৫	২৭৫	১২৬৪	১৪৬	১১৯৪৩
১৯৯৮/৯৯	৯০১.০৯	১৮৩২:১২	২৭৬৮.৩৭	-	২৭৯	২৭৯	১২৮৭	১৩৯	১১১৫২
১৯৯৯/০০	৯৩৬.২৫	১৮৩২.১২	২৭৬৮.৩৭	-	২৬৮	২৬৮	১২৮২	১৩৭	১০৯২৯
২০০০/০১	৯৩৬.২৫	১৮৩২.১২	২৭৬৮.৩৭	-	২৭৭	২৭৭	১২৭৫	১৩৬	১০৭৭৮
২০০১/০২ (সাময়িক)	৯৩৬.২৫	১৮৩২.১২	২৭৬৮.৩৭	-	২৭৭	২৭৭	১২৭৫	১৩৬	১০৭৭৮

উৎসঃ বাংলাদেশ রেলওয়ে।

সারণী ৩৮ঃ রেলওয়ে পরিবাহিত যাত্রী ও মালামাল

(হাজার)

বছর	মোট টন পরিবহন	টন কিলোমিটার	যাত্রী বহন	যাত্রী কিলোমিটার
১৯৮২/৮৩	২৯৮৮	৪১৩৮৭০	১০৫৬৩৯	৬৪২৭১২৮
১৯৮৩/৮৪	২৯৩৯	৭৭৮৬২০	৯৮৮৭২	৬২৮৩৫০৮
১৯৮৪/৮৫	৩০০৯	৮১২৮৯৭	৯০৩২৩	৬০৩১৩৫২
১৯৮৫/৮৬	২৩৪১	৬১২২২৫	৮২০০২	৬০০৫২৬৩
১৯৮৬/৮৭	১৯০০	৫৮১৮২৮	৭২৩১১৭	৬০২৪২০৬
১৯৮৭/৮৮	২৫১৮	৬৭৮২৬৭	৫৩০০৩	৫০৫২১৮২
১৯৮৮/৮৯	২৪৯৫	৬৬৫৯৩৯	৫০৭৯৭	৪৩৩৮৩১৩
১৯৮৯/৯০	২৪১০	৬৬৩৪৭৮	৫৫৩৮১	৫০৬৯৫৬৭
১৯৯০/৯১	২৫১৭	৬৫০৯৯৩	৪৮৩৮৭	৪৫৮৬৮৫৫
১৯৯১/৯২	২৫০৬	৭১৮৩৮৮	৫২২৯৫	৫৩৪৭৭৭৫
১৯৯২/৯৩	২৩৯৫	৬৪১৪৪১	৫০২৭৮	৫১১১৮৮২
১৯৯৩/৯৪	২৪৬৯	৬৪০৮১০	৪৪৫১৫	৪৫৭০০৭৬
১৯৯৪/৯৫	২৭২৯	৭৫৯৭৭৮	৩৯৬৪৫	৪০৩৭২০৮
১৯৯৫/৯৬	২৫৫১	৬৮৯০২৩	৩২৭১০	৩৩৩৩২৪৫
১৯৯৬/৯৭	২৯৩৬	৭৮২৪২৯	৩৭৪৯৪	৩৭৫৩৬১৪
১৯৯৭/৯৮	৩০৩৮	৮০৩৮৪৯	৩৮৩০০	৩৮৫৫৪৯৯
১৯৯৮/৯৯	৩৪১৮	৮৯৬৩৯৭	৩৭২৩৯	৩৬৭৮২৬২
১৯৯৯/০০	২৮৮৯	৭৭৭১৬১	৩৮৬৩৪	৩৯৪০৬৮৮
২০০০/০১	৩৪৬৫	৯৩৭৮৭৭	৪১২১২	৪২০৯১৮৬
২০০১/০২	৩৬১৭	৯২৯৫২৫	৩৭৮৭২	৩৮৮১৮৮০

উৎসঃ বাংলাদেশ রেলওয়ে।

নোটঃ ২০০১/০২ অর্থবছরের হিসাব সাময়িক।

সারণী ৩৯ঃ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের অধীন বিভিন্ন শ্রেণীর সড়ক পথ*

বছর (৩০শে জুন পর্যন্ত)	জাতীয় মহাসড়ক (কিঃ মিঃ)	আঞ্চলিক মহাসড়ক (কিঃ মিঃ)	ফিডার রোড 'এ' টাইপ (কিঃ মিঃ)	মোট (কিঃ মিঃ)
১৯৯১	২৯২০	১৬৩১	৯৫৫৩	১৪১০৪
১৯৯২	২৯০৮	১৬৫০	১০০৯৮	১৪৬৬৮
১৯৯৩	২৯২০	১৬৬৭	১০৬৬৩	১৫২৫০
১৯৯৪	২৯২০	১৬৮৭	১১০৬৩	১৫৬৭০
১৯৯৫	২৯২০	১৭০০	১১৪৫০	১৬০৭০
১৯৯৬	২৮৬২	১৫৬৫	১০৫০০	১৪৯৩৫
১৯৯৭	২৮৬২	১৫৬৫	১৫৮৪৯	২০২৭৬
১৯৯৮	৩১৪৪	১৭৪৬	১৫৯৬৪	২০৮৫৪
১৯৯৯	৩০৯০	১৭৫২	১৬১১৬	২০৯৫৮
২০০০	৩০৮৬	১৭৫১	১৫৯৬২	২০৭৯৯
২০০১	৩০৮৬	১৭৫১	১৫৯৬২	২০৭৯৯

উৎসঃ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর।

* সওজ ডাটাবেজ অনুযায়ী এবং কিছু ট্র্যাক অংশ বাদে

সারণী ৪০ঃ বাণিজ্য শর্ত (১৯৭৯/৮০=১০০)

বছর	রপ্তানি মূল্য সূচক	আমদানী মূল্য সূচক	বাণিজ্য শর্ত
১৯৮১/৮২	৭৪.৭ (-১৩.৯)	১১৮.৭ (৪.৬)	৬২.৯ (-১৭.৮)
১৯৮২/৮৩	৭৬.১ (১.৯)	১১২.৫ (-৫.২)	৬৭.৬ (৭.৫)
১৯৮৩/৮৪	৮৯.৮ (১৮.০)	১১০.৯ (-১.৪)	৮১.০ (১৯.৮)
১৯৮৪/৮৫	১০৮.৮ (২১.২)	১১০.৮ (-০.১)	৯৮.২ (২১.২)
১৯৮৫/৮৬	৭৮.৯ (-২৭.৫)	৯৮.৫ (-১১.১)	৮০.১ (-১৮.৪)
১৯৮৬/৮৭	৮১.৮ (৩.৭)	৮৯.৯ (-৮.৭)	৯১.০ (১৩.৬)
১৯৮৭/৮৮	৯৫.৭ (১৭.০)	৯১.৪ (১.৭)	১০৪.৭ (১৫.১)
১৯৮৮/৮৯	৯২.৬ (-৩.২)	৯৭.২ (৬.৩)	৯৫.৩ (-৯.০)
১৯৮৯/৯০	৯৫.৬ (৩.২)	১০৩.০ (৬.০)	৯২.৮ (-২.৬)
১৯৯০/৯১	১০১.৯ (৬.৬)	১০৭.৪ (৪.৩)	৯৪.৯ (২.৩)
১৯৯১/৯২	১০০.৪ (-১.৫)	১০৪.৪ (-২.৮)	৯৬.২ (১.৪)
১৯৯২/৯৩	১০৭.৩ (৬.৯)	১০৭.৮ (৩.২)	৯৯.৬ (৩.৫)
১৯৯৩/৯৪	১১৩.৩ (৫.৬)	১১০.৮ (৩.০)	১০২.৩ (২.৬)
১৯৯৪/৯৫	১২০.৮ (৬.৬)	১২০.৭ (৮.৯)	১০০.১ (-২.২)
১৯৯৫/৯৬	১২৮.৯ (৬.৭)	১২৯.৫ (৭.৩)	৯৯.৫ (-০.৬)
১৯৯৬/৯৭	১৩৫.০ (৪.৮)	১৩৩.৪ (৩.০)	১০১.২ (-১.৭)
১৯৯৭/৯৮	১৪০.২ (৩.৮)	১৩৭.৯ (৩.৪)	১০১.৭ (০.৫)
১৯৯৮/৯৯ (প্রাক্কলিত)	১৪০.৬ (০.৩)	১৪৫.০ (৫.১)	৯৭.০ (-৪.৬)
১৯৯৯/২০০০ (প্রাক্কলিত)	১৪১.৩ (০.৫)	১৫৮.০ (৯.০)	৮৯.৪ (-৭.৮)

উৎসঃ পরিকল্পনা কমিশন

নোটঃ বন্ধনীর ভেতরের সংখ্যা বার্ষিক শতকরা পরিবর্তনের হার নির্দেশক। ১৯৯৯/০০ অর্থবছরের পর হতে তথ্য পাওয়া যায়নি।

সারণী ৪১ঃ বৈদেশিক মুদ্রার গড় বিনিময় হার

বছর	টাকা-ডলার গড় বিনিময় হার
১৯৭১/৭২	৭.৩০
১৯৭২/৭৩	৭.৮৭৬৩
১৯৭৩/৭৪	৭.৯৬৬৪
১৯৭৪/৭৫	৮.৮৭৫২
১৯৭৫/৭৬	১৫.০৫৪১
১৯৭৬/৭৭	১৫.৪২৬০
১৯৭৭/৭৮	১৫.১১৬৮
১৯৭৮/৭৯	১৫.২২৩১
১৯৭৯/৮০	১৫.৪৯০০
১৯৮০/৮১	১৬.২৫৮৬
১৯৮১/৮২	২০.০৬৫২
১৯৮২/৮৩	২৩.৭৯৫৩
১৯৮৩/৮৪	২৪.৯৪৩৭
১৯৮৪/৮৫	২৫.৯৬৩৪
১৯৮৫/৮৬	২৯.৮৮৬১
১৯৮৬/৮৭	৩০.৬২৯৪
১৯৮৭/৮৮	৩১.২৪২২
১৯৮৮/৮৯	৩২.১৩৯৯
১৯৮৯/৯০	৩২.৯২১৪
১৯৯০/৯১	৩৫.৬৭৫২
১৯৯১/৯২	৩৮.১৪৫৩
১৯৯২/৯৩	৩৯.১৩৯৫
১৯৯৩/৯৪	৪০.০০০৯
১৯৯৪/৯৫	৪০.২০০৫
১৯৯৫/৯৬	৪০.৮৩৬৫
১৯৯৬/৯৭	৪২.৭০০৮
১৯৯৭/৯৮	৪৫.৪৫৬৩
১৯৯৮/৯৯	৪৮.০৬৪৪
১৯৯৯/০০	৫০.৩১১২
২০০০/০১	৫৩.৯৫৯২
২০০১/০২ (জুলাই-মার্চ)	৫৭.২৭৮২

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক

সারণী ৪২ঃ পণ্য রপ্তানী আয়

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

দ্রব্যসমূহ	৯০/৯১	৯১/৯২	৯২/৯৩	৯৩/৯৪	৯৪/৯৫	৯৫/৯৬	৯৬/৯৭	৯৭/৯৮	৯৮/৯৯	৯৯/০০	২০০০/০১	২০০১/০২ (মার্চ পর্যন্ত)
ক) প্রাথমিক পণ্যসমূহঃ												
১। কাঁচা পাট	১০৪	৮৫	৭৪	৫৭	৭৯	৯১	১১৬	১০৮	৭২	৭২	৬৭	৪৭
২। চা	৪৩	৩২	৪১	৩৮	৩৩	৩৩	৩৮	৪৭	৩৯	১৮	২২	১৬
৩। হিমায়িত খাদ্য	১৪২	১৩১	১৬৫	২১১	৩০৬	৩১৪	৩২১	২৯৪	২৭৪	৩৪৪	৩৬৩	২০২
৪। কৃষিজ পণ্য	৮	১০	১৫	১৫	১৩	২২	২৯	৩৯	২২	১৮	১৮	১৬
৫। অন্যান্য প্রাথমিক দ্রব্যসমূহ	১০	১০	১৯	২৬	২১	১৬	২২	১৪	১৫	১৭	১৪	১০
মোট প্রাথমিক দ্রব্যসমূহ (১-৫)	৩০৭	২৬৮	৩১৪	৩৪৭	৪৫২	৪৭৬	৫২৬	৫০২	৪২২	৪৬৯	৪৮৪	২৯১
খ) শিল্পজাত পণ্যঃ												
৬। পাটজাত দ্রব্যসমূহ	২৯০	৩০১	২৯২	২৮৪	৩১৯	৩২৯	৩১৮	২৮১	৩০৪	২৬৬	২৩০	১৮০
৭। চামড়া	১৩৪	১৪৪	১৪৮	১৬৮	২০২	২১২	১৯৫	১৯০	১৬৮	১৯৫	২৫৪	১৫২
৮। ন্যাপথা, ফার্নেস অয়েল ও বিটুমিন	৩২	৮	৩৭	১৬	১৪	১১	১৬	১১	৫	১১	১০	১০
৯। তৈরী পোষাক	৭৩৬	১০৬৪	১২৪০	১২৯২	১৮৩৫	১৯৪৯	২২৩৮	২৮৪৩	২৯৮৫	৩০৮৩	৩৩৬৪	২৩৭১
১০। নীট ওয়্যার	১৩১	১১৯	২০৫	২৬৪	৩৯৩	৫৯৮	৭৬৩	৯৪০	১০৩৫	১২৭০	১৪৯৬	১০৫২
১১। রাসায়নিক দ্রব্য	৪০	২৫	৫৫	৫৪	১০৮	৯৮	১০৮	৭৪	৭৯	৯৪	৯৭	৪৩
১২। কাগজ ও সহজাত দ্রব্য	৫	৬	৩	-	-	-	-	-	-	-	১	-
১৩। হস্তশিল্পজাত দ্রব্য	৫	৯	৫	৭	৬	৬	৬	৬	৮	৫	৭	৪
১৪। ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্য	৬	৯	১৮	৪	১০	১৩	১৬	২০	১১	৮	৩	১
১৫। অন্যান্য শিল্প পণ্য	৩২	৪১	৬৬	৯৮	১৩৪	১৯১	২৪১	৩০৫	৩০৭	৩৫১	৫২১	৩৪৫
মোট শিল্পজাত পণ্য (৬-১৫)	১৪১১	১৭২৬	২০৬৯	২১৮৭	৩০২১	৩৪০৮	৩৯০১	৪৬৭০	৪৯০২	৫২৮৩	৫৯৮৩	৪১৫৮
সর্বমোট (ক+খ)	১৭১৮	১৯৯৪	২৩৮৩	২৫৩৪	৩৪৭৩	৩৮৮৪	৪৪২৭	৫১৭২	৫৩২৪	৫৭৫২	৬৪৬৭	৪৪৪৯
বার্ষিক শতকরা পরিবর্তন (%)	১২.৭	১৬.১	১৯.৫	৬.৩	৩৭.১	১১.৮	১৪.০	১৬.৮	২.৯	৮.০৩	১২.৪৩	-৬.৯৬*

উৎসঃ রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো ও বাংলাদেশ ব্যাংক।

* শতকরা পরিবর্তন পূর্ববর্তী অর্থ বছরের একই সময়ের তুলনায়।

সারণী ৪৩ঃ পণ্য আমদানী ব্যয়

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

দ্রব্যসমূহ	৯০/৯১	৯১/৯২	৯২/৯৩	৯৩/৯৪	৯৪/৯৫	৯৫/৯৬	৯৬/৯৭	৯৭/৯৮	৯৮/৯৯	৯৯/০০	২০০০/০১	২০০১/০২* (জুলা.-ডিসেঃ)
ক। প্রধান প্রাথমিক পণ্যসমূহঃ	৬৩৭	৫৩২	৪৬৫	৪৬১	৮৬৮	১০২৬	৬১৫	৮০৯	১৪৪৮	৯৮০	১০৯৮	৪৫৪
চাল	৪	৪	০	২৩	২২০	৩৫৮	২৮	২৪৭	৬৮০	১১৫	১৮০	৫
গম	৩২৭	২৫১	১৭৬	১৪৫	২৫৬	২২৮	১৫৬	১২২	৩১৭	২৬৬	২০০	৯৯
তৈলবীজ	১	৩০	৩৫	৬৫	৮০	৮৯	৬২	৯৩	১০০	৯০	৭০	৩২
অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম	২১২	১৫২	১৬৩	১৫৭	১৭৭	১৬৬	১৭৪	১৪০	১১৮	২৩২	২৭৩	১৫৮
কাঁচা তুলা	৯৩	৯৫	৯১	৭১	১৩৫	১৮৫	১৯৫	২০৭	২৩৩	২৭৭	৩৭৫	১৬০
খ। প্রধান শিল্পজাতঃ	৬৯০	৬৭৯	৬৩৮	৭১৩	৯২৪	১০৭৬	১৩০৩	১১৪৬	১১০৪	১২২৫	১৪৩৬	৫৭৬
ভোজ্য তৈল	২০৮	১৮৫	১১৩	১৪০	২২০	১৭৯	২১৬	২১৬	২৮৭	২৫৬	২৩০	১২২
পেট্রোলিয়াম সামগ্রী	২০৭	১৬৮	১৬৫	১৬৬	২০৬	২৯০	৩৪১	২৯৫	২৭০	৪০৬	৫৭৫	২০৫
সার	৯১	১১৪	১৩১	১৩৫	১৪২	৯৭	১৫০	১০৮	১২০	১৪০	১৩২	৬৩
সিমেন্ট	১০৬	১১০	১৩০	১২৯	১১৬	১৭১	১৫৬	১৫২	১০৫	৮০	১৩২	৪
স্টাফেল ফাইবার	৬	১৬	১৮	৩১	৪০	৪৩	৪৫	৪৮	৩৯	৪৩	৪২	২২
সুতা	৭২	৮৬	৮১	১১২	২০০	২৯৬	৩৯৫	৩২৭	২৮৩	৩০০	৩২৫	১৬০
গ। মূলধনী দ্রব্যসমূহ	১২৩১	১২৮৯	১৩৪৬	১৩০০	১৬৮৮	১৯৬৮	১৯৩৭	২০৭২	১৯৬৯	২১৩৩	২৪০০	১১৫৯
ঘ। অন্যান্য পণ্য	৯১৪	১০১৬	১৬২২	১৭১৭	২৩৫৪	২৮৭৭	৩৩০৭	৩৪৯৭	৩৪৯৭	৪০৬৫	৪৪২৯	২০১১
মোটআমদানীব্যয় (ক+খ+গ+ঘ)	৩৪৭২	৩৫১৬	৪০৭১	৪১৯১	৫৮৩৪	৬৯৪৭	৭১৬২	৭৫২৪	৮০১৮	৮৪০৩	৯৩৬৩	৪২০০
বার্ষিক শতকরা পরিবর্তন %	৭.৭	১.৩	১৫.৮	২.৯	৩৯.২	১৯.১	৩.১	৫.১	৬.৬	৪.৮	১১.৪২	-৬.৪২*

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক

* ২০০১/০২ এর হিসাব সাময়িক এবং শতকরা পরিবর্তন পূর্ববর্তী অর্থ বছরের একই সময়ের তুলনায়।

সারণী ৪৪ঃ বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশীদের সংখ্যা এবং তাঁদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ

বছর	প্রবাসীদের সংখ্যা	শ্রমজীবিদের প্রেরিত অর্থ	
	প্রবাসীদের সংখ্যা ('০০০')	মিলিয়ন মার্কিন ডলারে	কোটি টাকায়
১৯৮২/৮৩	৬৪	৬১৭	১৪৮০
১৯৮৩/৮৪	৫০	৫৯৬	১৪৯১
১৯৮৪/৮৫	৬৯	৪৩৯	১১৪৬
১৯৮৫/৮৬	৭৮	৫৫৫	১৬৬১
১৯৮৬/৮৭	৬১	৬৯৬	২১৩৬
১৯৮৭/৮৮	৭৪	৭৩৭	২৩০৪
১৯৮৮/৮৯	৮৭	৭৭১	২৪৭৭
১৯৮৯/৯০	১১০	৭৬১	২৪৯৬
১৯৯০/৯১	৯৭	৭৬৪	২৭২৬
১৯৯১/৯২	১৮৫	৮৪৮	৩২৪২
১৯৯২/৯৩	২৩৮	৯৪৭	৩৭১০
১৯৯৩/৯৪	১৯২	১০৮৯	৪৩৫৫
১৯৯৪/৯৫	২০০	১১৯৮	৪৮১৪
১৯৯৫/৯৬	১৮১	১২১৭	৪৯৭৮
১৯৯৬/৯৭	২২৮	১৪৭৫	৬৩০৪
১৯৯৭/৯৮	২৪৩	১৫২৫	৬৯৫১
১৯৯৮/৯৯	২৭০	১৭০৬	৮২১৩
১৯৯৯/০০	২৪৮	১৯৪৯	৯৮২৫
২০০০/০১	২১৩	১৮৮২	১০২৬৬
২০০১/০২ (জুলাই-মার্চ)	১৩৯	১৮১১	১০৩৮১

উৎসঃ জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো এবং বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণী ৪৫ঃ বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্য*

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

খাতসমূহ	১৯৯৩/৯৪	১৯৯৪/৯৫	১৯৯৫/৯৬	১৯৯৬/৯৭	১৯৯৭/৯৮	১৯৯৮/৯৯	১৯৯৯/০০	২০০০/০১	২০০১/০২** (জুলাই-ফেব্রুঃ)
বাণিজ্যিক ভারসাম্য	-১৬৫৭	-২৩৬১	-৩০৬৩	-২৭৩৫	-২৩৫২	-২৬৯৪	-২৬৪১	-২৮৮৭	-১৩২৯
রপ্তানি, এফওবি (ইপিজেডসহ) [১]	২৫৩৪	৩৪৭৩	৩৮৮৪	৪৪২৭	৫১৭২	৫৩২৪	৫৭৬২	৬৪৭৬	৪০৩৬
আমদানি, সিআইএফ (ইপিজেডসহ) [২]	-৪১৯১	-৫৮৩৪	-৬৯৪৭	-৭১৬২	-৭৫২৪	-৮০১৮	-৮৪০৩	-৯৩৬৩	-৫৩৬৫
সেবা (নীট)	২১	-৮৯	-১০৪	১৬৩	১৮২	১৯৮	১৯২	১৯	২১১
গ্রহণ	৫২৩	৬৫৭	৫৫৩	৬৫৬	৭০৭	৭০৭	৮৪৯	৭৫৯	৫৫২
প্রদান	-৫০২	-৭৪৬	-৬৫৭	-৪৯৩	-৫২৫	-৫০৯	-৬৫৭	-৭৪০	-৩৪১
আয় (নীট)	-৩১	-৪১	৫৫	-১০৭	-১০০	-১৩৫	-২২১	-২৬৪	-১৯৭
গ্রহণ	১৪৭	১৬২	২৫৩	৮৯	৯১	৯১	৯৭	৯৭	৩৫
প্রদান	-১৭৮	-২০৩	-১৯৮	-১৯৬	-১৯১	-২১৬	-৩১৮	-৩৬১	-২৩২
চলতি স্থানান্তর	১৫৭৮	১৮২৭	১৮২১	২১৪৫	২০১৭	২২৩৭	২৬৭২	২৩১৬	১৯১১
সরকারী [৩]	৩৩১	৪০১	৩৪৬	৩৭৫	২৬৭	২৬২	৪৪৩	২১৭	১৫৮
তন্মধ্যেঃ খাদ্য	১১৮	১৩৭	১৩৮	১০১	৯৯	১৭৭	১৪২	৭৮	--
বেসরকারী	১২৪৭	১৪২৬	১৪৭৫	১৭৭০	১৭৫০	১৯৭৫	২২২৯	২০৯৯	১৭৫৩
তন্মধ্যেঃ বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশীদের প্রেরিত অর্থ	১০৮৯	১১৯৮	১২১৭	১৪৭৫	১৫২৫	১৭০৬	১৯৪৯	১৮৮২	১৫৮১
চলতি হিসাবের ভারসাম্য	-৮৯	-৬৬৪	-১২৯১	-৫৩৪	-২৫৩	৩৯৪	২	-৮১৬	৫৯৬
মূলধনী হিসাব (নীট)	৩৭৯	৪৮৯	৩৩১	৩৬০	৩০৪	-৩৪৮	২৮৩	২৮৭	৬৩
মূলধনী হস্তান্তর	৩৭৯	৪৮৯	৩৩১	৩৬০	৩০৪	৩৪৮	২৮৩	২৮৭	৬৩
আর্থিক হিসাব	৬৬৮	৭০৬	৪৪৭	৩৩১	৭৬০	৪৬৯	৭৬০	৫০৬	১২
সরাসরি বিনিয়োগ	১৬	৬	৭	১৬	২৪৯	১৯৮	১৯৪	১৭৪	৪১
পোর্টফলিও বিনিয়োগ	৫৩	৬১	-২১	-১৩২	৩	-৬	০	০	-৫
অন্যান্য বিনিয়োগ	৫৯৯	৬৩৯	৪৬১	৪৪৭	৫০৮	২৭৭	৫৬৬	৩৩২	-২৪
মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদী ঋণ (এমএলটি)	৮৪৯	৮৪৯	৭৬৭	৭৪৬	৭৪৮	৮৬৭	৮৪৯	৮৬৫	৪৬০
এমএলটি এমোরটাইজেশন পেমেন্ট	-২৬৭	-৩১৪	-৩১৬	-৩১৬	-৩০৮	-৩৪১	-৩৯৬	-৪১৬	-২৮৯
অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদী ঋণ (নীট)	-২০	-৮	৩৩	৫০	-৫০	-৩০	১০৪	০	-২৮
অন্যান্য স্বল্পমেয়াদী ঋণ	৩৪	১১২	-২৩	-৩৩	১১৮	-২১৯	৯	-১১৭	-১৬৭
সমন্বয় হিসাব [৪]	-১৬৬	-৭৯	-৫০৪	-৩২৬	-৭২৯	-৫৯৪	-৭২০	-৩০৩	-৬৬৫
সার্বিক ভারসাম্য	৭৯২	৪৫২	-১০১৭	-১৬৯	৮২	-১৭১	৩২৫	-৩২৬	৬
অর্থায়ন বিষয়াদি [৫]	-৭৯২	-৪৫২	১০১৭	১৬৯	-৮২	১৭১	-৩২৫	৩২৬	-৬
বাংলাদেশ ব্যাংক	-৬৭৩	-২৭৭	৯৪১	১৯৭	-১৩১	২১৮	-১৬৪	২২৬	-৬৩
সম্পদ	-৬২৫	-২৭৪	১০৬২	৩২৫	-১৪	২০৫	-৭৯	৩০২	৩
দায়	-৪৮	-৩	-১২১	-১২৮	-১১৭	১৩	-৮৫	-৭৬	-৬৬
যার মধ্যে তহবিল ক্রয়	০	০	০	০	০	১৩৮	০	০	০
তহবিল পুনঃক্রয়	-৭০	-৬০	-৬৬	-১১০	-১০৭	-১১১	-৮৫	-৮৬	-৪১
বাণিজ্যিক ব্যাংক (পরিসম্পদ)	-১১৯	-১৭৫	৭৬	-২৮	৪৯	-৪৭	-১৬১	-১০০	৫৭

উৎসঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

* আই.এম.এফ.-এর ৫ম ম্যানুয়াল অনুযায়ী তৈরীকৃত।

১ ও ২। ইপিবি 'র তথ্য অনুযায়ী মোট রপ্তানি পণ্য বাবদ আয়ের সঙ্গে বন্দরে বিদেশী যানবাহন কর্তৃক আহরিত পণ্য ও মেরামত কাজের জন্য ব্যবহৃত পণ্য বাবদ আয় যোগ করা হয়েছে। একইভাবে আমদানী পণ্য বাবদ ব্যয়ের সঙ্গে বন্দরে বিদেশী যানবাহন কর্তৃক আহরিত পণ্য ও মেরামত কাজের জন্য ব্যবহৃত পণ্য বাবদ ব্যয় যোগ করা হয়েছে।

৩. কারিগরি সাহায্যসহ খাদ্য পণ্য অনুদান।

৪. রপ্তানি খাত হতে প্রকৃত প্রাপ্তির অতিরিক্ত জাহাজীকরণের পরিমান অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৫. আর্থিক জরিপের তথ্যের সাথে সংগতিপূর্ণ

**সাময়িক

সারণী ৪৬ঃ বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ

বছর (জুন স্থিতি)	মিলিয়ন মার্কিন ডলার
১৯৮১/৮২	১২১
১৯৮২/৮৩	৩৫৮
১৯৮৩/৮৪	৫৪০
১৯৮৪/৮৫	৩৯৫
১৯৮৫/৮৬	৪৭৬
১৯৮৬/৮৭	৭১৫
১৯৮৭/৮৮	৮৫৬
১৯৮৮/৮৯	৯১৩
১৯৮৯/৯০	৫২০
১৯৯০/৯১	৮৮০
১৯৯১/৯২	১৬০৮
১৯৯২/৯৩	২১২১
১৯৯৩/৯৪	২৭৬৫
১৯৯৪/৯৫	৩০৭০
১৯৯৫/৯৬	২০৩৯
১৯৯৬/৯৭	১৭১৯
১৯৯৭/৯৮	১৭৩৯
১৯৯৮/৯৯	১৫২৩
১৯৯৯/০০	১৬০২
২০০০/০১	১৩০৭
২০০১/০২ (৩০-০৪-০২ তারিখে)	১৪৭৮

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণী ৪৭ঃ বৈদেশিক অর্থনৈতিক সাহায্যের অংগীকার ও অবমুক্তি

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

বছর	অংগীকার			ব্যয়ন		
	অনুদান	ঋণ	মোট	অনুদান	ঋণ	মোট
১৯৭১/৭২	৫১৩	৯৮	৬১১	২৪৫	২৬	২৭১
১৯৭২/৭৩	৪৮৩	৩৯৫	৮৭৮	৪৮৬	৬৫	৫৫১
১৯৭৩/৭৪	১০৭	৪৪৮	৫৫৫	২১৮	২৪৩	৪৬১
১৯৭৪/৭৫	৩৪৫	৯২১	১২৬৬	৩৭৫	৫২৬	৯০১
১৯৭৫/৭৬	৩৮০	৫৭৮	৯৫৮	২৩৪	৫৬৭	৮০১
১৯৭৬/৭৭	৪০০	৩২৬	৭২৬	২৫৬	২৭৯	৫৩৫
১৯৭৭/৭৮	৪৩৩	৭১৪	১১৪৭	৩৯৩	৪৪১	৮৩৪
১৯৭৮/৭৯	৯৩৬	৮২৪	১৭৬০	৫০২	৫২৮	১০৩০
১৯৭৯/৮০	৪৮৫	৬৬৮	১১৫৩	৬৫০	৫৭৩	১২২৩
১৯৮০/৮১	৫৫০	১০০৯	১৫৫৯	৫৯৩	৫৫৩	১১৪৬
১৯৮১/৮২	৮০৫	১১১৭	১৯২২	৬৫৪	৫৮৬	১২৪০
১৯৮২/৮৩	৮৩৭	৬৮৫	১৫২২	৫৮৭	৫৯০	১১৭৭
১৯৮৩/৮৪	৮৫৯	৮৩৬	১৬৯৫	৭৩৩	৫৩৫	১২৬৮
১৯৮৪/৮৫	৮৭৫	১১০৫	১৯৮০	৭০৩	৫৬৬	১২৬৯
১৯৮৫/৮৬	৮৭৪	৭৮৭	১৬৬১	৫৪৬	৭৬০	১৩০৬
১৯৮৬/৮৭	৮৯৪	৭০৯	১৬০৩	৬৬১	৯৩৪	১৫৯৫
১৯৮৭/৮৮	৮৮১	৬৪৮	১৫২৯	৮২৩	৮১৭	১৬৪০
১৯৮৮/৮৯	৬৬১	১২১২	১৮৭৩	৬৭৩	৯৯৫	১৬৬৮
১৯৮৯/৯০	৮৮৫	১২৯০	২১৭৫	৭৬৬	১০৪৪	১৮১০
১৯৯০/৯১	৪৮৫	৮৮৫	১৩৭০	৮৩১	৯০১	১৭৩২
১৯৯১/৯২	১১৪০	৭৭৫	১৯১৫	৮১৭	৭৯৪	১৬১১
১৯৯২/৯৩	৭৩৪	৫৪০	১২৭৪	৮১৮	৮৫৭	১৬৭৫
১৯৯৩/৯৪	৪৬৪	১৯৪৬	২৪১০	৭১০	৮৪৯	১৫৫৯
১৯৯৪/৯৫	৮৬১	৭৫১	১৬১২	৮৯০	৮৪৯	১৭৩৯
১৯৯৫/৯৬	৮৬৪	৪১৬	১২৮০	৬৭৭	৭৬৬	১৪৪৩
১৯৯৬/৯৭	৮৪২	৮১৯	১৬৬১	৭৩৬	৭৪৫	১৪৮১
১৯৯৭/৯৮	৫৮৫	১২০৬	১৭৯১	৫০৩	৭৪৮	১২৫১
১৯৯৮/৯৯	৮৬২	১৭৮৭	২৬৪৯	৬৬৯	৮৬৭	১৫৩৬
১৯৯৯/০০	৬১৯	৮৫৬	১৪৭৫	৭২৬	৮৬২	১৫৮৮
২০০০/০১	৯৩৮	১১১৫	২০৫৩	৫০৪	৮৬৫	১৩৬৯
সর্বমোট	২০৫৯৭	২৫৪৬৬	৪৬০৬৩	১৭৯৭৯	১৯৭৩১	৩৭৭১০
শতকরা হার	৪৫	৫৫	১০০	৪৮	৫২	১০০

উৎসঃ অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।

সারণী ৪৮ঃ বৈদেশিক দায় পরিশোধ

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

অর্থ বছর	মধ্যম ও দীর্ঘ মেয়াদী দায় পরিশোধ			রপ্তানি	মোট বৈদেশিক মুদ্রা আয়	রপ্তানি আয়ের শতকরা অংশ হিসেবে মোট দায় পরিশোধ	মোট বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের শতকরা অংশ হিসেবে মোট দায় পরিশোধ
	সুদ	আসল	মোট দায় পরিশোধ				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১৯৭৩/৭৪	৯	৯	১৮	৩৭২	৪১৯	৪.৭	৪.২
১৯৭৪/৭৫	১৩	৫৮	৭১	৩৮৯	৪৯০	১৮.৫	১৪.৪
১৯৭৫/৭৬	২০	৩৬	৫৬	৩৮১	৪৭৪	১৪.৬	১১.৭
১৯৭৬/৭৭	২৮	২২	৫০	৪১৭	৫৪৮	১১.২	৯.১
১৯৭৭/৭৮	৩১	৩৪	৬৫	৪৯৪	৭০৪	১৩.২	৯.২
১৯৭৮/৭৯	৩৯	৫০	৮৯	৬১৯	৮৯৮	১৪.৪	৯.৯
১৯৭৯/৮০	৪২	৬৬	১০৮	৭২৬	১২২৮	১৪.৯	৮.৮
১৯৮০/৮১	৪১	৪৪	৮৫	৭১০	১৩৬৪	১২.০	৬.৩
১৯৮১/৮২	৪৭	৪৫	৯২	৬২৬	১২৮৫	১৪.৬	৭.১
১৯৮২/৮৩	৫১	৮৫	১৩৬	৬৮৭	১৫৩৩	১৯.৮	৮.৯
১৯৮৩/৮৪	৫৮	৭১	১২৯	৮১১	১৬৮৬	১৫.৮	৭.৬
১৯৮৪/৮৫	৬৪	১০৬	১৭০	৯৩৪	১৬৬১	১৮.২	১০.২
১৯৮৫/৮৬	৭৩	১১১	১৮৪	৮১৯	১৬৩৪	২২.৪	১১.২
১৯৮৬/৮৭	৮১	১৫২	২৩৩	১০৭৪	২০৩২	২১.৭	১১.৩
১৯৮৭/৮৮	১২৩	১৬৬	২৮৯	১২৩১	২২৭৮	২৪.৪	১২.৬
১৯৮৮/৮৯	১২৩	১৭০	২৯৩	১২৯২	২৪৫৩	২২.৮	১১.৭
১৯৮৯/৯০	১১৬	১৮৬	৩০২	১৫২৪	২৭৩১	১৯.৮	১০.৯
১৯৯০/৯১	১২০	১৯৭	৩১৭	১৭১৮	২৯৪২	১৯.৪	১১.০
১৯৯১/৯২	১২৭	২১০	৩৩৭	১৯৯৪	৩৪০৬	১৬.৯	৯.৮
১৯৯২/৯৩	১৩৫	২৩৯	৩৭৪	২৩৮৩	৩৯৪৪	১৫.৭	৯.৫
১৯৯৩/৯৪	১৩৯	২৬৬	৪০৫	২৫৩৪	৪২৯৩	১৭.২	১০.৪
১৯৯৪/৯৫	১৫৪	৩১৪	৪৬৮	৩৪৭৩	৫৪৯০	১৩.৫	৮.৫
১৯৯৫/৯৬	১৫২	৩১৬	৪৬৮	৩৮৮২	৫৯০৮	১২.১	৭.৯
১৯৯৬/৯৭	১৪৭	৩১৬	৪৬৩	৪৪২৭	৬৬৪৭	১০.৫	৭.০
১৯৯৭/৯৮	১৩৭	৩০৭	৪৪৪	৫১৭২	৭৪৯৫	৮.৬	৫.৯
১৯৯৮/৯৯	১৬৬	৩৭৩	৫৩৯	৫৩২৪	৭৭৩৭	১০.১	৭.০
১৯৯৯/০০	১৭২	৪৪৭	৬১৯	৫৭৬২	৮৫৬০	১০.৭	৭.২
২০০০/০১	১৫৯	৪৩৮	৫৯৭	৬৪৭৬	৯১১৭	৯.২	৬.৫

উৎসঃ অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।

* মোট বৈদেশিক মুদ্রা আয়=পণ্য রপ্তানি+বিদেশে কর্মরতদের প্রেরিত অর্থ + অদৃশ্য আয়।

সারণী ৪৯ঃ বৈদেশিক দায়ের স্থিতি

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

অর্থ বছর	ব্যয়ন*	দায় পরিশোধ **			প্রতি আর্থিক বৎসর
		আসল	সুদ	মোট	শেষে দায়ের স্থিতি
১৯৭১/৭২	২৬	-	-	-	২৬
১৯৭২/৭৩	৬৫	-	-	-	৬৫
১৯৭৩/৭৪	২৪৩	৯	৯	১৮	৫০১
১৯৭৪/৭৫	৫২৬	৫৮	১৩	৭১	৯৭৪
১৯৭৫/৭৬	৫৬৭	৩৬	২০	৫৬	১৫৭৭
১৯৭৬/৭৭	২৭৯	২২	২৮	৫০	১৮২৮
১৯৭৭/৭৮	৪৪২	৩৪	৩১	৬৫	২৭৮৩
১৯৭৮/৭৯	৫২৮	৫০	৩৯	৮৯	৩১৯৩
১৯৭৯/৮০	৫৭৩	৬৬	৪২	১০৮	৩৪০০
১৯৮০/৮১	৫৫৪	৪৪	৪১	৮৫	৪৩৮৩
১৯৮১/৮২	৫৮৬	৪৫	৪৭	৯২	৪৯৫৯
১৯৮২/৮৩	৫৯০	৮৫	৫১	১৩৬	৫৪৫২
১৯৮৩/৮৪	৫৩৫	৭১	৫৮	১২৯	৫৯৪১
১৯৮৪/৮৫	৫৬৯	১০৬	৬৪	১৭০	৬২৮১
১৯৮৫/৮৬	৭৬০	১১১	৭৩	১৮৪	৭৪৩৮
১৯৮৬/৮৭	৯৩৪	১৫২	৮১	২৩৩	৮৩৬৪
১৯৮৭/৮৮	৮১৭	১৬৬	১২৩	২৮৯	৯৪৭৩
১৯৮৮/৮৯	৯৯৬	১৭০	১২৪	২৯৪	৯৮৭৯
১৯৮৯/৯০	১০৪৪	১৮৬	১১৬	৩০২	১০৬০৯
১৯৯০/৯১	৯০১	১৯৭	১২০	৩১৭	১২৭১৪
১৯৯১/৯২	৭৯৪	২১০	১২৭	৩৩৭	১৩৩৩০
১৯৯২/৯৩	৮৫৭	২৩৯	১৩৫	৩৭৪	১৩৬১৫
১৯৯৩/৯৪	৮৪৯	২৬৩	১৩৯	৪০২	১৫০৭৩
১৯৯৪/৯৫	৮৪৯	৩১৪	১৫৪	৪৬৮	১৬৭৬৭
১৯৯৫/৯৬	৭৬৬	৩১৬	১৫৩	৪৬৯	১৫১৬৬
১৯৯৬/৯৭	৭৪৫	৩১৬	১৪৭	৪৬৩	১৫০২৫
১৯৯৭/৯৮	৭৪৮	৩০৭	১৩৭	৪৪৪	১৪০৩৩
১৯৯৮/৯৯	৮৬৭	৩৭৩	১৬৬	৫৩৯	১৪৮৪৩
১৯৯৯/০০	৮৬২	৪৪৭	১৭২	৬১৯	১৬২১১
২০০০/০১	৮৬৫	৪৩৮	১৫৯	৫৯৭	১৫০৭৪
মোট	১৯৭৩১	৪৮৩১	২৫৬৯	৭৪০০	-

উৎসঃ অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।

* শুধুমাত্র ঋণ।

** খাদ্য, বিমান, জ্বালানী তৈল আমদানী এবং আই.এম. এফ. হতে সংগৃহীত স্বল্প মেয়াদী ঋণ ব্যতীত।

বাঃসঃমুঃ-২০০১/০২-৫৭৪২কম(২)—২৫০০বই, ২০০২।